ডবল এজেণ্ট

বিক্রমাদিত্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৮৩
জানুয়ারী ১৯৭৭

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

দাম : চৌদ্দ টাকা

গাসান কানাফানী, আজ তুমি মূক, নীরব, নিস্তব্ধ। আজ তুমি বেঁচে নেই, তাই তুমি আমার এ-কাহিনী পড়তে পারবে না। তবুও জেনে রেখো তোমার বন্ধুরা তোমাকে ভুলে যায়নি।

গাসান কানাফানী, কামাল নাসের এবং আমার প্যালেস্টাইনের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবরা, যারা মারা গেছেন এবং যারা বেঁচে আছেন—যাদের অকৃত্রিম গভীর স্নেহ, ভালোবাসা, প্রেম আমি আমার মধ্যপ্রাচ্যের সুদীর্ঘ জীবন যাত্রায় কুড়িয়ে পেয়েছি আজ তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই বই উৎসর্গ করা হলো।

ইতিকথা

ইতিহাসের ইতিহাস আছে।

তেমনি আছে ডবল এজেন্টের এক নেপথ্য কাহিনী। আর সেই কাহিনীকে ভিত্তি করে রচনা হয়েছে আমার গল্প।

অতীত দিনের স্মৃতিকে রোমন্থন করতে গেলে আমার মনে পড়ে একটি রাত্রির কথা। বেরুটের এক সমুদ্রতটের সামনে আমি, গাসান কানাফানী আর লুলু দাঁড়িয়েছিলুম। শহর ক্লান্ত, নীরব, শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন। গাসান আর লুলু সমুদ্রের পানে তাকিয়েছিলো। আমরা সবাই ছিলুম নির্বাক।

হঠাৎ গাসান কানাফানীর কথায় আমরা চেতনা ফিরে পেলুম। গাসান বললো, দেখতে পাচ্ছো সমুদ্রের অনেক দূরপ্রান্তে কতোগুলো আলো। ওগুলো শুধু আলো নয়। ঐ আলোর দেশে আছে আমার জন্মভূমি প্যালেস্টাইন। কখনও যে আমার মাতৃভূমিকে দেখতে পাবো সে আশা আমার নেই কিন্তু তবু আজ আমার সবচাইতে বড়ো গর্ব যে প্যালেস্টাইন আমার জন্মভূমি। নিজের দেশের মাটির ভেতর আছে মোহিনী মায়া আর তার মিষ্টি বাতাসে আছে গানের রেশ, যে গান আমাকে উতলা করে, হাতছানি দিয়ে ডাকে কিন্তু তবু আজ আমি তার কাছে যেতে পারিনে—এটাই আমার দুঃখ। আমার ভিটে মাটি থাকা সত্ত্বেও আজ আমি যাযাবর—দুরন্ত আরব বেদুইন।

কারু দেশপ্রেম যে এতো গভীর হতে পারে সেদিন রাত্রে আমি গাসান কানাফানীর কথায় প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম।

গাসান কানাফানী ছিলেন বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক, আরব বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারকা। যদি প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামে তিনি কাজ না করে শুধু সাহিত্য সেবা করে যেতেন তাহলে সাহিত্য জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। গাসান কানাফানী আজ জীবিত নেই কিন্তু তাঁর সাহিত্য বেঁচে আছে।

সেদিনকার রাত্রের আলোচনার কিছুদিন পরে গাসান কানাফানী এক দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পেছনে ছিলো ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের চক্রান্ত।

শুধু গাসান কানাফানী নয়, তার মতো আরো অসংখ্য প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের কর্মী ছিলেন যারা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়েছেন। এইসব কর্মীদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিলো—বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন গ্রামে। সেদিন তাদের মর্মস্পর্শী অব্যক্ত কথা শুনবার সুযোগ হয়েছিলো—আর সেই

কাহিনীকে ভিত্তি করে আজ রচনা হয়েছে : ডবল এজেন্ট। তাদের এই কাহিনী আমার দেশের সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম। সেদিন আমার এই অঙ্গীকার সামান্য লৌকিকতা, সামাজিক সৌজন্যতার নিদর্শন ছিলো না, এ ছিলো আমার মনের গভীর অনুভূতির আত্মপ্রকাশ। কতো দিন, কতো জায়গায়, রামাল্লা, নাবলুস, হেব্রোন, জেরুজালেম, আমান, বেরুট শহরে আমি তাদের সংগ্রামের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—স্বপ্ন দেখেছি, যে প্যালেস্টাইন মানবজগতের সভ্যতা এবং ধর্মের সঙ্গম, বিলুপ্ত ইতিহাসের চিরবিস্মরণী, আবার মানবজাতির চিন্তাধারাকে চঞ্চল করে তুলেছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে প্যালেস্টাইনের সংগ্রাম একটা যুগের পট পরিবর্তন করেছে আর এনেছে নতুন কৃষ্টির ঢেউ।

প্যালেস্টাইনের এই কাহিনী লিখবার জন্যে গৌরচন্দ্রিকা লিখবার দরকার ছিলো। আর সে গৌরচন্দ্রিকা হলো ১৯৪৭ সাল কিংবা সে সময়কালে সম্রাট ফারুকের যুগ। ফারুকের প্রশাসন, নাসেরের আগমন এবং ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের সামান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা আজ লেখা হলো। কিন্তু এ-বইতে যে বড়ো ত্রুটি রয়ে গেলো সে হলো জটিল প্যালেস্টাইন সমস্যার আদি কাহিনী, কী করে এ-সমস্যা সৃষ্টি হলো। কাহিনীর গতি শ্লথ হবে এ-কথা ভেবে আমি এই জটিল প্রশ্ন এড়িয়ে গেলুম। হয়তো বারান্তরে লেখা যাবে।

সম্রাট ফারুকের রঙ্গীন জীবনীর বহু কাহিনী আমি আমার কায়রোর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনেছি। সেদিনকার অনেক কাহিনী এবং ফারুককে কী করে গদীচ্যুত করা হলো তার পুরো ঘটনা আমি মিশরের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ নেগুইবের কাছে শুনেছি। বৃদ্ধ নেগুইব এবং তার সহকর্মী মুহম্মদ রিয়াদ ধৈর্য ধরে ফারুকের শাসন কালের বহু কাহিনী আমাকে শুনিয়েছেন। আনতানিও পুলি আজো জীবিত, কায়রোতে বসবাস করছেন। আনোয়ার পাশার (নামটি কল্পিত—ইচ্ছে করে আসল নাম গোপন রাখা হলো) সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম দেখা হয় ফারুকের প্রথমা স্ত্রী ফরিদার বাড়ীতে। তারপর অনেকবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং বহু কাহিনী আমি তার কাছ থেকে শুনেছি। বিখ্যাত বেলী ড্যান্সার হিকমত্ ফাহামী (বর্তমানে আমেরিকাতে আছেন), তাহিওকা কারিওকা এবং সামিয়া গামালের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। অনেক কাহিনী আমাকে ফরিদ আল আ তরাশ, আরব জগতের বিখ্যাত গায়ক বলেছেন। এ-কাহিনীর ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যে আমি আল আহরামের প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক আহমদ বাহাউদ্দীন এবং রোজ এল ইউসুফের প্রাক্তন সম্পাদক আহমদ হামরুশের কাছে কৃতজ্ঞ। বাহাউদ্দীন আমার এই বইয়ের নামকরণ করেছিলেন : Derkest

Hour—তবে কথা ছিলো যে আমি মধ্যপ্রাচ্যের ১৯৬৭–৭৪ সময়কালীন ঘটনাবলী নিয়ে লিখবো। কিন্তু যেহেতু আমি মধ্যপ্রাচ্যের শুধু একটি প্রধান প্রশ্নকে ভিত্তি করে গল্প লিখছি, বইয়ের জন্য নামকরণ করতে হলো। বারান্তরে হয়তো এ-যুগের কাহিনী বাহাউদ্দীনের নামকরণকে ভিত্তি করে রচনা করা যাবে। মুস্তাফা আমিন এবং আলী আমিন আমাকে ফারুক এবং নাসেরের বহু ঘটনা বলেছেন। মুস্তাফা আমিন এককালে ছিলেন নাসেরের ডান হাত। সুয়েজ ক্যানেলের রাষ্ট্রীয়করণের তথ্যবহুল কাহিনী আমি মুস্তাফা আমিনের কাছে শুনেছি। দুজনে আজকাল আল আকবর পত্রিকার সঙ্গে জড়িত।

হাসান এল আইস ছিলেন মিশরের ইনটেলীজেনস চীফ সালা নাসেরের ডান হাত। তার কাছ থেকে কয়েকটি মুখরোচক কাহিনী পেয়েছি।

প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর দীর্ঘ কাহিনী আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। তবুও আজ এ-কাহিনী লিখবার সময় যার নাম আমাকে প্রথম স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন শফীক আল হুত—বর্তমানে বেরুটে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজশনের প্রথম কর্মকর্তা। শফীক আমার মধ্যপ্রাচ্যে একজন আন্তরিক বন্ধু এবং দীর্ঘকাল আমি শফীক আল হুতের কাছ থেকে গরিলা কম্যাণ্ডোর কাজকর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে আমাকে বেরুটে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ওয়ালিদ খালিদী ও প্যালেস্টাইন ইনষ্টিটিউটের প্রধান কর্তার কাছে ঋণ স্বীকার করতে হবে।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজশনের কর্তা আহম্মদ সুকেরী প্যালেস্টাইন সংগ্রামের অনেক কাহিনী আমাকে বলেছেন যার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানানো একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া আমাকে অনেক প্যালেস্টাইনী বন্ধু বহু ঐতিহাসিক ঘটনা বলেছেন।

আমার বান্ধবী লুলু জীবিত। তার কাছ থেকে আমি প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের কিছু তথ্য পেয়েছি।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একজনের কথা বলা দরকার। তিনি হলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভ্রাতৃসম বেরুটের আল আনোয়ার, দার আস সাইয়াদ, পত্রিকার মালিক বেগম ফ্রেইয়া। তার সাহায্য না পেলে আমি মধ্য প্রাচ্যে বন্ধুমণ্ডলী তৈরী করতে পারতুম কিনা সন্দেহ।

তাহলে আমরা জেলখানায় পাঠাবো না বরং আমাদের সঙ্গে কাজ করলে মোটা পুরস্কার পাবে।

তার সেই পুরস্কার হলো : হেরোন এবং হাসিস।

তাঁরা আনোয়ার পাশাকে এই দুটি মাদক দ্রব্য মের্সাই শহর থেকে আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্মাগলিং করতে সাহায্য করলেন।

বেরুট শহরে আনোয়ার পাশা স্মাগলিং-এর এক মস্ত বড় ঘাঁটি করলো। বেরুট শহর থেকে ট্রাক এবং লরী করে হেরোন এবং হাসিস আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হতো।

জর্ডনের রাজধানী আম্মানে বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাছে আনোয়ার পাশা হেরোন এবং হাসিস বিক্রী করতো।

তার হাসিস বিক্রী করবার আরো দুটি বড়·বাজার হলো—মিশর এবং সৌদী আরবিয়া।

বহুদিন ধরে মিশরের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার হাসিস খেতেন। তার প্রধান কারণ হলো সম্রাট ফারুকের আমলে কাস্টমসের আইনকানুন শিথিল ছিল।

আনোয়ার পাশা এইসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে হাসিস বিক্রী করতে শুরু করলো। আর হাসিস বিক্রী করবার সময় এইসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতো।

আর এইসব গোপনীয় খবরের কিছুটা সি-আই-এ, কিছুটা এস-ডি-ই-সি-ই'র কাছে এবং বাকিটা ইস্রাইলী ইন্টেলীজেন্স মোসাদের কাছে বিক্রী করতো।

আনোয়ার পাশা সে-যুগের আরব দেশের ধনী ব্যক্তিদের কাছে বিক্রী করতো হেরোন। আর হেরোনের সঙ্গে সঙ্গে বড়লোকদের কাছে আর একটি আকর্ষণীয় জিনিস সাপ্লাই করতো। এই জিনিসটি হলো : 'লে গার্লস' অর্থাৎ মেয়েমানুষ।

তেলের পয়সার অভাব নেই। আনোয়ার পাশা এইসব ধনী লোকদের কাছে হেরোন বিক্রী করতে সুরু করলো। কিন্তু হেরোনের নেশা জমাবার জন্যে সুন্দরী নারীর প্রয়োজন।

আনোয়ার পাশা এবার পিম্পের কাজ অর্থাৎ মেয়ে সাপ্লাইর কাজ করতে সুরু করলো।

কেউ এই মেয়ে সাপ্লাইর কথা উল্লেখ করলে আনোয়ার পাশা ভুরু তুলে তাকাতো। হাসতো। প্রতিবাদ করে বলতো, আমি পিম্প নই। আমি নাইট ক্লাব ক্যাবারের জন্য আর্টিষ্ট সাপ্লাই করি। আর এই সব আর্টিষ্টরা যদি বড়লোকদের সঙ্গে প্রেম করে তবে দোষ কি আমার?

আর একটা কথা বলা দরকার।

ফ্রান্স, সুইডেন, জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ড থেকে এইসব মেয়ে আর্টিষ্ট জোগাড় করা হতো।

আর এই মেয়ে সংগ্রহ করতে বিদেশী ইন্টেলীজেন্স সার্ভিস বিশেষ করে সি-আই-এ এবং ইস্রাইলী ইন্টেলীজেন্স সার্ভিস আনোয়ার পাশাকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করতো। সাহায্য করবার কারণ ছিল। তারা তেলের খনির কনসেশন আদায় করবার জন্যে এইসব মেয়েদের আরবদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতো। কখনও কোনো অঞ্চলে আরব সরকারের কোনো আমলা যদি বিদেশী তেল কোম্পানীকে বিপদে ফেলতো, কিংবা তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতো, অমনি আনোয়ার পাশা এক সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ঐ সরকারী আমলার কাছে হাজির হতো। আমলার মন ভিজে যেতো। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

১৯৬০ সালে ইয়েমেনের যুদ্ধের সময় আনোয়ার পাশা আর একটি নতুন ধরনের কাজ শুরু করলো। এই নতুন কাজ হলো: গান রানিং···কিংবা সোজা ইংরাজী ভাষায় বলা যায় আর্মস সাপ্লাই।

আনোয়ার পাশা ইয়েমেনের ইমামের কাছে গোপনে বহু আর্মস সাপ্লাই করেছিল। তার এই আর্মস সাপ্লাইর কথা দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্ট নাসের কিংবা সালাল এবং ইজিপশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস জানতে পারেন নি।

১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধের পর জানা গেল যে আনোয়ার পাশা হলো সি-আই-এর এজেন্ট। প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের কর্তারা অভিযোগ করলেন যে, আনোয়ার পাশা হল একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি অর্থাৎ ডেঞ্জারাস ম্যান। তাকে খুন করা একান্ত আবশ্যক। নইলে আরবদেশ কখনোই ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না। আনোয়ার পাশা কোনো কোনো বড় আরব নেতাকে হেরোন, হাসিস এবং মেয়েমানুষ সাপ্লাই করে বশ করেছে। এঁরা নাকি আনোয়ার পাশার বুদ্ধি-পরামর্শানুযায়ী কাজ করে থাকেন। তাদের বক্তব্য হলো যে যতদিন আনোয়ার পাশা জীবিত থাকবে ততদিন আরব সৈন্যবাহিনী ইস্রাইলী সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না।

আরব গেরিলা বাহিনী পরপর তিনবার আনোয়ার পাশাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। আনোয়ার পাশাকে খুন করা গেল··না। বরং আরব গেরিলা বাহিনীর নেতাদের মৃত্যু হলো। এইসব নেতাদের মধ্যে বিখ্যাত প্যালেষ্টিনিয়ান সাহিত্যিক এবং পলিটিক্যাল লীডার গাসান কানাফানির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাজারে ওর নাম ছিল আনোয়ার বে। নাইট ক্লাবের মেয়েরা ওকে আদর করে ডাকত আনোয়ার পাশা, কখনো ছোট নাম ধরে ডাকত : পাশা।

বিদেশী সিক্রেট সার্ভিসের খাতায় ওর নাম লেখা ছিল : লাকি ষ্ট্রাইক।

শুধু তাই নয়। সিক্রেট সার্ভিসের কর্তারা আরো কয়েকটি কথা আনোয়ার পাশার জীবন সম্বন্ধে লিখে রেখেছিলেন।

আনোয়ার পাশার ছদ্মনাম লাকি ষ্ট্রাইক, বয়স পঁয়ত্রিশ, জন্ম এবং কোন দেশের লোক সঠিক জানা যায় না। তবে বাজারে গুজব হলো যে: আনোয়ার পাশা হলো বাসটার্ড। অর্থাৎ জন্ম এবং বাপ-মার সঠিক খবর এবং পরিচয় জানা যায় না। ওর মা ছিলেন বেলী ড্যান্সার, আর বাবা ছিলেন ফরাসী ট্যুরিস্ট। মিশর দেখতে এসে ওর মা'র নাচ দেখে বাবা মুগ্ধ হলেন। ব্যস তারপর এক রাত্রে আনোয়ার পাশার জন্ম হলো।

সিক্রেট সার্ভিসের খাতায় আরো দুটি কথা লেখা ছিল।

আনোয়ার পাশা—কখনো একে বিশ্বাস করবে না। ইজিপ্টের সিক্রেট সার্ভিস আনোয়ার পাশাকে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। ওদের কাছে খবর ছিল যে আনোয়ার পাশা হলো ডবল এজেন্ট। কিন্তু প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের এবং অন্যান্য আরব ন্যাশানালিষ্ট দল বিশ্বাস করতো যে আনোয়ার পাশা হলো সি-আই-এ এজেন্ট। ১৯৭০ সালে জর্ডনের ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর ঘটনার পর বাজারে আরো একটি গুজব রটলো যে আনোয়ার পাশা হলো ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিস মোসাদের এজেন্ট। এই অভিযোগ একেবারে মিথ্যে ছিল না। কারণ ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিসের কর্তারা আনোয়ার পাশার কথা উঠলেই হেসে বলতেন : ওঃ, আনোয়ার—হী ইজ আওয়ার ম্যান ইন আমান।

আনোয়ার পাশার জীবনের আর একটু গৌরচন্দ্রিকা দেওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালে আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে আনোয়ার পাশা ইজিপশিয়ান

আর্মির কাছে আর্মস এবং ইউনিফর্ম বিক্রী করলো। যুদ্ধে পরাজিত হবার পর আরব নেতারা অভিযোগ করলেন যে আনোয়ার পাশা যে সব হাতিয়ার আরবদের কাছে বিক্রী করেছিলেন সেগুলো ছিল বাজে মাল। অকেজো যুদ্ধের কোনো কাজেই আসে নি।

আর ইউনিফর্মগুলোর কথা না বলাই ভালো। গায়ে পরবার সঙ্গে-সঙ্গেই ইউনিফর্ম-গুলোর সুতো খুলে গেল। আর্মি বিভাগ অভিযোগ করলেন: আনোয়ার পাশা আমাদের ঠকিয়েছন।

হয়তো আরব নেতারা একটি কথা জানতেন না। আর সেই কথাটি হলো যে সব হাতিয়ার আনোয়ার পাশা ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে বিক্রী করেছিল, সেগুলো সাপ্লাই করেছিলেন ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিস: শেন বেত। আনোয়ার পাশা ছিলেন মিডলম্যান অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ভাষায় বলতে হবে: ডিলার। কমিশন নিয়ে আনোয়ার পাশা এই আর্মস ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে বিক্রী করেছিল। আর এই কমিশন থেকে বেশ মোটা একটা অংশ দিয়েছিল ইজিপ্টের সম্রাট ফারুককে এবং তার সেক্স বম্ব বান্ধবী নাদিয়া সুলতানকে।

তারপর এলো প্রেসিডেন্ট নাসেরের যুগ।

আনোয়ার পাশা ভোল পাল্টালো। নাসের নেগুইবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো।

সেদিন কিন্তু একটি গোপন কথা নাসের নেগুইব জানতে পারলেন না।

এই বিপ্লবের সময় আনোয়ার পাশা সি-আই-এ-র মধ্যপ্রাচ্যের বড় কর্তা কেরমিট রুজভেল্টের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা। তার এই গোপন কাজকর্মের খবর আরব নেতারা জানতেন না।

এই সময়ের আরো একটি ঘটনা বলা দরকার।

১৯৫১-৫২সালে আনোয়ার পাশা হেরোন স্মাগলিং করতে শুরু করেছিল। আর তার হেরোন স্মাগলিং-এর প্রধান ঘাঁটি ছিল মের্সাই এবং বেরুট।

এক বছর পরে নেগুইব নাসেরের বন্ধুত্বের ফাটল ধরলো।

১৯৫৬ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী ইজিপ্ট আক্রমণ করলো। প্রকাশ্যে আনোয়ার ইজিপশিয়ান আর্মির সাপ্লায়ার হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু তার গোপন কাজ ছিল ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসের কাছে ইজিপশিয়ান আর্মির গোপন খবরাখবর দেওয়া। আনোয়ার পাশার গোপন খবর পাচার করবার একটি বিশেষ কারণ ছিল।

মের্সাই শহরে হেরোন স্মাগল করতে গিয়ে আনোয়ার পাশা ধরা পড়ে। হয়তো পুলিশ আনোয়ার পাশাকে জেলখানায় পুরতে পারতো। কিন্তু ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসের কর্তারা আনোয়ার পাশাকে বললেন, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করো

আমি লুলুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। লুলুকে জড়িয়ে ধরলুম। তারপর চুমু খেলুম।

সর্বনাশ: আমি এই চুমু খাবার সময় বলেছিলুম যে আমি ১৯৪৮ সালে ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে কতকগুলো বাজে হাতিয়ার বিক্রী করেছিলুম।

জীবনের দুর্বল মুহূর্তে তার কাছে যেসব কথাগুলো বলেছিলুম, আজ সেই কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

আমি লুলুকে বলেছিলুম।···

১৯৪৭ সাল, আলকাহেরা।

সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু শুরু হয়েছে আরব ইস্রাইলী ঝগড়া বিবাদ···

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক আকাশে ছিল কেমন একটা থমথমে ভাব। এই আবহাওয়া দেখে কারু বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এই অঞ্চলে শিগগিরই একটা লড়াই হবার সম্ভাবনা আছে।

কবে এবং কোথায় এই যুদ্ধ শুরু হবে, এই নিয়ে সবাই আলোচনা করতে লাগলো।

ইংরেজ শাসনকর্তারা তখনও প্যালেস্টাইনে কায়েমী হয়ে বসে আছেন। প্রতিদিন তাঁরা ইস্রাইলী বন্ধুদের উস্কানি দিচ্ছেন: লড়াই শুরু করো। নইলে আরবরা তোমাদের এই দেশ থেকে তাড়াবে।

বিভিন্ন উপায়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এবং শাসনকর্তারা ইস্রাইলীদের সাহায্য করতেন।

প্রত্যেকটি আরবদেশ ইস্রাইলী স্পাইতে গিস গিস করতো।

ইস্রাইলী স্পাই কায়রোতে ছিল। এদের মধ্যে কিছু ছিল মেয়ে স্পাই। এই মেয়ে স্পাইদের মধ্যে নাদিয়া সুলতানের নাম উল্লেখযোগ্য। ভদ্রমহিলার বাবা ছিলেন ফরাসী ইহুদী আর মা ছিলেন আরব,···।

নাদিয়া সুলতান ছিলেন ইজিপ্টের সম্রাট ফারুকের বান্ধবী। কয়েকবার বাজারে গুজব ছিল যে, নাদিয়া সুলতান হলেন সম্রাটের মিসট্রেস কিংবা রক্ষিতা।

কিন্তু বাজারে এই অপবাদে, নিন্দায় ফারুক একটুও কান দিতেন না। কারণ ফারুকের জীবনে মেয়ে বান্ধবীর অভাব ছিল না। কিন্তু নাদিয়া সুলতানকে হয়তো সবচাইতে বেশী ভালোবাসতেন।

ফারুকের চরিত্রের এই দুর্বলতার কথা আমি জানতুম। তবু আমি কোনোদিন

সম্রাট ফারুক কিংবা তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কিংবা তাঁদের চরিত্রের কলঙ্ক নিয়ে কারু সঙ্গে কখনও আলাপ-আলোচনা করিনি। কিন্তু তবু জীবনের এমনি ভাগ্যচক্র যে, আমি নাদিয়া সুলতান এবং ফারুকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম। কী করে, সেইটে আমাকে বলতে হবে। কিন্তু তার আগে আমার ফারুকের আর এক বান্ধবীর কথা বলতে হবে। এই বান্ধবীর নাম ছিল আনি বারিয়ার। আমি যখন নাদিয়া সুলতানের জীবনের সংস্পর্শে এলুম, তখন একদিন আনি বারিয়ার আমাকে সতর্ক করে বললো : পাশা, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছ। একটু সাবধানে থেকো, নইলে এই আগুনে পুড়ে মরবে···

আমি আনি বারিয়ারের কথায় কান দিইনি। কারণ আমি অল্প বয়েস থেকে ছিলুম অতি ধুরন্ধর সেয়ানা। নিজের জীবনের উন্নতি করবার জন্যে কার মন ভেজাতে হবে আমি জানতুম। আমি খবর পেয়েছিলুম যে আজকাল সম্রাটের বান্ধবী হলেন নাদিয়া সুলতান। কিন্তু আনি বারিয়ার আমাকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, ওটা ওর আসল নাম নয়। নাদিয়া সুলতান হলেন ইহুদী এবং তার আসল নাম হল লিলি কোহেন।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিদিন ইহুদী বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে প্রবল এবং তীব্র হচ্ছিল। সম্রাট ফারুকও বুঝতে পেরেছিলেন যে, কিছুকালের মধ্যে ইহুদীরা এই অঞ্চলে কায়েমী হয়ে বসবে। তাই সম্রাটও প্রতিদিন ইহুদী বিদ্বেষী বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু রাত হলেই সম্রাট ভুলে যেতেন যে, তিনি একজন ইহুদী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন। আর এই মেয়ে শুধু মাত্র ইহুদী নয়, এ হল ইস্রাইলী ইন্টেলীজেন্সের অভিজ্ঞ স্পাই।

নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে আমার কি করে আলাপ পরিচয় হলো সেই কথা বলবার আগে আমাকে আনি বারিয়ারের কথা বলতে হবে।

আনি বারিয়ারও সম্রাট ফারুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ফরাসী। কায়রোর স্কারাবে নাইট ক্লাবে গায়িকার কাজ করতেন। গায়িকা হিসাবে আনি বারিয়ারের যশ ছিল না, কিন্তু নাইট ক্লাবের খদ্দেরদের কাছে আনি বারিয়ারের আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল তার দেহ-সৌন্দর্য।

আমিও আনি বারিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম, কিন্তু ভিন্ন কারণে। আমি ছিলাম 'স্কারাবে' নাইট ক্লাবের বার-ম্যান। আমি শুধু বারের পাশে দাঁড়িয়ে মদ মেশাতুম না। আমার আর একটি কাজ ছিল। আর সেই কাজ হলো : কুরিয়ারের কাজ। যেসব খদ্দেরেরা আনি বারিয়ারের সঙ্গে চিঠিপত্রাদি কিংবা প্রেমের আলাপ আলোচনা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করতো আমি তাদের, এই কাজে সাহায্য করতুম। আর প্রতি কাজের জন্যে কমিশন আদায় করতুম।

এই হলো আনোয়ার পাশার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

এবার এই বৈচিত্র্যময় রঙিন জীবনের কিছু ঘটনা বলা যাক।

এই কাহিনী আনোয়ার পাশার ভাষায় বললে আসর ভালোই জমবে।

ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়ে আমি যুগোশ্লোভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে যাচ্ছিলুম। বেলগ্রেড শহরে আফ্রো-এশিয়ান দেশের নেতাদের একটি রাজনৈতিক মিটিং ছিল। আমি যাচ্ছিলুম ওখানে কয়েকজন আফ্রিকান নেতার সঙ্গে দেখা করতে। আমার উদ্দেশ্য ছিল এইসব আফ্রিকান দেশগুলোর বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং এদের কাছে হাতিয়ার বিক্রী করা।

এবার হয়তো আপনি জিজ্ঞসে করবেন, আমি কে?

আমার নাম আনোয়ার খালদুন। কিন্তু বাজারের লোকের কাছে আমি আনোয়ার বে নামে পরিচিত। কিন্তু আমার নাম সুন্দরী বান্ধবীরা আমাকে আনোয়ার পাশা বলে ডাকতো। শেষ পর্যন্ত বাজারে পাশা নামটি প্রচলিত হয়ে গেল।

সাধারণত আমি য়ুরোপ যাবার সময় ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চেপে যাই। এই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের রহস্যজনক কাহিনী হয়তো ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। সারা দুনিয়ার সবাই জানেন যে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের খ্যাতি হলো খুন, ডাকাতির ও স্পাইর কাজকারবারে জন্যে। আমি এই ট্রেনে চেপে যাতায়াত করি, কারণ আমি এই ট্রেনে বিস্তর ক্লায়েন্ট পাই। বিদ্রোহী, বিপ্লবী, স্মাগলার সকলেই এই ট্রেনে চেপে য়ুরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আসেন। ওদের সঙ্গে এই ট্রেনে আলাপ পরিচয় হয়, ব্যবসা নিয়ে ডিল করি।

ষ্টেশনে আমাকে তুলে দিতে লুলু এসেছিল। লুলু আমার বান্ধবী, গার্ল ফ্রেণ্ড। লুলুর সঙ্গে যদি আপনারা আলাপ পরিচয় করেন, তবে বলবেন যে আনোয়ার পাশার রুচি আছে। আর আমার রুচি খুবই শৌখিন।

লুলু তিলোত্তমা সুন্দরী। তার কারণ সে হলো প্যালেষ্টাইন গার্ল। দুধে আলতায় রং, স্নিগ্ধ চোখ···আমি অনেকবার আমার বন্ধু-বান্ধবদের বলেছি, পৃথিবীর কোথাও যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে, তাহলে ওদের জন্মস্থান হলো প্যালেষ্টাইন।

লুলু প্যালেষ্টাইনের মেয়ে একথা আমি অনেকদিন জানতে পারিনি। আজ ট্রেনে উঠবার আগে তার আভাষ পেলুম। তাই ট্রেনে উঠবার সময় যখন টের পেলুম যে লুলু ফরাসী মেয়ে নয়, সে হলো প্যালেষ্টাইনিয়ান, তখন আমি চিন্তিত হলুম।

পরবর্তীকালে আর একটি খবর জানতে পেরেছিলুম যে, লুলু আসলে হলো

প্যালেষ্টাইনিয়ান গেরিলা কম্যাণ্ডোর একজন কর্মী। কিন্তু এই খবর অনেক পরে জানতে পেরেছিলুম। সেই কাহিনী পরে বলা যাবে।

ট্রেনের ডাইনিং কারে বসে ভাবছিলুম যে, সুন্দরী মেয়েরা কেন গেরিলার কাজ করে? তখনও বুঝতে পারিনি যে এই প্যালেষ্টাইনিয়ান ছেলেমেয়ের দল দেশের জন্যে সব করতে পারে। হাজার হাজার তরুণ-তরুণীরা দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে! কেন জীবন দিচ্ছে আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কারণ আমি ছিলাম ভিন্ন জাতের ভিন্ন রুচির লোক।

ডাইনিং কারের ওয়েটারকে ডেকে বললুম, 'কালভাদো সিল ভূপ্লে'। এইখানে বলে রাখি, আমি অনেক ভাষায় কথা বলতে পারি। আমার মুখে ফরাসী ভাষা শুনলে আপনি বলতে পারবেন না যে আমি দ্যগলের বংশধর নই।

আমার বাবা ছিলেন ফরাসী আর মা ছিলেন ইজিপশিয়ান বেলী ড্যান্সার। পরে শুনেছিলুম যে আমার জন্ম আদৌ আইনসঙ্গত ছিল না। আমি ছিলুম আপনারা যাকে বলেন বেজন্মা মানুষ।

ওয়েটার আমার অর্ডার শুনে হকচকিয়ে গেল। ওকে বোঝাবার জন্যে আমি আর একবার জোর গলায় বললাম: কালভাদো সিল ভূপ্লে।

হয়তো ওয়েটার এবার আমার কথা বুঝতে পারলো। অর্ডার নিয়ে চলে গেল। এবার আমি একটি হাভানা সিগার ধরালুম। আজকাল আমি সিগারেট খাইনে— সিগার খাই। কারণ আজকাল মেয়েরা সিগারেট খেয়ে থাকেন।

ওয়েটার কালভাদো নিয়ে এলো। কালভাদো খুব কড়া নেশার ফরাসী ড্রিংক। আমি কালভাদোর গ্লাসে চুমুক দিলুম। তারপর আবার লুলুর কথা ভাবতে লাগলুম।

লুলু হোয়াট এ গার্ল···ওঃ লা-লা, অমন সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। ভারী মিষ্টি স্বভাব। আমার সঙ্গে এত সহজ সরলভাবে প্রেম করতো যে লুলুর প্রতি আমার একটা স্নেহ মায়া জন্মেছিল।

হয়তো প্রেম মানুষকে অন্ধ করে। কিন্তু আনোয়ার পাশা তো কোনোদিন প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়েনি। তবে আজ লুলুর প্রতি এই দুর্বলতা কেন?

আমি ভাবতে লাগলুম আজ ট্রেনে উঠবার সময় আমি সারাটা বিকেল লুলুর সঙ্গে বসে গল্প করেছিলুম। বিবিধ ধরনের গল্প, আমার জীবন কাহিনী···।

সর্বনাশ: আমি লুলুকে বেশ কিছু গোপন কথা বলেছিলুম। আমি লুলুর কাছে কেরমিট রুজভেল্টের কথা বলেছিলুম। শুধু তাই নয়। আমি যখন লুলুকে বলেছিলুম তখন লুলু তার মুখটি আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো। তারপর মিষ্টি ভিজে গলায় বলল: কিস্ মী।

বিপদ? ফারুকের আবার বিপদ কী! উনি হলেন দেশের শাহানশা, বাদশা। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলুম যে আজকের এই ঘটনার ভেতর বিপদ ছিল বৈ কী?

বেশ কিছুদিন হলো কায়রোর কাগজগুলো এই লাভার্স লেনের প্রেমের কাজ-কারবার নিয়ে কঠোর মন্তব্য করছিল, তাই পুলিশের লোক এই লাভার্স লেনের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল।

আজকের এই পুলিশ ভ্যানের ভেতর একজন প্রেস রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার বসেছিলেন। ওঁরা ছিলেন কায়রো "আল মুসাওয়ার' পত্রিকার রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার। পুলিশের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার ব্যাপারে ওদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লাভার্স লেনে কী ধরনের প্রেমের কাজকারবার হয়, সেইটে জানা এবং উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা দেখতে পেলে তার ছবি তুলে নেওয়া।

পুলিশের গাড়ী এবার ফারুকের গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

আনি বারিয়ার এবং ফারুক তখন প্রেমে মশগুল।

আমি হঠাৎ এবার একটা কাণ্ড করে বসলুম। আমার কাছে একটি ছোট রিভলবার ছিল। আমি শূন্য আকাশে গুলি ছুঁড়লুম। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এবং ফারুক সজাগ হলেন।

পুলিশ বুঝতে পারলো যে তারা বেশ বড় শিকার ধরতে পেরেছেন। আর ফারুক উপলব্ধি করলেন যে পুলিশ তাঁর পেছু নিয়েছে।

পুলিশের গাড়ী দেখে ফারুক প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সামলে নিলেন। তার গাড়ীর পেছনের সীটে একটি ষ্টেনগান ছিল। তিনি এই ষ্টেনগান নিয়ে পুলিশের গাড়ীর দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন।

পুলিশ এবং প্রেস রিপোর্টার হকচকিয়ে গেল। কী ব্যাপার? এই লাভার্স লেনে পুলিশের গাড়ীর দিকে গুলি ছুঁড়ছে কে? আস্পর্ধা কম নয়?

হঠাৎ পুলিশের গাড়ীর হেড লাইট ফারুকের গাড়ীর উপর পড়লো। আনি বারিয়ার এবং ফারুক তখন অর্ধনগ্ন। গাড়ীর আলো ফারুকের চোখের উপর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চিৎকার করে উঠলেন। গাড়ীর ড্রাইভার বুঝতে পারলো যে আজ লাভার্স লেনে যিনি গাড়ীতে বসে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন, তিনি হলেন মিশর দেশের সম্রাট।

সর্বনাশ!

গুলির এবং সম্রাটের ভয়ে ড্রাইভার তার গাড়ীর কন্ট্রোল হারালো। সামনেই একটা ছোট গর্ত ছিল। পুলিশের গাড়ী গিয়ে সেই গর্তের ভেতর পড়লো।

ফারুক এবার হুংকার দিয়ে পুলিশের গাড়ীর কাছে গেলেন। এই মিশর দেশে কার এমনি আস্পর্ধা যে সম্রাটকে 'ফলো' করে।

গাড়ীর ভেতর থেকে পুলিশ ইন্সপেক্টর বেরিয়ে এলেন। ড্রাইভার অবশ্যি সম্রাটকে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টর চট করে ঘটনা বুঝে উঠতে পারে নি। তিনি অন্ধকার রাত্রে লাভার্স লেনে একটি গাড়ী দেখে ভেবেছিলেন যে একটি বড় শিকার পাকড়েছেন। আর ছোট গাড়ী দামী ক্যাডিলাক যখন, তখন এই শহরের গণ্যমান্য কেউ হবে। কিন্তু ফারুক যেই এসে তার কাছে হুমকি দিয়ে দাঁড়ালেন, অমনি তিনি ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন।

ইয়োর ম্যাজেস্টি .....

পুলিশ ইন্সপেক্টরের মুখ দিয়ে যেন কথা বেরোয় না।

ফারুক ক্রুদ্ধ বাঘের মতো চিৎকার করতে লাগলেন। তারপর 'আল মুসাওয়ার' সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন।

এবার আমার বীরত্ব দেখাবার পালা। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে ঘটনাস্থলে এলুম। তাকিয়ে দেখলুম, আনি বারিয়ার গাড়ীতে বসে কাঁপছে। সে অর্দ্ধনগ্ন...

আমি প্রেস রিপোর্টারকে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলুম...আর ফটোগ্রাফারের গায়ে লাথি মারতে লাগলুম।

ফারুক আমাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন।

কিন্তু আনতানিও পুলি তার বিস্ময় ভাঙলো। বললো, আনি বারিয়ারের খাদ্দাম— (খাদ্দাম মানে চাকর)।

খাদ্দাম। আমার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট করে এই তিনটি শব্দ আবার বেরুল। আমি তো আনি বারিয়ায়ের খাদ্দাম কিংবা চাকর নই। আমি হলুম 'স্কারাবে' নাইট ক্লাবের বারম্যান। আজ আনি বারিয়ারের অনুরোধে তার সঙ্গে এই লাভার্স লেনে এসেছিলুম। এখানে এসে যে এত কাণ্ড দেখতে পাবো— কখনই কল্পনা করিনি।

কিন্তু আজ আমি আনতানিও পুলির কথার কোন প্রতিবাদ করলুম না। সম্রাটের মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে আছে। বেশী কথা বললে তিনি আরো রেগে যেতে পারেন।

ফারুক আর কোন কথা বললেন না। এবার তিনি আনি বারিয়ারকে নিয়ে আবদীন প্যালেসে চলে গেলেন। না, লুকিয়ে লাভার্স লেনে গাড়ীর ভেতর বসে একটি মেয়ের সঙ্গে তিনি প্রেম করতে চান না।

নাইট ক্লাব-গার্ল আনি বারিয়ার সম্রাটের প্রাসাদে ঠাঁই পেলো।

আমারও ভাগ্যের উন্নতি শুরু হলো।

আমি জানতুম যে আনি বারিয়ার ছিল খুবই অভিজ্ঞ প্রেমিকা। বাজারে তার স্তাবকের অভাব ছিল না। নাইট ক্লাবের কাজ শুরু করবার আগে আনি বারিয়ার দুবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু তার দৈহিক প্রেমের আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র ছিল যে কোনো বিয়েই ধোপে টেকেনি।

একদিন স্কারাবে নাইট ক্লাবে আলোড়ন শুরু হলো। দুপুর বেলায় শুনলুম সেদিন রাত্রে সম্রাট ফারুক নাইট ক্লাবে আসবেন। আর সেই সঙ্গে আসবে তার অগুণতি মোসাহেবের দল। সম্রাট ফারুক কখনও মদ্য পান করতেন না, কিন্তু অতি বিশ্বস্ত অনুচর আনতানিও পুলি শ্যামপাইন ছাড়া কিছু পান করতেন না। স্কারাবে নাইট ক্লাবের মালি বিকেল চারটে থেকে কয়েক ডজন শ্যামপাইন ফ্রিজে ভরলেন। শ্যামপাইন রীতিমত ঠাণ্ডা হওয়া চাই। নইলে সেই মদ পান করে আস্বাদ পাওয়া যাবে না।

আমাদের হিসেবে একটু ভুল ছিল। কারণ আমরা জানতুম না যে সেদিন রাত্রে সম্রাট ফারুক আনি বারিয়ারের গান শুনতে কি'বা কোকাকোলা পান করতে নাইট ক্লাবে আসছেন না। তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আনি বারিয়ারকে তাঁর শয্যা-সঙ্গিনী করা। ফারুক দেশের সম্রাট হলে কী হবে? প্রেমের কাজকর্ম নিয়ে তিনি জাতধর্ম এবং সে কোন দেশের মেয়ে তার বাছ বিচার করতেন না। শুধু তাঁর একটি কামনা ছিল: মেয়ে সুন্দরী অপ্সরা হওয়া চাই।

নাইট ক্লাবের গান শেষ হবার পর আনতানিও পুলি আমাকে তলব করলেন। আমি কী ধরনের কাজ করতুম একথা আনতানিও পুলির অজানা ছিল না। তিনি কোনো ভনিতা করলেন না। সোজাসুজি আমাকে বললেন - হিজ ম্যাজেষ্টি আনিষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

এই বলে আনতানিও পুলি আমার হাতে দুটো দশ পাউণ্ডের নোট গুঁজে দিলেন।

সম্রাট আমার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালেন। এই বাঁকা নজরের কী মানে তা আমি জানতুম। এর অর্থ হলো: মাই বয়, এ কাজে ভুল ত্রুটি কোরো না। তাহলে তোমার গর্দান থাকবে না।

আমি এবার হাতের মুঠোর দিকে তাকালুম। দুটো দশ পাউণ্ডের নোট কখনও এক সঙ্গে দেখিনি। তাই লোভে আমার চোখ দুটো জলজল করে উঠলো। আমি এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললুম: ইয়েস, ইয়োর ম্যাজেষ্টি - আপনার আদেশ রক্ষায় কোনো ত্রুটি হবে না।

ওদের দেখা সাক্ষাতের জন্যে নাইট ক্লাবের পেছনের একটি ঘর বন্দোবস্ত করলুম। নির্জন ঘর, এই দিকটায় খদ্দেররা বড় কেউ আসতো না। তাই ভেবেছিলুম যে এই নির্জন ঘরে বসে ওরা নিশ্চিন্ত মনে প্রেমালাপ করতে পারবেন।

আমি জ্যাকব রবীনের দোকানে গেলুম। পুলিশ তাকে ধরে এনেছিল। বেচারা ভয়ে বলির পাঠার মতো কাঁপছিল। একে ইহুদী, তারপরে আবার ফারুকের হুকুম। হোক না আজ শুক্রবার। রাজার বান্ধবী ডায়মণ্ডের নেকলেস চেয়েছেন। আর সেই নেকলেস দেবার জন্যে দোকান খোলা চাই।

আমি যথাসময়ে এই নেকলেস আনতানিও পুলির হাতে তুলে দিয়েছিলুম।

এইখানে বলে রাখা দরকার যে আনতানিও পুলি এই নেকলেসের দাম বাবদ কুড়ি হাজার পাউণ্ড জ্যাকব রবীনকে দেয় নি।

এই খবর আমি পরে জানতে পেয়েছিলুম। কী করে জানতে পারলুম এবার সেই কথা বলা দরকার।

আজ আনি বারিয়ারের হাতে এই ডায়মণ্ডের নেকলেস সেট দেখে আমার চোখ ছুটো বেশ বড় বড় হলো।

আমি নিজের হাতে এই নেকলেস কিনে এনেছিলুম, কিন্তু আজ কিনা এই হার আনি বারিয়ারের গলায় ঝুলছে! আমি মনে মনে ঠিক করলুম, যেমন করেই হোক এই হার আমাকে বাগাতেই হবে!

আমার মনের কথা আনি বারিয়ারকে বুঝতে দিলুম না। শুধু একটু মিষ্টি হেসে বললুম: হারটা কিন্তু আসল নয়। ঐ ডায়মণ্ডগুলোও নকল।

আমার কথা শুনে আনি বারিয়ার চমকে উঠলেন। আমি বলছি কি? বললেন: নকল ডায়মণ্ড। ইমপসিবল? স্বয়ং ফারুক নিজের হাতে আমার গলায় এই নেকলেস পরিয়ে দিয়েছেন। তিনি কি নকল ডায়মণ্ডের নেকলেস তার বান্ধবীকে দিতে পারেন? অসম্ভব।

আনি বারিয়ার আমার কথার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করল।

আমি বললুম: তোমার ঐ ডায়মণ্ড নেকলেস দেখে খুব লোভ হচ্ছে। তাই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছো না। হ্যাঁ, ওটা নকল ডায়মণ্ডের। এ খবর শুধু আমি জানি, আর কেউ নয়। কারণ আমি নিজের হাতে ঐ নেকলেসটি জ্যাকব রবীনের সারিয়া সুলেমান পাশার দোকান থেকে কিনে এনেছি। বিশ্বাস না হয় তুমি চল আমার সঙ্গে জ্যাকব রবীনের কাছে। আমাকে এই জাল ডায়মণ্ডের নেকলেসটি দিয়ে জ্যাকব রবীন বলল: পাশা, খবরদার আমি যে ভেজাল মাল দিচ্ছি এই খবর কিন্তু সম্রাটকে বোল না। এর জন্যে অবিশ্যি জ্যাকব রবীন আমাকে মোটা বখশিষ দিয়েছিল।

এই ধরনের ছু'চারটে কথা আমি বানিয়ে বললুম। আনি বারিয়ার আমার কথা বিশ্বাস করল।

: তাহলে এই জাল ডায়মণ্ডের নেকলেস নিয়ে আমি কী করবো পাশা?

সেদিন লাভার্স লেনের কীর্তি কায়রো শহরে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো।

দেশের বাদশা যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছেন—একথা কারুর অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু লাভার্স লেনের ঘটনার সঙ্গে দু'জন সাংবাদিক জড়িয়ে ছিলেন। তাই এবার বাজারে সবাই ফারুকের উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে বিশ্রী মন্তব্য করতে লাগলো। আর সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো: আনোয়ার পাশা কে? এতদিন সবাই সম্রাটের খাস অনুচর আনতানিও পুলির কথা শুনেছিল। সবাই জানতো যে আনতানিও পুলি ফারুককে দুষ্টু পরামর্শ দিচ্ছে...সম্রাটের দেহের খিদে মেটাবার জন্যে বিভিন্ন নাইট ক্লাব থেকে মেয়ে ধরে আনছে।

কিন্তু এবার থেকে সবাই বলতে লাগলো: আর এক শয়তান সম্রাটের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আর এই শয়তানের নাম হলো আনোয়ার পাশা।

বাজারের বিশ্রী মন্তব্যের কথা আমিও শুনেছিলাম, কিন্তু এই নোংরা মন্তব্যে আমি কান দিই নি। বরং খুশী হয়েছিলুম।

আমার খুশী হবার অবিশ্যি কারণ ছিল। যদিও প্রকাশ্যে সবাই আমাকে গালমন্দ দিত, তবু গোপনে বিস্তর লোক আমাকে এসে অনুরোধ করতো: আনোয়ার আমার একটা কাজ করে দেবে ভাই। শুনেছি তুমি নাকি রাজার ডান হাত। তুমি যদি একবার ফারুককে আমার কথা বল তাহলে আমার উপকার হবে।

এই বলে তারা তাদের নিবেদন আবেদন বক্তব্য আমার কাছে পেশ করত। সবারই একটা না একটা কিছু চাই। কেউ চায় পদোন্নতি, কেউ চাকুরী। এমনি ধরনের বিভিন্ন আর্জি আমাকে প্রতিদিন শুনতে হতো।

আমি অবিশ্যি এইসব আর্জি শোনবার আগে প্রত্যেকের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা আদায় করতুম। কাউকে বলতুম, এত অল্প টাকায় আপনার এই কাজ করতে পারবো না। কাউকে বলতুম, আপনার কাজটা বেশ সিরিয়াস। আর একটু বেশী টাকার দরকার।

এমনি করে আমি বিস্তর লোকের কাছ থেকে গোপনে টাকা আদায় করতে লাগলুম। আমার এই গোপন ব্যবসার কথা অনেকেই জানতে পারলো। আনি বারিয়ারও টের পেলো আমি কাজ করে দেবার ছুতো দিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করছি।

আনি বারিয়ার সুন্দরী ছিল বটে কিন্তু বুদ্ধিমতী ছিল না।

আমাকে ডেকে বলল: পাশা, বাজারের লোকগুলো তোমাকে নিয়ে কী কথা বলছে জানো?

আমি বাজারের গুজব ও বক্তব্যের কথা জানতুম। তাই কথা গোপন করবার

চেষ্টা করলুম না। একটু হেসে বললুম : ইয়েস ম্যাম···আমি জানি বাজারের লোক কে কি বলছে। ওরা আমার নিন্দে করছে। ওরা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে। আমার নিন্দে তো করবেই। সবাই জানে যে আপনি আমাকে স্নেহ করেন।

আমার কথা শুনে আনি বারিয়ারের মন ভিজলো। হেসে জবাব দিল : যা বলেছ পাশা। তোমাকে আমার ভারী ভালো লাগে। আর আমি যে তোমাকে পছন্দ করি আনতানিও পুলি তা একদম পছন্দ করে না। ওর মনেও ভারী হিংসে।

আমি এবার একটু সাহস করে বললুম। ম্যাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

আনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। মিষ্টি চোখ······

—কী ?

ফারুক, আপনাকে ভালোবাসেন ?

আমার প্রশ্ন শুনে আনি হেসে উঠলো : বললো : তোমার কথা শুনে আমার ভারী হাসি পাচ্ছে। অতবড় একটা কুমীর কি কাউকে ভালোবাসতে পারে ? তবে লোকটার একটা মস্ত বড় গুণ আছে। প্রেম করবার সময় সে আমাকে অনেক জিনিসপত্র উপহার দিয়েছে। আর ফারুক কি করে জানো ? প্রেম করবার সময় বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। নাম জিজ্ঞেস করবার সময় স্প্যানিস ভাষায় বলে : উস্তাদ আবলা এসপাইন ল······চুমু খাবার সময় ফরাসী ভাষায় বলে শেরী···আর ব্রাসিয়ারের বোতাম খুলবার সময় জার্মান ভাষায় বলে 'মাইনে লাইবে, ইস লাইবে দিস···তারপর প্রেমটা যখন জমে ওঠে তখন ওর মুখ দিয়ে আরবী ভাষা বেরোয় ···হাবিরী···আলবী আনা আহ্বিক্···গিদাদং···ইখতির। এই দেখো না কাল প্রেম করবার সময় আমাকে কী জিনিস প্রেজেণ্ট দিয়েছেন।

এই বলে আনি আমাকে একটি ডায়মণ্ডের নেকলেস দেখালো।

আমার এই নেকলেস ছড়া দেখে চোখ দুটো চক চক করে উঠলো। আমি এই নেকলেস সেটের দাম জানতুম। কারণ পরশু দিন আমি নিজে গিয়ে সারিয়া সুলেমান পাশার একটি জুয়েলারী দোকান থেকে এই নেকলেস সেট কিনে এনেছিলুম। দোকানী আমাকে বলেছিল যে এই নেকলেস সেটের দাম কুড়ি হাজার পাউণ্ড। প্রতিটি ডায়মণ্ড অসম্ভব দামী······

আজ এই ডায়মণ্ড সেট আনি বারিয়ারের কাছে দেখে আমার প্রচণ্ড লোভ হলো। কোন প্রকারে যদি এই নেকলেস সেট আনি বারিয়ারের কাছ থেকে আদায় করতে পারি তাহলে পনের হাজার পাউণ্ডে আমি এই সেট বাজারে বিক্রী করতে পারবো।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। আর তখন মুখের এমন ভাব করলুম যে তার কথা নিয়ে ভাবছি। কিন্তু আমার আসল মন ছিল কি করে ঐ দামী হারটি বাগাতে পারি।

একটা ফন্দী আমার মাথায় এসেছে।

কী ? বেশ শান্ত কণ্ঠে আনি বারিয়ার আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

এই নকল হারটি তুমি জ্যাকব রবীনের কাছে বিক্রী করে দাও। আমার মনে হয় এই হারেব জন্যে আমি বেশ ভালো টাকা ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারবো।

আনি বারিয়ার হয়তো আমার কথার ভেতর যুক্তি খুঁজে পেল। কিংবা ভাবলো এই হারটি বিক্রী করে ফারুককে বলবেন : আমার হার হারিয়ে গেছে। আর একটি হার চাই।

আমি এবার হার নিয়ে আবার জ্যাকব রবীনের দোকানে গেলুম।

আমার কাছে ঐ ডায়মণ্ডের হার দেখে জ্যাকব রবীন বিস্মিত হলো।

কী ব্যাপার ? ঐ হার বুঝি সম্রাটের পছন্দ হয় নি ?

জ্যাকব রবীনের এই প্রশ্নের ভেতর চিন্তার সুর ছিল।

না না এ হার তো ফারুক তাঁর নিজের গলায় পরবেন না। এই হার কেনা হয়েছিল সম্রাটের বান্ধবীর জন্যে।

সম্রাটের বান্ধবী। জ্যাকব রবীন আমার কথাটি পুনরুচ্চারণ করলো।

আনি বারিয়ার, উনি হলেন ফারুকের বর্তমান বান্ধবী। বাজারে তো সবাই এর কথা জানে।

আমি জানতুম সেই রাত্রে আলমাজার ঘটনা বাজারে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সাংবাদিক মহলে এই নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা কেউ ছাপতে সাহস করেনি।

আমার কথা শুনে জ্যাকব রবীন হাসলো। তারপর জিজ্ঞেস করল, বল, তুমি কি চাও ?

টাকা।

টাকা ? তুমি কি হারটি বিক্রী করতে চাও ? জ্যাকব রবীন যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না।

ভ্যাটস্ রাইট : তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ। আনি বারিয়ারের টাকার দরকার। তিনি ঐ হার বিক্রী করে কিছু ক্যাশ টাকা চান।

জ্যাকব রবীন আপত্তি করল না। বরং সানন্দে ড্রয়ার খুলে আমার হাতে পনেরো হাজার পাউণ্ড দিল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: হোয়াট, ইমপসিবল: এই হারের দাম ছিল কুড়ি হাজার পাউণ্ড। আর তুমি আমাকে দিচ্ছ পনেরো হাজার পাউণ্ড। বাকী টাকা কোথায় গেল?

জ্যাকব রবীন আমার কথা শুনে হাসলো, ব্যবসায়ীর হাসি। বলল: পাশা তোমাকে একটা কথা আদৌ বলিনি। আমি সম্রাটের কাছ থেকে আজ অবধি ঐ হারের দাম পাইনি।

হোয়াট। ননসেন্স। আমি জানি ফারুক ঐ টাকা আনতানিও পুলিকে দিয়েছেন। আমার সামনে ঐ টাকা দেয়া হয়েছে।

আবার শুকনো হাসি হাসলো জ্যাকব রবীন। বলল: তাহলে এই টাকা কোথায় গেছে তুমি বুঝতে পারছো। আনতানিও পুলি এই টাকা মেরে দিয়েছে। না পাশা তুমি ঐ পনেরো হাজার পাউণ্ড নিয়ে চলে যাও। এর চাইতে আর এক পয়সাও বেশী তুমি পাবে না।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। কারণ আমার মনে মনে একটা ভয় ছিল। যদি সম্রাট কিংবা আনতানিও পুলি জানতে পারেন যে আমি গোপনে সম্রাটের বান্ধবীর হার বিক্রী করছি তাহলে আমার বিপদ হবে।

আমি পনেরো হাজার পাউণ্ড নিয়ে ফিরে এলুম।

এই টাকা থেকে মাত্র দুই হাজার পাউণ্ড আনি বারিয়ারকে দিলুম। আনি বারিয়ার এই সামান্য টাকা পেয়েও খুশী হলো।

হাজার হোক পয়সা দিয়ে তো আর ঐ হার তাকে কিনতে হয়নি।

কিছুদিন পরে সম্রাটের আর একটি নতুন বান্ধবী জুটলো।

এই বান্ধবীর নাম ছিলো লিলি কোহেন।

কিন্তু লিলি কোহেন তার নাম পাল্টে নতুন নাম রাখল নাদিয়া সুলতান।

আমিও নতুন মনিব যোগাড় করলুম। বুঝতে পেরেছিলুম যে আনি বারিয়ারের মোসাহেবী, তাবেদারী করে কোন লাভ হবে না। তাই আমি এসে নাদিয়া সুলতানের দলে যোগ দিলুম।

নাদিয়া সুলতানের রূপের বর্ণনা দিয়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত করবো না। কারণ আরব মেয়েদের সৌন্দর্যের পুরো বিবরণ দিলে আপনারা বলবেন: পাশা তুমি হলে সেকস ম্যানিয়াক।

কিন্তু তবু ছোট একটি কথা বলবো যে নাদিয়া সুলতানকে দেখলে চোখ ঝলসে যাবে।

সম্রাট ফারুকেরও হয়েছিল। তিনি নাদিয়া সুলতানের প্রেমে পড়লেন। কিন্তু

ফারুক একবার জানবার চেষ্টা করলেন না যে এই নাদিয়া সুলতান কে? তার আসল পরিচয় কী?

তার নাম যে লিলি কোহেন এবং সে যে জাতে ইহুদী একথাও তার কাছে একেবারে অজানা রইল।

কিন্তু নাদিয়া সুলতানের আসল পরিচয় আমি জানতুম। কারণ আমিই নাদিয়া সুলতানকে ফারুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম। আর এই নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কায়রোর বিখ্যাত নাইট ক্লাব 'অবারজ দ্য পিরামিডে।'

কয়েকটা ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে আমার আনি বারিয়ারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। কারণ ডায়মণ্ডের নেকলেস বিক্রীর পর আনি বারিয়ার আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। কে তাকে বলেছিল যে আমি নাকি ওর কাছে মিথ্যে কথা বলেছি। আসল ডায়মণ্ডের নেকলেসকে জাল বলে বাজারে বিক্রী করেছি। আর মোটা টাকা আমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছি।

আমি আনি বারিয়ারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলুম। স্কারাবে নাইট ক্লাবে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে 'অবারজ দ্য পিরামিড' নাইট ক্লাবের কর্তারা যেই জানতে পারলেন যে আমি হলুম সম্রাট ফারুকের মোসাহেব, অমনি আমার আদর যত্ন বেড়ে গেল।

এইখানে আমার লিলি কোহেনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো।

অবারজ দ্য পিরামিড নাইট ক্লাবে লিলি কোহেন এসেছিল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। এই ভদ্রলোকের নাম ছিল এলিয়াস এণ্ড্রুজ। এলিয়াস এণ্ড্রুজ ছিলেন এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর সেক্রেটারী। অতি ধুরন্ধর লোক। পরবর্তী কালে আমি, এলিয়াস এণ্ড্রুজ এবং আনতানিও পুলি ফারুককে য়ুরোপ থেকে যুদ্ধের জন্যে আর্মস কিনতে সাহায্য করেছিলুম। শুধু তাই নয়, আমার এবং এলিয়াস এণ্ড্রুজের পরামর্শে ফারুক জুয়ো খেলতে শুরু করলেন। আর এই জুয়ো খেলা এবং শেয়ার মার্কেট এই দুটি খেলাতে সম্রাট প্রচুর টাকা হারতে লাগলেন। কিন্তু সম্রাটের জুয়ো খেলায় হার মানে আমার এবং এলিয়াস এণ্ড্রুজের ভাগ্য পরিবর্তন হওয়া। কি করে সেই ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছিল এবার সেই কথা বলবো।

এই ঘটনার সময় আমি একবারও জানতে পারিনি যে, এলিয়াস এণ্ড্রুজ ছিলেন সি আই এ-র কাট আউট এবং সি আই এ-র মধ্য প্রাচ্যের বড়কর্তা কেরমিট রুজভেল্টের ডান হাত। আর লিলি কোহেন ছিলেন ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা ইসার হেরেলের অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আমি পরে জানতে পেরেছিলুম যে ইসার হেরেল সম্রাট ফারুককে বশ করবার জন্যে লিলি কোহেনকে কায়রোতে পাঠিয়েছিল।

এলিয়াস এণ্ড্রুজ এবং লিলি কোহেনের প্রথম কাজ হলো আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। কারণ তাদের কাছে আমার জীবন কাহিনী জানা ছিলো।

সেদিন রাত্রের কথা আমার আজো মনে আছে। আমি গেস্টদের খাবার ও ড্রিঙ্কের তদ্বির তদারক করছিলুম। এমনি সময়ে লিলি কোহেনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলিয়াস এণ্ড্রুজ ঘরে ঢুকলেন এবং ঠিক ফ্লোরের সামনেই একটা ছোট টেবিলে বসলেন।

আমি এলিয়াসকে দেখে বুঝতে পেরেছিলুম যে লোকটা বিদেশী। কিন্তু তার বান্ধবীটি কে?

লিলি কোহেনের রূপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মেয়েটিকে আরো ভালো করে জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার হলো। মেয়েটি কে? আরব না য়ুরোপীয়? না, চেহারা দেখলে বুঝবার উপায় নেই।

আমি ওদের টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় বললুম: সিলভু প্লে মঁসিও···

আমার ফরাসী উচ্চারণ নিখুঁত ছিল। এলিয়াস এণ্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু আমার কথার জবাব দিলেন লিলি কোহেন বিশুদ্ধ আরবী ভাষায়। শুনলে মনে হয় মেয়েটি সিরিয়ার।

মরহবা হাবিবী···কীফক্ হাল···ডার্লিং···তুমি কেমন আছ?

লিলি কোহেনের মুখে আরবী শুনে আমি প্রথমে হকচকিয়ে গেলুম।

তাহলে আমার অনুমান ও আন্দাজ ভুল। মেয়েটি আরব।

এবার এলিয়াস এণ্ড্রুজ জবাব দিলেন ফরাসী ভাষায়। শ্যামপাইন সিলভু প্লে। এক বোতল পেরিয়ার জুয়ে···

ভদ্রলোকের উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারলুম লোকটি ইংরেজ। তবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষা বলতে পারেন। হয়তো ভদ্রলোক আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন।

আমার নাম এলিয়াস এণ্ড্রুজ। বিজনেসম্যান। শেয়ার মার্কেট একসপোর্ট-ইমপোর্টয়ের ব্যবসা করি। আর ইনি হলেন আমার বান্ধবী নাদিয়া সুলতান। সিরিয়ান, বেইরুটের একজন খ্যাতনামা বেলী ড্যানসার।

নাদিয়া সুলতান।

কেন জানিনে আমার মনে একটা আপশোস হলো। কি মারাত্মক ভুল করেছিলুম। এই বিখ্যাত বেলী ড্যানসারকে ভেবেছিলুম য়ুরোপীয়। অনেক পরে আমি জানতে পেরেছিলুম যে লিলি কোহেন নাদিয়া সুলতান নাম ভাঁড়িয়ে কায়রো শহরে ঢুকেছিল। তাই আমরা সেদিন লিলি কোহেনের আসল পরিচয় জানতে পারিনি।

নাদিয়া সুলতান, ইয়েস প্লিজ ম্যাম। আমি আপনার নাম শুনেছি।

আমি ইচ্ছে করে মিথ্যে কথাটা বললুম। নাদিয়া সুলতানের নাম আমি কস্মিনকালেও শুনিনি। তবু চেনবার ভান করলুম। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে আমি কিছুটা ভুল করছি।

শ্যামপাইন এলো।

এলিয়াস এণ্ড্রুজ বলল : খাবে এক গ্লাস।

আমি মুচকি হেসে বললুম : নো স্যার, আমার অনেক কাজ আছে।

এই বলে আমি অন্যত্র চলে যাবার ভান করলুম।

কিন্তু নাদিয়া সুলতান আমাকে যাবার সুযোগ দিলে তো—

বোসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি বসলুম না, বললুম : সরি ম্যাম···আমার কাজ আছে।

নাদিয়া সুলতানও ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন : আমি বেলী ড্যানসার। বেইরুটে মনসুর নাইট ক্লাবে কাজ করতুম। ভাবছি এবার থেকে কায়রোর কোন নাইট ক্লাবে কাজ করবো। আমাকে তুমি সাহায্য করবে ?

কথাটা বলে নাদিয়া সুলতান আমার মুখের দিকে তাকালেন। ভারী মিষ্টি চোখ দুটো ওর। ঐ চোখ দেখলে দেহে এবং মনে উত্তেজনা আসে।

হায় ছলনাময়ী নারী। তুমি আমাকে বশ করেছ।

জানিনে কেন আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে নাদিয়া সুলতানকে সাহায্য করা হবে আমার কর্তব্য, শুধু তাই নয়, আমি ঠিক করলুম যে এক ঢিলে দুই পাখী মারবো। একবার যদি ফারুক নাদিয়া সুলতানকে দেখতে পান তবে এই মেয়ের পেছনে উনি লাগবেন।

আমি আরো জানতুম যে সম্প্রতি ফারুকের সঙ্গে আনি বারিয়ারের মন কষাকষি হয়ে গেছে। ফারুক জীবন উপভোগ করবার জন্যে নতুন মেয়ে খুঁজছেন।

আর নাদিয়া সুলতান হলো এই নতুন মেয়ে।

আমি ভাবতে শুরু করলুম, নাদিয়া সুলতানের কী হবে ? এণ্ড্রুজ কী তাঁর বান্ধবীকে ত্যাগ করতে রাজী হবেন ? হয়তো এলিয়াস এণ্ড্রুজ আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন : কী ভাবছো পাশা।

পাশা !

আমাকে যে এই নাইট ক্লাবের সবাই আদর করে পাশা বলে ডাকে এ কথা এলিয়াস এণ্ড্রুজ জানতে পারলেন কী করে ? এই কথা নিয়ে যখন সাত পাঁচ চিন্তা করছি তখন এলিয়াস এণ্ড্রুজ হেসে বললেন : পাশা তোমাকে এই কায়রোর নাইট ক্লাব মহল্লার সবাই জানে। তুমি হলে 'গিগলো'।

গিগলো ?

আমি যেন এলিয়াস এণ্ড্রুজের কথাগুলো বুঝতে পারিনে।

হ্যাঁ। সবাই বলল যে পাশা মেয়েদের পয়সায় খায়। আর যারা মেয়েদের পয়সায় খায় আমরা তাদের বলি 'গিগলো'।

আমি ঢোক গিললুম।

কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। হঠাৎ আবার শুনতে পেলুম এলিয়াস এণ্ড্রুজ বলছে : শোনো পাশা, তোমাকে আমাদের দরকার।

তাঁর কথা শুনে আমি খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলুম।

বলুন আমাকে কী করতে হবে ? আমি বেশ একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

তুমি ফারুকের মোসাহেব···এলিয়াস কথাটা বলে বেশ খানিকটা হাসলো।

মোসাহেব নই, আমি হলুম ওর ফ্রেণ্ড। বন্ধু···

লায়ার। এবার নাদিয়া সুলতান যেন জোর গলায় বললেন।

তাঁর মন্তব্য শুনে আমার চোখ মুখ লজ্জায় রক্তিম হলো।

আমি মিথ্যেবাদী ? আমার মুখের ওপর এমন কথা বলতে কেউ সাহস করেনি। মেয়েটির বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

শোনো পাশা, আমার একটা উপকার করতে হবে। নাদিয়া সুলতানের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুর ছিল যাতে আমার সমস্ত রাগ নিভে গেল।

বলুন কী করতে হবে। আমি আপনার যে কোন সেবা করতে প্রস্তুত আছি। আপনার সেবা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

আমি ফারুকের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

আপনি ?

আমি এত জোরে এই কথাটা বললুম যে পাশের টেবিলের লোকগুলো বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো।

হ্যাঁ, আর সম্রাটের সঙ্গে এই দেখাসাক্ষাৎ করবার বন্দোবস্ত করবে তুমি। আবার বেশ জোর গলায় নাদিয়া সুলতান কথাগুলো বললেন।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে অসহায় বলে মনে হলো। নাদিয়া সুলতানের কথার কোন প্রতিবাদ করবার মতো সাহস সেদিন আমার ছিল না।

আপনি যা হুকুম দেবেন তা আমি নিশ্চয় করবো। কথাটা বলার সময় আমার গলার সুর যেন মিনমিনে শোনালো।

বেশ তাহলে ফারুকের সঙ্গে আমাদের কবে দেখা হচ্ছে ? এলিয়াস এণ্ড্রুজ জিজ্ঞেস করলেন।

আমি কোনো জবাব দেবার আগে একবার নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকালুম।

না, উনি সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। ওর দিকে একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। আমি জানতুম একবার যদি ফারুক নাদিয়া সুলতানকে দেখতে পান তাহলে কায়রোর নরক আবার কিছুদিনের জন্যে গুলজার হবে।

আপনি তাস খেলেন? আমি এলিয়াস এণ্ড্রুজকে জিজ্ঞেস করলুম।

এলিয়াস এণ্ড্রুজ আমার প্রশ্ন শুনে কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকালেন। হয়তো উনি পুরো ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন। কারণ আমরা সবাই জানতুম যে ফারুক হলেন জুয়াড়ী। তাস, রুলেট শেমা দ্য ফেয়ার (একরকম তাস খেলা) খেলায় ওর বড্ডো বাই আছে। প্রতিরাত্রে তিনি হাজার হাজার পাউণ্ড তাস খেলার বাজীতে হারেন। এ নিয়ে বাজারে চলতি কথা ছিল যে ফারুকের দুটো শখ আছে—মেয়ে-মানুষ আর জুয়ো খেলা।

আমি ভালো তাস খেলা জানিনে তবে শিখে নেবো। এলিয়াস এণ্ড্রুজ ছোট জবাব দিল।

মশিও, আমি আবার ফরাসী ভাষায় বললুম, আপনি ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলছেন। আর এই জুয়ো খেলার প্রারম্ভে বাজীতে হেরে গেলেন।

কী রকম? নাদিয়া সুলতান এবং এলিয়াস এণ্ড্রুজ একসঙ্গে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

প্রথমে আপনি যেদিন ফারুকের সঙ্গে দেখা করবেন-সেদিন থেকে মাদামকে হারাবেন। না, একবার যদি ফারুক ওকে দেখতে পান তাহলে ওকে আর কখনও দেখতে পাবেন না। উনি হবেন ফারুকের সম্পত্তি। আর ফারুকের সঙ্গে তাস খেলতে বসা মানে বিস্তর টাকা গচ্চা দেয়া...... .

আমার কথা শুনে নাদিয়া সুলতান এবং এলিয়াস এণ্ড্রুজ খুব জোরে হেসে উঠলেন। পাশের টেবিলের লোকগুলো আবার বিরক্তির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো। আমি অপ্রস্তুত বোধ করলুম।

নাদিয়া সুলতান মিষ্টি গলায় বলল: পাশা, আমি এই নাইট ক্লাবে বেলী ড্যানসারের চাকরী চাই। আর আমাকে এই চাকরী দিতে পারেন একমাত্র সম্রাট··· তাই আমি ফারুকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। -

নাদিয়া সুলতানের কথা শুনে আমি বিচলিত হলুম। কারণ এই সময়টা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সাল। ইজিপ্টের বিখ্যাত সুন্দরী বেলী ড্যানসার তাহিও কারিওকা এবং সামিয়া গামাল কায়রো শহরকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। আর ওরা দু'জনেই ছিলেন 'অবারজ দ্য পিরামিড' নাইট ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ। ওদের সরিয়ে

নাদিয়া সুলতান এই নাইট ক্লাবের প্রধান বেলী ড্যানসার হতে চান। ইমপসিবল··· অসম্ভব।

কিন্তু নাদিয়া সুলতানের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলুম যে এই মেয়ে সব কিছু করতে পারবে।

হ্যাঁ পাশা, তুমি শুধু একবার আমাকে ফারুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। বাকী কাজটা আমি করিয়ে নেবো।

আমি মনে মনে ভয় পেলুম বটে কিন্তু তবু প্রকাশ্যে না বলতে সাহস পেলুম না।

দুদিন পরে নাদিয়া সুলতান সম্রাট ফারুকের দেখা পেলেন।

আর এই দেখাসাক্ষাৎ-এর বন্দোবস্ত আমিই করলুম।

আলেকজান্দ্রিয়ার রাস এল তিন প্রাসাদ থেকে ফারুক আমাকে ডেকে পাঠালেন। আনতানিও পুলি বললেন : পাশা ফারুক তোমাকে ডেকেছেন।

ফারুক কেন আমাকে তলব করেছেন তার কারণ আমি জানতুম। তিনি নতুন শিকার খুঁজছেন। আনি·বারিয়ার আজ তার কাছে পুরনো কাসুন্দী হয়ে গেছেন। নতুন মেয়ে চাই। আর আমার কাজ হলো আবার নতুন সুন্দরী খুঁজে বের করা।

আজ আমার মেয়ে খুঁজে বার করবার জন্যে কষ্ট করতে হলো না। কারণ আন-তানিও পুলির কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে নাদিয়া সুলতানের কথা মনে হলো।

আমি এবার গিয়ে এলিয়াস এণ্ড্রুজ আর নাদিয়া সুলতানকে বললুম : চলুন আমার সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ায়। ফারুক আপনাদের ডেকেছেন।

নাদিয়া সুলতান আমার কথা শুনে উৎসাহিত হলো। তুমি ওকে আমাদের কথা বলেছ?

বলিনি। কারণ ফারুক কারুর কথায় বিশ্বাস করেন না। উনি নিজের চোখে যা দেখেন তা বিশ্বাস করেন।' আর উনি জানেন যে পাশা কায়রো থেকে তার জন্যে খালি হাতে আসবে না। তার জন্যে ডালি নিয়ে যাবো······

নাদিয়া সুলতান বললেন : আর আমি হলুম সেই উপহার। ভালো বলেছ। না, আমার ফারুকের বান্ধবী হতে আপত্তি নেই। কারণ আমি কায়রো শহরের প্রধান নাইট ক্লাবের বেলী ড্যান্সার হতে চাই। আর একবার যদি ফারুক বলেন যে আমি 'অবারজ দ্য পিরামিড' নাইট ক্লাবে কাজ করবো তাহলে কেউ কোনো আপত্তি করতে পারবে না।

আমি বিপদের আশঙ্কা করলুম, বুঝতে পারলুম ফারুক যদি জোর করে নাদিয়া সুলতানকে ঐ ক্লাবের প্রধান বেলী ড্যান্সার করেন তাহলে কায়রো শহরে এই নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা সমালোচনা হবে। সবাই আমাকে দুষবে : পাশা ফারুককে কুপরামর্শ

দিচ্ছে···কিন্তু আজ আমার নাদিয়া সুলতান কিংবা এলিয়াস এণ্ড্রুজকে না বলবার মতো সাহস ছিল না।

আমি কথা বাড়ালুম না। আমরা তিনজনে আলেক্জান্দ্রিয়া শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলুম।

কায়রো শহর থেকে আলেকজান্দ্রিয়া শহর প্রায় সোয়া দুশো কিলোমিটার। আমরা গাড়ী করে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে যখন পৌছলুম তখন রাত প্রায় আটটা।

আমাকে দেখে আনতানিও পুলি চীৎকার করে উঠলেন: বাই জোভ পাশা। আজ বিকেল থেকে ফারুক তোমার খোঁজ করছিলেন।

তারপর একবার নাদিয়া সুলতান আর একবার এলিয়াস এণ্ড্রুজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: এরা কে?

ফ্রেণ্ডস। আমি ছোট জবাব দিলুম। আনতানিও পুলির সঙ্গে বেশী কথা বলতে চাইনে। বড় ধূর্ত লোক। কখন যে ও আমাকে লেংগি দেবে বলা যায় না।

তারপর এলিয়াস এণ্ড্রুজের দিকে তাকিয়ে বললুম: উনি ইংরেজ ব্যবসায়ী। ইংরেজ কথাটি শুনে আনতানিও পুলির মুখ গম্ভীর হলো। কারণ আমরা সবাই জানতুম যে ফারুক ইংরেজদের দু চোখে দেখতে পারেন না।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম: আহা ইংরেজ কথাটা বলবার প্রয়োজন কী? যদি বলি উনি হলেন ফরাসী···

আনতানিও পুলি বেশ একটু ধমকের সুরে বললেন: ফারুকের চোখে তুমি ধুলো দিতে পারবে না পাশা। মনে রেখো উনি সাতটি ভাষা অনর্গল বলতে পারেন। আর ফরাসী ভাষা তো প্রায় ওর মাতৃভাষা।

এবার নাদিয়া সুলতান আলোচনায় যোগ দিলেন। বললেন: এলিয়াসের জন্যে তোমরা কোনো চিন্তা কোরো না। ওর দায়িত্ব আমি নিলুম।

এলিয়াস এণ্ড্রুজ হেসে বলল: আমি ব্যবসায়ী। শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার। আর শুধু তাই নয় আর্মস ডিলারও।

আর্মস ডিলার! উত্তেজনায় আনতানিও পুলির চোখ দুটো বড়ো হলো।

আমরা সবাই জানতুম যে বেশ কিছুদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক হাটবাজার বেশ গরম হয়ে উঠেছে। সবার মুখে একই কথা: আবার ইস্রাইলী যুদ্ধ যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে। আর এই যুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে ফারুক অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা করেছেন। আনতানিও পুলি তার মনের উত্তেজনা দমন করল। শুধু হেসে বলল: ওয়েলকাম টু আলেক্জান্দ্রিয়া মিস্টার এণ্ড্রুজ।

আমার মনের দুশ্চিন্তা দূর হলো। একটা ফাঁড়া কাটল।

আনতানিও পুলি বলল : পাশা আজ মামুরা প্রাসাদে তাস খেলা হবে। তুমি আসবে ?

: আপনি তাস খেলেন ? আনতানিও পুলি এলিয়াস এণ্ড্রুজকে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ অল্প বিস্তর। এলিয়াস এণ্ড্রুজ ছোট জবাব দিল।

বেশ পাশা, তুমি এলিয়াসকে সঙ্গে করে আনবে। আর আপনি ? আনতানিও পুলি নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকালো। তারপর আবার বলল, তাস খেলার পর আমরা সবাই নটি গার্ল নাইট ক্লাবে যাবো। ঐ নটি গার্ল নাইট ক্লাবে ফারুক আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি ফ্লোরের সামনের একটি টেবিলে একা বসে থাকবেন। খবরদার, আপনার টেবিলে যেন আর কেউ বসে না থাকে। ফারুক বড্ড জেলাস প্রকৃতির লোক। উনি কোনো পুরুষকে সহ্য করতে পারেন না।

নাদিয়া সুলতান হাসলেন।

আনতানিও পুলি এবার গলার স্বর খুবই নীচু করলেন। তার কথা আমার কানে একেবারে গেল না। শুধু দুটো কথা শুনতে পেলুম : একটা কথা আপনাকে বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। ব্রাসেয়ার পরবেন না। যে সব মেয়েরা ব্রা পরেন, ফারুক তাদের একেবারে দু চোখে দেখতে পারেন না।

আমি জানতুম ফারুক হলেন সেকস ম্যানিয়াক। তাই আজ আমার ফারুক এবং আনতানিও পুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। কারণ আমিও ছিলুম সেকস পাগল।

আনতানিও পুলির কথা শুনে আমার হাসি পেল। কিন্তু একটি কথা আমি সেদিন বুঝতে পারি নি কিংবা উপলব্ধি করি নি যে আমার জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।

আমি ছিলুম নাইট ক্লাবের বারম্যান।

এবার থেকে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হলো। আমি হলুম স্পাই, গান রানার স্মাগলার।

সেদিন মামুরা প্রাসাদের তাস খেলার কথা কখনও ভুলব না।

আজকের তাস খেলার আসরে অনেক বড় বড় মহারথীরা ছিলেন। এঁরা প্রায়ই ফারুকের সঙ্গে তাস খেলতেন। এঁদের মধ্যে আলবেনিয়ার আহমদ জগের নাম উল্লেখযোগ্য।

আহমদ জগের সঙ্গে ফারুকের রক্তের সম্পর্ক ছিল। যুদ্ধের আগে আহমদ জগ আলবেনিয়ার সম্রাট ছিলেন। কিন্তু লড়াইয়ের পর তাঁর সিংহাসন গেল। তিনি এসে মিশরে আশ্রয় নিলেন।

আহমদ জগ প্রায়ই ফারুকের তাস এবং রুবেট্ট খেলায় যোগ দিতেন। তিনি অবিশ্যি ফারুকের মতো বেপরোয়া জুয়াড়ী ছিলেন না। হিসেব করে খেলতেন।

সেদিন আমরা সবাই মামুরা প্রাসাদের বারান্দায় তাস খেলেছিলুম। সামনেঃ সমুদ্র, ভূমধ্যসাগর। দূর থেকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের বাতিগুলো দেখা যায়। সমস্ত শহরকে আজ রূপালী চাঁদের মতো দেখাচ্ছিল। আমি প্রথম থেকে বাজীতে হারছিলুম। এলিয়াসও বেশ কিছু টাকা হেরেছিল। বিশেষ করে যখন এলিয়াস এবং ফারুকের মধ্যে বাজী হতো তখনই এলিয়াস এণ্ড্রুজ বাজী হারত। আমার মনে হলো এলিয়াস এণ্ড্রুজ ইচ্ছে করে বাজী হারছে।

অনেকগুলো টাকা বাজী জিতে ফারুকের মন খুশীতে ভরপুর ছিলো।

আপনি কি করেন ? তাস খেলতে খেলতে ফারুক এলিয়াস এণ্ডজকে জিজ্ঞেস করেন।

বিজনেসম্যান। শেয়ার মার্কেট !

উত্তেজনায় ফারুকের চোখ দুটো বড় হলো। তিনি যেন টাকা রোজগার করবার একটা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন।

হ্যাটস্ রাইট। আমি শেয়ার মার্কেটে শেয়ার বেচা-কেনা করি। ডিল আপনার ইয়োর ম্যাজেস্টি—

এলিসার এণ্ড্রুজ বোর্ডের টাকাগুলো ফারুকের হাতে তুলে দিলেন।

ফারুক মৃদু হাসলেন। বুঝতে পারলুম ওর মন খুশিতে ভরে উঠেছে।

নট ইয়োর ম্যাজেস্টি মাই বয় আমার নাম ফারুক। আজ থেকে আমরা বন্ধু।

এত অল্পক্ষণের মধ্যে এলিয়াস এণ্ড্রুজ যে সম্রাট ফারুককে বশ করতে পারবেন এ-কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। রাত প্রায় বারোটা। আমি বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। নাদিয়া সুলতান নিশ্চয় আমাদের জন্যে নটি গার্ল নাইট ক্লাবে প্রতীক্ষা করছে।

ফারুক আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন : আজ কী প্রেজেণ্ট এনেছো পাশা।

ইয়োর ম্যাজেস্টি···

আমার কথা শুনে আবার ফারুক আমাকে ধমক দিয়ে উঠলেন। নট ইয়োর ম্যাজেস্টি আমার নাম ফারুক···

: তাস খেলার পর আমরা নটি গার্ল নাইট ক্লাবে যাবো ··· আমি বললাম।

আমার ইঙ্গিতের কথা ফারুক বুঝতে পারলেন। উনি এবার খেলা থেকে উঠবার চেষ্টা করলেন। আজ তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। হয়তো নটি গার্ল নাইট ক্লাবে আরো [illegible]

কিন্তু আহমদ জগ বাধা দিলেন। সেদিন তাস খেলায় উনি বেশ মোটা টাকা হেরে ছিলেন—আরো এক ঘণ্টা খেলা যাক।

: কিন্তু আপনি তো একেবারে খেলছেন না। একশো পাউণ্ডের উপর কখনই বাজী রাখছেন না। ফারুক বেশ একটু ঠাট্টার সুরে বললেন : ইয়োর ম্যাজেস্টি আপনার কী টাকা পয়সার অভাব চলছে, আই মীন এনি ফিনানসিয়াল ট্রাবল ?

ফারুকের শেষ কথাগুলোর ভেতর বিদ্রূপের সুর ছিল। কারণ তিনি জানতেন যে আহমদ জগের আজকাল রোজগার নেই। আহমদ জগের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।—না না আমার টাকা-পয়সার অভাব-অনটন নেই। আমি এখনও বড়লোক ··

তাহলে আপনি বড় স্টেকে বাজী খেলছেন না কেন ?

ইয়োর ম্যাজেস্টি ··এবার আহমদ জগের ঠাট্টা করবার পালা।— তার কারণ ইয়োর ম্যাজেস্টি আমার টাকা আছে, আর এই টাকা আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। জুয়ো খেলে আমার গরীব হবার ইচ্ছে নেই।

আহমদ জগের শ্লেষ কণ্ঠ শুনে ফারুকের মুখ গম্ভীর। তার সঙ্গে কেউ রসিকতা করে, তিনি তা একেবারেই পছন্দ করেন না।

ইতিমধ্যে একটা ডিল শেষ হয়ে গিয়েছিল। আহমদ জগ তার তাস দেখালেন। বড় তাস, এই ডিলের টাকা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি টাকা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। কিন্তু ফারুক তাঁকে বাধা দিলেন। বললেন : না, এই ডিলের টাকা আমার প্রাপ্য।

আপনার কী তাস আছে ? বিস্মিত হয়ে আহমদ জগ জিজ্ঞেস করলেন।

আপনার তাস বের করুন আগে। ফারুক বেশ রুষ্ট স্বরেই কথাগুলো বললেন।

এই তো দেখুন এক দুই আর টেক্কা। আপনার ?

তিন রাজা···

ইয়োর ম্যাজেস্টি, আপনার হাতে আছে মাত্র দুটি রাজা, আর, আর···আহমদ জগ তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। ফারুক তাঁর কথায় বাধা দিলেন।

হ্যাঁ এই দুটি তাস দুই রাজা। আর আমি হলুম তিন রাজা। না এই ডিলের টাকা আমার প্রাপ্য।

এই কথা বলে ফারুক বোর্ডের সব টাকা পকেটে পুরে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : পাশা, চলো। আহমদ জগ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এমন ধরনের কাণ্ড তিনি এর আগে কখনও দেখেন নি।

ফারুক হয়তো আহমদ জগের মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি দিন [illegible] রাজত্বের বদলা হবে, শুধু মনে রাখবেন একটি কথা। পৃথিবীতে [illegible] থাকবে [illegible] না আমরা সবাই [illegible]। কিন্তু ঐ পাঁচ [illegible]

: পাঁচজন রাজা ? আহমদ জগ মুখ খুলবার আগে আমি বিস্মিত, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : এই পাঁচজন রাজা কে ? ইয়োর ম্যাজেস্টি ··

ফারুক তাসের খেলার আসর থেকে উঠে বসেছেন। এবার তিনি মুখে একটি হাভানা সিগার পুরলেন। তারপর একরাশ ধোঁয়া বের করে বললেন : পাঁচ রাজা। হ্যাঁ, এই পাঁচ রাজা কে জানো? কিং অব ডায়মণ্ডস, কিং অব স্পেডস, কিং অব হার্টস, কিং অব ক্লাবস, আর ··

আবার ফারুক সিগারে এক লম্বা টান দিলেন। তারপর মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বের করে বললেন: আর পাঁচ নম্বর রাজা হলেন : কিং অব ইংল্যাণ্ড।

'নটি গার্ল' নাইট ক্লাব সমুদ্রের ধারে, আনফুসী এলাকায়। আনফুসীতে জেলে-দের বসবাস। তাই রাত বারোটার সময় আমাদের গাড়ী যখন নাইট ক্লাবের কাছে এসে দাঁড়াল তখন সামনে লোকের ভিড় দাঁড়িয়ে গেল।

আজ বাজীতে অনেকগুলো টাকা জিতে ফারুকের মনটা খুশী ছিল। তিনি রাস্তার জনতার দিকে তাকালেন না, সোজা নাইট ক্লাবের ভেতর ঢুকলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর এলিয়াস এণ্ড্রুজও ঢুকলাম।

বেলী ড্যান্স তখনও শুরু হয় নি। ফারুক এক বোতল কোকা কোলার অর্ডার দিলেন। কোকাকোলা ছিল তাঁর অতি প্রিয় ড্রিঙ্ক। তারপর এলিয়াস এণ্ড্রুজের সঙ্গে ব্যবসা, শেয়ার মার্কেট নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আমার দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। নাদিয়া সুলতান কোথায় ?

নাদিয়া সুলতান ফ্লোরের কাছেই একা বসেছিল। তার টেবিলে কেউ নেই। আমাদের দেখে দূর থেকে নাদিয়া সুলতান মিষ্টি হাসলেন।

ফারুক ইতিমধ্যে এলিয়াস এণ্ড্রুজের সঙ্গে ব্যবসার আলাপ-আলোচনায় আসর জমিয়েছেন। এণ্ড্রুজ ফারুককে বোঝাচ্ছিলেন, লণ্ডন শেয়ার মার্কেটে শেয়ার বেচাকেনা করলে সম্রাট প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারবেন। এই শেয়ার বেচা-কেনার টাকা দিয়ে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন।

আলোচনায় বাধা পড়ল। নটি ক্লাবের বেলী ড্যানসার হিকমত ফাহামী ক্লাবে এলেন। দর্শকের আসরে গুঞ্জন ধ্বনি শুরু হোল। এই গুঞ্জন ধ্বনির কারণ শুধু হিকমত ফাহামীর রূপ নয় আসলে গত যুদ্ধের সময় হিকমত ফাহামী ছিলেন জেনারেল রোমেলের গুপ্তচর।

ফ্লোরের বাজনা বাজতে শুরু করেছে। পেছনে ভায়োলিন বাজছে আর একটা লোক ডুগডুগি বাজাচ্ছে। অন্ধকার ঘরে মৃদু আলো, মনে হোল ঘরের ধোঁয়ার ভেতর তামাটে গন্ধ আর এই ধোঁয়া কিসের আমি জানতুম। হাসিসের।

এলিয়াস এণ্ড্রুজ একটি হাসিসে তৈরী সিগারেট ফারুককে দিলেন। আমি একা সিগারেটে আগুন ধরালুম।

হিকমত ফাহামী তাঁর গান শুরু করলেন।

: ইয়া হাবিবী আলবী ইয়া বিনত' আনা মা সুফক মিন জমান ··হে প্রেয়সী সুন্দরী, কতদিন তোমাকে দেখি নি ··

দর্শকেরা হিকমত-এর গলার সুরের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গাইতে লাগল··· ইয়া হাবিবী, আলবী, ইয়া বিনত···

কিছুক্ষণে মধ্যে আসর জমে উঠল। পুরুষদের মন ভোলাবার ক্ষমতা ঠিকমত ফাহামী জানে। তা নইলে কি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কাছে থেকে সে গুপ্ত খবর বার করতে পারতো ?

হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম ফারুক নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারলুম ওষুধ ধরেছে।

পাশা, ফারুক আমার কানে কানে মৃদু স্বরে বললেন : ঐ মেয়েটি কে ?

কোন মেয়েটি ? আমি না চিনবার ভান করলুম।

ঐ যে ফ্লোরের পাশে একটা টেবিলে একা বসে বসে শ্যাম্পাইন খাচ্ছে।

এবার এলিয়াস এণ্ড্রুজ তার মুখ খুলে বলল : মেয়েটি সিরিয়ান, নাদিয়া সুলতান, বেলী ড্যান্সার। তামি তাকে চিনি···

এলিয়াস এণ্ড্রুজের কথা ফারুকের কানে গেল কিনা জানি নে কারণ ইতিমধ্যে ফারুক আমাকে ডেকে বললেন, পাশা ঐ মেয়েটিকে আমার টেবিলে আসতে বল।

আমি মৃদু আপত্তির স্বর তুললাম, হয়ত উনি কারোর সঙ্গী হবেন। ওর কর্তা একটুখানি সময়ের জন্যে বাইরে গেছেন।

আমি শুধু ফারুককে নাচাবার জন্যে এই কথাগুলো বললুম। কারণ আমি জানতুম যে মেয়েঘটিত ব্যাপারে ফারুক কারোর বাধা বিপত্তি শুনবেন না, মেয়েটির বাপ স্বামী যেই থাকুক না কেন, ফারুক তাকে ছিনিয়ে নিজের কাছে নেবেনই।

ওকে এখানে নিয়ে এসো। এবার ফারুকের গলায় আদেশের স্বর ছিলো।

আমাকে নাদিয়া সুলতানের টেবিলের কাছে যেতে হলো না। কারণ আমাদের দিকে নাদিয়া সুলতান আড়চোখে তাকিয়ে ছিলেন। হয়তো তিনি আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয় বস্তু বুঝতে পারলেন। এলিয়াস এণ্ড্রুজও তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আর এই হাসির অর্থ হলো : চলে এসো।

নাদিয়া সুলতান ফারুকের টেবিলের কাছে চলে এলেন। তারপর হাঁটু মুড়ে মাথা

নীচু করে বললেন : ইয়া মালেক, আনা নাদিয়া সুলতান, মিন সুরিয়া ··সম্রাট, আমি নাদিয়া সুলতান, সিরিয়া থেকে এসেছি।

আলবী, আনা মুস মালেক···আনা ফারুক···প্রেয়সী, আমি সম্রাট নই, আমি হলুম ফারুক। বসো।

নাদিয়া সুলতান সম্রাটের পাশে বসলেন। ফারুক নাদিয়া সুলতানের কাঁধে হাত দিলেন। ক্ষণিকের জন্যে নাইট ক্লাবের সবাই ফারুক এবং নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নাচের ফ্লোরে হিকমত ফাহামী তখনও এক সুরে গাইছেন : ইয়া হাবিবী, ইয়া আলাবী···

কিন্তু ফারুক যে নাদিয়া সুলতানের গলা জড়িয়ে ধরে বসে আছেন আর নাইট ক্লাবের সবাই তার পানে তাকিয়ে আছে একথা বুঝতে হিকমত ফাহামীর অসুবিধে হলো না। আমি হাসিসের সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দেখতে পেলুম যে হিকমত ফাহামী কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর এই বাঁকা দৃষ্টির অর্থ হলো আমিই হলুম এই অশান্তির মূল কারণ।

কিছুক্ষণ পরে ফারুক নাদিয়া সুলতানকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। ওরা দুজনে কোথায় যাচ্ছেন আমি জানতুম। 'সিদি বিশর' বলে একটি সী বীচ আছে। ঐখানে ফারুকের একটি ছোট বাংলো ছিল। প্রায়ই ফারুক নতুন বান্ধবীদের নিয়ে ঐ জায়গায় যেতেন। আনতানিও পুলি ফারুকের সঙ্গে গেল। আমি আর এলিয়াস এণ্ড্রুজ 'ডম পেরিনো' শ্যাম্পাইনের বোতল খুলে বসলুম। আজ সত্যিই উৎসব করবার রাত্রি। এলিয়াস এণ্ড্রুজের মুখের ভাব হলো : ভিনি, ভিডি, ভিসি···এলুম দেখলুম জয় করলুম, আর আমার মুখের ভাব ছিল : আমি তোমাকে নতুন শিকার ধরতে সাহায্য করেছি। আমার বখড়া কত ?

দু-একদিনের মধ্যে কায়রো শহরে নতুন গুজব শুরু হয়ে গেল : ফারুক এক নতুন বান্ধবী যোগাড় করেছেন। এই নতুন বান্ধবীর নাম হলো নাদিয়া সুলতান। আর আমি আনোয়ার পাশা হলুম ফারুকের নতুন মোসাহেব কিংবা বলা যায় পিম্প।

কায়রোর গেজিরা ক্লাব, স্পোর্টিং ক্লাবের মুখে একই কথা, এই নাদিয়া সুলতান কে ? মেয়েরা বলতে শুরু করলেন যে, ফারুক তাকে কত হাজার পাউণ্ডের গহনা কিনে দিয়েছেন।

আর শুধু তাই নয়। প্রতিদিন সরিয়া সলেমান পাশা, খান খালিলীর জুয়েলারী দোকানের মালিকেরা এসে আমাকে বিভিন্ন ধরনের ডায়মণ্ডের নেকলেস, হীরের আংটি

দেখাতেন। বলতেন: পাশা, আপনি এই গয়নাগুলো নাদিয়া সুলতানকে দেখান। উনি নিশ্চয় এগুলো পছন্দ করবেন। আর দামের জন্যে আমরা চিন্তা করছিনে।

আমি জানতুম যে প্রতিটি গয়না বিক্রীর ডিল থেকে মোটা কমিশন পাবো। আর আনতানিও পুলিকে হাতে রাখবার জন্যে আমি এই কমিশন থেকে কিছু বখরা ওকে দিতুম।

ইতিমধ্যে এলিয়াস এণ্ড্রুজ ফারুকের বিজনেস পার্টনার হয়েছে। পেপসী কোলা কোম্পানীর জন্যে এলিয়াস এণ্ড্রুজ আবেদন করলেন। আবেদনে বলা হলো তাদের আলেকজান্দ্রিয়াতে ফ্যাকটরী বানাতে দেয়া হোক। ফারুক এই কোম্পানীর মোটা শেয়ার নিলেন। কিছু দিন পরে আলেকজান্দ্রিয়া ওয়াটার ওয়ার্কস সম্বন্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ শোনা গেল। ফারুক আবার এলিয়াস এণ্ড্রুজের শরণাপন্ন হলেন। ওয়াটার ওয়ার্কসের কাজকর্ম, এ্যাকাউণ্টস তদন্ত করবার জন্যে এক তদন্ত কমিশন বসল। এণ্ড্রুজ হোল এই কমিশনের চেয়ারম্যান। আর আমি হলুম কমিশনের একজন মেম্বার। আমাদের দুজনকে নিয়ে বিরোধী কাগজগুলো অনেক বিশ্রী মন্তব্য করল। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন: নাইট ক্লাবের বারম্যানকে এনকোয়ারী কমিশনের মেম্বার করা হয়েছে কেন?

ওয়াটার ওয়ার্কসের মালিক ছিলেন বিদেশী। তাঁরা আমাদের দুজনকে বেশ মোটা টাকা ঘুষ দিলেন। আমি আর এণ্ড্রুজ আমাদের টাকার অংশ থেকে একটা মোটা টাকা ফারুককে দিলুম।

এবার এলিয়াস এণ্ড্রুজ ফারুককে বললেন: আপনি দেশে তামাকের ব্যবসা করুন। তামাকের পাতা ষ্টক করুন। তারপর আমদানী কর বাড়িয়ে দিন। বাজারে তামাকের পাতার দাম হু হু করে বেড়ে যাবে। পরে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী চড়া দামে এই পাতা বাজারে বিক্রী করতে পারবেন।

প্রস্তাবটি ফারুকের মনঃপুত হলো। তিনি প্রথমে আমদানী করের হার কমিয়ে দিলেন। বাজারে তামাকের দর কমে গেল। যেই তামাকের দর কমে গেল অমনি ফারুক প্রচুর তামাক কিনলেন। আবার আমদানী করের হার বৃদ্ধি করা হলো। তামাকের বাজার চড়া হলো। বাজারে এই ব্যবসার লেনদেনে ফারুক প্রচুর টাকা রোজগার করলেন।

তিনি এবার সরকারের কাছ থেকে য়ুরোপ থেকে জিনিস কিনবার জন্যে প্রচুর টাকা আগাম নিলেন। কিন্তু বাজার থেকে এই সব জিনিস কেনা হলো না।

এমনি করে বিবিধ উপায়ে ফারুক দেশের কোষাগার থেকে টাকা আদায় করতে লাগলেন।

টাকা নেবার প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রতিদিন ফারুক তাস খেলা, রুলেট এবং শেয়ার মার্কেটের বাজী হারছিলেন।

তার প্রধান চিন্তা হলো টাকা, টাকা ···এই টাকা রোজগার করার জন্যে ফারুক এক নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন।

এই নতুন পথ হলো: গান রানিং···কিংবা আরো সহজে বলা যায় আর্মস ডিল।

আর এই গান রানিং কিংবা আর্মস ডিলের প্রধান নায়ক ছিলুম আমি আর নায়িকা ছিলেন নাদিয়া সুলতান।

কয়েক দিনের মধ্যে নাদিয়া সুলতানের সেঙ্গ ফারুকের প্রেম কুলপী বরফের মতো জমে উঠলো।

ফারুকের সুপারিশে নাদিয়া সুলতান হলেন অবারজ দ্য পিরামিডের প্রধান বেলী ড্যান্সার। আর এই ব্যাপার নিয়ে আর্টিষ্ট এবং দর্শক মণ্ডলীর ভেতর তুমুল আলোড়ন শুরু হলো। কারণ এই সময়ে অবারজ দ্য পিরামিডের প্রধান বেলী ড্যান্সার ছিলেন সামিয়া গামাল।

সামিয়া গামাল শুধুমাত্র সুন্দরী নয়, তার দেহ, চোখের মাদকতা দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখত। প্রতিদিন রাত্রে আরব দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু গণ্যমান্য অতিথি সামিয়া গামালকে দেখবার জন্যে ভিড় করে দাঁড়াতো।

সামিয়া গামালের পরিবর্তনে আমি মনে মনে খুশী হয়েছিলুম। তার প্রধান কারণ ছিল যাঁরা সামিয়া গামালকে দেখতে আসতেন তাঁরা অবারজ দ্য পিরামিডের বারম্যান আনোয়ার পাশাকে একেবারে তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু যেদিন থেকে নাদিয়া সুলতান হলেন অবারজ দ্য পিরামিডের প্রধান বেলী ড্যান্সার সেদিন থেকে আমার পসার সম্মান বেড়ে গেল। কারণ সবাই জানত যে আনোয়ার পাশাকে খুশী না করলে বেলী ড্যান্সার নাদিয়া সুলতানের সুন্দর মুখ দেখা যাবে না।

আরো একটু খুলে বলা দরকার। নাদিয়া সুলতানের নাচ দেখবার জন্যে আমি অতিরিক্ত পয়সা আদায় করতুম। অর্থাৎ কেউ যদি আমাকে পয়সা টিপস না দিত তাদের বলতুম: সরি, টেবিল নেই।

আর বাজারের সবাই জানত নাদিয়া সুলতান হলেন রাজার গার্ল ফ্রেণ্ড। রাজার গার্ল ফ্রেণ্ডকে দেখা ছিল একটা ফ্যাসান।

ফারুকের সঙ্গে নাদিয়া সুলতানের হৃদ্যতা দৃঢ় হলো, আর আমিও নাদিয়া সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলুম। দু-এক দিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলুম আমাদের একের অন্যের প্রয়োজন আছে। শুধু তাই নয়, আরো কয়েক দিন পরে উপলব্ধি

করলুম যে, নাদিয়া সুলতান আমাকে ভালবাসেন। আর আমার কথা নাই বা বললুম। মেয়েদের প্রতি আমার কোনো মোহ কিংবা অন্ধ ভালোবাসা ছিল না। আমি জানতুম যে, জীবন উপভোগ করবার প্রধান জিনিস হলো টাকা। আর এই টাকার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারতুম।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ফারুক এসে আমাদের নাইট ক্লাবে ধর্না দিতেন। তারপর বাকীটা সময় নাদিয়া সুলতানকে নিয়ে কাটাতেন। অনেকদিন এর জন্যে নাদিয়া সুলতান ষ্টেজে নাচবার সুযোগ পান নি। দর্শকেরা চিৎকার হল্লা করত। অবারজ দ্য পিরামিডের কর্তারা রুষ্ট হতেন কিন্তু কারু মুখ ফুটে বলবার সাহস ছিলো না : ইয়োর ম্যাজেষ্টি, নাদিয়া সুলতানকে ছেড়ে দিন। নাচের সময় হয়েছে।

একদিন আমি বারে বসে কক্‌টেল বানাচ্ছিলুম। নাচের আগে নাদিয়া এই কক্‌টেল খাবে। ফারুক হয়ত আরো ঘণ্টা খানেক বাদে আসবেন। তাই নাদিয়া কক্‌টেল খেতে চায়।

হঠাৎ নাদিয়া সুলতানের খাদাম (চাকর) এসে আমাকে বলল : মাদাম আপনাকে ডাকছেন।

নাদিয়া সুলতান হঠাৎ ডাকলেন কেন। সাধারণত ফারুক আসবার আগে আমি কখনও নাদিয়া সুলতানের ঘরে গিয়ে দেখা করিনে। এই সময়টা বিপজ্জনক। যদি ফারুক এসে দেখেন আমি নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে প্রেম করছি তাহলে আমার গর্দান যাবে।

কিন্তু সেদিন নাদিয়া সুলতান ছিলেন বেপরোয়া। আমি নাদিয়া সুলতানের ঘরে গিয়ে দেখলুম উনি পোষাক পাল্টাচ্ছেন। কারণ একটু বাদেই নাচ শুরু হবে, ব্যাণ্ড বেজে উঠবে, স্তাবকের দল চিৎকার করে উঠবে।

প্রথমে আমি নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকাতে লজ্জা পেলুম। কারণ নাদিয়া সুলতান ছিলেন বিবস্ত্রা। নগ্ন দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে উনি একটুও লজ্জা পেলেন না। শুধু তাই নয়। উনি তাঁর ব্রেসিয়ারের বোতাম দুটি দেখিয়ে বললেন : লাগিয়ে দেবে পাশা ?

আমার বুকের কাঁপুনি বাড়ল—সর্বনাশ করছি কী ?

একবার যদি ফারুক আমাকে ঘরে এই অবস্থায় নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে দেখতে পান তাহলে যে আমি বিপদে পড়ব। আমি সম্রাটের মোসাহেব তাঁবেদার। ওঁর লবণ খেয়েছি, আমি কী ওঁর বান্ধবীর সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে পারি ? নাদিয়া সুলতান আবার ধমকের সুরে বললেন : চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন পাশা ? যা বলছি তাই করো।

আমি ব্রেসিয়ারের বোতাম দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। কী করব ভেবে পেলুম না। আমি কী আগুন নিয়ে খেলা করব ? বুকের কাঁপুনি বাড়ল।

বাইরে নাচের ব্যাণ্ড জোরে বেজে উঠেছে। এক্ষুনি নাদিয়া সুলতানকে ষ্টেজে যেতে হবে। কিন্তু নাদিয়া সুলতান তাঁর ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে যাবার কোনো লক্ষণই দেখালেন না। বরং উল্টে আর একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। নাদিয়া সুলতানের নরম ঠোঁটের দু-তিনবার চুমু খেয়ে আমি উত্তেজনা বোধ করলুম।

নাদিয়া তুমি করছ কী ? যদিও—আমার গলার স্বর মিহি এবং ভেজা ছিল, আমার কথা শেষ করতে পারলুম না।

নাদিয়া সুলতান আমার মুখে হাত দিলেন। নো নো ডার্লিং আমার নাম নাদিয়া সুলতান নয়, লিলি, লিলি কোহেন।

লিলি কোহেন ? আমি এই নাম শুনে বিস্মিত এবং হতবাক হলুম। কী ব্যাপার ? লিলি কোহেন যে ইস্রাইলী নাম। তাহলে এখানে উনি করছেন কী ? আর ফারুকের সঙ্গে প্রেম করছেন কেন ?

কী উদ্দেশ্য ? অনেকগুলো চিন্তা এসে আমার মাথায় জড়ো হলো।

নাদিয়া সুলতান আমাকে বেশ ভাল করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বন্ধন ছাড়বার কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

আমি ভীত কণ্ঠে বললুম : লিলি, যদি ফারুক আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পায় তাহলে আমি বিপদে পড়বো।

মিষ্টি হাসলেন নাদিয়া সুলতান। বললেন : আমাকে তুমি লিলি বলে ডেক না। তাহলে ওরা জানতে পারবে আমি কে। ওদের মনে সন্দেহ ঢুকবে। না আমি লোকের মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনে। আর তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছি কেন জানো ?

কী ?

ফারুকের মনে জেলাসি হবে। আমি ফারুকের মনে জেলাসি সৃষ্টি করতে চাই। কারণ ফারুক যদি একবার জেলাসি হন তাহলে উনি আমার কথানুযায়ী কাজ করবেন। আর আমি কী চাই জানো পাশা ?

কী ? আমার গলার স্বর ছিল মিষ্টি নরম।

আজ ফারুকের অর্থের প্রয়োজন। সম্প্রতি উনি লণ্ডনের শেয়ার মার্কেটের লেনদেনের ব্যাপারে প্রচুর টাকা লোকসান দিয়েছেন। আমার বন্ধু এন্ড্রিয়াস এগুজ ফারুককে পরামর্শ দিয়েছেন যে পয়সা করবার সব চাইতে সহজ উপায় হলো অস্ত্র বেচাকেনা।

এই অস্ত্র বেচা-কেনা থেকে উনি প্রচুর পয়সা রোজগার করতে পারবেন। আর শুধু ফারুক নন এলিয়াসও এই আর্মস ডিল থেকে পয়সা বানাবে। আমি এই ব্যবসার একটা মোটা অংশ চাই। আর এই কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

আমি এবার নাদিয়া সুলতানের বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়ালুম। কারণ নাদিয়া সুলতানের কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলুম। প্রথমত জানতে পারলুম যে লিলি কোহেন মানে নাদিয়া সুলতান হলেন ইস্রাইলী স্পাই। দ্বিতীয়ত বুঝতে পারলুম যে ফারুক এবং এলিয়াস এণ্ড্রুজ আর্মস কেনবার পরিকল্পনা করছেন। আর এই বেচাকেনা ব্যবসা থেকে দুজনেই বেশ মোটা টাকা লাভ করবেন। তৃতীয়ত নাদিয়া সুলতানও এই ব্যবসা থেকে বখড়া চান, আর চার নম্বর : আমি হব নাদিয়া সুলতানের বিজনেস ম্যানেজার। আমাকে কী করতে হবে ?

নাদিয়া সুলতান এবার তার পরিকল্পনা আরো একটু স্পষ্ট করে বললেন : শোনো পাশা, আজ আমি তোমার সঙ্গে যে প্রেমের অভিনয় করছি, এর ফল শিগগিরই দেখতে পাবে। আমি ফারুকের মনে হিংসের সৃষ্টি করতে চাই। আর একবার যদি ফারুক হিংসে করতে শুরু করেন তাহলে উনি আমার জন্যে সব কিছু করবেন। তুমি জানো ফারুক প্রতিদিন তাঁর পোষাক পালটান, আর পরিবর্তন করেন তার মেয়ে বান্ধবী। আমি জানি যে শিগগিরই ফারুক আর একটি নতুন বান্ধবী যোগাড় করবেন। মনে রেখো, তোমার বন্ধু আনতানিও পুলি আমাকে দু চোখে দেখতে পারেন না। তাই সময় থাকতে আমার ফারুকের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধে আদায় করতে হবে। এবার আমার প্রস্তাব শোনো পাশা। আজ রাত্রে প্রেম করবার সময় আমি ফারুককে বলব যে এলিয়াস এণ্ড্রুজকে দিয়ে এই হাতিয়ার বেচা-কেনার অনেক অসুবিধে আছে। আলেকজান্দ্রিয়ার ওয়াটার ওয়ার্কসের হিসেব-পত্র এবং তামাক বেচা কেনা নিয়ে দেশে যে স্ক্যাণ্ডাল হয়েছে এই নিয়ে সবাই কথাবার্তা বলছে। সবাই জিজ্ঞেস করছে যে, এলিয়াস এণ্ড্রুজ লোকটি কে ? উনি নিশ্চয় ইস্রাইলী স্পাই ? না, এলিয়াস কোনো দেশের স্পাই নয়, স্রেফ ব্যবসাদার। টাকার লোভে সে আজ ফারুকের ব্যবসার পরামর্শদাতা হয়েছে। আমার সঙ্গে ওর দামাস্কাসের নাইট ক্লাবে পরিচয় হয়। আমার আসল পরিচয় এলিয়াস জানে না। কিন্তু আজ তোমার কাছে আমার আসল পরিচয় খুলে বললুম। আমার সঙ্গে কাজ করলে তুমি প্রচুর টাকা পাবে। আমরা ইস্রাইলী জাত, কাজ করবার জন্যে, খবর বার করবার জন্যে আমরা পয়সা খরচ করতে কুণ্ঠা বোধ করিনে। আমরা ফারুককে হাত করতে চাই। কিন্তু প্রকাশ্য বাজারে কেউ জানতে পারবে না যে ফারুক ইস্রাইলীদের খপ্পড়ে পড়েছেন। আর আজ থেকে তুমি হবে আমাদের লোক। আমাদের সিক্রেট সার্ভিস শেন বেতের অনুচর।

আমি নাদিয়া সুলতানের কথায় বাধা দিলুম। প্রস্তাবটি লোভনীয়, তবু স্পাইর কাজ করতে আমার মনে একটু কুণ্ঠা, সঙ্কোচ হচ্ছিল। কারণ আমি জানতুম যে আজ সমস্ত আরব জগতে ইস্রাইলী বিদ্বেষ খুব তীব্র। অতএব বাজারে যদি কেউ জানতে পারে যে আমি স্পাইর কাজ করছি তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হবে।

ধরো, আমি যদি এই প্রস্তাবানুযায়ী কাজ না করি তাহলে কী হবে ?

মিষ্টি হাসলেন নাদিয়া সুলতান। বললেন : পাশা, আমি আটঘাট বেঁধে এই কাজে নেমেছি। শোনো, আমি যখন তোমাকে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছিলুম তখন আমাদের দুজনের একটি ছবি তুলেছিলুম। ঐ টেবিলের উপর যে ছোট ক্যামেরাটি দেখছ ওর ভেতর ফিল্ম ভরা ছিল। আমি তোমাকে যেই জড়িয়ে ধরলুম অমনি গোটা কয়েক ছবি তোলা হয়ে গেল। তারপর আর একটা ছবিতে আছে, তুমি আমার বুকের ব্রেসিয়ারের বোতাম লাগিয়ে দিচ্ছ। এইসব ছবি যদি ফারুককে দেখাই তাহলে কী হবে বলতে পারো ? ফারুক জেলাস হবেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার গর্দান যাবে। না পাশা, তুমি আমার সঙ্গে বেইমানী করতে পারবে না।

এই বলে নাদিয়া সুলতান তার টেবিল থেকে ছোট একটি ক্যামেরা বের করলেন। বললেন : এই ক্যামেরা হলো 'পোলরয়েড' ক্যামেরা। এর ভেতর তোমার ছবি আছে। বলো কী করব। আজ রাত্রে ফারুক যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তখন কী তাঁকে বলবো, পাশা আমার সঙ্গে প্রেম করছে। আর ফারুককে যদি এই ছবিগুলো দেখাই তাহলে উনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন। এবার আমার কথার জবাব দাও। আমাদের হয়ে কাজ করবে ?

সর্বনাশ ! এই মেয়েটি বলছে কী ? ও যে সুন্দরী নারী নয়, একেবারে কুহকিনী। না না, একেবারে কেউটে সাপ।

আমি চুপ করে রইলুম। কী জবাব দেব ভেবে পেলুম না। বুঝতে পারলুম নাদিয়া সুলতানের ফাঁদে পা দিয়েছি। এই ফাঁদ থেকে বেরুবার যো নেই। আর আমার জন্যে ফাঁদ পেতেছেন ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিস—শেন বেত।

ভাবছো কী পাশা ? না, আজ আর ভাববার প্রয়োজন নেই। তারপর মুখটি আমার কানের কাছে এনে বললেন : মানি—মানি—মানি—সুইটার দ্যান হানি। যদি মানি লোক হবার স্বপ্ন দেখো পাশা, তাহলে আমার সঙ্গে কাজ শুরু করো।

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কী করবো ? নাদিয়া সুলতানের কথাগুলো আমার কানে মধুর গানের সুরের মতো লাগলো। মানি···মানি···মানি সুইটার দ্যান হানি।

না, জীবনকে উপভোগ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আর অর্থ রোজগার

করবার জন্য নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে কাজ করা দরকার। আমি ইস্রাইলী স্পাই চক্রে যোগ দিলুম।

নাদিয়া সুলতানের প্রস্তাবে সায় দিলুম। মিষ্টি গলায় বললুম: আপনি আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। আপনি যা করতে বলবেন তাই করবো।

এবার লক্ষ্মী ভালো ছেলের মতো কথা বলছ। আচ্ছা এবার তাহলে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। ফারুকের টাকার টানাটানি চলছে। এলিয়াস এণ্ড্রুজের পাল্লায় পড়ে তিনি লণ্ডনের শেয়ার মার্কেটে প্রচুর টাকা খেসারত দিয়েছেন। জমি বন্ধক রেখে তিনি ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর টাকা এ্যাডভান্স নিয়েছেন। ঐ টাকা তিনি সুইস ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন। কিন্তু তাঁর বাজারের দেনা শোধ করবার জন্যে আরো টাকার প্রয়োজন। আর টাকা রোজগারের জন্যে তিনি একটা নতুন প্ল্যান করেছেন। এই নতুন প্ল্যান হলো আর্মস।

পাশা, এ হলো ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাস। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর গুজব যে শিগগিরই এই এলাকায় আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ হবে। ইংরেজ কর্তারা আমাদের নেতাদের সতর্ক করে বলেছেন: এখন থেকে ঘর সামলাও, নইলে আরবরা তোমাদের মেরে তাড়াবে।

পাশা, ফারুক ইংরেজ বিদ্বেষী। শুধু তাই নয় তিনি দেশগুলোর উপর সর্দারীও করতে চান। তাঁর বক্তব্য হলো: তিনি হলেন এই দেশগুলোর নেতা। অতএব ভবিষ্যৎ আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধে তিনিই নেতৃত্ব করবেন। তাই তিনি লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। আর ঠিক করেছেন যে এই যুদ্ধের জন্যে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করবেন।

ফারুক এক ঢিলে দুই পাখী মারবার প্ল্যান করেছেন। প্রথমত তিনি যুদ্ধের জন্যে অস্ত্র-হাতিয়ার কিনতে চান। আর প্রতিটি আর্মস ডিলের জন্যে যে ব্যবসার লেনদেন হবে তার জন্যে একটা মোটা টাকার বখড়া চান।

ফারুক যদি ভালো অস্ত্র-হাতিয়ার কেনে তাহলে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমরা, মানে ইস্রাইলী কর্তারা চান যে ফারুক এমন অস্ত্র কিনুন যে হাতিয়ার দিয়ে লড়াই করা চলবে না। তাই আমরা য়ুরোপ থেকে এইসব বাজে মাল ওর কাছে বিক্রি করবো। ফারুক জিনিস কিনবার সময় একবারও জানতে পারবেন না যে তিনি যে হাতিয়ার কিনছেন সেই হাতিয়ার দিয়ে লড়াই করা চলে না।

আজ রাত্রে ফারুকের সঙ্গে প্রেম করবার সময় আমি এই আর্মস ডিল নিয়ে কথা বলবো। ওঁকে বলবো যে, আর্মস কিনবার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হোক। তুমি ওঁকে এই আর্মস বেচা-কেনার লাভের একটা মোটা অংশ দেবে। আর লাভের আর এক

অংশ আমাকে দেবে। আর তুমি যে কোম্পানী থেকে মাল কিনবে তার নাম ঠিকানা আমি তোমাকে দেবো। ফারুককে কী মাল সাপ্লাই করতে হবে ওরা জানেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো নাদিয়া সুলতান-এর কথাগুলো শুনতে লাগলুম। মনে হলো যেন রূপকথা শুনছি। আমি হলুম নাইট ক্লাবের সামান্য বারম্যান। মদের সঙ্গে মদ মেশাই। রাজনীতির এত গভীর ষড়যন্ত্রের কলাকৌশল আমি কখনই জানতুম না। কিন্তু আজ নাদিয়া সুলতানের কথাগুলো শুনে বুঝতে পারলুম যে আমি আগুন নিয়ে খেলা করতে সুরু করেছি।

আর একবার নাদিয়া সুলতানের মুখের দিকে তাকালুম। কী সুন্দর মুখ। ঐ সুন্দর চাঁদপানা মুখ দিয়ে যে অত বিষাক্ত কথা বেরুতে পারে এ আমি কখনই কল্পনা করিনি।

আজ আমাকে আর একটা কথা স্বীকার করতে হলো: ইনটেলীজেন্স সার্ভিস কী করে কাজ হাসিল করতে হয় জানে। আজ সম্রাট ফারুককে বশ করবার জন্যে এক সুন্দরী মেয়েকে মিশরে পাঠিয়েছেন। মেয়েটি এই কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে। ফারুককে বশ করবার জন্যে প্রেমের অভিনয় করছে।

আমি ঠিক করলুম যে নাদিয়া সুলতানকে সাহায্য করবো।

নাদিয়া সুলতানের প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললুম: আপনার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করবো মাদাম। আপনি আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি যে কাজের কথা বলবেন আমি সেই কাজ করবো। শুধু একবার হুকুম দিয়ে দেখুন আপনার আদেশ তামিল করি কিনা।

নাদিয়া সুলতান মিষ্টি হাসলেন: বেইমানী করবার চেষ্টা কোরো না পাশা। মনে রেখো আজ থেকে ইস্রাইলী স্পাইর খাতায় তোমার নাম হলো। যদি আমার সঙ্গে 'ডবল ক্রস' করবার চেষ্টা কর তাহলে তোমার শাস্তি হবে মৃত্যু।

আমি সজোরে মাথা নেড়ে বললুম: কোনো চিন্তা করবেন না। আমি বেইমানী করবো না।

কিন্তু সেদিন কী আমি জানতুম যে আমি শত্রুর সংখ্যা বাড়াচ্ছি?

এই আর্মস ডিলের ব্যাপার নিয়ে মিশরে আমার বিরুদ্ধে অনেক হৈ-হল্লা হলো। যুদ্ধের পরে জনতা আর দেশের কাগজগুলো মন্তব্য করলো: আনোয়ার পাশা কে? আমরা তার বিচার চাই।

আমার দুই নম্বর শত্রু হলো আনতানিও পুলি। কারণ এই অবধি ফারুকের সমস্ত নোংরা কাজকর্ম করছিল আনতানিও পুলি। এবার থেকে আমি সেই কাজের দায়িত্ব নিলুম। আনতানিও পুলির লাভের অংশ কমলো। শুধু তাই নয়, এবার থেকে অনেক গুরুতর বিষয়ে ফারুক আমার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

আমার তিন নম্বর শত্রু হলেন ইংরেজ ব্যবসায়ী এলিয়াস এণ্ড্রুজ এবং আর লণ্ডনের ব্যবসায়ী বন্ধুরা। কারণ এবার থেকে ফারুকের ব্যবসায় কাজকর্মের ও যুদ্ধের পরামর্শ আমি দিতে লাগলুম। এলিয়াস এণ্ড্রুজ যখন বুঝতে পারলেন যে ফারুককে পরামর্শ দেবার জন্যে আর একজন শয়তান জুটেছে তখন তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন।

কিন্তু আমার সবচাইতে বড়ো শত্রু হলো প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো আর প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন।

আমার এই কাহিনী ইতিহাস নয়। তবু এই গল্পের সুতো বাঁধবার আগে আমাকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির বিষয় নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে হবে।

এই সময়টা উল্লেখযোগ্য। প্যালেস্টাইন-এর ভবিষ্যত নিয়ে য়ুনাইটেড নেশনসে তুমুল তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। কেউ বলছেন প্যালেস্টাইন ভাগ করা হোক, আবার কেউ বলছেন যে প্যালেস্টাইনে আবার ইহুদী মিলেমিশে থাক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হলো যে প্যালেস্টাইন দুই ভাগে ভাগ করা হবে। এক ভাগে থাকবে ইস্রাইলী স্টেটস, আর এক ভাগে থাকবে আরব দেশ।

আরব এই প্রস্তাবে রাজী হলো না। বলল: আমরা দেশ ভাগে রাজী নই। তাই যুদ্ধের কালো মেঘ মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে দেখা দিল।

১৪ ই মে ১৯৪৮।

তেল আভিভে ইহুদীদের এক বড় বৈঠক হলো। এই সভায় কর্তারা স্বাধীন ইস্রাইলী দেশের কথা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার কয়েক মুহূর্ত পরে আমেরিকা স্বাধীন ইস্রাইলী দেশকে স্বীকার করে নিল। সেই হলো গোলমালের প্রথম সূত্রপাত।

১৫ ই মে...ইজিপ্ট,জর্ডন এবং ইরাক স্বাধীন ইস্রাইলী দেশকে আক্রমণ করলো।

যুদ্ধ সুরু হবার আগে কায়রো শহরে তুমুল ইংরেজ বিদ্বেষী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ফারুক। কারণ তিনি ছিলেন ঘোরতর ইংরেজ বিদ্বেষী।

এইসময়ে মিশরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মহম্মদ নকরোশী পাশা।

ইজিপশিয়ান পার্লামেণ্টে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হলো।

প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের মেম্বারদের বললেন: ইজিপ্ট প্যালেস্টাইনে সৈন্য পাঠাবে না।

কিন্তু এই কথা বলবার দু ঘণ্টা পরে নকরোশী পাশা আবার বললেন: আমরা প্যালেস্টাইন আরব গেরিলাদের সাহায্য করবার জন্যে কিছু সৈন্য পাঠাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় সবাই বিস্মিত অবাক হলো।

কারণ কারুর অজানা ছিল না যে, ইজিপ্ট এই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়নি। তার অস্ত্র-হাতিয়ার ছিল পুরানো অকেজো। তাই নকরোশী পাশার ঘোষণা শুনবার পর সবাই ভাবতে সুরু করল, এই যুদ্ধের পরিণতি কী হবে?

এই যুদ্ধের পরিণতি কী হবে আমি অবিশ্যি প্রথম থেকে জানতুম।

কারণ এই যুদ্ধের জন্যে ইজিপশিয়ান সৈন্য বাহিনীতে হাতিয়ার ইউনিফর্ম সাপ্লাই করে যে মোটা টাকা লাভ করেছিলুম তার বেশ একটা অংশ দিয়েছিলুম সম্রাট ফারুককে।

আমার এই লাভ থেকে আর কাউকে কোনো বখরা দিইনি। নাদিয়া সুলতান আনতানিও পুলি সবাইকে বঞ্চিত করেছিলুম।

নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হবার পর একদিন ফারুক আমাকে আবদীন প্যালেসে ডেকে পাঠালেন। ফারুক কেন আমাকে তলব করেছেন তার কারণ আমি প্রথম থেকে আঁচ করেছিলুম। ফারুক ইজিপশিয়ান সৈন্য বাহিনীর জন্যে য়ুরোপ থেকে অস্ত্র কিনতে চান। আর এই অস্ত্র কেনবার জন্যে আমাকে লণ্ডন, পারী, ব্রাসেলসে যেতে হবে।

সেদিন আমার সঙ্গে ফারুকের যে আলাপআলোচনাহয়েছিল সেই কথা আনতানিও পুলি কিংবা এলিয়াস এণ্ড্রূজ জানতে পারলো না। কিন্তু আমি জানতুম ওরা দুজনে ফারুককে পরামর্শ দিচ্ছেন যে, কোনো বিদেশী কোম্পানী থেকে হাতিয়ার কিনতে হবে। কারণ ওরা এই আর্মস ডিল থেকে মোটা টাকা লাভ করতে চান।

কিন্তু আমি ওদের সবাইকে টেক্কা দিলুম। আমার জন্যে নাদিয়া সুলতান ফারুকের জীবনের দুর্বল মুহূর্তে সুপারিশ করেছিলেন: পাশা হলো আর্মস একসপার্ট। হাতিয়ার কিনতে ওকে য়ুরোপ পাঠাও। প্রথমে ফারুক নাদিয়া সুলতানের কথায় কান দেননি। কিন্তু পরে নাদিয়া সুলতান তাঁকে বললেন যে পাশার দালালী মারফত যদি অস্ত্র কেনা হয় তাহলে উনি বেশী টাকা লাভ করতে পারবেন। তখন ফারুক আমাকে ডেকে পাঠালেন।

সকাল বেলা।

ফারুক সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট খেয়ে সরকারী কাগজপত্র দেখছেন, তখন আমি গিয়ে উপস্থিত হলুম।

ফারুক আমাকে পাশের একটি ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন।

আমাদের গোপন কথাবার্তা সুরু হলো। ফারুক আমাকে বললেন: পাশা, তোমাকে কয়েক দিনের জন্য বিদেশে যেতে হবে।

আমি মাথা নেড়ে জবাব দিলুম: আপনি যে হুকুম দেবেন আমি সেই হুকুমই তামিল করবো।

আমার জবাব শুনে ফারুক উৎসাহিত বোধ করলেন: বেশ, তাহলে আমার কথা শোনো। আমি য়ুরোপের কতকগুলি আর্মস ফ্যাকটরীর নাম ঠিকানা দিচ্ছি। তুমি

গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করবে। বলবে, আমি তোমাকে হাতিয়ার কিনতে পাঠিয়েছি। কিন্তু একটি কথা ওদের স্পষ্ট করে বলবে যে, প্রতিটি আর্মস ডিল বাবদ আমার একটা কমিশন চাই। আর এই কমিশনের টাকা আমার সুইস ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে।

আমি মাথা নেড়ে বললুম : আপনার আদেশ শিরোধার্য ইয়োর ম্যাজেসটি।

ফারুক আমাকে সংশোধন করে বললেন, আমার নাম ফারুক, প্রিন্স—ইয়োর ম্যাজেসটি বলে ডেকো না। এবার শোনো আমার কী ধরনের হাতিয়ার চাই। পঁয়ত্রিশ টনের ট্যাঙ্ক, বোম্বার প্লেন, ফিল্ড গান এবং সৈন্যবাহিনীর ইউনিফর্ম। আমার কথা তুমি বুঝেছ ?

আমি হেসে বললুম : ইয়েস, আমি আপনার কথা বুঝেছি। আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব আমি পালন করবো।

ফারুক আবার বলতে লাগলেন : না, সোজাসুজি ব্রিটিশ কিংবা ফরাসী সরকার আমার কাছে হাতিয়ার বিক্রি করবে না। কারণ ওরা ইস্রাইলী বিরোধী কোনো কাজ করতে প্রস্তুত নয়। তাই তোমাকে গোপনে এই মাল বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানী থেকে কিনতে হবে।

এই বলে ফারুক একটি কাগজে কতকগুলো কোম্পানীর নাম ঠিকানা লিখে দিলেন। আমি এইসব কোম্পানীর নামগুলো দেখে মনে মনে হাসলুম। কারণ কিছু-দিন আগে নাদিয়া সুলতান এই কোম্পানীগুলোর নাম আমাকে দিয়েছিলেন।

পরের দিন থেকে অস্ত্র কিনবার কাজ সুরু করলুম।

অর্ডিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের চীফ ইন্সপেকটর জেনারেল হোসেন। আর উনি ছিলেন আমার ডান হাত।

আসলে জেনারেল হোসেন কোনদিন যুদ্ধ করেননি। এমনকি ইজিপশিয়ান সৈন্য-বাহিনীর অর্ডিন্যান্স বিভাগের চীফ ইন্সপেকটর হবেন এ ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে।

আমার সুপারিশে জেনারেল হোসেন এই কাজ পেয়েছিলেন।

আসলে হোসেন ছিলেন ফারুকের ক্যাডিলাক গাড়ীর ড্রাইভার। একদিন হোসেনের সঙ্গে আমি ওর বাড়ীতে গিয়েছিলুম। সেখানে হোসেন আমাকে তার বোনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিল। বোনের নাম বুলবুল।

আমি বুলবুলকে দেখা মাত্র ওর প্রেমে পড়ে গেলুম।

হোসেন আমার মনের দুর্বলতার কথা বুঝতে পারলো। বলল : পাশা, তুমি সুপারিশ করলে আমার চাকুরীতে উন্নতি হবে।

আর হোসেনকে সুপারিশ করবার একটা মৌকা মিলে গেল।

একদিন আমি আর হোসেন ফারুকের গাড়ী করে আলমাজাতে আর্মি ক্লাবে

গিয়েছিলুম। আমি সিভিলিয়ান, কাজেই ক্লাবে ঢুকতে আমার কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু হোসেন ছিল আর্মির সামান্য সার্জেন্ট। অথচ হোসেনের বড়ো গর্ব হলো সে ফারুকের ড্রাইভার। সূর্যর চাইতে বালির তাপ বেশী।

সেদিন হোসেনের কপাল ছিল খারাপ। ক্লাবে সেদিন আর্মির বড়কর্তা জেনারেল আজিজ আল মাশরী ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে হোসেন বারে বসে বারম্যান-দের উপর হম্বিতম্বি করছে। লোকটা কে? উৎসুক হয়ে জেনারেল আল মাশরী জিজ্ঞেস করলেন।

ফারুকের ড্রাইভার। কে যেন ছোট জবাব দিল।

জবাব শুনে জেনারেল আজিজ আল মাশরী রেগে আগুন হলেন: মিশমুমকিন অসম্ভব। ফারুকের ড্রাইভারের এত বড় আস্পর্ধা যে আমাদের বারে বসে মদ খায়! বের করে দাও ওকে।

হোসেনকে ক্লাবের বার রুমের বাইরে বের করে দেয়া হলো।

আমি অবিশ্যি এই গোলমালে কোনো অংশ গ্রহণ করিনি। দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলুম। মুখ কালো করে হোসেন গিয়ে ফারুকের কাছে আর্মি ক্লাবের কর্তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করল। আমি ফোড়ন কাটলুম। বললুম: ঠিক বলেছে হোসেন। আর্মি ক্লাবে ওকে অসম্মান করা উচিত হয়নি।

কী করা যায় বল। হাভানা সিগারে লম্বা টান দিয়ে ফারুক আমার মুখের পানে তাকালেন।

উপায় একটা আছে। আজিজ আমাদের জেনারেল। আপনি যদি হোসেনকে মেজর জেনারেল পদে প্রমোশন দেন তাহলে আর্মি ক্লাবের বারে বসে ও যত খুশি বিয়ার গিলতে পারবে।

আমার প্রস্তাব ফারুকের মনের পছন্দসই হলো। তিনি আমার কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠলেন। তুমি আমাকে চমৎকার আইডিয়া দিয়েছ পাশা। জেনারেল আজিজকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না। আজ থেকে হোসেন হবে মেজর জেনারেল আর ওকে দেখলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যালুট করবে।

এর পর হোসেন মেজর জেনারেলর উর্দী পরে আর্মি ক্লাবে গিয়ে বসলো। সবাই হোসেনের উর্দী এবং জেনারেলের স্টার দেখে বিস্মিত হলো। কী ব্যাপার? একী সম্ভব? সামান্য সার্জেন্ট রাতারাতি কিনা হলো মেজার জেনারেল? কেউ যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। কিন্তু সেদিন হোসেনকে বারের বাইরে বের করে দেবার সাহস হলো না।

জেনারেল আজিজও সেদিন ক্লাবে এসেছিলেন। তিনি এসে দেখলেন যে সে

পুরোনো ড্রাইভার হোসেন বারে বসে মদ গিলছে। কিন্তু যেই তিনি দেখতে পেলেন যে হোসেন তার চাইতে আর একটি বেশী স্টার পড়েছে অমনি তার চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল।

সম্রাট ফারুকের আমলে সব কিছুই সম্ভব।

হোসেনও ছাড়বার পাত্র নয়। জেনারেল আজিজকে দেখে ফরাসী ভাষায় বলল : মসের এদিকে এসো।

ইয়েস।

শুধুমাত্র ইয়েস স্যার। মনে রেখো আমি হলুম মেজর জেনারেল হোসেন।

ইয়েস স্যার। বেশ কষ্ট করে জেনারেল আজিজ স্যার কথাটি উচ্চারণ করলেন।

কিন্তু মনে মনে ঠিক করলেন যে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

আমার সুপারিশে প্রমোশন পেয়ে হোসেন আমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

ফারুক আমাকে এবং জেনারেল হোসেনকে য়ুরোপে অস্ত্র কিনতে পাঠলেন। আমার কাছে নাদিয়া সুলতানের দেয়া কোম্পানীর নামগুলো ছিল। এর মধ্যে দুটো কোম্পানী ছিল বেলজিয়ামের লিয়েজ শহরে। এইসব কোম্পানীতে ফিল্ড গান, অ্যামুনিশন তৈরী করা হতো।

একদিন আমরা দুজনে আল্লার নাম স্মরণ করে য়ুরোপের উদ্দেশে রওনা দিলুম।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রথমে গেলুম মের্সাই শহরে। ঠিক করলুম সেখান থেকে আমরা দুজনে যাবো ব্রাসেলস শহরে। কোম্পানীর প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

কিন্তু তখন কি ছাই জানতুম যে এই মের্সাই শহরে আমাদের দুজনের জন্তে এক বিরাট জাল পাতা আছে।

এই ষড়যন্ত্রের পেছনে ছিলেন লিলি কোহেন, ওরফে নাদিয়া সুলতান আর ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস শেন বেত এবং ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস—এস ডি ই সি ই।

আর এই ষড়যন্ত্র কিংবা যাকে বলা যায় ফাঁদ তা হলো হেরোন স্মাগলিং। আমি হেরোন স্মাগলিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার আমেরিকান ইনটেলীজেন্স সার্ভিস, সেন্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো। এই আলাপ পরিচয় আমার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনলো। ১৯৪৮ সালে আরব ইস্রাইলী যুদ্ধের পর আমি হলুম সি আই এ-র এজেন্ট।

সময়টা উল্লেখযোগ্য।

আরব ইস্রাইলী যুদ্ধের ঘনঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন। য়ুরোপেও শান্তি নেই। ফ্রান্সের ভিন্ন শহরে বামপন্থী নেতারা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছেন।

এই বামপন্থী নেতাদের কর্মতৎপরতা দেখে সি. আই. এর কর্তারা বিচলিত হলেন।

মের্সাই শহর বড় জাহাজ বন্দর। এছাড়া এই শহরে অনেক ফ্যাকটরী এবং কারখানা ছিলো। প্রতিদিনই এই শহরে বামপন্থী নেতারা ধর্মঘট ও মিছিলের আয়োজন বন্দোবস্ত করলেন। ফলে ফরাসী সরকার বিচলিত হলেন।

মের্সাইতে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ছিলো: এফ টি পি। আর এদের বিরোধী দল ছিলো এক কোয়ালিশন দল। এই কোয়ালিশন দলের নাম: এম ইউ আর—মুভমেন্ট ইউনিয়ন দ্য রেসিসস্তান্স। সেই দলের একজন নেতা ছিলেন আন্তোয়ান গুরিনি। আসলে গুরিনি ছিলেন কর্সিকান এবং মাফিয়া সম্প্রদায়ের একজন নেতা। পরবর্তীকালে গুরিনি সি আই এর সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই গুরিনির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হলো মের্সাই শহরে।

নাদিয়া সুলতানই আমাকে গুরুনির নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন।

মস্তো বড়ো শহর মের্সাই। বড় বড় কলকারখানা। কারখানার চিমনি থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

আমরা যে দিন মের্সাই শহরে গিয়ে পৌঁছলুম সেদিন শহরে বামপন্থী এবং ডান-পন্থীদের মধ্যে বেশ বড় রকমের দাঙ্গা হয়ে গেছে। এই দাঙ্গায় বামপন্থী শ্রমিক অনেক নিহত এবং আহত হয়েছে।

নাদিয়া সুলতান আমাকে গুরিনির ঠিকানা দিয়েছিলেন। ঠিকানা খুঁজে বাড়ি বের করতে অসুবিধে হলো না, কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলাম যে, গুরুনি পুলিশকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু পরে দেখতে পেলুম গুরিনি আমার আগমনের কথা জানতেন। কারণ গুরিনির এক সাগরেদ আমাদের দুজনকে গুরিনির আড্ডায় নিয়ে এলো।

আড্ডার ভেতর ঢুকেই আমি এক তীব্র গন্ধ পেলুম। আর এ কিসের গন্ধ বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। ওরা সবাই জোট বেঁধে হেরোন খাচ্ছে।

পাশা, আমরা তোমার গল্প অনেক শুনেছি। এবার বলো তোমার কী চাই?

আর্মস।

আর্মস! হেরোনের সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে গুরিনি আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর একটা সিগারেট আমাকে এবং আর একটা সিগারেট জেনারেল হোসেনকে দিয়ে বলল: খাও নেশা হবে। আমি আবার নেশা না করলে সিরিয়াস কোনো ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারি না।

আমি জীবনে বহুবার হাসিস খেয়ে ছিলুম, কিন্তু হেরোনের সিগারেটে এই প্রথম টান দিলুম। মন্দ নয়। এর ভেতর এক কড়া পাকের আস্বাদ আছে।

কিন্তু সিগারেট দু'একটা লম্বা টান দিয়ে বুঝতে পারলুম যে আমার নেশা তীব্র হচ্ছে। তাকিয়ে দেখলুম জেনারেল হোসেনের চোখ দুটো রক্ত জবার মতো লাল হয়েছে।

গুরিনি আমাদের হেরোনের সিগারেটে একটানা লম্বা টান দিতে দেখে হেসে বলল, অত জোর টান দিতে হবে না এসো এবার আর্মস নিয়ে আলোচনা করি। বল ফারুক কী চান।

আমি পকেট থেকে একটি লিষ্ট খুলে গুরিনির হাতে দিলুম। বড় লিষ্ট, ফারুক হাতিয়ার কিনতে চান। তিনি মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলোর একচ্ছত্র নেতা হতে চান। হাতিয়ার না থাকলে তিনি ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন না।

এই হাতিয়ার কেনবার মাত্র একটি সর্ত ছিলো : মাল যাই হোক না কেন এই কেনা-বেচার একটা বড় কমিশন ফারুকের নামে সুইস ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে।

আমার লিষ্ট দেখে গুরিনি হাসলেন, বললেন : ফারুকের খাই তো কম নয়? এরোপ্লেন, ফিল্ড গান, এ্যামুনিশন সব কিছুই তার দরকার। বেশ আমরা তোমাকে মাল সাপ্লাই করবো। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর আমি কর্সিকাতে কিছু পুরানো আমেরিকান আর্মস ষ্টক করে রেখেছিলুম। এইসব মাল আমি তোমাদের দেবো।

কথাটা বলে গুরিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হেরোনের সিগারেটে ঘনঘন টান দিতে লাগলেন। গুরিনির দেখাদেখি আমিও ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগলুম। আমার নেশা আরো প্রবল হতে লাগল।

হঠাৎ আমার কানে ভেসে এলো গুরিনির কণ্ঠস্বর : পাশা, আমাদের কাছ থেকে তুমি আর্মস কিনছ এই কথা যদি কাগজওয়ালারা কিংবা বামপন্থী নেতারা জানতে পারে তাহলে সবাই আমাকে গালমন্দ দেবে। তুমি বেলজিয়ামের লিয়েজ শহরে যাও। সেখানে আমাদের বন্ধুদের অ্যামুনিশন ফ্যাকটরী আছে। আমরা ওদের কাছে মালগুলো সাপ্লাই করবো। তুমি ওদের কাছ থেকে সেগুলি নিয়ে নেবে। কেউ জানতে পারবে না যে আমরা তোমাদের কাছে আর্মস বিক্রি করছি।

আমি নেশার ঘোরে বললুম : একসেলেন্ট আইডিয়া। আমরা কাল লিয়েজ শহরে যাবো।

গুরিনি আবার হেসে বললেন : খবরদার, তুমি যে আমাদের কাছ থেকে হাতিয়ার কিনছো সেটা যেন ফারুক না জানতে পারেন।

এবার জেনারেল হোসেন জবাব দিলেন। হেসে বললেন : কি যে বলেন, আমরা পুরনো ষ্টক নতুন বলে চালাচ্ছি এই কথা কি কাউকে বলতে পারি?

গুড বয়, গুরিনির যেন জেনারেল হোসেনের কথাগুলো পছন্দ হলো।

এবার আমরা উঠবার চেষ্টা করলুম। প্রথমে উঠতে পারলুম না। পা টলতে লাগলো। গুরিনি আমাদের অবস্থা দেখে হাসতে লাগলেন, বললেন: প্রথমবার খাচ্ছ তো, তাই পা টলছে। যাক, একবার অভ্যেস হয়ে গেলে আর দম দিতে কষ্ট হবে না।

এই বলে গুরিনি আবার কি যেন ভাবলেন।

পাশা, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। মোটা টাকার ব্যবসা করবে?

আর্মস ডিল তো? আমি বোকার মতো প্রশ্ন করলুম।

আরে না না, আর্মস ডিল থেকে আর কত প্রফিট থাকবে? দশ বারো লাখ ডলার। তুমি হেরোন, হাসিসের ব্যবসা করো। শোনো, আমরা প্যালেষ্টাইন থেকে সিনাই প্রান্ত দিয়ে প্রতিদিন বেশ কিছু পরিমানের হেরোন এবং হাসিস ইজিপ্টে পাচার করবো। তুমি হবে আমাদের কায়রোর এজেন্ট। একবার যদি ফারুক হেরোনের নেশা ধরেন তাহলে আর কখনও তা ত্যাগ করতে পারবেন না। আর এই হাসিস হেরোন বিক্রি করে প্রচুর টাকা কমিশন পাবে। অত টাকা তুমি আর্মস বিক্রি থেকে রোজগার করতে পারবে না।

আমি ভেবে দেখলুম যে গুরিনির প্রস্তাবের ভেতর যুক্তি আছে। চিরকাল তো এই হাতিয়ার বেচা কেনা করতে পারবো না, কিন্তু হাসিস হেরোনের ব্যবসা বেশ একটানা অনেকদিন করতে পারবো।

ডিল? আমি হাত বাড়িয়ে বললুম।

গুরিনি আমার কথা বলবার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেললেন। তারপর বেশ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন: ডিল। কিন্তু এই ডিল করবার আগে তোমাকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমাদের কর্সিকান সমাজে একটি রীতি আছে। কেউ যদি আমাদের সঙ্গে বেইমানী করে তবে আমরা তাদের গলা কেটে নিই। আমাদের সঙ্গে তুমি ডবল ক্রস করবার চেষ্টা করবে না।

আমাদের এই আলোচনায় জেনারেল হোসেন যোগ দেয় নি। সে নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলো। হয়তো তার কথা বলবার শক্তি ছিলো না।

আমি জবাব দিলুম: আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। বেইমানী করা আমার রক্তে নেই, তবে বিজনেসের লাভলোকসান দেখতে হবে বৈকি পার্টনার।

আবার গুরিনি আমার পানে চোখ তুলে তাকালেন। ফারুকের সামান্য একজন মোসাহেব যে তাকে পার্টনার বলে ডাকতে পারে একথা গুরিনি কল্পনাই করে নি। আমিও গুরিনিকে পার্টনার বলে ডেকে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিলুম। হয়তো আমার সাহস ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে গুরিনি আকৃষ্ট হলো। হেসে বললে: পাশা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

থ্যাংকস।

আমরা গুরিনির আড্ডাখানা থেকে বেরিয়ে এলুম। রাত প্রায় তখন একটা। রাস্তা কোলাহল মুখরিত। মের্সাই শহরে সবেমাত্র জীবন সুরু হয়েছে।

বলে রাখা দরকার; পৃথিবীতে হেরোন—হাসিসের সবচাইতে বড় ঘাঁটি হলো মের্সাই।

আর গুরিনি ছিলেন এই মের্সাই শহরে হেরোন-হাসিসের সবচাইতে বড় ব্যবসাদার। আর তাকে এই হেরোনের ব্যবসা করতে সাহায্য করতেন সি-আই-এ এবং ফরাসী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস এস ডি ই সি ই।

পরবর্তীকালে আমি হলুম গুরিনির ডান হাত। ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস আমার কাছে নিয়মিতভাবে হেরোন-হাসিস স্মাগল করে পাঠাতেন। আর আমি এইসব মাদক দ্রব্য ইজিপ্টের বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিক্রি করতুম। বহু বড় লোকের ছেলেমেয়েরা আমার কাছ থেকে হাসিস কিনে নিত।

কিন্তু আমার হাসিস বিক্রি করবার সবচাইতে বড় স্থান হলো ইজিপশিয়ান আর্মি। ফারুকের মোসাহেব ছিলুম বলে সবাই আমাকে খাতির-যত্ন করতো। যারা আমার কাছে তদ্বির তদারক করতে আসতেন তাদের আমি এক ছিলিম হাসিস খেতে দিতুম। পরে এইসব লোক আমার কাছ থেকে গোপনে হাসিস কিনে নিত।

এই হাসিস বিক্রী করতে গিয়ে আমার একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। মেয়েটির নাম লুলু।

লুলু হলো লাভলি, সেক্সী ডার্লিং···

কিন্তু লুলুর সঙ্গে যখন আমার আলাপ পরিচয় হলো তখন আমি ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের মধ্যপ্রাচ্যের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছি এবং আরব গেরিলা বাহিনী আমাকে খুঁজে বার করবার জন্যে প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

আমি আর জেনারেল হোসেন য়ুরোপ থেকে আর্মস কিনে ফিরে এলুম। বিভিন্ন ধরনের আমস। ফারুককে বললুম যে এইসব আর্মসের মধ্যে কানাডিয়ান হারভার্ড বম্বারের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বম্বার আধুনিক ছিল না। ঘণ্টায় একশো ছত্রিশ মাইল স্পীডে উড়তে পারতো। এছাড়া কিছু ব্রিটিশ স্টার্লিং পেট্রোল প্লেন কিনেছিলুম, প্রতিটি প্লেনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছিল। ফারুককে বললুম, এসব প্লেন বম্বার স্কোয়াড্রেনে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত হবে। আমি জানতুম যে এই প্লেন বম্বার হিসেবে ব্যবহার করা মানে আত্মহত্যা করা। কিন্তু ফারুককে সে কথা

জানতে কিংবা বুঝতে দিলুম না। জেনারেল হোসেন আর্মির কর্তাদের বলল: আইডিয়াল প্লেন ফর বম্বিং।

এ ছাড়া আমরা প্রচুর ফিল্ড গান, স্টেন গান এবং অটোমেটিক রাইফেল কিনলুম। অ্যামুনিশনও কেনা হলো। কিন্তু পরে যুদ্ধের সময় দেখা গেল যে এই অ্যামুনিশন ফিল্ড গান কিংবা স্টেন গানের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যেসব হ্যাণ্ড গ্রেনেড কিনেছিলুম, সেগুলো ব্যবহার করবার আগেই ফেটে যেত। যুদ্ধের সময় এই হ্যাণ্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে বেশ কিছু ইজিপশিয়ান মারা গেল।

ফারুক এইসব আর্মস বেচা-কেনা থেকে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন। আর এই টাকার মধ্যে আমার শেয়ার ছিল পাঁচ মিলিয়ন ডলার।

যুদ্ধ ঘনিয়ে এল।

ফারুকের আরব নেতা হবার বাসনা প্রবল, তাই তিনি যুদ্ধের স্বপক্ষে ছিলেন।

আমার ছিল প্রবল অর্থের তৃষ্ণা। তাই আমি এই যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলুম। আমি জানতুম যে লড়াই হলে হাতিয়ারের প্রয়োজন হবে। আর এই হাতিয়ার কিনতে য়ুরোপ যাবো এবং সস্তা দরে মাল কিনে ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে মোটা মুনাফায় সে মাল বিক্রি করতে পারবো।

এই সব মাল বেচা-কেনা এবং নাদিয়া সুলতানের মোসাহেবী করতে গিয়ে আমার কাজ বেড়ে গেল। আগে সন্ধ্যা হলেই আমি সেজেগুজে বারে গিয়ে বসতুম। কিন্তু ইদানীং নাইট ক্লাব এরিয়ায় পা দেবার সময় পেতুম না। রাত্রি হলে নাদিয়া সুলতান ফারুকের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে শুরু করতেন, আর দিন হলেই ফারুক আমাকে তলব করতেন।

আমি জানতুম এই ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য কী।

নাদিয়া সুলতান সম্রাটকে নতুন কিছু বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন, আর আমাকে সেই পরামর্শানুযায়ী কাজ করতে হবে।

একদিন ফারুক আমাকে বললেন যে, তিনি শিগ্‌গিরই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন। অর্থাৎ নীল নদীর অঞ্চল থেকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী সরাতে হবে। কাজটি সহজ ছিল না।

ফারুকের ইংরেজ বিদ্বেষের কারণ আমি জানতুম। এই কাহিনী আমি আনতানিও পুলির কাছে শুনেছিলাম। পুলি বলেছিল, জানো পাশা, ইংরেজ সরকার দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় প্রতিদিন সম্রাটকে অপমান করতো। একদিন কায়রোর ব্রিটিশ এম্বাসাডার স্যর মাইলস ল্যাম্পসন ফারুককে হুমকী দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট

ফারুকের স্বাধীন মুনাফার ব্যাপারটা সহ্য করবে না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে মিশরের সিংহাসনের গদী থেকে তাঁকে সরাতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করবেন না।

ফারুক সেদিন ব্রিটিশ সরকারের হুমকী শুনে তাঁর কোনো প্রতিবাদ করবার সাহস পান নি। কারণ সমস্ত মিশরে তখন ব্রিটিশ সৈন্য গিস গিস করছিল। ফারুক জানতেন যদি তিনি মাইলস ল্যাম্পসনের কথার প্রতিবাদ করেন তাহলে তাঁকে আবেদিন প্যালেস ত্যাগ করে যেতে হবে।

আমি অবশ্য ব্রিটিশ এম্বাসাডারের চোখ রাঙানী দেখে ভয় পাইনি।

মিঃ এম্বাসাডার, আমি বেশ কর্কশ সুরেই মাইলস ল্যাম্পসনকে বলেছিলুম: আজ আপনারা আমার সম্রাটকে অপমান করলেন, এর প্রতিশোধ উনি একদিন নেবেন। মনে রাখবেন যে, এই মিশরে আপনাদের আর কোনো বন্ধু নেই।

বুঝলে পাশা, ঐ ব্রিটিশ এম্বাসাডার আমার কথা শুনে কী বললেন? বললেন: আহা, পুলি তুমি রাগ করছো কেন? তোমার সম্রাট আমাদের ছাড়া একদিনও দেশের সরকার চালাতে পারবেন না। আমাকে ওর একদিন প্রয়োজন হবেই।

পুলির কথা শুনে আমি বুঝতে পারলুম যে, সুযোগ এবং সুবিধা পেলে ফারুক ইংরেজদের মিশর থেকে তাড়াবেন।

যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি প্রতিদিন ইংরেজদের গালিগালাজ করে বক্তৃতাদি দিতে লাগলেন।

ইংরেজরা এর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলো।

একদিন স্যাম্পসন বলে এক ইংরেজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো।

স্যাম্পসন স্পষ্ট বক্তা। কোনো ভণিতা না করে আমার কাছে তার পরিচয় দিল। বলল: আমি হলুম ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের লোক। গুরিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

গুরিনি! আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম।

হ্যাঁ, তোমার মের্সাইর বন্ধু।

স্যাম্পসনের মুখে গুরিনির নাম শুনে একটু ভয় পেলুম। কারণ আমি মের্সাই শহরে গুরিনির সঙ্গে কী চুক্তি-বন্দোবস্ত করেছিলুম একথা কাউকে জানাতে চাই নি। গুরিনিকে বলেছিলুম, খবরদার, আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করবেন না। প্রয়োজন হলে আমি মের্সাইতে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

এত সতর্কতা নেবার পর গুরিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন কেন? সামান্য একজন লোক নয়। একজন ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার। যদি কোনো প্রকারে ফারুক কথাটা জানতে পারেন তাহলে আমার গর্দান যাবে।

স্যাম্পসন আমাকে সাহস দিলেন। বললেন : ভয় পেয়োনা পাশা, আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করছি একথা কেউ জানতে পারবে না। আর আমরা আজ যে আলাপ-আলোচনা করব এ হলো একেবারে টপ সিক্রেট।

স্যাম্পসনের কথা শুনে আমি মনে একটু সাহস পেলুম। বললুম : বলুন আমি কি করতে পারি ?

শোনো পাশা, আমরা শুনেছি তুমি হলে ফারুকের ডান হাত…

আমি স্যাম্পসনের কথার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম। বললুম : না না, আপনি ভুল শুনেছেন। আনতানিও পুলি হলেন সম্রাটের পরামর্শদাতা। আমি হলুম তার সাগরেদ।

আমার কথা শুনে স্যাম্পসন হাসলেন। বুঝতে পারলুম উনি আমার এই জবাব আদৌ বিশ্বাস করেন নি। বললেন : তুমি বেশ ভাল কথা বলতে পারো। তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে। ডবল এজেন্টের কাজ করবে পাশা ? বলে স্যাম্পসন সিগারেটে এক লম্বা টান দিলেন।

ডবল এজেন্ট! আপনি বলছেন কী ? তীব্র প্রতিবাদ করবার সময় আমার কণ্ঠস্বর বেশ নিস্তেজ হয়ে গেল।

না না, তুমি এই ডবল এজেন্টের কাজ করতে আপত্তি করতে পারবে না। কারণ তুমি কে এবং কি ধরনের কাজ করো তার পুরো বিবরণী আমরা গুরিনির কাছে শুনেছি। আমরা জানি, যে হাতিয়ার কিনেছ সবই ভুয়ো মাল। পাশা, তুমি মিশরে হাসিস হেরোন সমাগম করছ একথা আমরা জানি।

বুঝতে পারলুম বড় শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি। এর হাত থেকে সহজে ছাড়া পাবো না। নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : বলুন আমাকে কি করতে হবে।

স্যাম্পসন আমার জবাব শুনে হাসলেন। বুঝতে পারলেন যে আমাকে তিনি বশ করেছেন। স্যাম্পসন ফের বলতে লাগলেন : পাশা, তুমি মুস্লিম ব্রাদারহুডের নাম শুনেছ ? এই দলের নেতা হলেন, হব হোসেন বান্না। আমরা টাকা দিয়ে এই দলকে তৈরী করেছি।

আমি মুসলিম ব্রাদারহুডের নাম শুনেছিলুম, কিন্তু এদের সঙ্গে যে ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের যোগাযোগ আছে একথা আমি জানতুম না। তাই আজ স্যাম্পসনের কথা শুনে মনের বিস্ময় প্রকাশ করবার চেষ্টা করলুম। বললুম : না, আমি মুসলিম ব্রাদারহুডের কথা কিছুই জানি না।

লায়ার। একটু হেসে মিষ্টি গলায় স্যাম্পসন বললেন : যাক, তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে। শোনো, এবার তোমাকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলছি। আমরা জানি যে, ফারুক ইংরেজদের এই দেশ থেকে তাড়াবার পরিকল্পনা করেছেন।

আমাদের জেহাদ ঘোষণা করবার জন্তে উনি প্রতিদিন জনতাকে উত্তেজিত করছেন। আমরা যদি ফারুকের এই ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার বন্ধ না করতে পারি তাহলে শিগগিরই এই অঞ্চল থেকে আমাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে। তাই ফারুককে রুখবার জন্তে ও তার ক্ষমতাকে খর্ব করবার জন্তে আমরা এই মুসলিম ব্রাদারহুড সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছি। এই দলের নেতা হাসান বান্না আমাদেরই লোক। উনি আমাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করে থাকেন। আমরা কি আশংকা করছি জানো? আমরা ভয় করছি ফারুক যদি টের পান যে মুসলিম ব্রাদারহুড আমাদের অর্থে পরিপুষ্ট হচ্ছে আর হোসেন বান্না আমাদের দলের লোক, তাহলে উনি ঐ দলকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করবেন। পাশা তুমি জানো আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধ আসন্ন। হয়তো আর কয়েক দিনের মধ্যে এই লড়াই শুরু হবে। মুসলিম ব্রাদারহুড এই সময় বে-আইনী বলে ঘোষিত হলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। তোমার…

স্যাম্পসন তার কথা অর্ধ-সমাপ্ত রেখে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এই দৃষ্টির অর্থ আমার জানা ছিল। উনি আমার সাহায্য চান। কি ধরনের সাহায্য? প্রথমে গম্ভীর তারপর খানিকটা মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলুম: বলুন আমি কি করতে পারি?

আমার এই প্রশ্নে এমন একটা সুর ছিল যেন আমি স্যাম্পসনকে এবং তার মনিব ইংরেজ সরকারকে কৃপা বা দয়া করছি। কিন্তু আমি মনে মনে জানতুম যে আমি যে ফাঁদে পা দিয়েছি এর হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাবো না। কারণ আজ তো আমি আর ফারুকের সামান্য মোসাহেব বা মেয়ের দালাল নই, আমি হলুম গুরিনির বন্ধু, ইস্রাইলের স্পাই এবং ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের 'ডবল এজেন্ট'।

ডবল এজেন্ট! সর্বনাশ! না, অনেক দূর এগিয়ে গেছি। আজ আর পেছোবার জো নেই।

স্যাম্পসন আমার দিকে তাকালেন। তাঁর এই চাউনি ছিল কর্কশ, নির্দয় এবং তাতে আদেশের ইঙ্গিত।

আনোয়ার সাদাত! নামটা যেন কোথায় শুনেছি? ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার তার মনের বিস্ময় প্রকাশ করল।

আনোয়ার সাদাত ইজিপশিয়ান আর্মির একজন লেফটেনাণ্ট। জেনারেল আজিজ মাশরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হিকমত ফাহামী জবাব দিল। ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার এবার বুঝতে পারল যে এই গভীর রাত্রে নির্জনে আনোয়ার সাদাত কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই হাউস বোটে এসেছেন।

না, মদ গিলবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আসেন নি, কারণ বাজারে সবাই জানতো

যে আনোয়ার সাদাত মদ খান না। আনোয়ার সাদাত এসেছেন রেডিও মারফত রমেলের শিবিরে খবর পাঠাবার জন্যে।

ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার তার মনের সন্দেহের কথা ভাষায় এবং ভাবে প্রকাশ করল না। আবার আসর জমিয়ে তুলল।

আনোয়ার সাদাত হঠাৎ হিকমত ফাহিমীকে জিজ্ঞেস করলেন, হাবিবী, রেডিও খুলে দাও। একটু গান শুনি।

হিকমত আপত্তি করল: না, আনোয়ার অনেকদিন বাদে আমাদের গল্পের আসর জমে উঠেছে আজ আর রেডিও শুনতে ইচ্ছে করছে না।

শুধু তাই নয়। রেডিওটা ভালো করে কাজও করছে না। হুসেন গফার হিকমত ফাহামীর কথার সঙ্গে একটি লেজ জুড়ে দিল।

তাই নাকি? দেখি রেডিওটা। বলে অন্য ঘরে যেতে যেতে আনোয়ার সাদাত একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসারের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের চাউনি দেখে ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার বুঝতে পারলেন যে আনোয়ার সাদাত তাকে সন্দেহ করেছেন।

অতি বিচক্ষণ এই আনোয়ার সাদাত। তিনি সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে চান না। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে হুসেন গফার এবং স্যানডি তাদের কর্তাকে ফাঁকি দিচ্ছে। তারা শুধু সুন্দরী বেলী ড্যানসার হিকমত ফাহামীকে নিয়ে জীবন উপভোগ করতে চায়। আসল কাজ করবার কোনো উদ্দেশ্যই তাদের নেই।

একটু বাদে আনোয়ার সাদাত অন্যঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

না রেডিও পরীক্ষা করে দেখলুম। চমৎকার, ভালোই কাজ করছে। আনোয়ার সাদাত আবার মন্তব্য করলেন।

আনোয়ার, তুমি বড্ড বেরসিক। কেন আমাদের গল্পে বাধা দিচ্ছ। একটু ধমকের সুরে হিকমত ফাহামী বলল: বোসো।

না, আমার বসবার সময় নেই। আমার একটু কাজ আছে।

আনোয়ার সাদাত সেদিনকার ড্রিংকের আসরে যোগ দিলেন না। চলে গেলেন।

ড্রিংকের আসর যখন ভাঙলো তখন ভোর প্রায় পাঁচটা।

ব্রিটিশ কাউনটার ইনটেলীজেন্স বিভাগ এবার গবেষণা করতে লাগল কবে, কখন হুসেন গফার স্যানডি ও হিকমত ফাহামীকে গ্রেপ্তার করা যায়। আর আনোয়ার সাদাতকে ধরা সহজ কাজ নয়। কারণ ব্রিটিশ কাউনটার ইনটেলীজেন্স বিভাগ জানতো যে আনোয়ার সাদাত ঘোরতর ইংরেজ বিদ্বেষী এবং সাবধানী মানুষ। তাঁকে ধরা অতি কঠিন ব্যাপার।

ইতিমধ্যে হুসেন গফার হিকমত ফাহামীর সঙ্গে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স অফিসারের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠলো। হুসেন গফার প্রতিদিন বেশ মোটা টাকার ব্রিটিশ পাউণ্ড তার মারফত বদল করতে লাগলো।

কিন্তু কখনই হুসেন এবং তার সহকর্মীদের ধরবার সুযোগ পাওয়া গেল না। ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেন্স আবার তাদের জাল বিস্তার করতে লাগলো। কারণ তারা ঠিক করেছিল যখন হুসেন গফার রেডিও মারফত রমেলের শিবিরে খবর পাঠাতে থাকবে তখন পুলিশ হঠাৎ হাউস বোটে গিয়ে হানা দেবে। কিন্তু কখন এই খবর পাঠানো হয় তা সঠিক জানা গেল না কারণ প্রতিরাত্রে তারা খবর পাঠাবার সময় পরিবর্তন করছিল।

একদিন খবর পাঠাবার সঠিক সময় জানা গেল।

পুলিশ একদিন একটি সুন্দরী বেলী ড্যানসারকে গ্রেপ্তার করলো। মেয়েটির নাম নাটালি। প্রচুর মদ খেয়ে সে একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে মাতলামি করছিল। পুলিশ মাতলামি করবার অভিযোগে নাটালিকে গ্রেপ্তার করলো।

প্রথমে জানা গেল নাটালি ফরাসী, কিন্তু পরে জানা গেল যে সে হলো ইহুদী।

নাটালি বলল, ঃ আমি ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসারদের সঙ্গে কথা বলবো।

কেন ? পুলিশ তাকে প্রশ্ন করলো।

কারণ আমার কাছে গোপন খবর আছে। সে খবর আমি তোমাদের দিতে পারিনে।

এবার নাটালিকে ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেন্স বিভাগের বড় কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

আমি ইহুদী স্পাই, বেলী ড্যানসার নই। ইস্রাইলী সিক্রেট অর্গানিজেশনের জন্যে কাজ করছি। নাটালি বিশুদ্ধ ফরাসীভাষায় জবাব দিল।

মিথ্যে কথা। তুমি রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করছিলে। ইনটেলীজেন্সী বিভাগের কর্তারা তার কথায় কান দিলেন না।

আমাকে বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস না হয় জেরুজালেমে ইরগুণ জোয়াই লুমির কর্তাদের কাছে খবর নিন। ওদের জিজ্ঞেস করুন নাটালি কে ?

এবার ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেন্স বিভাগের কর্তারা নাটালির কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। একটু চিন্তা ভাবনা করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বেশ, তোমার কাছে কি খবর আছে ?

স্যানডিকে চেন ?

স্যানডি ? হোসেন গফারের বন্ধু ?

হ্যাঁ, স্যানডি হলো আমার বয় ফ্রেণ্ড। ও আসলে জার্মান স্পাই। প্রতি রাত্রে স্যানডি এবং তার বন্ধুরা মিলে রেডিও মারফত জার্মানীতে খবর পাঠায়। নাটালি আবার স্পষ্ট জবাব দিল। তার কথা বলবার ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর শুনে কারুর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে নাটালি সত্যি কথা বলছে।

তুমি সত্যি কথা বলছো তার প্রমাণ কি? আবার কাউন্টার ইনটেলীজেন্স বিভাগের কর্তারা নাটালিকে বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করল।

শোনো, স্যানডির সঙ্গে আরো তিনজন লোক আছে। এদের দলের সর্দার হলো একজন ইজিপশিয়ান। এই ইজিপশিয়ানের নাম আনোয়ার সাদাত। আর একটি ইজিপশিয়ান মেয়ে কাজ করছে। এই মেয়েটির নাম হিকমত ফাহামী।

নাটালি তার কথা শেষ করতে পারলো না। ব্রিটিশ কাউনটার ইনটেলীজেন্সের কর্তারা কপট সুরে জিজ্ঞেস করলো: অসম্ভব। হিকমত ফাহামী একজন খ্যাতনামা বেলী ড্যানসার। আমাদের সৈন্যরা ওকে খুব ভালোবাসে।

হ্যাঁ, হিকমত ফাহামী নামকরা সুন্দরী বেলী ড্যানসার। ঐটে হলো ওর সবচাইতে বড় সম্পদ। তার দেহ সৌন্দর্যে আজকাল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বড় বড় জেনারেলরা মুগ্ধ। তাই ওরা সবাই প্রেমে অন্ধ হয়েছেন। ওরা সবাই মন খুলে হিকমত ফাহামীর কাছে গোপনীয় খবর বলে। আর হিকমত ফাহামী সেই সব খবর তার বন্ধুদের দেয়। এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। আমি নিজের চোখে স্যানডিকে রেডিও মারফত খবর পাঠাতে দেখেছি। আর খবর পাঠাবার সময় সে একটি ইংরেজী বই ব্যবহার করে।

ইংরেজী বই? উত্তেজিত হয়ে ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেন্স বিভাগের কর্তারা জিজ্ঞেস করলেন। বইটির নাম দেখেছ?

হ্যাঁ, বইটির নাম হলো রেবেকা।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেন্স বিভাগের কর্তারা নাটালির কথা বিশ্বাস করলো। নাটালি আরো খবর দিল যে প্রতিরাত্রে খবর পাঠানো হয়। কিন্তু কোনোদিনই একর সময়ে খবর পাঠানো হয় না। আজ রাত দুটোর সময় খবর পাঠানো হবে। এ খবর আমি জানি। স্যানডি আমাকে রাত দুটোর সময় হাউস বোটে যেতে বলেছে।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেন্স বিভাগের কর্তারা এবার নাটালির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলো যে আর দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, সেই রাত্রে দুটোর খানিক পরে হাউস বোটে হানা দিতে হবে।

রাত দুটো দশ মিনিটের সময় ব্রিটিশ আর্মির কাউন্টার ইনটেলীজেন্স বিভাগ এবং কায়রো পুলিশ এসে হুসেন গফারের হাউস বোট ঘিরে ধরলো।

পরিষ্কার রাত। খানিকটা চাঁদের আলোও আছে। নির্জন প্রান্ত, শুধুমাত্র নীল নদীর জলের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পুলিশের গাড়ীর শব্দ শুনে হুসেন গফ্ফার আর তার সহকর্মীরা সজাগ হয়ে উঠলো।

কে? হুসেন গফ্ফার বেশ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। তবে এই প্রশ্নে খানিকটা ভয়ের রেশ ছিল। সবাই বুঝতে পারলো যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। পুলিশ তাদের হদিস পেয়েছে।

পুলিশ হুসেন গফ্ফারের প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। জোর করে হাউস বোটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

স্যানডি রেডিওর সামনে বসেছিল। আর আনোয়ার সাদাত রেডিওর কাঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। পুলিশবাহিনী দেখে তাঁরা চমকে উঠলেন। মনে হলো যেন সাপ দেখেছেন। সাদাত যেন এক মুহূর্তের ভেতর সমস্ত ব্যাপারটি আঁচ করে নিতে পারলেন। তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেদিন পুলিশ হুসেন গফার, স্যানডি এবং হিকমত ফাহামীকে শুধু মাত্র সন্দেহ করে ধরল। তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ ছিল না। কিন্তু তার পরের দিন রাত্রে আবার গিয়ে দেখতে পেল অপর প্রান্ত থেকে অর্থাৎ রমেলের শিবির থেকে কে যেন হুসেন গফ্ফার ও স্যানডিকে ডাকছে: কনডোর কলিং এপলার···জবাব দিচ্ছ না কেন? কনডোর কলিং এপলার। তোমরা প্রস্তুত হও। ডেজার্ট ফক্স (রমেলের নাম) শীগগিরই আলম এল হালফা ব্রীজ আক্রমণ করবেন। প্রস্তুত হও। আলম এল হালফা ব্রীজ শীগগিরই আক্রমণ করা হবে।···

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে পুলিশ আনোয়ার সাদাতকে গ্রেপ্তার করলো।

বিচারে আনোয়ার সাদাতের এর শাস্তি হলো জেল। শুধু তাই নয়, ইজিপশিয়ান আর্মি থেকে তার চাকরীও গেল।

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আমি আনমনা হয়ে পড়েছিলুম।

আমি যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি সেটা স্যাম্পসনের দৃষ্টি এড়াল না।

কী ভাবছো পাশা? স্যাম্পসন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আনোয়ার সাদাতের কথা ভাবছিলাম, লোকটি ইংরেজ বিদ্বেষী।

আমরা একথা জানি। সে যাক, এই ব্রাদারহুডের মধ্যে আমাদের কিছু লোকজন আছে। এর মধ্যে আলী মহম্মদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা দলের নেতা হাসানা বান্নাকে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কিছু হবে না। বরং দেশের প্রধান এবং বড় শত্রু হলো ফারুক।

ফারুক? আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে ফারুকের নাম উচ্চারণ করলুম। মনের বিস্ময়কে চাপতে পারলুম না।

আপনারা ফারুককে সিংহাসন থেকে সরাতে চান? আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলুম।

হ্যাঁ, ফারুক আমাদের সৈন্যবাহিনীকে এই এলাকা থেকে চলে যেতে বলেছে। না, আমরা এই অঞ্চল থেকে কক্ষনো, কোনোদিনও যাবো না। স্যাম্পসন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, পাশা, আমরা তোমার সাহায্য চাই। তুমি হবে আবেদীন প্যালেসে আমাদের এজেন্ট। কেউ যদি কখনও ফারুকের কাছে মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরোধী কোনো কথা বলে তুমি তার প্রতিবাদ করবে। বরং ওকে বোঝাবে যে, মুসলিম ব্রাদারহুড ইংরেজবিরোধী না, একবার যদি মুসলিম ব্রাদারহুড দেশের ভেতর শক্তিশালী হয়ে পড়ে তাহলে আমাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না।

আমি বুঝতে পারলুম এই অঞ্চল শুধু আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধ নয়, গৃহবিপ্লবও ঘনিয়ে আসছে। আমাকে এর জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তাই আজ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে স্যাম্পসনেব সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করতে রাজী হলুম।

হাসান বান্নার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে স্যাম্পসন একদিন আমাকে মুসলিম ব্রাদারহুডের দপ্তরে নিয়ে গেল। আর এই দপ্তর ছিল মদিনা আলমৈত অঞ্চলের মোকাওম পাহাড়ের কাছে।

মদিনা আলমৈত-এর আর এক নাম হলো ডেড সিটি। এখানে কেউ মারা গেলে তাকে কবর দেয়া হয়। এই মদিনা আলমৈতের পাশেই হলো মোকাওম পাহাড়। নির্জন জায়গা, সাধারণত এখানে লোকজন বড় কেউ আসে না। আমি অবশ্য অনেকবার ফারুকের সঙ্গে এই মোকাওম পাহাড়ে এসেছি। কারণ এখানে ফারুকের একটি বাগান-বাড়ি ছিল। তিনি তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে জীবন উপভোগ করতে এখানে প্রায়ই আসতেন। কাজেই এই এলাকার পথঘাট আমার বেশ জানা ছিল।

আমাদের ইনফরমার আলী মহম্মদ এসে খবর দিল যে আনোয়ার সাদাত প্রতিদিন হাসান বান্নাকে উস্কানি দিচ্ছেন যেন মুসলিম ব্রাদারহুড ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরেজ হলো ইস্রাইলীদের সবচাইতে বড় বন্ধু। অতএব, এই এলাকা থেকে ইংরেজদের সরাতে না পারলে দেশে শান্তি হবে না আর আনোয়ার সাদাত এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর একটি ধুরন্ধর লোক। তার নাম সালা সালেম (পরবর্তীকালে নাসেরের যুগে সালা সালেমের নাম হয়েছিল ড্যান্সি মেজর)।

আমি এবং স্যাম্পসন যখন আল আজার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এসে পৌঁছলুম তখন

আরো একটি গুরুতর খবর পেলুম। আবার মহম্মদ আলী এসে স্যাম্পসনকে খবর দিল, : বান্না খবর পাঠিয়েছেন আপনি আর এগোবেন না, আনোয়ার সাদাত এক মিছিল বের করেছেন। সেই মিছিল গার্ডেন সিটিতে ব্রিটিশ এম্বাসীতে যাবে। তারপর আবেদীন প্যালেসে যাবে। ওরা যদি আপনাকে দেখতে পায়, তাহলে আপনাদের বিপদ হবে।

স্যাম্পসন আমার মুখের দিকে তাকালো। বুঝতে পারলুম যে সে আমার সাহায্য চাইছে। কারণ যেমন করে হোক আনোয়ার সাদাতের এই মিছিল বন্ধ করতেই হবে। নইলে আজ ব্রিটিশ এম্বাসীর সামনে রক্তপাত হবে।

বিপদে আমার বুদ্ধি খোলে। আজও চট করে মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। স্যাম্পসনকে বললুম : আপনি ব্রিটিশ এম্বাসীতে গিয়ে ব্রিটিশ এম্বাসডারকে খবর দিন যে, এম্বাসীর দিকে মুসলিম ব্রাদারহুডের মিছিল যাচ্ছে। ওদের সতর্ক হতে বলুন। আর আমি যাচ্ছি আবেদীন প্যালেসে।

কেন ? স্যাম্পসন যেন আমার কথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারেন না। : কী ব্যাপার পাশা ? তুমি কি করতে চাইছো...

আমি কিন্তু মন দিয়ে স্যাম্পসনের কথা শুনছিলাম না। আমি ভাবছিলুম অন্য কথা। ভাবছিলুম এক্ষুনি গিয়ে ফারুককে বলতে হবে : আনোয়ার সাদাত তাঁর দলবল নিয়ে আবেদীন প্যালেসের কাছে এগিয়ে আসছেন। ওরা চান ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ব্রিটিশরা এই এলাকা থেকে সরে যাক। পুলিশকে খবর দিন। যেমন করে হোক এই মিছিল বন্ধ করতে হবে।

স্যাম্পসন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন।

বললেন : তুমি ঠিক কথা বলেছ পাশা। আমি এক্ষুনি এম্বাসীতে যাচ্ছি। এম্বাসীর কর্তাদের সতর্ক করতে হবে।

স্যাম্পসন চলে গেলেন। আমি আল বাজার থেকে সোজা আবেদীন প্যালেসে চলে এলাম। পুলি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : কি ব্যাপার পাশা, তোমাকে অত ব্যস্ত দেখাচ্ছে কেন ?

মুসলিম ব্রাদারহুড এক প্রসেসান বের করেছে। ওরা সমস্ত শহর ঘুরে আবেদীন প্যালেসের কাছে এসে চিৎকার হৈ-হল্লা করবে।

কেন ওরা কী চায় ? পুলি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জানতুম যে পুলি হলেন ইংরেজ বিদ্বেষী। ওর কাছে আনোয়ার সাদাতের অভিসন্ধির কথা বললে পুলি খুশী হবেন। পুলি সাদাতকে সমর্থন করবেন। না, পুলির কাছে মনের কথা খুলে বলা যায় না।

আমি পুলিকে একটা মনগড়া কথা বললুম : ওরা তোমার এবং আমার পদত্যাগ

চাইছে। ওরা বলছে আমরা দুজনে ফারুকের শনি। আমরা দুজনে ফারুককে কু-পরামর্শ দিচ্ছি, আবেদীন এবং কুব্বা প্যালেসে বাজারের মেয়েদের নিয়ে আসছি। আর সাদাতের পেছনে কে আছে জানো : জেনারেল আজিজ আল মাসরী। উনি এখনও ফারুকের ড্রাইভার মহম্মদ হোসেনের কথা ভুলতে পারেন নি।

হয়তো আমার কথাগুলো পুলি বিশ্বাস করতে পারলেন না তো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন : অসম্ভব। আমি জানি সাদাত ও সালা সালেম এই দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াতে চান। আমি খবর পেয়েছি যে ওঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তাই মিছিল বের করেছেন।

আমি হেসে বললুম : পুলি, তুমি এখনও শহরের অনেক খবর রাখো না। এই শহরে কি ঘটছে সেই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে আমি ইনফরমার রেখেছি। আলী মহম্মদ আমার বিশ্বস্ত লোক। মুসলিম ব্রাদারহুডের বড় বড় কর্তাদের সঙ্গে এর খুব ঘনিষ্ঠ ভাব আছে। আলী মহম্মদ আমাকে বলেছে যে, আর একটু বাদে সাদাত তাঁর দলবল নিয়ে আবেদীন প্যালেসের কাছে আসবেন।

কিন্তু ফারুক তো এখানে নেই।

তিনি কোথায়?

কুব্বা প্যালেসে গিয়েছেন।

কেন?

আমার কথা শুনে আনতানিও পুলি হাসলেন। বললেন : কারণ আর কিছু না, ফারুকের একজন নতুন বান্ধবী জুটেছে।

: নতুন বান্ধবী? আমি আনতানিও পুলির কথা শুনে বিস্মিত হলুম। বুঝতে পারলুম যে, ফারুকের ব্যক্তিগত প্রেমের জীবনের খবরাখবর আনতানিও পুলি আমার কাছে গোপন রাখতে চায়। কারণ, সম্প্রতি আমি বেশ একটু রাজনীতি করতে শুরু করেছিলুম এবং কেন রাজনীতি করছিলুম তার কারণ হয়তো ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। আমি ফারুকের রাজপ্রাসাদের তার আর্মির কাজকর্মের খবর আমার ইস্রাইলী বন্ধুদের কাছে পাঠাচ্ছিলুম। অতএব ফারুকের বান্ধবীদের খোঁজ খবর রাখিনি।

নাদিয়া সুলতান কোথায়? আমি উৎকন্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। আনতানিও পুলি আমার কথা শুনে হাসলেন। আমি জানতুম যে পুলি নাদিয়া সুলতানকে দেখতে পারেন না। তার প্রধান কারণ আমি। কারণ আমি ছিলুম নাদিয়া সুলতানের প্রিয়পাত্র। আনতানিও পুলি সন্দেহ করেছিলেন যে, আমি নাদিয়া সুলতানের যোগসাজসে য়ুরোপ থেকে ইজিপশিয়ান আর্মির জন্যে বেশ কিছু হাতিয়ার কিনে ছিলুম।

আর এই হাতিয়ার কিনে মোটা টাকা মুনাফা করেছিলুম। লাভের অংশ থেকে আমি পুলিকে এক পয়সাও দিইনি—এইটে ছিল পুলির রাগ।

না, এবার সম্রাট নাদিয়া সুলতানের চাইতে আর একটি সুন্দরী মেয়েকে যোগাড় করেছেন। মেয়েটি হলো তোমার বন্ধু ফরীদ আল আতরাশের বান্ধবী সামিয়া গামাল।

সামিয়া গামাল। বেলী ড্যান্সার সামিয়া গামাল···উত্তেজনায় আমার মুখ দিয়ে যেন কোনো কথা বেরুল না, আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না যে, ফারুক সামিয়া গামালকে বশ করেছেন।

সামিয়া গামালকে আজ কায়রো শহরের কে না চেনে ?

রূপের রাণী সামিয়া গামাল ছিলেন ফরীদ আল আতরাশের প্রিয় বান্ধবী। ফরিদ আতরাশ গান করে আর সামিয়া গামাল নাচে। ফারুক সামিয়া গামালকে হাত করলেন কী করে ?

আমি জানতুম যে, সামিয়া গামাল ফরীদ আল আতরাশকে ভালোবাসে। কিন্তু সেদিন আমার সামিয়া গামাল এবং ফরীদ আল আতরাশের কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবার সময় ছিল না। কারণ আমি জানতুম যে-কোনো মুহূর্তে সাদাতের দলবল ব্রিটিশ এম্বাসীর কাছে গিয়ে হাজির হবে। হয়তো এম্বাসীর ভেতর গিয়ে হাজির হবে। আমার বন্ধুরা বিপদে পড়বে। আমাকে এই মিছিল বন্ধ করতে হবে। ফারুকের নির্দেশ না পেলে পুলিশ কিছু করবে না হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

আমি দৌড়ে কুব্বা প্যালেসে গেলুম। কিন্তু সেই রাত্রে কুব্বা প্যালেসে যাওয়া সহজ কাজ ছিল না। শহরের চারদিকে লোকজন। সবাই উত্তেজিত, সবাই ইংরেজদের এবং ইস্রাইলীদের গালমন্দ দিচ্ছে। আল আজারের রাস্তা বন্ধ। আমি সারিয়া রাম শীসের রাস্তা দিয়ে কুব্বা প্যালেসে গেলুম।

কুব্বা প্যালেসে ফারুক এবং সামিয়া গামাল নির্জনে জীবন উপভোগ করছিলেন।

আমাকে অসময়ে দেখতে পেয়ে ফারুক বেশ রেগে গেলেন, আমি তাঁর প্রেমের মধুর জীবনে বিঘ্ন ঘটিয়েছি বলে।

কী ব্যাপার পাশা ? এই সময়ে তুমি আমাকে বিরক্ত করছো কেন ?

ওরা মিছিল বের করছে। আমি এত উত্তেজিত ছিলুম যে আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুতে চাইল না।

ফারুক আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন : মিছিল ? কিসের মিছিল ?

: মুসলিম ব্রাদারহুডের মিছিল। শুনছি ওরা নাকি আবেদীন প্যালেসের কাছে

এসে শ্লোগান দেবে। বলবে, আনতানিও পুলি ও আনোয়ার পাশাকে এক্ষুনি এই দেশ থেকে তাড়াতে হবে।

ফারুক আমার কথা শুনে একটুও বিচলিত কিংবা উত্তেজিত হলেন না। বরং আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন: পাশা, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি যতদিন আছি, ততদিন তোমরা দুজনে বহাল তবিয়তে আমার সঙ্গে থাকবে। আর এই মিছিল যখন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যরা করছে, তখন আমি কোনো চিন্তা করছিনে। ওরা ইংরেজদের মিশর থেকে তাড়াতে চায়। ওরা চায় আমি যেন অবিলম্বে ইস্রাইলীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করি।

সর্বনাশ! আমি প্রমাদ শুনলুম। তাহলে কী ফারুক আসল কথা জানতে পেরেছেন যে কী উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতারা এই মিছিল বার করছেন? ফারুককে বোঝাতে হবে, তাঁর এই ধারণা ভুল।

মালেক, আপনি ভুল শুনেছেন। আমার ইনফরমার আলী মহম্মদ হলো মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য। তার কাছ থেকে আমি খবর পেয়েছি যে, ওরা বলছে আমরা আপনাকে কু-পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি আজকের 'আল মুসাওয়ার' কাগজ পড়েছেন?

আমি জানতুম যে, ফারুক কোনোদিনই কোনো কাগজপত্র পড়েন না। কিংবা পড়বার সুযোগ পান না কারণ প্রতিদিন সকাল চারটের সময় তাঁর ঘুম ভাঙে।

কী লিখেছে? ফারুক বেশ অধৈর্য হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন।

লিখেছে, শয়তানের শিরোমণি আনতানিও পুলি এবং আনোয়ার পাশা, ওদের দুজনাকে এই দেশ থেকে তাড়াতে হবে।

আমার কথা শেষ হবার আগে ঘরের ভেতর থেকে সামিয়া গামালের মিষ্টি গলা ভেসে এল: ফারুক ··

ফারুকের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সামিয়া গামাল অধৈর্য হয়ে পড়েছে। এক্ষুনি তাকে সামিয়া গামালের কাছে ফিরে যেতে হবে। কথা বলে সময় নষ্ট করতে চান না।

বেশ বল শুনি তোমার আর্জি? ফারুক চঞ্চল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

পুলিশ কমিশনার সেলিম পাশা জাকিকে বলুন যেন এই মিছিল অপেরা স্কোয়ারের কাছে রুখে দেয়া হয়—বলে আমি ফারুকের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের প্রতিক্রিয়া দেখতে লাগলুম, উত্তরে তিনি কী বলেন।

ফারুক পুলিশ কমিশনারকে টেলিফোন করলেন। সেলিম?

পুলিশ কমিশনার তটস্থ হয়ে ভীত কণ্ঠে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে জবাব দিলেন: মালেক।

শহরে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রসেসান বেড়িয়েছে?

হ্যাঁ, মালেক।

দেখ এই প্রসেসান যেন অপেরা স্কোয়ারের পর আর না এগোতে পারে। ফারুক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

কিন্তু ওরা তো গার্ডেন সিটি ব্রিটিশ এম্বাসীর দিকে যাচ্ছে। ওরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে।

পুলিশ কমিশনারের বাকি কথা শোনা গেল না। কারণ ইতিমধ্যে সামিয়া গামাল প্রায় তার নিরাভরণ দেহ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সামিয়া গামালকে দরজার সামনে দেখে ফারুক আবার উত্তেজিত হলেন। না, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে টেলিফোনে তর্কবিতর্ক করে সময় নষ্ট করতে চান না। এই সময়টুকু তিনি সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে কাটাতে চান।

চুপ করো। যা বলছি তাই করো। বলে ফারুক সামিয়া গামালকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

আমি অবশ্য আনন্দিত হলুম। আমি জানতুম সেলিম জাকী ফারুকের আদেশ অমান্য করবে না। বরং ফারুক যদি বলেন এক কথা, তাহলে পুলিশ কমিশনার তার তিন ডবল কাজ করেন।

একটু বাদে পুলিশ বাহিনী রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কায়রো শহর হলো অশান্ত বিশৃঙ্খল। কারণ জনতার সঙ্গে পুলিশের লড়াই শুরু হয়ে গেল। পুলিশ জনতাকে ভয় দেখাবার জন্যে আকাশে গুলি চালাতে লাগলো। জনতা তার পাল্টা জবাবে ঢিল পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো। আর আমি অপেরা স্কোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ এবং জনতার ভেতর খণ্ডযুদ্ধ দেখতে লাগলুম।

সেদিন রাত্রে স্যাম্পসন আমাকে টেলিফোন করে জানালেন: থ্যাংকস্ পাশা। তোমার সাহায্যের কথা সহজে ভুলতে পারবো না। আমাদের এম্বাসাডার তোমার প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন, পাশা ইজ আওয়ার ম্যান ইন দি প্যালেস।

তারপর যুদ্ধ ঘনিয়ে এলো।

২৯ শে নভেম্বর, ১৯৪৭ সাল। য়ুনাইটেড নেশনসের এক প্রস্তাবে বলা হলো যে, ইস্রাইল রাষ্ট্র গঠন করা হবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশগুলো যুদ্ধ করবার জন্যে তৈরী হলো। বলা বাহুল্য এই যুদ্ধ করবার নেতৃত্বে নিলেন ফারুক। এবং যুদ্ধের সঙ্গে আমিও বহুভাবে জড়িয়ে পড়লুম।

আমার নতুন মনিব, মানে ইস্রাইলী কর্তারা বললেন: আমরা প্যালেসের কাজ-

কর্মের দৈনন্দিন রিপোর্ট চাই। ফারুক কোথা থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনলেন, কি অস্ত্র, কোন আর্মি ইউনিট কোন ফ্রন্টে যাচ্ছে ইত্যাদি।

আর এই খবরের পরিবর্তে আমাকে কোনো টাকা পয়সা দেয়া হলো না। আমাকে ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস নিয়মিত ভাবে হাসিস এবং হেরোন সাপ্লাই করতে লাগলেন। আমাকে বলা হলো আমি যেন এইসব মাদক দ্রব্য আর্মির বড়কর্তাদের এবং সমাজের বড় বড় নেতাদের কাছে বিক্রি করি।

প্রথম এই কাজ করতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ এইসব জিনিস গোপনে বিক্রি করতে হয়। কিন্তু ফারুক আমার এই কাজের পথ পরিষ্কার করে দিলেন। একদিন আমার কাছ থেকে খানিকটা হাসিস নিলেন। তারপর তার সিগারেটে এক লম্বা টান দিয়ে বললে পাশা, এই ওষুধ তুমি কোত্থেকে কিনলে? চমৎকার। ভারী মিষ্টি কড়া নেশা হয়।

ফারুক এবার তার বান্ধবীদেরও হাসিস খেতে দিলেন। আনি বারিয়া, নাদিয়া সুলতান, সামিয়া গামাল সবাই হাসিসের সিগারেটে টান দিতে শুরু করলো। কয়েক দিনের মধ্যে হাসিস হলো মিশরের অতি প্রিয় স্মোক।

আমাকে ইস্রাইলী কর্তারা বললেন: এই হাসিস আর্মির কর্তাদের দিতে হবে।

এ কাজ করতে আমার কোনো বেগ পেতে হলো না। কারণ আর্মির বড় কর্তারা যেই টের পেলেন যে, খোদ মালেক ফারুক হাসিস খেতে শুরু করেছেন অমনি তাঁরা অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন হাসিস কোথায় পাওয়া যায়।

কিছুদিনের মধ্যে আর্মির কর্তারা নিয়মিতভাবে আমার কাছে হাসিস কিনবার জন্যে আসতে শুরু করলেন। তাঁরা অতি গোপনে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, পাশা মাল আছে?

আমি বিস্ময়ের ভান করতুম। মাল? কি জিনিস?

ওরা মিষ্টি হেসে জবাব দিতেন: আহা পাশা, ঐ যে তোমার কড়া মিষ্টির তামাক। যা খেলে নেশা আসে, ঘুম পায়।

আমি হাসিসের পাতা দেখিয়ে বলতুম, এই জিনিসটা তো? এ যে তাবা নোয়ার (ব্ল্যাক টোবাকো)।

চাহিদানুযায়ী আমি হাসিসের দাম বাড়ালুম।

কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত কায়রো শহরে 'পট ক্লাব' তৈরী হলো। এইসব পট ক্লাবের সাপ্লায়ার্স হলাম আমি। এবং বেশ মোটা টাকা রোজগার করতে লাগলুম।

সন্ধ্যা হলে পট ক্লাবের আসর জমে উঠতো। মিষ্টি কড়া গন্ধ, সুন্দরী বেলী ড্যান্সার মৃদুমন্দ আলো, পাশেই গ্রামোফোনে উমকুলসুমের গান হতো। এইভাবে আমরা সবাই

জীবনকে উপভোগ করতে লাগলুম। আর এই পরিবেশের আবর্তে পড়ে সবাই আসন্ন আরব ইস্রাইলী যুদ্ধের কথা ভুলে গেল।

আবার আমি জেরুজালেম থেকে ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্সের বড়কর্তা ইসার হেরেলের তার পেলুম: পাশা, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো। ইজিপ্টের আর্মি হাসিসের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। এরা কখনই যুদ্ধ করতে পারবে না।

লড়াই শুরু হবার আগে আমাকে আর একটা নোংরা কাজ করতে হলো।

ফারুক একদিন আমাকে ডেকে বললেন: পাশা, ফ্রন্ট লাইন আর্মির জন্যে আমাদের ষাট হাজার ওভারকোট দরকার।

আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মালেক। আমি ঠিক সময়ে মাল সাপ্লাই করবো। আমাদের বলা হলো প্রতিটি শীতের কোটের জন্যে। ছয় ডলার করে দেয়া হবে। এই টাকা থেকে সম্রাট দুই ডলার পাবেন। আমার প্রাপ্য এক ডলার। এর থেকে কিছু অংশ জেনারেল মহম্মদ হুসেনকে দিতে হবে। বাকি তিন ডলার দিয়ে জিনিস কিনতে হবে।

এই কাজটি খুব সহজ ছিল না। কারণ এই তিন ডলারের মধ্যে শুধু জিনিস কেনা নয় এই জিনিস কেনার দরুন যে খরচ হবে সেই টাকাও ব্যয় করতে হবে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলুম যে দুই ডলারের মধ্যে আমাকে এই কোট কিনতে হবে।

এবার ভাবতে লাগলুম মাত্র দুই ডলারের মধ্যে কি ধরনের কোট কেনা যায়?

জেনারেল মহম্মদ হুসেন তার মনের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। বললেন: পাশা ইমপসিবল, এ যে পুকুর চুরি। তুমি কি কোট সাপ্লাই করবে, না বস্তা সাপ্লাই করবে।

আমি মৃদু হেসে জবাব দিলুম: দুইই করবো। আপনি শুধু আমার মালগুলোকে সার্টিফিকেট দিন।

নিশ্চয় নিশ্চয় এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছো কেন?

আমি জানতুম যে ফারুকের ভূতপূর্ব ড্রাইভার আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না। আর আমি হাসিস সাপ্লাই করে মহম্মদ হুসেনকে বেশ বশ করে রেখেছিলুম কাজেই আমি জানতুম যে বাজে মাল সাপ্লাই করতে আমার কোনো বেগ পেতে হবে না।

অবশ্যি এই ওভারকোট সাপ্লাই করতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

আমি বেইরুটে আমার এক পরিচিত দর্জির শরণাপন্ন হলুম।

বিচিত্র শহর বেইরুট। এ শহরে সব পাওয়া যায়। আর শহরের দোকানীদের কথা নাই বা বললুম। যদি কখনও ওদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেন তাহলে পরে হাতের পাঁচটি আঙুল গুণে দেখবেন। হয়তো দেখতে পাবেন একটি আঙুল চুরি হয়ে গেছে।

কিন্তু আমি ছিলুম ওদের চাইতে সেয়ানা ধুরন্ধর। কি করে লেবানীজ দোকানীকে বশ করতে হয় আমার ভালোই জানা ছিল।

দর্জীর নাম জন কারামে।

আমি জন কারামেকে গিয়ে বললুম, আমার ষাট হাজার শীতের ওভারকোট চাই। আমার কথা শুনে কারামে আনন্দে উৎসাহে নাচতে শুরু করলো। বাপস, ষাট হাজার সাপ্লাই করা কি চাট্টিখানি কথা? অনেক টাকা মুনাফা থাকবে যে।

কারামে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, হাবিবা, তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো বলতে পারছি নে। ধন্যবাদ, থ্যাংকস, মেয়ার্সি, শুক্রন। না পাশা এই ওভারকোট বিক্রি করে আমি যে মুনাফা করব সেই টাকা থেকে আমি তোমাকে দশ হাজার ডলার দেবো।

আমি আর একবার মনে মনে হিসেব করলুম, ষাট হাজার ওভারকোট থেকে আমি এক ডলার করে পাবো। অর্থাৎ আমার রোজগার হলো ষাট হাজার ডলার আর জন কারামে আমাকে দেবে দশ হাজার ডলার। মোট একুনে সত্তর হাজার ডলার। একেই বলে কিসমৎ।

আমি কারামের দিকে আমার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, সত্যি কথা বলছো? কিলমি...এল...সরফ, এক জবান।

কিলমি এল সরফ, এক জবান। জন কারামে বেশ হেসে জবাব দিলো। কিন্তু জন কারামে কি জানতো যে আমি তাকে কত দাম দেবো!

কিন্তু কারমে প্রথমেই তোমাকে স্পষ্ট বলে নিতে চাই যে প্রতিটি ওভারকোট বাবদ আমি তোমাকে মাত্র দুই ডলার দেবো।

হোয়াট? কি বলছো? মাত্র দুই ডলার। ইতনেন ডলার। মুসকোয়াস—অসম্ভব। ইনতে মগনু, ইনতে শয়তান—তুমি পাগল, শয়তান।

এই বলে জন কারামে ঘরের মধ্যে জোরে চিৎকার করতে লাগলো: অসম্ভব পাশা। আমি দুই ডলারে তোমাকে কোনো ওভারকোট সাপ্লাই করতে পারবো না, ইমপসিবল।

আমি বেশ খানিকক্ষণ কারামের দিক কঠিন দৃষ্টিতে তাকালুম। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললুম, হাবিবী, বুলবুল তোমার কথা বলছিল।

বুলবুল? নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কারামের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। আমার মুখে সে যেন বুলবুলের নাম শুনবে কল্পনাই করেনি।

এইখানে বুলবুলের একটু গৌরচন্দ্রিকা দেয়া প্রয়োজন।

বুলবুল ছিল জেনারেল মুহম্মদ হুসেনের বোন। এই বুলবুলের সঙ্গে আমার গভীর প্রেম হয়েছিল। অন্তত এইটেই ছিল বুলবুলের ধারণা। কিন্তু পাশা কোনোদিন প্রেম

ভালোবাসা নিয়ে কারবার করে না কিংবা বিশ্বাস করে না। পাশা শুধু পয়সা চেনে। মানি, মানি।

আমার কথানুযায়ী বুলবুল লোকজনের সঙ্গে প্রেম করতো। হেলিওপোলিসে আমি একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়েছিলুম। এখানে বুলবুল বড় বড় আর্মি এবং সরকারী কর্মচারিদের সঙ্গে প্রেম করতো। আমি লুকিয়ে ওদের প্রেমলীলা দেখতুম, ছবি তুলতুম, ওদের মিষ্টি বুলি টেপ রেকর্ড করতুম। এইসব নোংরা কাজ করবার একটা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য হলো, ব্ল্যাকমেলিং। আমাকে এই ব্ল্যাকমেলিং-এর কাজ করতে শিখিয়েছিলেন গুরিনি।

জন কারামে একদিন নাইট ক্লাবে বুলবুলকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল। আর প্রেমের আসর আমার হেলিওপলিসের ফ্ল্যাট বাড়িতে জমে উঠলো।

ব্যস, সেই সঙ্গে জন কারামে আমার ফাঁদে পা দিল। আমি বুলবুল আর জন কারামের অনেকগুলো নগ্ন ছবি তুলেছিলুম। ওদের প্রেমের আলাপ-আলোচনা টেপ রেকর্ড করেছিলুম। কিন্তু জন কারামেকে অমার এইসব কাজ কারবারের কিছুই জানতে দিইনি।

আজ ঐসব জিনিসগুলো ব্যবহার করবার সুযোগ পেলুম। আর ব্ল্যাকমেল করতে আমার মনে কোনো সংশয়, দ্বিধা, লজ্জা হতো না।

আমার মুখে বুলবুলের নাম শুনে জন কারামের মুখ শুকিয়ে গেল। আমি কি বলতে চাইছি ?

বুলবুল! বুলবুল কি বলেছে ? উৎকণ্ঠিত হয়ে কারামে আমাকে প্রশ্ন করলো।

কিছু না। শুধু আমাকে একগুচ্ছ ছবি দিয়েছে। তোমার আর বুলবুলের ছবি। কায়রোর হেলিওপলিস ফ্ল্যাট বাড়িতে এইসব ছবি তোলা হয়েছিল।

আমি জানতুম যে জন কারামে বিবাহিত সর্বনাশ! কারামের বউ যদি জানতে পারে যে কারামে এবং বুলবুল এক সঙ্গে নগ্ন ছবি তুলেছে, তাহলে কি হবে। ঝগড়া, বিবাদ, ডিভোর্স।

আমি কারামেকে ছবিগুলো দেখলাম। দেখতে পেলুম কারামের মুখ পাংশুটে হয়েছে।

বেশ বলো, আমায় কি করতে হবে। যন্ত্রের মতো সে আমায় প্রশ্ন করলো।

কিছু না আমার ষাট হাজার ওভারকোট কিনতে হবে। প্রতি কোটের দাম তুমি দুই ডলার পাবে। আর আমার শেয়ার হলো দশ হাজার ডলার। আমার কণ্ঠ-স্বর সতেজ, দৃঢ়।

হাবিবী, বেইরুটে দুই ডলারে বউ কেনা যায়, কিন্তু কোট একেবারেই অসম্ভব।

নট এ পেনী মোর, আবার অবিচলিত কণ্ঠে বললুম।

বেশ, বুলবুল যখন বলেছে তখন আপনি কোট পাবেন। কিন্তু আমি আপনাকে আগেই সতর্ক করছি, এ কোট গায়ে দেয়া যাবে না।

প্রয়োজন নেই! আমি শুধু চাই শুনলে যেন ষাট হাজার কোট হয়। আমি ইজিপশিয়ান আর্মিকে ষাট হাজার কোট সাপ্লাইর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু কনট্রাকটের ভেতরে কোনো শর্ত নেই, এই কোট কোন ঋতুতে ব্যবহার করা হবে—শীতে না গ্রীষ্মে? অতএব আপনি ঐ দুই ডলারের মধ্যে মাল সাপ্লাইর বন্দোবস্ত করুন। আর একটা কথা মনে থাকে যেন, আমাকে দশ হাজার ডলার অগ্রিম দিতে হবে।

দুদিনের মধ্যে কারামে আমাকে একটি ওভারকোট দেখালেন। কোটের নমুনা দেখে আমি আতঙ্কিত হলুম। এই কোট গায়ে পরা তো দূরের কথা এমনকি হাতে তুলেও ধরা যায় না।

কোটের নমুনা জেনারেল হুসেনকে দেখালুম।

সেদিন খুব সকাল থেকে জেনারেল হুসেন হাসিস খাচ্ছিলেন। নেশাটা যখন খুব রঙীন হয়ে এলো, আমি গিয়ে ওকে কোট দেখালুম।

উনি কোট দেখে বুঝতে পারলেন না আমি ওকে কি জিনিষ দেখাচ্ছি কোট না বেড়াল না রেডিও।

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে ওভারকোটের একটি নমুনা এনেছি। এবার উনি কোট মঞ্জুর করলেই হয়।

কোট! আমার কথা শুনে জেনারেল হুসেন বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিসের কোট! এই কোট দিয়ে কি হবে?

কি আর হবে। আমি যে এই কোট ইজিপশিয়ান আর্মিকে সাপ্লাই দেবার কনট্রাকট নিয়েছি।

এই কোট কে পরবে? মালেক···

আর্মির সৈন্যরা। সিনাই প্রান্তে আমাদের সৈন্যদের জন্য কোট চাই।

চমৎকার কোট। বলে জেনারেল হুসেন কোটটি হাতে নিয়ে ঝাড়া দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কোটের হাত দুটো খুলে গেল।

আবার সবাই অপ্রস্তুত বোধ করলুম। জন কারামে যে এমন রদ্দি মাল সাপ্লাই করবে কল্পনা করিনি। স্বীকার করি, যে কাপড় দিয়ে এই ওভারকোট তৈরী করা হয়েছিল, সেই কাপড় ছিল রদ্দি মাল, কিন্তু ওভারকোটের সেলাই যে এত নিকৃষ্ট হবে ভাবিনি। আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলুম না।

কিন্তু জেনারেল হুসেন আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, চলবে, এ দিয়ে কাজ চলবে। তবে এর সেলাই যেন শক্ত হয়।

আমি বুঝতে পারলুম যে মাল পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছে।

আমি আশ্বস্ত বোধ করলুম। হেসে বললুম, থ্যাংক ইউ জেনারেল। আর একটা কথা। আপনার জন্য কিছু কড়া পাকের হাসিস এনেছি।

বেশ বেশ, চমৎকার। ঐ হাসিস পাঠিয়ে দিও। আর একটা কথা পাশা। আমরা আর্মির জন্য কিছু বেল্ট কিনতে চাই। ভালো শক্ত বেল্ট।

আমি ইতিমধ্যে হাসিসের হুকো নিয়ে এলুম। বললুম, এক টান দিয়ে দেখুন জেনারেল। আমেজ আসবে। আমি হুঁকোটি বাড়িয়ে দিয়ে বললুম।

হুঁকোতে টান দিয়ে জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, কতো সস্তা রেটে এই বেল্ট সাপ্লাই করতে পারবে পাশা ?

জেনারেল আপনি চামড়ার বেল্ট না কাপড়ের বেল্ট চান, না···

কি ? জেনারেল হুসেন তার রঙীন চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

যদি আপনি এই ডিল থেকে কিছু টাকা করতে চান তাহলে আমি কার্ড বোর্ডের বেল্ট সাপ্লাই করতে প্রস্তুত আছি।

কার্ড বোর্ডের বেল্ট! কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জেনারেল হুসেনের রঙীন নেশার আমেজ যেন ছুটে গেল। আমি কি পাগলের প্রলাপ বকছি ? কার্ড বোর্ডের যে বেল্ট হয় একথা তিনি কখনো শোনেনেই নি।

হ্যাঁ, আজকাল কার্ড বোর্ডের বেল্টের খুব প্রচলন হয়েছে। আর এই কার্ড বোর্ডের বেল্ট দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এ কাপড়ের বেল্ট নয়। তবে এ মাল বেশী দিন টিকবে না।

কতদিন টিকবে ? আবার জেনারেল হুসেনের উৎসুক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

বড় জোর তিন মাস।

ব্যস ব্যস, ঐতেই চলবে। তোমাকে আর বলতে হবে না। আমাদের এই যুদ্ধ বড় জোর একমাস চলবে। তুমি এই কাপড়ের বেল্ট সাপ্লাই করো। আর এই ডিল থেকে আমাকে পঁচিশ হাজার ডলার দেবে।

ডিল। আমি জেনারেল হুসেনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললুম।

ডিল। কিন্তু···

কিন্তু কি ?

আমি এই ডিলের কথা মালেক ফারুক কিংবা আনতানিও পুলিকে জানাতে

চাইনে। তাহলে ওঁরা আমাদের লাভ থেকে একটা শেয়ার নেবেন। এই টাকার শেয়ার পাবো শুধু তুমি আর আমি।

জেনারেল হুসেনের প্রস্তাবের ভেতর আমি যুক্তি খুঁজে পেলুম। কারণ ওভার-কোট মাল সাপ্লাই থেকে আমাকে বেশ একটা অংশ ফারুকের সুইস ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টে জমা দিতে হয়েছে। অতএব আমার লাভের অংশ ছিল কম। কিন্তু যারা পাশাকে চেনে তারা জানে আমার খাই কতো বেশী।

আমি এবার আর একটি অভিনব প্রস্তাব করলুম।

জেনারেল আমাদের দলের ভেতর আরও দুজনকে টানতে হবে।

মানে? জেনারেল মুহম্মদ হুসেন যেন আমার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

মানে আর কিছুই নয়। আমরা যে নিকৃষ্ট মাল ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে বিক্রি করছি, এই অভিযোগ যেন কেউ না করতে পারে। আমরা অর্ডিনান্স ডিপোর ইন্সপেকটরকে আমাদের দলের ভেতর টানবো। ওরা ইন্সপেকশন রিপোর্ট দেবে যে, ভালো মাল আমরা ডেলিভারী দিয়েছি। আর ওদের রিপোর্টে যদি এই কথা লেখা থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কেউ দোষ দিতে পারবে না! একেবারে নিরপেক্ষ রিপোর্ট।

চমৎকার আইডিয়া। জেনারেল হুসেন আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করে বসলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আসল উদ্দেশ্য কী বলতো পাশা?

কিছু না। আমি শুধু বেশী প্রফিট চাই।

তারও একটা পথ আছে। যদি মাল সাপ্লাই না করে লিখে দিই যে মাল পেয়েছি আর তারপর তুমি পেমেন্ট নিয়ে গেলে, তাহলে খরচ হলো না—পয়সাও রোজগার করলে। কেমন আইডিয়া?

আমি নাক সিঁটকে বললুম, খুব বাজে আইডিয়া। ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। যাক, এবার বলুন আমার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করবেন কিনা।

তুমি কী ধরনের লোক চাইছিলে?

বিশ্বাসী কিংবা হেরোন খায়। আমি এবার গলায় জোর দিয়ে বললুম।

একটা লোকের কথা মনে পড়েছে। নাম মেজর শাবন্দর। লোকটি বিশ্বাসী। আর কর্ণেল আব্বাস শুনেছি হেরোন খান ‥। বেশ, আমি ওদের কাছে তার পাঠাচ্ছি। ওরা এসে তোমার বেল্টগুলো ইন্সপেকট করবে।

জেনারেল হুসেনের নির্দেশে দুদিনের মধ্যে মেজর শাবন্দর এবং কর্ণেল আব্বাস

বেইরুটে এলেন। আমি প্রতিদিন ওদের কাছে গিয়ে একটা কাগজে লিখিয়ে নিতুম, মাল পেয়েছি এবং ইন্সপেকট করেছি। সব মালই উপযুক্ত অর্ডার মাফিক দেয়া হয়েছে।

আমার বেল্ট সাপ্লাইয়ের কাজকর্ম করতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগলো। কিন্তু এই কয়েকটা দিন মেজর শাবন্দর এবং কর্ণেল আব্বাসের খাই মেটাতে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল।

যাই হোক শেষ দিন আমি গেলুম মেজর শাবন্দর এবং কর্ণেল আব্বাসের কাছে। একটা বড় লম্বা কাগজে ওদের নাম সই করতে বললুম।

কী? কর্ণেল আব্বাস তার ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কিছুই না। আপনারা এই কাগজে সই করলে আমি আমার পেমেণ্ট পাবো।

মেজর শাবন্দর বেশ সেয়ানা লোক। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা তো আপনার সব কাজ করে দিয়েছি। এবার আমাদের ক্যাশ কিছু দেবেন না!

ক্যাশ! আমি চোখ তুলে মেজর শাবন্দরের পানে তাকলুম। লোকটি কী পাগল? ওদের জন্য এত টাকা খরচ করলুম আর এখন কিনা ক্যাশ টাকা চাইছে। কিন্তু কাগজে সই না করা অবধি আমাকে চুপ করে থাকতে হবে, ওদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে। আমি পকেট থেকে একটি চেক বই বের করলুম।

আপনারা ঐ কাগজে সই করুন, আর আমি চেক বইতে সই করছি।

ওরা এবার খস খস করে কাগজে সই করে দিলেন। আমি দুটো চেকে তিনশো ডলারের অঙ্ক বসিয়ে সই করে দিলুম। তারপর বললুম, ব্যাঙ্ক থেকে চেক দুটো ক্যাশ করে নিন। কিন্তু খবরদার, আপনারা আর একটি দিনও বেইরুটে কাটাবেন না। কারণ পুলিশ আপনাদের কীর্তিকলাপের খবরাখবর পেয়েছে।

পুলিশ! মেজর শাবন্দর এবং জেনারেল আব্বাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ, পুলিশ। আপনারা এই বেইরুট শহরের মেয়ে এবং হেরোন নিয়ে যে কেচ্ছা করছেন সেটা কী কারুর অজানা থাকে? সবই তো আইন বিরোধী কাজ। আর আপনারা এখানে দেরী করলে জেনারেল হুসেন আপনাদের আজই কায়রো ফিরে যেতে বলবেন।

আমরা কথা শুনে ওদের দুজনের মুখই আলুর মতো হলো। বেইরুটের পুলিশের কথা শুনে ওরা চিন্তিত হলেন না, কিন্তু জেনারেল হুসেনের আদেশ অমান্য করবার মতো সাহস ওদের ছিল না।

আমার সঙ্গে ওরা কোনো বাদানুবাদ করলো না। যে টাকার চেক পেল তাতেই ওরা খুশি হলো। চেক ভাঙাতে ওরা ব্যাঙ্কে গেল।

ওদের কোনো টাকা দেবার ইচ্ছে বা সঙ্কল্প আমার ছিল না। ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যাঙ্কের কর্তাদের টেলিফোন করলুম, স্টপ পেমেণ্ট। ওদের টাকা দেবেন না।

এর পরবর্তী কাহিনী হয়তো আর খুলে বলতে হবে না।

আমি বেইরুটে বেশী দিন থাকতে পারলুম না। কারণ ফারুকের কাছ থেকে টেলিফোন পেলুম, পাশা, এক্ষুণি কায়রো চলে এসো। তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।

ফারুকের টেলিফোন পেয়ে আমি চিন্তিত হলুম। কী ব্যাপার? হঠাৎ সম্রাট আমাকে স্মরণ করলেন কেন? তাহলে কি নাদিয়া সুলতান তার জীবনের দুর্বল মুহূর্তে খুলে বলেছে যে আমি ফারুকের সঙ্গে প্রতারণা করছি, কিম্বা আমি হলুম গুরিনির চর এবং ইস্রাইলী স্পাই?

না, অসম্ভব। নাদিয়া সুলতান একথা কখনই ফারুককে বলতে পারে না। কারণ তাহলে ফারুক জানতে পারবেন যে নাদিয়া সুলতানের আসল নাম হলো লিলি কোহেন। আর সে হলো ইস্রাইলী স্পাই।

তবে উনি কী কারণে আমাকে কায়রোতে ডেকে পাঠিয়েছেন?

এইসব কথা নিয়ে আমি যখন চিন্তা ভাবনা করছি তখনই জেরুজালেম থেকে খবর, লাকি ষ্ট্রাইক। (আমার কোড নাম) ওয়াণ্টেড আর্জেণ্টলি ইন জেরু-জালেম। এই তার পাঠিয়েছিলেন ইস্রায়লী ইনটেলীজেন্সের কর্তা ইসার হেরেল।

আমি এক বিরাট সমস্যায় পড়লুম। কোথায় যাবো?

কায়রো? না, জেরুজালেম?

আমি জানতুম যে একবার কায়রো ফিরে গেলে জেরুজালেম যাওয়া একেবারেই অসম্ভব হবে।

অতএব অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করলুম যে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথমে জেরুজালেম যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ যে কোনোদিন, যে কোনো মুহূর্তে লড়াই বাধতে পারে। আর একবার লড়াই সুরু হলে আমি সহজে, অন্ততঃ প্রকাশ্যে জেরুজালেমে যেতে পারব না। আমাকে ছদ্মবেশে জেরুজালেম যেতে হবে।

আমি ফারুককে বললুম, আমাকে বেইরুটে কনট্রাকটের কাজ শেষ করবার জন্য আর কয়েকদিন থাকতে হবে। ফারুকের কাছ থেকে কোনো জবাব পেলুম না।

অতএব জেরুজালেমে এলুম। হয়তো জেরুজালেমে এসে এক মস্ত বড় ভুল করলুম।

কারণ সেদিন যদি জেরুজালেমে না আসতুম তাহলে আমার পরবর্তী জীবনে আনোয়ার পাশা কে এবং কি তার কাজকর্ম এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা কিম্বা গবেষণা প্যালেষ্টাইন গেরিলা বাহিনী করতো না।

এই জেরুজালেমে এসেই আমি সর্বপ্রথম লুলুর দেখা পেলুম। অবশ্য সেদিন আমি লুলুকে চিনতে পারিনি। কিন্তু লুলু আমাকে চিনেছিল যে, আনোয়ার পাশাই হলো ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের 'আওয়ার ম্যান ইন আমান'।

কিন্তু সে আর এক দীর্ঘ কাহিনী। সেটা বরং পরে বলা যাবে।

য়ুনাইটেড নেশানে প্রস্তাব পাশ হবার আগে আরব দেশগুলোর মধ্যে তুমুল আলোড়ন সুরু হলো। কায়রো, বেইরুট ও দামাস্কাস শহরে ইংরেজ-বিরোধী মিছিল বেরুতে লাগলো। ওদের সবার শ্লোগান ছিল, প্যালেষ্টাইন ভাগ হতে দেবো না। আমরা লড়াই করবো।

লড়াই!

ওদের এই শ্লোগান শুনে আমার মনে মনে হাসি পেল। ওরা কী পাগল হয়েছে! লড়াই করবে কী করে? হাতিয়ার কোথায়?

আমি জানতুম যে এইসব মিছিলের বড় নেতা হলেন আমার বন্ধু ফারুক। উনি আবার দেশগুলোর নেতা হবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু আরব জনসাধারণ কী জানে যে ওদের চব্বিশ ঘন্টার মতো লড়াই করবারও হাতিয়ার নেই? কারণ আমি ইজিপশিয়ান আর্মির জন্য বন্দুক কিনেছি, ফিল্ডগান কিনেছি...আরো কতো কী! কিন্তু যুদ্ধের সময় ঐ বন্দুক, ফিল্ডগান কী কাজ করবে? কিছুই না। আর যে সব প্লেন আমি ইজিপশিয়ান আর্মির জন্য কিনেছি সেই প্লেন দিয়ে যুদ্ধ করা অসম্ভব। আমি জানতুম যে ফারুক এইসব জনসাধারণকে সোজা মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমি যেদিন তেল আভিভে এসে পৌছলুম সেদিন শহরে দারুণ উত্তেজনা ছিল। শুনলুম সেদিন শহরে আরব গেরিলাদের সঙ্গে ইস্রাইলী গেরিলা দল ইরগুন জোয়াই লুমি এবং ষ্টার্ণ গ্যাঙ্গের বেশ বড় রকমের একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে।

তখন ইস্রাইলের সব চাইতে বড় দুইটি দলের নাম ছিল—হিসতাক্রুত-দি জেনারেল ফেডারেশন অব লেবার অর্থাৎ শ্রমিক সংঘ। আর একটি রাজনৈতিক দলের নাম ছিল লেবার পার্টি, হিব্রু ভাষায় একে বলা হত 'মাপাই'। এই দুই দলে মিলে একটি নতুন ডিফেন্স অর্গানিজেশন তৈরী করেছিল এবং এই দলের নাম ছিল 'হাগানা'। হাগানা শুধু শরণার্থীদের দেখাশোনার তত্ত্বাবধান করতো না, হাগানা উগ্রপন্থী কাজকর্মও করতো। আর হাগানার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ইরগুন জোয়াই লুমি এবং ষ্টার্ণ গ্যাঙ্গ।

ইরগুন জোয়াই লুমি এবং ষ্টার্ণ গ্যাঙ্গ-এর কাজ ছিল আরব গেরিলাদের সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করা। এই তিনটি দলের বিবিধ কাজকর্ম দেশের ভেতর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

গুরিনি আমাকে হাগানা, ইরগুন জোয়াই লুমি এবং ষ্টার্ণ গ্যাঙ্গের কথা বলেছিল।

ওদের সঙ্গে একটু হুঁসিয়ার হয়ে কথা বলো পাশা। এরা কখন যে কি কাজ করে বসে, তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ করতে পারবে না।

কায়রো থাকার সময়ে স্যাম্পসন আমাকে বলেছিল, জানো পাশা, আর দু' মাসের মধ্যে তেল আভিভ, জেরুজালেম শহরে আর কোনো আরব বসবাস করতে পারবে না। 'হাগানা' সমস্ত প্যালেষ্টাইনে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করবে যে আরবরা দেশ ত্যাগ করে পালাবে।

স্যাম্পসন মিথ্যে কথা বলে নি। কারণ আমি যেদিন এসে তেল আভিভে পৌঁছলুম সেদিন দেখতে পেলুম আরবরা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। অনেকেই দেশ থেকে চলে যাবার পরিকল্পনা করছে। আর ইস্রাইলী নেতাদের মুখে দেখলুম হাসির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ওরা এই দেশ দখল করে নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে।

আমি জানতুম যে ওরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে।

ইস্রাইলী কর্তারা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমি যেন হাগানার ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের, সংক্ষেপে যার নাম ছিল শাই—বড় কর্তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। তেল আভিভের বেন এহুদা এভিনিউতে 'শাইর' দপ্তর ছিল।

দপ্তর খুঁজে নিতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। আমার হোটেলের রিসেপশনে মাদেলিন বলে একটি ইস্রাইলী মেয়ে ছিল। আমি মৃদুস্বরে মাদেলিনকে জিজ্ঞেস করলুম, শাই'র দপ্তর কোথায় বলতে পারো?

মাদেলিন তার মিষ্টি চোখ দুটো তুলে আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যেন সে সাপ দেখেছে। আমার কথা শুনে বেশ হকচকিয়ে গেল।

শাই? না, না, আমি 'শাই'র নাম শুনিনি। মাদেলিন আমাকে এড়াবার চেষ্টা করলো।

আমি মাদেলিনের হাতে একটি সেন্টের শিশি গুঁজে দিলুম। প্যারীর সেন্ট, প্রচুর দাম। প্যালেষ্টাইনে তখন প্যারীর সেন্ট একেবারে দুর্লভ।

আমার প্রেজেন্ট পেয়ে মাদেলিন তার গলার স্বর পাল্টালো। আমার সঙ্গে এমন স্বরে কথা বলতে লাগলো যেন আমি তার অতি নিকট আত্মীয়।

তোমার নাম কী? মাদেলিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি মিষ্টি হাসলুম।

আমার এই হাসি ছিল অতি প্রলোভনের যা মেয়েদের তীব্র আকর্ষণ করে।

লাকি ষ্ট্রাইক। আমি আমার ছদ্মনাম ব্যবহার করলুম।

লাকি ষ্ট্রাইক? বারে বেশ মজার নাম তো। এ ধরণের নাম এর আগে কখনও শুনিনি।

আমি হলুম স্প্যানিশ। সেইনরা, আবলা উস্তাদ এসপাইনল। তুমি স্প্যানিশ বল।

সি সেইনর।

তারপর মাদেলিন তার মুখটি আমার কানের কাছে এনে বলল, সেইনর আস্তে কথা বলুন। হোটেলের চারদিকে আরব স্পাই ঘুরছে। আপনি এদের কাছে জোরে 'শাই'র নাম উচ্চারণ করবেন না।

তারপরেই মাদেলিন আমাকে শাই'র দপ্তরের ঠিকানা দিল। বেন এহুদা এভিনিউর বড় রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। প্রথম বাঁদিকের রাস্তার মোড়ে এক দপ্তরের সামনে দেখবেন একটি সাইন বোর্ড আছে: 'ভেটারন্স কাউন্সিলিং সার্ভিস'। এ হলো হাগানা ইনটেলীজেন্স দপ্তর। শাই'র অফিস।

আমি মাদেলিনকে ধন্যবাদ জানালুম।

আমি যে ক'দিন তেল আভিভে ছিলুম সে ক'দিন মাদেলিন ছিল আমার সঙ্গী এবং নিশীথে আমার শয্যাসঙ্গিনী। পরবর্তীকালে আম্মানে মাদেলিন আমার সঙ্গে কিছু স্পাইর কাজও করেছিল।

মাদেলিনের নির্দেশানুযায়ী শাই'র দপ্তর খুঁজে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না।

শাই' র কর্তারা আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ওদের খাতায় লেখা ছিল যে আমি হলুম অতি মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় স্পাই। কারণ আমি হলুম ফারুকের প্রিয় মোসাহেব। আবেদিন প্যালেসে আমার অবাধ গতিবিধি।

শাই'র কর্তা ইসর বেরী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, ওয়েলকাম টু ইস্রাইল মাই ফ্রেণ্ড। আমরা তোমার কথা অনেক শুনেছি। সুলতান গুরিনি, স্যাম্পসন তোমার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাই তোমার সঙ্গে কতকগুলো প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্য তোমাকে আজ ইস্রাইলে তলব করেছি।

ইস্রাইল! আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম। এখনও তো দেশ ভাগ হয়নি। আমার কণ্ঠে সংশয়।

তুমি অস্থির হয়ো না লাকি ষ্ট্রাইক। আর পনেরো দিনের মধ্যে য়ুনাইটেড

নেশানসে এক প্রস্তাব পাশ করা হবে। সেই প্রস্তাবে নতুন ইস্রাইলী রাষ্ট্রের কথা ঘোষণা করা হবে।

আমি ইসর বেরীর কথার কোনো জবাব দিলুম না। শুধু একবার টেবিলের চার-পাশে তাকালুম। টেবিলের চারদিকে হাগানার আরো কয়েকজন বড় বড় নেতা বসেছিলেন। আমার দৃষ্টির অর্থ ইসর বেরী বুঝতে পারলেন। তিনি এবার আমাকে দলের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরা আমার সহকর্মী। এর নাম বেনজামিন গিবলি। ইনি হলেন আমাদের জেরুজালেম শহরের নেতা। আর ইনি হলেন আব্রাহাম কিনত্রো। ইনি আমাদের উত্তর অঞ্চলের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। আর ইনি ডেভিড কারোন, ইনি নেগেভ অঞ্চলের নেতা, ইনি বরিশ গাইবেল, ইনি ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে যোগযোগ রাখেন। অবাক হয়ো না লাকি ষ্ট্রাইক। ব্রিটিশ আর্মির বড় কর্তারা আমাদের বিবিধ উপায়ে সাহায্য করছেন। আর ইনি হলেন ইসর হেরেল। শিগগিরই আমাদের ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের বড় কর্তা হবেন।

আমি সবার দিকে তাকিয়ে একবার করে হাসলুম।

এবার তোমাকে কেন তেল আভিভে ডেকেছি তার কারণ খুলে বলছি লাকি ষ্ট্রাইক। কাল রাত্রে বেন গুইরন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বেন গুইরন আমাকে বললেন যে, য়ুনাইটেড নেশানসের প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে আরবদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে। তাই আমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকে আমরা বিভিন্ন আরব আর্মির অভ্যন্তরের খবর সংগ্রহ করবো। কোনো আরব আর্মির কতো সৈন্য আছে, কে কি ধরণের অস্ত্র সংগ্রহ করছে, কোন বিদেশী শক্তি আরবদের সাহায্য করছে—এ খবর আমাদের জানা একান্ত দরকার।

বেন গুইরনের নির্দেশানুযায়ী আমি হাগানার ইনটেলীজেন্স সার্ভিসকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছি।

আমাদের প্রথম বিভাগ হবে দি ব্যুরো অব মিলিটারী ইনটেলিজেন্স। এর সংক্ষিপ্ত নাম হবে 'আমন'। আর দ্বিতীয় আমি আর একটি ছোট বিভাগ খুলেছি। এর নাম হলো ডিপার্টমেন্ট অব কাউন্টার ইনটেলীজেন্স 'রান'। এই দুটি বিভাগের কাজকর্ম আমি নিজে দেখাশোনা করবো।

আমাদের দ্বিতীয় বিভাগ হলো পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন মিনিষ্ট্রি। বরিশ গুরেল এই বিভাগের কাজ দেখবেন। আমাদের তৃতীয় বিভাগের নাম :শেন বেত। এ হলো ইন্টার্নাল সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট। আর এই শেন বেতের প্রধান কর্তা হবেন ইসর হেরেল।

লাকি ষ্ট্রাইক ইসর হেরেলের সঙ্গে কাজ করবেন। তিনি হবেন আওয়ার ম্যান ইন দি আবেদীন প্যালেস।

জেন্টেলম্যান! আমার আর কিছু বলবার নেই। ইসর হেরেল এবার লাকি ষ্ট্রাইককে কী ধরনের কাজ করতে হবে তার পুরো ফিরিস্তি দেবেন।

মিটিং শেষ হয়ে গেল। আমি আর ইসর হেরেল এক সঙ্গে বেরিয়ে এলুম।

ইসর হেরেল আমাকে রিজ হোটেলে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমরা দুজনে বিয়ারের বোতল খুলে গল্প করতে বসলুম।

ইসর হেরেল এবার আমাকে কি ধরণের কাজ করতে হবে তার বিবরণী দিলেন।

তোমার কাজ বড় কঠিন, লাকি ষ্ট্রাইক। আমরা আবেদীন প্যালেসের সমস্ত খবরাখবর চাই। কে ফারুকের সঙ্গে দেখা করছে, ফারুক কি কথা বলছেন তার প্রতিটি খবর আমাদের দরকার। এজন্যে তুমি আরো ইনফরমার সংগ্রহ করবে। ফারুকের মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে। আমরা লড়াই শুরু হবার আগে আরো তিনজন সুন্দরী মেয়ে কায়রোতে পাঠাবো। তুমি এদের সঙ্গে ফারুকের আলাপ করিয়ে দেবে।

তোমার দ্বিতীয় কাজ হবে ইজিপশিয়ান আর্মির বড় কর্তাদের বশ করা। বশ করবার সব চাইতে বড় অস্ত্র হলো—হাসিস। আমাদের বন্ধু গুরিনি তোমাকে আরো বেশী পরিমাণে হাসিস সাপ্লাই করবেন। তুমি এই হাসিস আর্মির বড় কর্তাদের কাছে বিক্রি করবে। আর হাসিসের নেশা—একবার এই হাসিস খেতে শুরু করলে ইজিপশিয়ান আর্মির সৈন্যরা আর লড়াই করতে পারবে না।

তোমাকে আর একটি কাজ করতে হবে। আরব স্পাইদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা। আমরা জানি যে ইজিপশিয়ান আর্মি ইনটেলীজেন্স খুব শক্তিশালী নয়। তাই ওদের ভেতরের খবর সংগ্রহ করতে তোমাকে বেগ পেতে হবে না।

লাকি ষ্ট্রাইক। ইজিপশিয়ান আর্মি এখনও ঠিক করেনি কবে তারা যুদ্ধ শুরু করবে। হয়তো মালেক ফারুক তার মন ঠিক করে উঠতে পারেনি। তবে ব্রিটিশ কর্তারা আমাদের খবর দিয়েছেন যে য়ুনাইটেড নেশানস যদি ইস্রাইল রাষ্ট্র ঘোষণা করে তাহলে এই ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ শুরু হবে। আমার যুদ্ধের তারিখ এবং সময়ের সঠিক খবর চাই। যদি যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে তুমি ফ্রন্ট লাইনে যাবে। আর তোমার ফ্রন্ট লাইনে যাবার মুখোশ হবে প্রেস রিপোর্টার। ও কি! তুমি আমার প্রস্তাব শুনে চমকে উঠলে কেন? প্রেস রিপোর্টারের ব্যাজ পরে তুমি যদি ফ্রন্ট লাইনে যাও তাহলে কেউ সন্দেহ করবে না তুমি কি করছো। আর তুমি ফারুককে বলবে যে তুমি লড়াইয়ে খবরাখবর জানবার জন্য ফ্রন্টে যাচ্ছ। ফারুক

তোমার এই প্রস্তাবে উৎসাহিত বোধ করবেন। কারণ লড়াইয়ে খবর উনিও জানতে চাইবেন। অতএব তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে উনি একটুওআপত্তি করবেন না।

আমি মন দিয়ে ইসর হেরেলের কথাগুলো শুনলুম, কিন্তু আমার মনে বেশ খানিকটা আতঙ্ক হলো। বুঝতে পারলুম যে ভবিষ্যৎ-এ আমাকে আগুন নিয়ে খেলা করতে হবে। কারণ এতদিন আমি ছিলুম ফারুকের মোসাহেব, তাঁর মেয়ে সংগ্রহের দালাল। কিন্তু এবার থেকে আমি হলুম পুরোপুরি স্পাই।

আমি কি ইসর হেরেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবো? বলবো, এ ধরণের কাজ করবো না!

অসম্ভব! আজ আমার আর ফিরবার উপায় নেই। অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। এখন ওদের কথানুযায়ী কাজ না করলে আমারই বিপদ বাড়বে।

আমি জীবনে বৈচিত্র্য ও উত্তেজনা পছন্দ করি। তাই নাইট ক্লাবের বারম্যানের কাজ নিয়েছিলাম। পরে প্রমোশান পেয়ে হলুম 'পিম্প'।

আজ 'পিম্প' থেকে হয়েছি স্পাই। সত্যিই আমার এই জীবনের কথা শুনলে সবাই বলবে—পাশার জীবন সত্যিই রঙীন।

আমি ইসর ইস হেরেলকে প্রতিশ্রুতি দিলুম যে ওদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করবো।

বলা বাহুল্য তা করেছিলুমও।

তেল আভিভ থেকে ফিরে আসবার আগে আমি আর একটি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম। এই ঘটনাটি হলো দার ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ডে আমি কোনো অংশ গ্রহণ করিনি বটে, তবুও আমি ইরগুন জোয়াই লুমির কয়েকজন কর্মীকে সাহায্য করেছিলুম। হয়তো সেদিন আরব গেরিলারা আমাকে চিনতে পেরেছিল। আর চিনবার প্রধান কারণ হলো একটি মেয়ে···অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। যার রূপের কথা কয়েকটি পাতায় লিখে শেষ করা যায় না। তার সুন্দর চোখ, লাল মিষ্টি ঠোঁট দেখে আমি বেশ খানিকক্ষণ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারিনি। কিন্তু মেয়েটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আর একটি কারণ ছিল। তা হলো একটি মিনিস্কার্টে তাকে আরো সুন্দরী দেখাচ্ছিল। মেয়েটির নাম লুলু। কিন্তু পরে শুনেছিলুম এ হলো তার ছদ্মনাম। আমি অবশ্যি এর নাম দিয়েছিলুম মিনিস্কার্ট স্পাই।

হ্যাঁ, লুলু ছিল আরব গেরিলাদের স্পাই। সেদিন আমি অবশ্যি একথা জানতে পারিনি, কিন্তু যখন জানতে পারলুম তখন আরব গেরিলাদের কালো খাতায় আমার সম্বন্ধে লেখা হয়েছে: 'মোষ্ট ডেঞ্জারাস ইস্রাইলী স্পাই ইন দি মিডল ইস্ট'।

লুলু আমার এক ব্রিটিশ মিলিটারী বন্ধুর বাড়িতে ঝিএর কাজ করতো। বন্ধুটি ছিলেন ব্রিটিশ আর্মি ইনটেলীজেন্সের একজন কর্নেল।

তার নাম কর্নেল গর্ডন। কর্নেল গর্ডন একবারও ভাবেননি যে তাঁর বাড়ির ঝি গেরিলা স্পাই। এবং সে তার ঘরের প্রতিটি খুঁটিনাটি খবর আরব গেরিলাদের দিচ্ছে।

কায়রোতে ফিরে আসবার আগের দিন রাত্রে কর্নেল গর্ডন আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। কর্নেল গর্ডন ছিলেন স্যাম্পসনের বন্ধু। স্যাম্পসন আমাকে গর্ডনের কাছে একটি পরিচয়পত্র দিয়েছিল।

সেদিন রাত্রে আমি আমি গর্ডনকে বেশ উত্তেজিত দেখলুম।

কী ব্যাপার কর্নেল? আপনাকে এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন? আমি হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললুম।

কর্নেল গর্ডন আমার প্রশ্ন শুনে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, খুবই একটা জরুরী খবর দিচ্ছি পাশা। এই খবরটি ইসের হেরেলকে বলো। আর ঠিক সময়মতো খবর না পেলে ওদের বিপদ হবে।

বিপদ? কী বিপদ? আমার প্রশ্নে ছিল উৎকণ্ঠার স্বর।

আজ রাত্রি একটার সময় আমরা মানে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী হাগানা, ইরগুন, জোয়াই লুমির হেডকোয়ার্টারে হানা দেব, ওদের দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করবো।

আমি খবরটি শুনে বেশ চমকে উঠলুম। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী হাগানা, ইরগুন জোয়াই লুমির দপ্তরে হানা দেবেন কেন? ওদের অপরাধ কি?

অপরাধ? তুমি খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। অপরাধ গুরুতর। আর সেই অপরাধের কথা বলতে গেলে তোমাকে গতরাত্রে দার ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ডের কথা বলতে হবে।

দার ইয়াসিন? কেন, কি হয়েছে দার ইয়াসিনে? আমি খুব মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলুম। আমি জানতুম যে কর্নেল গর্ডন মিলিটারী ইনটেলীজেন্সের লোক। তিনি কোনো গোপনীয় কথা বলবার আগে অনেক চিন্তা ভাবনা করে তার জবাব দেবেন। আর আমাকে যদি কোনো কথা বলেন তবে সে কথা বলবার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আমি যেন তার প্রতিটি কথা ইসর হেরেলকে বলি।

কর্নেল গর্ডন জানাতেন যে আমি হলুম ইস্রাইলী এজেন্ট। কায়রোতে ফারুকের আবেদীন প্যালেসের খবরাখবর ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিসকে দেয়া হলো আমার কাজ।

তবে পুরো ঘটনাটি তোমাকে খুলে বলি পাশা। আর আমার এই গল্প শুনলে

তুমি বুঝতে পারবে আজ রাত্রে আমরা কেন হাগানা এবং ইরগুন জোয়াই লুমির দপ্তরে হানা দিতে যাবো। আমাদের এই হানা দেবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, গতরাত্রে দার ইয়াসিনে যেসব আরবদের হত্যা করা হয়েছে আমরা তাদের গ্রেপ্তার করতে চাই। না না পাশা, আমরা কোনো ইস্রাইলী নেতাদের গ্রেপ্তার করতে চাইনে। তাই আমার অনুরোধ তুমি আজ রাত বারোটার আগে ইসের হেরেলকে এই মূল্যবান খবরটি দেবে। বলবে যে রাত একটার সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী হাগানা এবং ইরগুন জোয়াই লুমির অফিসে হানা দেবে। ঐ সময়ে যেন কোনো ইস্রাইলী কর্মী ওখানে উপস্থিত না থাকে। কাউকে যদি আমরা না ধরতে পারি তাহলে আমাদের এই পুলিশ 'রেড' বৃথা হবে।

আমি আমার কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারলুম। হাতে সময় নেই। রাত প্রায় ন'টা। আর তিন চার ঘণ্টা বাদে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী গিয়ে হাগানা, ইরগুন জোয়াই লুমির দপ্তরে উপস্থিত হবে।

আমি জানতুম যে সাধারণত রাত্রে হাগানা এবং ইরগুন জোয়াই লুমির কর্তারা তাঁদের অফিসে উপস্থিত থাকেন এবং ঐ সময়ে পার্টির বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কর্তারা এই কথা জানতেন। তাই তাঁরা সংকল্প করেছেন যে রাত একটার সময় পার্টির হেড কোয়ার্টারে হানা দিলে দলের বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার করা যাবে। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তাদের ইস্রাইলী নেতাদের গ্রেপ্তার করবার কোনো ইচ্ছে ছিল না। তাই কর্নেল গর্ডন আমার মারফত ইস্রাইলী নেতাদের সতর্ক করছেন, যেন তারা সময় মত পালিয়ে যান।

এবার কি কারণে কর্নেল গর্ডন আমাকে তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছেন তার কারণ বুঝতে পারলুম।

এইসব কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবার সময় আমার জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো।

দার ইয়াসিনে গতরাত্রে আরবদের হত্যা করা হয়েছে কেন? কর্নেল গর্ডন এবার আমাকে এই হত্যাকাণ্ডের মোটামুটি একটি বিবরণী দিলেন।

পাশা, জেরুজালেম থেকে খানিক দূরে, পূর্ব দিকে একটি ছোট গ্রাম আছে। এই গ্রামটির নাম দার ইয়াসিন। গ্রামের বাসিন্দা ছিল মাত্র চারশো। সবাই আরব।

কাল সন্ধ্যার সময় আমি একটি উড়ো খবর পেলুম যে, একদল সশস্ত্র ইরগুন জোয়াই লুমির কর্মীবৃন্দ দার ইয়াসিন গ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে। ইরগুন জোয়াই লুমির কর্মী কেন ঐ গ্রামের দিকে গিয়েছে তার কারণ বুঝে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না। কারণ কিছুদিন আগে আমি আর একটি খবর পেয়েছিলুম। খবরটি হলো—ইরগুন জোয়াই লুমির কর্মীরা দার ইয়াসিনের চারশো গ্রামবাসীকে

হত্যা করবে। কারণ তারা আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চায়! না আমি এই হত্যাকাণ্ডের আভাস পেয়েছিলাম, কিন্তু আরব নেতাদের সতর্ক করিনি। তুমি জানো পাশা, আমি একথা কেন আরবদের বলিনি। কারণ আমি হলুম ইস্রাইলী নীতির সমর্থক।

কিন্তু থাক, এবার আসল কথা বলা যাক। ইরগুন জোয়াই লুমির কর্মীরা দার ইয়াসিন গ্রামের দিকে গিয়েছে শুনে আমি চিন্তিত হলুম। প্যালেষ্টাইনের পুলিশ বাহিনীর কথা বলা যায় না। ওরা হয়তো এই হত্যাকাণ্ডে বাধা দেবে।

আমি যখন দার ইয়াসিনে পৌঁছলুম তখন রাত প্রায় ন'টা।

গ্রামে তখন পুরোদমে হত্যাকাণ্ড চলছে। আমি গ্রামের বাইরে থেকেই মেশিন-গানের আওয়াজ পেলুম। আমার মনে হলো যে এই সময়ে একা গ্রামের ভেতর ঢোকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কি করবো ভাবছি, এমন সময় ইরগুন জোয়াই লুমির একজন কর্মী এসে আমাকে ঘিরে ধরল। তারপর আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো।

আমি ইউনিফর্ম পরে যাইনি। অতএব আমি যে ব্রিটিশ মিলিটারী ইনটেলীজেন্সের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রথমে সে বুঝতে পারল না।

লোকটি ইংরাজী বলতে পারতো না। আমাকে জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করল, আমি কে?

আমি ব্রিটিশ সাংবাদিক। আমি ইচ্ছে করে নিজের পরিচয় গোপন করলুম।

আমার পরিচয় পেয়ে ইরগুন জোয়াই লুমির কর্মী যেন খুশী হলো। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল: গ্রামের ভেতর কি হচ্ছে দেখবেন?

হ্যাঁ। আমি খুব ছোট জবাব দিলুম। আমার গ্রামের ভেতর একা ঢুকবার ইচ্ছে হলো। কারণ একটু বাদে আবার মেশিনগানের গুলির আওয়াজ পেলুম। কর্মীটি হেসে বলল: আরবদের মেশিনগান। না, আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে লড়াই করে ওরা পারবে না। আমরা সমস্ত গ্রামটিকে ঘিরে ধরেছি। চলুন আপনাকে আমাদের মিলিটারী অপারেশন দেখাই।

লোকটির কণ্ঠস্বরে একটুও উত্তেজনা কিংবা ভয় ছিল না। না থাকবারই কথা। কারণ আমি জানতুম যে ইরগুন জোয়াই লুমির কর্মীরা বেপরোয়া মৃত্যুকে একেবারে ভয় পায় না।

একটা জীপে করে আমরা গ্রামের ভেতর ঢুকলুম। গ্রামের এদিক ওদিক আগুন জ্বলছে আর মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মেশিনগানের আওয়াজ। কিন্তু বড় বড় রাস্তায় ইরগুন জোয়াই লুমির ভলান্টিয়ারদের দেখে আমি বুঝতে পারলুম যে আজ

আরব গ্রামবাসীরা নিঃসহায়! সমস্ত গ্রামই ইস্রাইলীদের হাতের মুঠোয়। এ গ্রাম থেকে ইস্রাইলীদের চোখ এড়িয়ে কোনো আরব বেরুতে পারবে না।

ইরগুন জোয়াই লুমির ভলান্টিয়াররা লাউডস্পীকার ব্যবহার করছিল। তারা চীৎকার করে বলছিল তোমরা আত্মসমর্পণ কর। পালাবার চেষ্টা কোরো না। তাহলে তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য। আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তোমাদের মাত্র পনেরো মিনিট সময় দিলুম। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যদি আত্মসমর্পণ না কর, তাহলে আমরা সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেব।

কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করল। যারা পালাবার চেষ্টা করল তাদের গুলি করে হত্যা করা হলো। পরে হিসেব করে দেখা গেল যে পাঁচশো গ্রামবাসীর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশজন জীবন নিয়ে পালাতে পেরেছিল। বাকী সাড়ে চারশোজনকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রথমে আমি ভাবতে পারিনি যে দার ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ড এত মারাত্মক রকমের হবে। কিন্তু চোখের সামনে যখন অসংখ্য আরবদের মৃতদেহ দেখতে পেলুম তখন আমি বিস্মিত হলুম। আমি জানতুম যে দার ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ড সারা দুনিয়াব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

আমার অনুমান মিথ্যে ছিল না। আজ সকালে আমাদের আর্মি হাইকমাণ্ডের এক জরুরী বৈঠক বসেছিল। জেনারেল বক্তৃতায় বললেন যে, তিনি হাগানা কিংবা ইরগুন জোয়াই লুমির এই অপরাধ কোনো প্রকারেই ক্ষমা করতে পারেন না। তাই ঠিক করা হয়েছে আজ রাত একটার সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী হাগানা এবং ইরগুন জোয়াই লুমির দপ্তরে হানা দেবে।

পাশা আমি ইস্রাইলী নীতির সমর্থক। আমি ওদের সাহায্য করতে চাই। আমার অনুরোধ আজকের এই আলাপ আলোচনা তুমি হাগানা ইরগুন জোয়াই লুমির কর্তাদের জানাবে। ওঁরা যেন এখুনি তাদের শিবির থেকে পালিয়ে যান।

আমি নিস্তব্ধ হয়ে কর্নেল গর্ডনের কথাগুলো শুনছিলুম। নিঃসহায় গ্রামবাসীদের এই ধরণের হত্যা করার কাহিনী এর আগে কখনও শুনিনি।

আমার জানবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা হলো কর্নেল গর্ডন ইস্রাইলীদের সাহায্য করছেন কেন? তার এই উদ্দেশ্যর পেছনে কি কোন গৌণ কারণ থাকতে পারে?

আমি আমার মনের কৌতূহল প্রকাশ করলুম। কর্নেল আপনি ইস্রাইলী নীতির সমর্থন করছেন। এর কারণ কি বলতে পারেন?

আমার প্রশ্ন শুনে কর্নেল গর্ডনের মুখ গম্ভীর হলো। তিনি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীর মৃদুকণ্ঠে বললেন: পাশা আমার মা ইস্রাইলী—

আমার বাকি কথা শুনবার ইচ্ছে হলো না। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কর্নেল গর্ডন কেন ইস্রাইলীদের সাহায্য করছেন।

বলাবাহুল্য সেই রাত্রেই আমি ইসার হেরেলকে কর্নেল গর্ডনের সঙ্গে আমার যে আলাপ হয়েছিল তার মোটামুটি বিবরণী দিলুম।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সেই রাত্রে হাগানা এবং ইরগুন জোয়াই লুমির শিবিরে হানা দিয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করল না কিংবা কোনো আপত্তিজনক কিছু পেল না।

কিন্তু একটি কথা আমি সেই রাত্রে বুঝতে পারিনি।

আমি আর কর্নেল গর্ডন যে আলাপ আলোচনা করেছিলুম তার পুরোটাই মিনিস্কার্ট স্পাই লুলু শুনেছিল।

কায়রোতে ফিরে এসে দেখি যে দেশব্যাপী আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিন শহরে মিছিল বেরুচ্ছে। সবার মুখে এক শ্লোগান : আমরা ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করবো।

প্রতিদিন আবেদীন প্যালেসে বড় বড় আরব নেতাদের বৈঠক হতো। রাত্রে নাইট ক্লাবে বসে ফারুক আমাকে এইসব মিটিং-এর মোটামুটি বিবরণী দিতেন। কখনও ফারুকের মনে জাগেনি যে তার প্রিয় মোসাহেব প্রতিটি খবর রেডিও মারফৎ ইস্রাইলী কর্তাদের জানাচ্ছেন।

ফারুক আমাকে বিশ্বাস করতেন। যদিও প্রথমে তিনি আমার উপর বেশ রেগে গিয়েছিলেন। তার রাগের প্রধান কারণ হলো যে আমি বেশ দীর্ঘকাল বেইরুটে কাটিয়েছি। কিন্তু কেন ?

আমি আসল কথা গোপন করে গেলুম। ফারুককে আমার কাজকর্মের কোনো আভাস দিলুম না। সর্বনাশ, আমি কি ফারুককে বলতে পারি যে আমি ইস্রাইলী ইন্টেলীজেন্সে যোগ দিয়েছি। আমি কি ফারুককে বলতে পারি যে আমি হলুম শেন বেতের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং আমার প্রধান কাজ হলো তেল আভিভে ইস্রাইলী কর্তাদের কাছে আবেদীন প্যালেসের রাজনৈতিক গোপন খবরাখবর দেয়া ?

আমি ফারুককে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে বেইরুটে আমি ইজিপশিয়ান আর্মির কন্ট্রাকটরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। কথা প্রসঙ্গে ফারুককে জানালুম যে ইউনিফর্ম কন্ট্রাকট থেকে আমরা বেশ মোটা টাকা লাভ করেছি। আর ফারুকের লাভের অংশ তার সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছি। বলা বাহুল্য বেল্টের কন্ট্রাকটের কথা ফারুকের কাছে বললুম না।

শুধু তাই নয়। আমি ফারুককে মাদেলিনের কথাও বললুম।

ইসের হেরেল মাদেলিনকে আমার সঙ্গে কায়রো শহরে পাঠিয়েছিলেন।

আমি ফারুককে বললুম, আপনার জন্যে বেইরুট থেকে একটি প্রেজেন্ট এনেছি।

প্রেজেন্ট? ফারুক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জানতুম ফারুক সৌখিন জিনিষ পছন্দ করেন।

আমার জন্যে কী প্রেজেন্ট এনেছ পাশা? ফারুক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মাদেলিনকে।

মাদেলিন! ফারুক আমার মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে বললেন।

হ্যাঁ, ফরাসী সুন্দরী মালেক। অমন সুন্দরী মেয়ে আপনি এই আরব দেশের কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আমার কথা শুনে ফারুক আনন্দিত হলেন। আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

কিন্তু ফারুক কী কখনও বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সুন্দরী ললনা হলেন ইস্রাইলী ইন্টেলীজেন্সের একজন কর্মচারী। তার কাজ ছিল জীবনের দুর্বল মুহূর্তে ফারুকের মুখ থেকে গোপনীয় খবর বের করে নেয়া। মাদেলিন তার কর্তব্য পালন করেছিল। কিন্তু সে পরের কথা।

ফারুক এবার আমাকে আবেদীন প্যালেসের কতকগুলো গোপন খবর দিলেন।

পাশা, কাল তোমার কথা ভাবছিলুম। তোমার রাজনৈতিক বুদ্ধি আছে। তুমি যে ক'দিন এখানে ছিলে না এর মধ্যে কি হয়েছে জানো?

কি? আমার জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো যে আমার অবর্তমানে আবেদীন প্যালেসে কী ধরনের রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছে। আনতানিও পুলি কখনই আমাকে এইসব আলাপ আলোচনার কোনো আভাস দেবে না। কারণ আমি জানতাম যে আমি হলুম আনতানিও পুলির দু'চোখের বিষ।

ফারুক এবার আমাকে গত কয়েকদিন আবেদীন প্যালেসে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তার মোটামুটি বিবরণী দিলেন। কেন ফারুক সেদিন আমার কাছে মন খুলে কথা বললেন তার সঠিক কারণ বলতে পারব না। আমার মনে হলো আমার কাছে মাদেলিনের খবর শুনে ফারুক বেশ খুশি হয়েছিলেন।

সুন্দরী নারীর জয় সর্বত্র।

পাশা, য়ুনাইটেড নেশনস নতুন ইস্রাইলী রাষ্ট্র গঠন করেছে। আমি ভাবছি কি করবো। না, আমি আরবদেশের বুকে সেই ইহুদীদের রাষ্ট্র গঠন করতে দিতে পারিনে। আমি কি চাই জানো পাশা? আমি চাই প্যালেস্টাইন হবে এক আরবদেশ। এর ভেতর ইহুদী এবং আরবদের সমান অধিকার থাকবে। আর এই নতুন রাষ্ট্র গঠন করবো আমি। ওরা যদি আমার কথা না শোনে তাহলে আমি ইস্রাইলের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণা করবো। পাশা, আমি আর একটি গোপন খবর পেয়েছি। এই খবর সত্য মিথ্যে যাচাই করবার কোনো উপায় নেই। আমি শুনেছি জর্ডনের সম্রাট আবদুল্লা আমার এই নীতির বিরোধী। তিনি ইস্রাইলী নেতাদের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করেছেন। তুমি এই গোপন চুক্তির কোনো খবর রাখ ?

আমি সজোরে মাথা নাড়লুম। তেলআভিভে থাকাকালীন এবং দার ইয়াসীনের হত্যাকাণ্ডের পর ইসের হেরেল আমাকে বলেছিলেন : লাকি ষ্ট্রাইক, জর্ডনের সম্রাটের আবদুল্লা আমাদের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করতে চান। এই গোপন চুক্তির শর্ত হলো যে জর্ডন ইস্রাইলীদের আক্রমণ করবে না। তবে এর পরিবর্তে আমরা ওকে প্যালেস্টাইনের কয়েকটি শহর দখল করতে দেবো।

আমি ফারুকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। না। আমি ওর কাছে বলতে পারিনে যে আমি জানি জর্ডনের সম্রাট আবদুল্লা গোপনে ওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন।

না মালেক, আমি এখনও এ খবর পাইনি। আমি মিথ্যে কথা বললুম।

আর একটা খবর তোমাকে বলছি পাশা। পরশু লেবাননের সোফার শহরে আরব লীগের এক বৈঠক হয়েছিল। আরব লীগ ঠিক করেছেন ইস্রাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে কোনো শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন নেই। হাজার পাঁচেক সৈন্য হলেই হবে। আর আমাদের বলা হয়েছে এই সৈন্যবাহিনীকে ট্রেনিং দিতে। দামাস্কাস শহরে এই ট্রেনিং দেয়া হবে। ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার গুলাব পাশা জর্ডন আর্মির নেতৃত্ব করবেন। পাশা, আমি এই গুলাব পাশাকে দু'চোখে দেখতে পারি না। কিন্তু ওর প্রতি আবদুল্লার অগাধ বিশ্বাস আছে। ইরাকী সৈন্যবাহিনী প্যালেস্টাইনের উত্তর অঞ্চলগুলো আক্রমণ করবে।

কথা বলতে বলতে ক্ষণিকের জন্যে ফারুক চুপ করলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন : আমরা ভাবছি কিছু ইজিপশিয়ান ফ্রীডম ফাইটার্স পাঠাবো। অনেকদিন ধরে কায়রো শহরে মুসলিম ব্রাদার-হুডের নেতারা জেহাদ আর লড়াই করবার জন্যে চীৎকার করছে। ভাবছি এইসব মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাদের ফ্রণ্টে যুদ্ধ করতে পাঠাবো।

ফারুকের কথা শুনে আমি চুপ করে রইলাম। যুদ্ধের পরিণতি কী, আমার অজানা ছিল না। এ যুদ্ধের ফলাফল হলো : পরাজয়।

হয়তো আমার গম্ভীর মুখ দেখে ফারুক সন্দেহ করলেন। বললেন, পাশা, তুমি কোনো মন্তব্য করছ না কেন ?

আমি সম্রাট আবদুল্লার ইস্রাইলীদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করার ব্যাপার নিয়ে

একটু উদ্বিগ্ন হলুম। ফারুক কি সব কথা জানতে পেরেছেন? সর্বনাশ! ইসার হেরেল এবং ইস্রাইলী কর্তাদের একথা জানানো দরকার।

মালেক, প্যালেস্টাইনের মুফতি হজ আমিন হুসেনী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি অন্য প্রসঙ্গে কথা ঘুরিয়ে বললুম।

হাঁ, হজ আমিন আমাকে অনুরোধ করেছে যে এই যুদ্ধে আমি যেন বড় সৈন্য-বাহিনী পাঠাই। আমি হজ আমিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ফ্রীডম ফাইটার্সদের এক বড় বাহিনী পাঠাবো।

হজ আমিনকে আমি একেবারে দেখতে পারিনে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

চমৎকার লোক হজ আমিন, আমি বললুম। লোকটা আসলে ইংরেজ বিদ্বেষী।

ব্যস, আমার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।—ফারুক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

ফারুক আমাকে আরো বললেন: পাশা, ইজিপশিয়ান সিনেটে এই লড়াই নিয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা হচ্ছে। তুমি আমার জন্যে বিরোধী দলের খবরাখবর সংগ্রহ করবে। আমি জানতে চাই আমার বিরুদ্ধে কে কী বলছে।

কাজটি বেশ কঠিন ছিল। তবু আমি ফারুককে প্রতিশ্রুতি দিলুম যে, বিরোধী নেতাদের কাছ থেকে তাদের মনের কথা বের করে ফারুককে বলবো। কিন্তু বিরোধী নেতারা আমাকে একেবারে বিশ্বাস করতেন না। ওদের কাছে আমি একদম জনপ্রিয় ছিলুম না। আমার সম্পর্কে ওদের বক্তব্য হলো: পাশা হচ্ছে ফারুকের মেয়ের দালাল, মোসাহেব এবং একটা চরিত্রহীন।

সিনেটে আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ নিয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা হলো। প্রধানমন্ত্রী নকরোশী পাশা একদিন সিনেটের এক গোপন বৈঠকে সবাইকে জানালেন যে এই যুদ্ধে ইজিপ্টের লড়াই করবার কোনো অভিপ্রায় নেই।

নকরোশী পাশার এই মন্তব্য দেশের ভেতর আলোড়ন সৃষ্টি করল। ফারুক যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছেন কেন?

আবার বেশ কয়েকদিন কায়রো শহরে মুসলিম ব্রাদারহুডের ভলান্টিয়াররা আন্দোলন শুরু করলো। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মিছিল বেরুতে লাগলো। ওদের সবার মুখে একই শ্লোগান: আমরা ইস্রাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই। আনতানিও পুলি আনোয়ার পাশাকে তাড়াতে হবে।

ফারুকের বান্ধবী আনি বারিয়ার, নাদিয়া সুলতান, মাদেলিন হলো ইস্রাইলী স্পাই।

জনসাধারণের মুখে এই স্লোগান শুনে আমি আতঙ্কিত হলুম। বুঝতে পারলুম যে আমাকে বেশ কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।

একদিন সন্ধ্যার খানিকটা পরে সামিয়া গামাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

আমি তখন বাড়িতে একা বসে নিজের মনে হাসিসের হুঁকোতে টান দিচ্ছিলুম। এমন সময় সুন্দরী অপ্সরা সামিয়া গামাল এসে উপস্থিত। সামিয়া গামালের কণ্ঠস্বর ছিল উত্তেজিত।

কী ব্যাপার সামিয়া, তোমাকে অমন উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন ?

ব্যাপারটি বল তো পাশা ? মাদেলিন মেয়েটি কে ? বাজারে ওর সম্বন্ধে অনেক কানাঘুষো শুনছি। মেয়েটি নাকি ইস্রাইলী ? সামিয়া গামাল কোনো ভণিতা না করে বলল।

আমি সামিয়া গামালকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম : না না, তুমি ভুল শুনেছ। মাদেলিন ইস্রাইলী মেয়ে নয়। লেবানীজ ক্রীশ্চান !

আমি তোমার কথা একেবারে বিশ্বাস করিনে। সেদিন প্যালেস্টাইন থেকে আমার এক বান্ধবী এসেছে। তার মুখে শুনলুম যে মাদেলিন তেল আভিভের বিজু হোটেলে কাজ করত !

সর্বনাশ। সামিয়া গামাল যদি মাদেলিনের অতীত জীবনী জানতে পারে তাহলে কী হবে ? যদি জানতে পারে যে আমিই ফারুকের ঘরের খবর বের করবার জন্যে মাদেলিনকে কায়রোতে নিয়ে এসেছি, আর এই কথা যদি বাজারে রটে যায় তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতারা প্রতিদিন বলছেন যে আমি এবং আনতানিও পুলি হলুম মালেক ফারুকের শনি। এবার সামিয়া গামালের মুখে যদি শুনতে পায় যে আমি কায়রোতে একটি ইস্রাইলী স্পাই আমদানী করেছি তাহলে আমাকে বেশীক্ষণ জীবিত থাকতে হবে না।

আমি আলোচনার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করলুম। সামিয়াকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম : তুমি মাদেলিনকে নিয়ে কোনো চিন্তা কোরো না। আমি মাদেলিনকে অনেকদিন ধরে চিনি। ওর বাবা আমার বিশেষ পরিচিত। তবে ইস্রাইলের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। এবার বল তোমার কি খবর। ফরীদ আতরাশ কোথায় ?

ফরীদের নাম শুনে সামিয়া গামালের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আমি লোক পরম্পরায় শুনেছিলাম যে ফরীদ আতরাশের সঙ্গে সামিয়া গামালের ঝগড়া বিবাদ হয়ে গেছে। আর এই ঝগড়ার কারণ হলো মালেক ফারুক।

সামিয়া গামাল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল : তোমার মালেক ফারুক

একটি বাঁদর। আর তুমি হলে তার সাক্ষাৎ শনি। আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম কেন জানো? ভেবেছিলুম আমি তোমাকে চাবুক দিয়ে পেটাবো।

আমি চমকে উঠলুম। সর্বনাশ! মেয়েটি বলছে কি? আমাকে চাবুক দিয়ে পেটাবে কেন? আমি কী অপরাধ করলুম?

অবশ্যি আমার অপরাধ আমি মনে মনে জানতুম। কারণ আমার পরামর্শেই ফারুক সামিয়া গামালের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। তার কারণ আমি সামিয়া গামালকে পছন্দ করতুম না মেয়েটি ছিল মুখরা আর রূপের বড়াই করতো।

সামিয়ার সঙ্গে ফারুকের প্রথম আলাপ হয় হেলমিয়া প্যালেস নাইট ক্লাবে। সেদিন নাইট ক্লাবে সামিয়া গামাল ফরীদ আল আতরাশের সঙ্গে বসেছিল। নাইট ক্লাবের দর্শকদের সবার দৃষ্টি ছিল সামিয়া গামালের ওপর। নাইট ক্লাবের সবাই মন্তব্য করছিল যে অমন সুন্দরী মেয়ে নাকি কায়রো শহরে আর নেই।

আমি এই মন্তব্য শুনে বেশ খানিকটা হিংসে বোধ করছিলুম। কারণ ফরীদ আলি আতরাশ ছিল আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে শহরেরর সেরা সুন্দরী ঘোরাফেরা করবে একথা যেন আমি চিন্তাও করতে পারতুম না।

সেদিন রাত্রে হেলমিয়া প্যালেস নাইট ক্লাবে ফারুক এসেছিলেন। তিনি সামিয়া গামালকে দেখতে পেলেন। আর কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখতে পেলেই ফারুক পাগল হয়ে যেতেন। সেই মেয়ের সঙ্গ পাবার জন্য তিনি পাগল হতেন, হোক না সে অন্যর বান্ধবী বা অন্য কারুর স্ত্রী।

ফারুক বৃথা সময় নষ্ট করলেন না। সামিয়া গামালকে তিনি ডেকে তাঁর টেবিলে টেনে বসালেন। সম্রাটের আদেশ কী কেউ অমান্য করতে পারে? বেচারা ফরীদ আল আতরাশ বোকার মতো তার টেবিলে বসে রইলো।

ঐ লোকটি কে? ফারুক ফরীদের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমার বয়ফ্রেণ্ড। সামিয়া গামাল ছোট জবাব দিল।

না না, আজ থেকে তোমার আর কোনো বয়ফ্রেণ্ড নেই। আমিই হলুম তোমার একমাত্র বন্ধু।

সামিয়া গামাল উত্তেজিত হলো। মালেক ফারুক তাকে এত মিষ্টি কথা বলবে সে কখনও কল্পনা করেনি। আর মিষ্টি কথা শুনলে সামিয়া গামাল দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যেত।

বাল্যজীবনে সামিয়া গামাল অনেক সংগ্রাম করেছে। সামান্য গরীব ঘরের মেয়ে। জীবনে অনেকদিন তার অনাহারে কেটেছে। দেহের রূপ সৌন্দর্য ছাড়া তার আর কোনো সম্পদ ছিল না।

যৌবনে সামিয়া গামাল তাহিয়া কারিওকার কাছে বেলী ড্যান্স শিখল। তখন মধ্যপ্রাচ্যের শ্রেষ্ঠা বেলী ড্যানসার ছিলেন তাহিয়া কারিওকা। তার নাচ দেখবার জন্যে মধ্য প্রাচ্যের রাজা শেখরা কায়রোতে ছুটে আসতেন। তাহিয়া কারিওকার শিক্ষায় সামিয়া গামাল অতি অল্পদিনের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যর একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নর্তকী হলো। তার ওপর সামিয়া গামাল ছিলো অপরূপা সুন্দরী।

সামিয়া গামালের স্তাবকের সংখ্যা বাড়লো।

এই স্তাবকের মধ্যে ছিল এক তরুণ যুবক, নাম ফরীদ আল আতরাশ। ছেলেটি গায়ক। তার মিষ্টি কণ্ঠস্বরে সমস্ত আরব শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে ফরীদ আল আতরাশ এবং সামিয়া গামাল একসঙ্গে ঘোরাফেরা করছে। এমনি সময় সামিয়া গামালের জীবনে মালেক ফারুক এসে উপস্থিত হলেন।

দেশের সম্রাট ফারুক। তাঁর সম্মান অর্থ সবই সামিয়া গামালকে দুর্বার আকর্ষণ করলো।

আজ ফারুকের মুখে মিষ্টি কথা শুনে সামিয়া গামাল তার বন্ধু ফরীদ আল আতরাশকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যাবার চেষ্টা করল।

নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনি যখন বলছেন মালেক—

না, আমার নাম মালেক নয়, আমার নাম ফারুক। আমাকে তুমি এ নাম ধরেই ডেকো। বলে আজ রাত তুমি কোথায় কাটাতে চাও। কুব্ব প্যালেস না হেলোয়ানে আমার যে বাগানবাড়ি আছে সেইখানে।

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে সামিয়া গামাল বলল: আপনি যেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন, আমি সেইখানেই যাবো।

কিন্তু তার আগে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

কী প্রতিশ্রুতি? আপনি আদেশ করুণ। সামিয়া গামালের কণ্ঠে প্রেমের রেশ।

তোমার ঐ গায়ক বয়ফ্রেণ্ডকে ভুলতে হবে।

ভুলবো।

সেই রাতটা সামিয়া গামাল ফারুকের সঙ্গে কুব্বা প্যালেসে কাটালো। তারপর আর এক রাত। অমনি করে কয়েক সপ্তাহ কাটলো। ব্যর্থ প্রেমিক ফরীদ আল আতরাশ শেষ পর্যন্ত আমার শরণাপন্ন হলো।

কিছু একটা কর পাশা। ফারুক তো মেয়েটির সর্বনাশ করছে।

সামিয়া গামাল এবং ফারুকের বন্ধুত্ব এবং প্রেম আমাকে বিশেষ চিন্তিত করেছিল।

কারণ তাতে আমার বহু কাজে অসুবিধে হচ্ছিল। যদি ফারুক এক রাত নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে কাটাতেন তাহলে আমি ওর কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধে এবং গোপন তথ্য বের করতে পারতুম। কিন্তু সামিয়া গামালের সঙ্গে উনি যদি রাত কাটান তাহলে আমার কাজ এগোবে না। আমি ফরীদ আল আতরাশকে আশ্বাস দিলুম যে আমি একটা বিহিত করবো।

তারপর থেকে আমি প্রতিদিনই ফারুকের কাছে সামিয়া গামালের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলতুম। একদিন সাপ্তাহিক আল মুসাওয়ার পত্রিকায় ফারুকের প্রেমের জীবনের একটি রসালো কাহিনী প্রকাশিত হলো।

আল মুসাওয়ারের এই কাহিনী পড়ে ফারুক রেগে আগুন। কে লিখেছে এই প্রবন্ধ? ফারুক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

মালেক, এই প্রবন্ধ কে লিখেছে বলতে পারবো না, কিন্তু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লেখক কোথা থেকে পেয়েছেন সেই খবর আমি জানি।

ফারুক আমার জবাব শুনে বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কে এই খবর দিয়েছে? ফারুকের কণ্ঠস্বর দৃঢ় হলো।

সামিয়া গামাল। আমার কথা শুনে ফারুক চুপ করে গেলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

আসলে আল মুসাওয়ারের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আমিই সাংবাদিককে দিয়েছিলুম। এই ঘটনার পর থেকে ফারুক সামিয়া গামালকে এড়িয়ে চলতেন।

আজ সামিয়া গামালকে দেখে আমার এইসব কথাগুলো মনে পড়লো। আমিই ফারুককে বুঝিয়েছিলুম যে, সামিয়া গামালকে ত্যাগ করুন, নইলে দেশের লোক গালমন্দ দেবে আপনাকে।

ফারুক অবশ্য দেশের এবং দশের কথায় কান দিতেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে ফারুকের জীবনে আর কয়েকটি মেয়ে এল। তাই ফারুক সামিয়া গামালকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

তারপর একদিন আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ শুরু হলো।

দিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। ফারুক আবেদীন প্যালেসে উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করছিলেন। প্রথমে তাঁর মনে কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা সংশয় ছিল: 'যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত কিনা' এই কথা এই কথা ভেবে। কিন্তু আনতানিও পুলি এবং আরো কয়েকজন ফারুককে বোঝালো যে ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে বীরের এবং বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু আমি জানতুম যে, ফারুকের এবং আরবদের এই যুদ্ধে পরাজয় হবে।

প্রথমত ওদের কাছে লড়াই করবার মতো উপযুক্ত হাতিয়ার নেই। দ্বিতীয়তঃ আরবদের মধ্যে একতা ছিল না। সবাই নিজের মতানুযায়ী চলতেন। বিভিন্ন আরব দেশগুলোর বদ্ধ ধারণা ছিল যে, দু' দিনের মধ্যে এই লড়াই শেষ হয়ে যাবে। কারণ ইস্রাইলীদের লড়াই করবার মতো ক্ষমতা কিংবা উপযুক্ত হাতিয়ার অথবা সৈন্ত ছিল না। এছাড়া প্যালেস্টাইনের গেরিলারা আরব দেশের সম্রাট এবং আমীরদের সম্বন্ধে খুব নীচু ধারণা পোষণ করিত।

আমি ইসার হেরেলকে জানিয়েছিলুম যে, এই যুদ্ধে আরবদের পরাজয় সুনিশ্চিত। ইসার হেরেল আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন ফ্রন্ট লাইনের খবরাখবর নিয়মিত ওঁদের কাছে পাঠাই।

আমি ফ্রন্ট লাইনের খবরাখবর সংগ্রহ করবার জন্তে ফারুককে গিয়ে বললুম: যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহ করবার জন্তে ফ্রন্ট লাইনে যাবো।

চমৎকার আইডিয়া: শোনো পাশা, এই যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। তুমি প্রতিদিন আমাকে ফ্রন্ট লাইন থেকে খবরাখবর পাঠাবে।

আমি সাংবাদিকদের ব্যাজ পরে ফ্রন্ট লাইনে গেলুম এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শেন বেতের কর্তা ইসার হেরলকে যুদ্ধের খবরাখবর রেডিও মারফৎ পাঠাতুম। যুদ্ধের আসল খবর ইস্রাইলীদের কাছে পাঠাতুম, কিন্তু ফারুকের কাছে মনগড়া গল্প লিখে পাঠাতুম।

একদিন ফারুকের কাছে খবর পাঠালুম যে, যুদ্ধে ইস্রাইলীদের পরাজয় হচ্ছে। কিন্তু লড়াইর ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করবার সময় ইহুদীরা গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করছে। আমার প্রেরিত এই খবর কায়রো শহরে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করলো। যুদ্ধে জয়ের খবর শুনে ফারুক আনন্দিত হলেন। কায়রো শহরে যুদ্ধ জয়ের উৎসব শুরু হলো। রাস্তায় জয়ের তোরণ বসানো হলো। নাইট ক্লাবে শ্যাম্পানের বোতল খোলা হলো। সবাই ফারুকের প্রশংসা করতে লাগলো।

কিন্তু দু'একদিনের মধ্যে কায়রোর বাসিন্দারা জানতে পারলেন যে, আনোয়ার পাশা যুদ্ধের মিথ্যে খবর পাঠিয়েছে। এই যুদ্ধে আরবদের জয় লাভ তো দূরের কথা বরং কয়েকদিনের মধ্যে সুস্পষ্ট হলো যে আরব সৈন্তবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হচ্ছে।

একদিন একটি ইস্রাইলী প্লেন কায়রো শহর আক্রমণ করলো। আবেদীন প্যালেসে বোমা ফেলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পাইলটের নিশানা ব্যর্থ হলো। ফারুক এবার ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্সকে হুকুম দিলেন যে, তেল আভিভ আক্রমণ করতে হবে। আর এই আক্রমণ শুধু ব্যর্থ নয়, কয়েকদিনের মধ্যে ফারুকের বিমানবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

একদিন লড়াই ক্ষেত্রে আমার এক জেনারেলের সঙ্গে আলাপ হলো। আমি ভদ্রলোকের নাম শুনেছিলাম কিন্তু কখনও তাঁকে চোখে দেখিনি।

আমাদের সৈন্যবাহিনী কারডোরেম শহর আক্রমণ করলো। আর সেই আক্রমণ তীব্রও হলো। আমি ইজিপশিয়ান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এই আক্রমণের ফলাফল দেখতে গেলুম।

আমার আগমনে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আলোড়ন শুরু হলো। জেনারেলরা আপত্তি করলেন। বললেন: সাংবাদিকদের ফ্রন্ট লাইনে যেতে দেয়া বিবেচকের কাজ হবে না। বিশেষ করে পাশাকে।

ওদের বক্তব্য ছিল, পাশা ইজ এ স্পাই। শুধু তাই নয়, পাশা এবং ফারুক চক্রান্ত করে কতকগুলো পুরানো অকেজো প্লেন কিনেছে। আর শুধু প্লেন নয়, যেসব আর্মস-অ্যামুনিশেন আর্মির কাছে সাপ্লাই করা হয়েছে, তা দিয়ে লড়াই করা সম্ভব নয়। শুধু কী তাই? আমি বেইরুট থেকে আর্মির জন্যে যেসব ইউনিফর্ম সাপ্লাই করেছিলুম, সেগুলো কেউ ব্যবহার করতে পারলো না। ব্যবহার করবে কি? গায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সব ইউনিফর্মের সেলাই খুলে গেল।

একদিন সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডিং জেনারেল আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি সোজাসুজি আমাকে বললেন: পাশা, তোমাকে কায়রো শহরে ফিরে যেতে হবে।

কেন? আমি বিস্ময় প্রকাশ করলুম। আমাকে লড়াই'র রিপোর্ট করবার জন্যে ফারুক ফ্রণ্টে পাঠিয়েছেন।

জেনারেল আমার কথা শুনে চীৎকার করে উঠলেন। বললেন: জাহান্নামে যাক তোমার ফারুক। তোমার মতো মোসাহেব এবং চাটুকারের দলই আজ আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমাদের এই লড়াইতে পরাজয়ের প্রধান কারণ হলে তুমি। তুমি বাস্টার্ড, আনতানিও পুলি আর হিজ ম্যাজেষ্টি কিং ফারুক।

এই কথা বলে জেনারেল উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন। আমি বুঝতে পারলুম ব্যাপারটি বেশ গুরুতর হয়েছে। হয়তো আমাকে স্পাই-র অভিযোগে এক্ষুণি গুলী করে হত্যা করা হবে।

কিন্তু সে-যাত্রায় আমাকে গুলী করা হলো না। আমাকে জেনারেল রেহাই দিলেন। শুধু বললেন: আমি যেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফ্রন্ট লাইন ত্যাগ করে কায়রো শহরে ফিরে যাই। আমি যদি এই হুকুম অমান্য করি, তাহলে আমাকে কোর্ট মার্শাল করা হবে।

আমি বুঝতে পারলুম যে, জেনারেলের হুকুম অমান্য করলে আমার জীবন বিপন্ন

হবে। অতএব আমি কায়রো শহরে ফিরে এলুম। আসবার সময় জীপের ড্রাইভারকে জেনারেলের নাম জিজ্ঞেস করলুম।

জীপের ড্রাইভার বেশ কিছুক্ষণ বিস্ময়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য, আমি সাংবাদিক অথচ আজ পর্যন্ত কম্যাণ্ডিং অফিসারের নাম শুনিনি!

তারপর মৃদুস্বরে জীপের ড্রাইভার আমাকে বলল: পাশা, জীবনে এরকম মারাত্মক ভুল করবেন না। আপনি ফ্রন্ট লাইনে এসেছেন অথচ জেনারেলের নাম জানেন না, একথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। জেনারেলের নাম হলো—

নামটি বলবার আগে জীপের ড্রাইভার আবার আমার মুখের পানে তাকালো। হয়তো আমার মুখের প্রতিক্রিয়া দেখতে লাগলো। তারপর মৃদুস্বরে বলল, জেনারেলের নাম হলো মুহম্মদ নেগুইব।

নামটি শুনে আমি চমকে উঠলুম।

মুহম্মদ নেগুইবের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। কিন্তু যুদ্ধের পরে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

কায়রোতে ফিরে এসে আমি ফারুককে বললুম যে, এই যুদ্ধের পরাজয়ের প্রধান কারণ হলো, আরব নেতা এবং সম্রাটদের অসহযোগিতা। তারা এই লড়াইতে মোটেই মদত দেয়নি। জর্ডনের সম্রাট আবদুল্লা বরং ইস্রাইলীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

ফারুক আমার কাজকর্মে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং আবেদীন প্যালেসে আমাকে সরকারী একটি চাকুরী দিলেন। আমি হলুম ফারুকের প্রেস এডভাইসার।

আমাদের এই যুদ্ধে পরাজয় দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করলো। ছাত্ররা প্রতিদিন আবেদীন প্যালেসের সামনে মিছিল করতে লাগলো। ওদের একমাত্র দাবী হলো: পুলি এবং পাশার পদত্যাগ চাই।

আমি বিপদের আশঙ্কা করলুম এবং আমার মনের আশঙ্কার কথা ইসার হেরেলকে জানালুম। ইসার হেরেল আমাকে খবর দিলেন যে, মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা হুসেন বান্না এই মিছিল বার করছেন। যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন ততদিন আনোয়ার পাশা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারবেন না।

তাহলে উপায় কী? পথের কাঁটা তো দূর করতে হবে।

আমি ফারুককে গিয়ে বললুম: বান্না আপনাকে সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করতে দেবে না। প্রতিদিন শহরে মিছিল বের করবে।

সেই মিছিল ফারুকের মনে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ে

তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। এতবড় আরব সৈন্যবাহিনী ক্ষুদ্র ইস্রাইলের কাছে পরাজিত হবে ফারুক একথা কখনও কল্পনা করেননি।

ইতিমধ্যে বাজারে আর একটি গুজব রটলো। সবাই বলতে লাগলো যে, এই যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ কী? সৈন্যবাহিনীর কর্তারা বলতে শুরু করলেন যে, তারা লড়াই করবার জন্যে উপযুক্ত হাতিয়ার পাননি। এয়ার ফোর্সের কর্তারা গুরুতর অভিযোগ করলেন যে, বোম্বারের নাম করে ফারুক অতি সাধারণ প্লেন এয়ার ফোর্সের জন্যে কিনেছিলেন। এইসব প্লেন দিয়ে লড়াই করা যায় না। সবার মন্তব্য হলো এই হাতিয়ার বেচাকেনার ব্যবসায়ে ফারুক প্রচুর অর্থ রোজগার করেছেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার নামও জড়ানো হলো।

আমি জানতুম মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা হুসেন বান্না আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তবে বক্তব্য, পাশা হলো। ইস্রাইলী স্পাই আমাকে শুধুমাত্র স্পাই বলা হোল না, আমার বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ করা হলো যে, আমি মের্সাই এবং আরো কয়েকটি অঞ্চল থেকে হাসিস স্মাগল করে কায়রো শহরে বিক্রি করছি। আর আমার কাছ থেকে আর্মির বড় বড় জেনারেলরা হাসিস কিনছেন। আর এই হাসিস খাবার দরুন আর্মি জেনারেলরা এবং সৈন্যবাহিনী ইস্রাইলীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেননি।

বাজারের এইসব গুজব শুনে ফারুক যেমন উদ্বিগ্ন হলেন আমিও তেমনি চিন্তিত হলুম। তাই মনে মনে ঠিক করলুম যে, হুসেন বান্নাকে এই সংসার থেকে দূর করতে হবে। কারণ, আমি এবং ফারুক বুঝতে পেরেছিলুম যতদিন বান্না জীবিত থাকবেন ততদিন আমরা কোনো শান্তি পাবো না। হুসেন বান্নাকে খুন করবার জন্যে মুস্তাফা কামাল সির্দাকে বলে একজন লেফটেন্যান্টকে নিয়োগ করলুম।

হুসেন বান্নাকে খুন করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হলো না। কিন্তু খুনের পর কায়রো শহরে তুমুল আলোড়ন সুরু হলো। আবার বাজারে গুজব রটলো যে হুসেন বান্নাকে আনোয়ার পাশা খুন করেছে।

আর একটি ঘটনায় আমি বিশেষ চিন্তিত হলুম।

আমরা একদিন কানাঘুষায় শুনতে পেলুম যে আর্মির ভেতর অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। বিদ্রোহ আসন্ন। মিশরের জনতা সৈন্য বাহিনীকে সমর্থন করছে।

জনতা এবং সৈন্য বাহিনীর অসন্তোষের বিভিন্ন কারণ ছিল।

প্রথম কারণ প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়। পরাজিত ইজিপশিয়ান সৈন্য-বাহিনী যখন দেশে ফিরে এল তখন দেশের জনতা তাদের গালমন্দ দিতে সুরু করলো।

ফারুকের প্রতি জনতা কিংবা সৈন্য বাহিনীর কোনো শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল না।

তাদের এই ঘৃণার প্রধান কারণ হলো ফারুকের ব্যক্তিগত জীবন। যুদ্ধে পরাজিত হবার পর ফারুকের মেয়ে মানুষের আসক্তি যেন প্রবল হলো। প্রতিরাত্রে তিনি একটি নতুন বান্ধবী যোগাড় করতেন। আর এই বান্ধবী যোগাড় করতুম আমি এবং আনতানিও পুলি। প্রতিদিন নতুন সুন্দরী মেয়ে সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম।

তারপর একদিন একটি দুঃসংবাদ পেলুম। ফারুকের বান্ধবী এবং আমার পরামর্শ-দাতা নাদিয়া সুলতান মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ প্লেন এ্যাকসিডেন্ট।

নাদিয়া সুলতান প্লেনে করে আঙ্কারা যাচ্ছিলেন। প্লেনের ইঞ্জিন মাঝপথে বিগড়ে যায় ফলে প্লেনের যাত্রীরা মারা যান। ফারুক হুকুম দিলেন যে নাদিয়া সুলতানের মৃতদেহ কায়রোতে নিয়ে আসা হোক।

কিন্তু নাদিয়া সুলতানের মৃতদেহ নিয়ে কায়রো শহরে আবার হৈ-হল্লা-হাঙ্গামা এবং অসন্তোষ শুরু হলো। মিছিল বেরুলো। সবাই নাদিয়া সুলতানকে গালমন্দ দিতে শুরু করলো। এমনকি কবর দেবার সময় জনতা এসে কফিনের উপর ঢিল-পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো।

ফারুক বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। তাই তিনি কবর দেবার সময় গোরস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। রাত্রিবেলায় আমাকে ডেকে বললেন: পাশা, আমার মনে হয়, এই শহরে শিগগিরই কিছু একটা ঘটবে।

আমি কোনো জবাব দিলুম না। চুপ করে রইলুম। আমিও মনে মনে বিপদের আশঙ্কা করছিলুম।

কায়রো শহরে নেগুইব পাশার যথেষ্ট বদনাম ছিল। তিনি বেশ মোটা মুনাফায় গহনাপত্র বিক্রি করতেন। ফারুক তাঁর বান্ধবীদের গহনাপত্র নেগুইব পাশার দোকান থেকে কিনতেন। ফারুককে খুশি করবার জন্যে কায়রোর পাশা এবং বে-পরিবারের মেয়েরা নেগুইব পাশার দোকান থেকে গহনা কিনতেন।

নেগুইব পাশার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবার আর একটি কারণ ছিল। নেগুইব পাশার দোকানে শহরের সেরা সুন্দরীরা গহনা কিনতে আসতেন। আর নেগুইব পাশা এইসব মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতেন।

একদিন রাত প্রায় বারোটার সময় গোপনে নেগুইব পাশা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন: তোমার সঙ্গে একটি খুবই গোপনীয় কথা আছে পাশা।

আমি নেগুইব পাশার কথা শুনে হাসলুম। সবাই পাশার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চায়। আর সেই গোপন কথা কি তাও আমি জানতুম। সবাই পাশার কাছে বিভিন্ন ধরণের মেয়েরা খবর এনে দেয়। আজও নেগুইব পাশা আমাকে

বললেন : পাশা আমি একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ের খবর পেয়েছি। মেয়েটির দিকে একবার তাকালে তুমি আর চোখ ফেরাতে পারবে না। আর বয়সও বেশী নয় মাত্র ষোল বছর।

ষোল বছর? আমি বয়সের কথা শুনে চমকে উঠলুম। নেগুইব পাশা বলছেন কি? উনি কি পাগল হলেন নাকি? এত অল্পবয়স্কা মেয়ে দিয়ে কি হবে? আমার মুখের ভাব দেখে নেগুইব পাশা বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রস্তাবে আমি একটুও খুশি হইনি।

আমার খুশি না হবার অনেক কারণও ছিল। প্রথমত আমি ফারুকের জন্যে আরো কয়েকটি সুন্দরী মেয়ের নাম ঠিকানা এবং ফটো সংগ্রহ করে রেখেছিলুম। যাই হোক, আমি ফারুকের কাছে গেলুম। আমার মুখের ভাব দেখে ফারুক বুঝতে পারলেন যে আমি তাঁর জন্যে নিশ্চয় কোনো নতুন খবর এনেছি কিংবা আকর্ষণীয় কোনো প্রস্তাব করবো।

কি ব্যাপার পাশা? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে কিছু বলবে? ফারুক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, একটি নতুন মেয়ের খবর পেয়েছি। আজ বিকেল তিনটের সময় মেয়েটিকে দেখতে হবে।

সেদিন কোনো নতুন মেয়ে দেখবার ইচ্ছে ফারুকের ছিল না। তাই তিনি আমার প্রস্তাবকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, না পাশা, আমার হাতে সময় নেই। আমাকে আর্মি ক্লাবের জেনারেল মিটিং নিয়ে জেনারেল হুসেন সিসির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে। না, আজ বিকেলবেলা আমি কোনো মেয়ে দেখতে যাবো না। রাত্রে যদি দেখা সম্ভব হয়—

আমি ফারুকের কথায় বাধা দিলুম। বললুম, রাত্রে হলে অনেক দেরী হয়ে যাবে। কারণ আজ বিকেল তিনটের সময় মেয়েটি নেগুইব পাশার দোকান থেকে তার বিয়ের আংটি কিনতে আসবে। বিকেল ছ'টার সময় পাত্রপক্ষ মেয়েটিকে দেখতে আসবে।

আমার কথা শুনে ফারুক বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, পাশা, সত্যি তুমি শয়তান। ভেবেছিলুম আজ আর্মি অফিসারস ক্লাবের ইলেকশনের রাজনীতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবো। কিন্তু তোমার প্রস্তাব এত আকর্ষণীয় যে চট করে উপেক্ষা করতে পারছিনে।

ফারুক মেয়েটিকে নেগুইব পাশার দোকানে দেখতে রাজী হলেন। ঠিক হলো তিনি দোকানের পেছনের একটি ঘরে লুকিয়ে থাকবেন। তারপর মেয়েটি দোকানের ভেতরে ঢুকলে ফারুক কাউন্টারের সামনে এসে উপস্থিত হবেন।

ঠিক তিনটের সময় একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে নেইগুব পাশার দোকানে এসে উপস্থিত হলো। আমি আর ফারুক পেছনের ঘর থেকে উকি মেরে মেয়েটিকে দেখে ফারুক উত্তেজিত হলেন। তাঁর যেন আর দেরী সইছিল না। সোজাসুজি মেয়েটির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ফারুকের আগমনে দোকানের ভেতর চাঞ্চল্য শুরু হলো।

নেগুইব পাশা মাথা নীচু করে বললেন, ইয়ে লালেক, মৌলনা…অহলা ওয়াসলান …স্বাগতম। তারপর মেয়েটির দিকে চোখ দিয়ে ইসারা করে বললেন: মাথা নীচু করো। ইজিপ্টের সম্রাট তোমাকে দেখতে এসেছেন।

মেয়েটি মাথা নীচু করলো।

ফারুক আবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকালেন। সত্যিই মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর মনের দ্বিধা সংকোচ ভেঙে গেল।

তোমার নাম কি? ফারুক জিজ্ঞেস করলেন।

প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মেয়েটি যেন হকচকিয়ে গেল। ইজিপ্টের সম্রাটের সঙ্গে কোনোদিন আলাপ করতে পারবে এ কথা সে কল্পনাও করেনি। সামান্য ঘরের মেয়ে। সম্রাটের সঙ্গে কথা বলবার লোভ সে সামলাতে পারল না।

নরীমান সাদেক। মিষ্টি গলায় মেয়েটি জবাব দিল।

তোমার ক'টি ভাইবোন আছে? ফারুক আবার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমার কোনো ভাইবোন নেই। আমি আমার বাবা-মার একমাত্র সন্তান।

বেশ, তুমি কোন স্কুলে পড়াশুনা করেছ?

প্রিন্সেস করিয়াল স্কুলে।

তুমি ইংরেজী বলতে পারো?

ইংরেজী, ফরাসী—দু'চারটে কথা বলবার পর নরীমানের মনের জড়তা কেটে গিয়েছিল।

আচ্ছা, দেয়ালে ঐ ছবিটি দেখছো?

ফারুক তাঁর একটি ছবি দেখিয়ে নরীমানকে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, ও ছবি হলো মালেক ফারুকের।

হ্যাঁ, আর আমি হলুম মালেক ফারুক। না না, মালেক নয়, সামান্য ফারুক! বেশ, তুমি দেয়ালের ছবিটি আমার কাছে নিয়ে এসো।

নেগুইব পাশা তাড়াতাড়ি দেয়ালের ছবিটি খুলে দিলেন। নরীমান সাদেক ফারুকের ছবিটি এনে তার হাতে দিলেন।

তোমার হাতে ওটা কি? ফারুক এবার নরীমানের হাতের আংটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমার বিয়ের আংটি। আমার ভবিষ্যৎ স্বামী জ্যাকী হাসিম এই আংটিটি আমাকে দিয়েছেন।

জ্যাকী হাসিম কি কাজ করেন? আবার ফারুক তার মনের কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে কাজ করেন।

সম্রাট ফারুক জীবিত থাকতে তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারো না। আর ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের কাউকে বিয়ে করা একেবারে অসম্ভব। আজ থেকে তুমি হলে আমার বাগদত্তা স্ত্রী। এই বলে ফারুক নরীমানের হাত থেকে জ্যাকী হাসিমের দেয়া আংটি খুলে ফেললেন। তারপর আর একটি ডায়মণ্ডের আংটি নরীমানের হাতে পরিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদের এনগেজমেন্ট পাকা হয়ে রইল।

নরীমান স্তম্ভিত হলো। সম্রাট ফারুকের স্ত্রী হবার কল্পনা সে কোনোদিনও করেনি। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। নরীমানের বাবা-মা তাদের মেয়ের সঙ্গে দোকানে ছিলেন। ফারুকের প্রস্তাবে তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। সত্যিই কি ইজিপ্টের মালেক তাঁদের মেয়ে নরীমানকে বিয়ে করবে? প্রস্তাবটি শুধু অবিশ্বাস্য নয় কল্পনারও অতীত। নরীমানের বাবা ছিলেন গভর্নমেন্টের সামান্য কর্মচারী। কিন্তু নরীমানের মা ফারুকের প্রস্তাবের ভেতর তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন।

নেগুইব পাশার দোকান থেকে আমরা সবাই ফিরে এলুম। আবেদীন প্যালেসে ফিরে এসে আমরা নরীমানের প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বললুম না। আমি আর পুলি জানতুম যে ফারুকের নরীমানকে বিয়ে করবার কোনো ইচ্ছে নেই। হয়তো দিন দশেক বাদে তিনি নরীমানের কথা ভুলে যাবেন আর তার এনগেজমেন্ট রিং ফেরৎ দেবেন।

কিন্তু সেদিন আমরা ফারুককে ভুল বুঝেছিলাম। ফারুক নরীমানের রূপ সৌন্দর্যে শুধুমাত্র যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর জীবনটাই যেন জ্বলে উঠেছিল। এই ঘটনার পর কয়েকটা দিন ফারুক আর তাঁর কোনো বান্ধবীর কাছে গিয়ে রাত কাটাননি।

দিন পাঁচেক বাদে প্রায় রাত বারোটার সময় ফারুক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। এত রাত্রে অসময়ে আমার বাড়িতে মিশরের রাজাকে দেখে আমি শুধুমাত্র বিস্মিত নয় বেশ হকচকিয়েও গেলুম।

কি ব্যাপার? ফারুক কি চান?

ফারুক নরীমানের কথা তুললেন। বললেন, নরীমানের বাড়িটা কোথায় জানো পাশা? সেদিন হৈ-হল্লা উত্তেজনার মধ্যে আমি নরীমানের বাড়ির ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

আমাকে নেগুইব পাশা নরীমানের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল। নরীমানের বাবা গিজাতে নীল নদের পাশের একটি বাড়িতে থাকতেন।

রাত প্রায় একটার সময় আমরা সদলবলে গিয়ে নরীমানের বাড়িতে হাজির হলুম।

নরীমানের বাবা এত রাত্রে আমাদের ওর বাড়িতে দেখতে পাবেন কল্পনা করেননি। তিনি বেশ একটু ব্যস্ত হলেন। মালেক—নরীমানের বাবা করিম সাদেক বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

নরীমান কোথায়? ফারুক বাজে কথা বলে বৃথা সময় নষ্ট করতে চান না।

: ঘুমোচ্ছে। নরীমানের মা জবাব দিলেন। আমি ওকে এক্ষুনি ডেকে আনছি মালেক।

নরীমানকে ঘুম থেকে তোলা হলো।

ফারুক এবার নরীমানকে বাতির নীচে দাঁড়াতে বললেন।

না বাতির আলো উজ্জ্বল নয়। সেই মৃদু আলোয় যেন নরীমানের রূপের জৌলুষ খুলছে না।

পাশা! ফারুক চিৎকার করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি ফারুকের কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালুম। কি চান ফারুক?

: পাশা, কাল শহর থেকে আরো একটা বড় বাতি কিনে আনবে। এমন বাতি কিনবে যার উজ্জ্বল আলো নরীমানের সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হবে। চলো এবার তোমার শোবার ঘর দেখে আসি। শেষের কথাগুলো ফারুক নরীমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

আমরা সবাই ফারুকের কথা শুনে হকচকিয়ে গেলুম। মালেক ফারুক বলছেন কি? একটি মেয়ের শোবার ঘর দেখা শালীনতার পরিচয় কিংবা রুচির নিদর্শন নয়। কিন্তু ফারুক নাছোড়বান্দা। তিনি নরীমানের শোবার ঘর দেখবেনই।

নরীমানের শোবার ঘরে গিয়ে ফারুক দেখলেন যে ঘরের চারদিকে হলিউডের বিভিন্ন ফিল্মস্টারের ছবি টাঙানো আছে। আবার ফারুক আমাকে ডেকে বললেন: পাশা, কাল সকালে তুমি ঘরের ফটোগুলো সরিয়ে ফেলবে। আর নতুন খাট দরজা এবং জানালার জন্যে নতুন দামী পর্দা কিনে আনবে। পয়সার জন্যে চিন্তা করবে না।

ফারুক এবার থেকে নরীমানকে তার ডাক নাম 'নোরা' বলে ডাকতে শুরু করলেন। কিছুদিন পরে করিম সাদেক মারা গেলেন। ফারুক আবেদীন প্যালেসের সবাইকে ঢালাও হুকুম দিলেন যে করিম সাদেককে কবর দেবার সময় মন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের উপস্থিত থাকতে হবে।

তারপর ফারুক নরামানকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্যে মাস্টার নিযুক্ত কনলেন। লণ্ডন পারী থেকে তার জন্যে নতুন পোশাক কেনা হলো।

সমস্ত কায়রো শহরে গুজব রটে গেল যে নরীমান সাদেক ইজিপ্টের সম্রাট ফারুকের নতুন বান্ধবী হয়েছেন। তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক মুখরোচক রসালো কাহিনী বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। আমি গিয়ে ফারুককে বললুম, মালেক, ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে। লড়াইর পর শহরের জনতা বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আমার মনে হয় প্রকাশ্যে আর কিছু করা ঠিক হবে না।

আমার কথা শুনে ফারুক খুব জোরে হেসে উঠলেন। সেদিন তাঁর মনটা প্রসন্ন ছিল। বললেন: পাশা, তুমি বাজারে ঘোষণা করে দাও যে আমি আগামী মে মাসে নরীমান সাদেককে বিয়ে করবো।

বিয়ে! আমি যেন ফারুকের কথাগুলো না বুঝবার ভান করি।

: হ্যাঁ।

কিছুদিন আগে ফারুক তার প্রথম স্ত্রী ফরিদাকে তালাক দিয়েছিলেন। আর এই তালাকের ব্যাপার নিয়ে শহরের বিভিন্ন মহলে অনেক বিশ্রী মন্তব্য হয়েছিল। জনতা ফরিদাকে ভালোবাসতো। তাই নরীমান সাদেকের সঙ্গে ফারুকের বিয়ে নিয়ে শহরে যে আর একটা আলোড়ন হবে তা আমি জানতুম।

তবু সেদিন আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

বিয়ের তারিখ ঠিক হলো ৬ই মে, ১৯৫১।

আবেদীন প্যালেসে বিয়ে উপলক্ষে এক বিরাট রিসেপশন হলো।

ফারুকের বিয়ের উৎসবে যোগ দেবার জন্যে শহরের বিভিন্ন নাইট ক্লাবের মেয়েরা এসেছিল। বলা বাহুল্য উৎসবের রাত্রে ফারুক তাঁর নতুন স্ত্রী নরীমানের সঙ্গে কাটাননি। অবারজ দ্য পিরামিড নাইট ক্লাবে একটি নতুন ফরাসী মেয়ে কাজ করতো। মেয়েটির নাম ছিল সিমন দ্য লামার। উৎসবের রাত্রিতে ফারুক সিমন দ্য লামারের সঙ্গে আবেদিন প্যালসের আর একটি ঘরে রাত কাটিয়ে ছিলেন।

নরীম্যানের সঙ্গে ফারুকের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে শহরে বেশ আলোড়ন শুরু হলো। আমারা বেশ কিছুদিন এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। লক্ষ্য করিনি কিংবা উপলব্ধি করিনি যে, মিশরের রাজনৈতিক আকাশে ততক্ষণে একটি ঝড়ের মেঘ দানা

বেঁধেছে। আমরা সেই ঝড়ের প্রথম আভাস পেলুম আর্মি অফিসারস ক্লাবের বাৎসরিক নির্বাচনের সময়।

'রোজ এল ইউসুফ' হলো কায়রো শহরের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক। হাজার হাজার লোক এই জনপ্রিয় কাগজ পড়ে। একদিন এই কাগজে একটি বড় প্রবন্ধ বেরুলো, 'আর্মস স্ক্যানডাল ইন প্যালেস্টিনিয়ান ওয়ার'।

এতদিন বাজারে যে মুখরোচক কাহিনী নিয়ে সবাই কল্পনা-জল্পনা করছিল, এবার সেই কাহিনী ছাপার অক্ষরে বেরুলো। এই কাহিনীতে বলা হলো যে, প্যালেস্টিনিয়ান যুদ্ধে ইজিপ্টের পরাজয়ের প্রধান কারণ হলো যে, বাজে অকেজো আর্মস দিয়ে যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে লড়াই করতে পাঠানো হয়েছিল। ফারুকের কাছে এই আর্মস বেচাকেনার ব্যবসা থেকে ফারুক প্রচুর লাভ করেছেন। আর তার সব টাকা ফারুক সুইস ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্টে জমা রেখেছেন।

রোজ এল ইউসুফের আর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে জিজ্ঞেস করা হলো: আনোয়ার পাশা কে? তিনি কী য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এইসব সস্তা বাজে মাল সৈন্যবাহিনীর জন্যে কিনেছিলেন?

রোজ এল ইউসুফের এই প্রবন্ধে আমি চিন্তিত হলুম। কিন্তু ফারুক এই প্রবন্ধ পড়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। তাঁর মন ছিল অন্যদিকে। তিনি বিভিন্ন মহল থেকে খবর পেয়েছিলেন যে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এবার আর্মি অফিসারস ক্লাবের কমিটি সদস্য নির্বাচনে সৈন্যবাহিনী সম্রাটের নীতির বিরোধিতা করবে।

আমি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ইসার হেরেলের কাছে খবর পাঠালুম। কায়রো শহরের বহু মহলে আমাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সবার মনে একটি দৃঢ় সন্দেহ হয়েছে: আনোয়ার পাশা হলেন ইস্রাইলী স্পাই। কিন্তু এই খবর পাঠাবার কয়েকঘণ্টা পরে আমি ইসার হেরেলের কাছ থেকে জবাব পেলুম: চিন্তা কোরো না। আমাদের এক বন্ধু শিগগিরই তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তোমার কাজকর্মের নির্দেশ উনিই তোমাকে দেবেন। বর্তমানে তোমার কায়রো শহরে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ইসার হেরেলের নতুন বন্ধুর নাম ছিল কেরমিট রুজভেল্ট। বাজারে ওর ডাকনাম 'কিম'। কিম রুজভেল্ট ছিলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলীজেন্স এজেন্সীর মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান কর্তা।

লড়াইতে পরাজিত হবার পর আর্মি অফিসারসরা ঠিক করলেন যে, দেশের শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন আনবার জন্যে ফারুকের নীতির বিরোধিতা করা একান্ত প্রয়োজন আছে। আর্মি অফিসাররা অধিকাংশই ছিলেন তরুণ। তাঁরা সিনিয়র অফিসারদের কাজকর্মের কঠোর মন্তব্য করতে শুরু করলেন। তরুণ আর্মি অফিসাররা বলতে শুরু করলেন, যতোদিন বুড়ো জেনারেল এবং অফিসারসরা আর্মির পরিচালনায় থাকবেন, ততদিন ইজিপশিয়ান আর্মি কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।

একদিন ফারুক আমাকে ডেকে বললেন যে, তিনি এইসব নতুন আর্মি অফিসার-দের উপর কড়া নজর রাখতে চান।

আমি এঁদের কাজকর্মের গতিবিধির খবরাখবর জানবার জন্যে গোয়েন্দা নিযুক্ত করলুম।

আবার আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হলো : আনোয়ার পাশা সম্রাটের স্পাই।

আমার নিযুক্ত স্পাই এসে একদিন খবর দিল যে, আর্মির ভেতর জটলা হচ্ছে যে, আর্মি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কমিটি নির্বাচনে ফারুকের প্রার্থীর বিরোধিতা করে তারা তাদের মনোনীত প্রার্থী দাঁড় করাবেন।

এই প্রার্থীর নাম হলো মুহম্মদ নেগুইব। আমি নেগুইবের নাম শুনে চমকে উঠলুম। নামটি আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। প্যালেস্টিনিয়ান যুদ্ধের সময় নেগুইবের সঙ্গে আমার অল্প-বিস্তর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি যে, নেগুইব ফারুকের নীতির বিরোধিতা করবে।

আমি তক্ষুনি ফারুককে গিয়ে বললুম : মৌলানা (অনেক সময় আমরা ফারুককে মৌলানা বলে ডাকতুম। মৌলানার অর্থ হলো : মাস্টার—প্রভু,) আর্মির কয়েকজন লোক আপনার বিরোধিতা করছে। ওরা তরুণ আর্মি অফিসারসদের নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে। এই তরুণ দলের নেতা হলেন মুহম্মদ নেগুইব।

আমার মুখে মুহম্মদ নেগুইবের নাম শুনে ফারুক উত্তেজিত হলেন। তাঁর উত্তেজিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। বাজারের সবাই জানতো যে, মুহম্মদ নেগুইব হলেন সৈন্যবাহিনীর জনপ্রিয় নেতা। সেই জনপ্রিয় নেতা ঘোষণা করলেন যে, তিনি আর্মি অফিসারস ক্লাবের সভাপতি পদের প্রার্থী হবেন। নেগুইবের ঘোষণার কথা শুনে আমরা বিচলিত হলুম। পুলি আমাকে ডেকে বলল, পাশা ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হচ্ছে। ফারুক ঠিক করেছেন এই পদের জন্যে তিনি জেনারেল সিরি আমেরকে মনোনীত করবেন। আমি জানি যে, মৌলানার অনুগত জেনারেলরা সিরি আমেরকে ভোট দেবেন, কিন্তু বাজারে গুজব যে, তরুণ সৈন্যবাহিনী নেগুইবকে আর্মি অফিসারস

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করতে চায়। আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপার নিয়ে শিগগিরই ঝগড়া শুরু হবে।

ইলেকসনের দিন আমি জামাল আর্মি অফিসারস ক্লাবের বারে বসেছিলুম। আমি দেখতে পেলুম, সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। তাদের এই চাহনি ছিল সন্দেহজনক। আমি জানতুম, ওদের চোখের ভাষার অর্থ কী। সবাই জানতে চায় ফারুকের মোসাহেব, তাঁবেদার আনোয়ার পাশা আর্মি অফিসারস ক্লাবের বারে বসে আছে কেন ?

মিটিং শুরু হলো। আর্মি অফিসারসরা বললেন যে, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হবার দাবী হুসেন সিরি আমের করতে পারেন না। কারণ, তিনি আর্মি কোরের লোক নন।

নেগুইবের সঙ্গে ক্লাবের প্রেসিডেন্টশিপ পদের জন্যে আরো কয়েকজন প্রার্থী ছিল। কিন্তু সবাইকে হারিয়ে নেগুইব হলেন ইজিপশিয়ান আর্মি ক্লাবের নতুন প্রেসিডেন্ট।

ফারুককে পরাজয় স্বীকার করতে হলো।

আমি জানতুম যে. নেগুইবের নির্বাচন শুধু মাত্র ফারুকের পরাজয় নয়, এ হলো তাঁর অপমান।

ফারুক এই অপমান সহ্য করলেন না। তিনি হুকুম জারী করলেন যে, তাঁর নির্বাচিত প্রার্থী হুসেন সিরি আমের হবেন ক্লাবের বোর্ড অফ ডিরেকটারের একজন সদস্য।

নেগুইব এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরা ফারুকের প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি করলেন।

অসম্ভব ! আমাদের ক্লাবের ঘরোয়া ব্যাপারে ফারুকের হস্তক্ষেপ করবার কোনো অধিকার নেই। নেগুইবের জবাব শুনে ফারুক রেগে আগুন হলেন। সামান্য একজন আর্মি কম্যাণ্ডার তাঁর আদেশ অমান্য করবার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। তিনি ক্লাবের নব নির্বাচিত বোর্ড অফ ডিরেকটরসকে বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন। ফারুক আমাকে ডেকে হুকুম দিলেন, পাশা এই লোকটির উপর কড়া নজর রেখো, লোকটিকে আমি একেবারে বিশ্বাস করতে পারছিনে। আমার সৈন্যবাহিনীতে লোকটি অসন্তোষের বীজ ছড়াচ্ছে।

আমার স্পাই এসে খবর দিল, ফারুকের আদেশ সৈন্যবাহিনী অমান্য করবে। কেউ কেউ বলছে, ওরা ক্লাব জোর করে দখল করে নেবে। আবার আর একটা গুজব শুনছি, ওরা হয়তো সম্রাটের অনুগত সিনিয়ার আর্মি জেনারেলদের গ্রেপ্তার করবে। এর মধ্যে আপনাকে গ্রেপ্তার করবার গুজবও শুনতে পাচ্ছি।

আমি জানতুম যে, ঠিক সময়মত আমরা যদি আর্মির নেতাদের গ্রেপ্তার না করি

তাহলে আমাদের অনুতাপ করতে হবে। হয়তো ওরা ফারুককে গ্রেপ্তার করে বসবে। আমি ফারুকের কাছে গিয়ে বললুম : মালেক, রাজনৈতিক অবস্থা গুরুতর। আমার মনে হচ্ছে যদি আমরা আর্মি অফিসারস কোরের নেতাদের গ্রেপ্তার না করি তাহলে শিগগিরই এ-দেশে বিপ্লব হবে। এই বিদ্রোহী সেনাদলের নেতা হলেন মুহম্মদ নেগুইব।

ফারুক আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। প্রথমে কোনো জবাব দিলেন না। আমি দেখতে পেলুম যে, ফারুকের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। উনি গভীর মন দিয়ে কী যেন ভাবছেন।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর ফারুক আমার কথার জবাব দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর তিনি বললেন, না না পাশা আমি নেগুইবকে নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করছিনে। নেগুইব হলো ওদের কলের পুতুল। ওরা যা বলবে নেগুইব তাই করবে। আমি ভাবছিলুম আর একজনের কথা। লোকটি অসম্ভব ধুরন্ধর। যেমন চতুর তেমনি সেয়ানা। আমার ঐ লোকটিকে নিয়ে যত চিন্তা ভাবনা।

ফারুক কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন।

গভীর রাত। কায়রো শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্যান্য দিন ফারুক এই সময় তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে হৈ-হল্লা করেন। কিন্তু আজ তিনি দেশের রাজনীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন।

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কার কথা বলছেন মালেক? সাদাত?

আমি সাদাতের নাম জানতুম। তাই সাদাতের কথা মালেক ফারুককে বললুম।

—না আমি সাদাতের কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছি আর একজন তরুণ আর্মি অফিসারের কথা। হ্যাঁ তুমি আমার কথা মনে রেখো পাশা, এই তরুণ আর্মি অফিসার একদিন সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের তুফান সৃষ্টি করবে।

লোকটি কে? আমার মনের উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছিল। তাই বেশ চীৎকার করে ফারুককে প্রশ্নটা করলুম।

ফারুক যেন আমার মনের উৎকণ্ঠা-বুঝতে পারলেন। তিনি ম্লান হেসে বললেন, পাশা এই তরুণ আর্মি অফিসারের নাম হলো গামাল আবদেল নাসের।

ফারুকের কাছে গামাল আবদেল নাসেরের নাম শুনে আমি চমকে উঠলুম।

নাসের? না, এই নাম এর আগে আমি কখনও শুনিনি। এই তরুণ আর্মি অফিসার কে?

আমার মনে হলো আমি যেন অন্য এক জগতে চলে এসেছি। পাশা, গামাল আবদেল নাসের মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের তুফান সৃষ্টি করবে বারবার আমার উক্তিটা মনে পড়তে লাগলো। আমি আর একবার ফারুকের মুখের পানে তাকালুম।

ফারুক যেন আজ বড় ক্লান্ত, সঙ্গীহীন। তাঁর চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

আমি এক মুহূর্তের মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেললুম।

মনে মনে বললুম, ফারুক তোমার রাজত্বের দিন ঘনিয়ে এসেছে। হয়তো আর কিছুদিন বাদে তুমি এদেশ থেকে বিদায় নেবে। তাই আমাকে নতুন বন্ধু, নতুন মনিব খুঁজতে হবে। আর আমার নতুন বন্ধু হবেন গামাল আবদেল নাসের।

বিদায় ফারুক। গুডবাই ইয়োর ম্যাজেষ্টি।

পৃথিবীতে ঋতুর যেমন পরিবর্তন হয় আমার জীবনপটও তেমনি পরিবর্তিত হলো।

কারণ আমি বুঝতে পারলুম যে, যুগ পাল্টেছে। অতএব আমার জীবনধারারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমি ধীরে ধীরে ফারুকের সম্পর্ক ত্যাগ করলুম।

এবার আমার জানতে হবে গামাল আবদেল নাসের লোকটা কে।

আবার আমার লোকাল ইনফরমারের শরণাপন্ন হলুম। নাসেরের খোঁজখবর নিতে বললুম।

আমার ইনফরমার খবর দিল—গামাল আবদেল নাসের : জন্ম পনেরোই জানুয়ারী ১৯১৮। জন্মস্থান বেনীমুর, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রায় পাঁচশো মাইল দূরে। রাজনীতিতে গামাল আবদেল নাসের হলেন রিভল্যুশনারী।

বাজারের আর একটি গুজবে জানতে পেরেছিলুম যে, নাসের হলেন ফ্রী আর্মি অফিসারসদের একজন নেতা। মালেক ফারুক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন উনিই হবেন আরব দেশের একজন বড় নেতা।

আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে, নাসেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। কিন্তু আমার এই বন্ধুত্বের অন্তরায় হলেন মুহম্মদ নেগুইব। আমি জানতুম যে ফ্রী আর্মি অফিসারসরা নেগুইবকে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়ে ফারুকের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। শিখণ্ডীকে অতিক্রম করে দলের অন্য কারু সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার উপায় নেই।

এই সময়ে আমার কিম রুজভেল্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো।

ইসার হেরেল আমাকে সর্ব-প্রথম কিম রুজভেল্টের কথা বলেছিলেন। একদিন তেলআভিভ থেকে নির্দেশ পেলুম : কিমের সঙ্গে দেখা করো।

কিম রুজভেল্ট তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে শেফারড হোটেলে দিন

কাটাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন নাসেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি কিম রুজভেল্টকে টেলিফোন করে নিজের পরিচয় দিলুম। বললুম, লাকি স্ট্রাইক।

কিম রুজভেল্ট আমার নাম শুনে হাসলেন। বললেন: ওয়েল লাকি স্ট্রাইক, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে এসে দেখা করো।

প্রকাশ্যে শেফারড হোটেলের মতো জনপ্রিয় হোটেলে দেখা করতে প্রথমে একটু সংকোচ বোধ করলুম। আমি জানতুম কায়রোর বাজারে ফারুকের দৌলতে আনোয়ার পাশা একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নয়।

হোটেলের সবাই যদি দেখতে পায় যে, পাশা একজন আমেরিকান সিক্রেট এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তখন বাজারে আবার গুজব রটবে। এতদিন সবাই আমাকে বলত পাশা হলো ইস্রাইলী স্পাই। এবার আমার নতুন নামকরণ হবে: পাশা হচ্ছে আমেরিকান সিক্রেট এজেন্ট। এতদিন বাজারে দুর্নাম ও গালমন্দ প্রচুর শুনেছি, কিন্তু কেউ আমার নাগাল পায়নি। কারণ, আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মালের ফারুক। কিন্তু আজ ফারুক যদি শুনতে পান যে, তাঁরই মোসাহেব আমেরিকানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁরই বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, তখন কি হবে?

আমি একটু চিন্তিত বোধ করলুম। হয়তো কিম রুজভেল্ট আমার নীরবতা দেখে উপলব্ধি করলেন যে, আমি প্রকাশ্যে শেফারড হোটেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক। তখন উনি প্রস্তাব করলেন: আচ্ছা, আজ রাত দশটার সময় আমার সঙ্গে 'হট স্পট' নাইট ক্লাবে দেখা কোরো।

জায়গাটির সুনাম ছিল। সাধারণতঃ বিদেশীরা ঐ নাইট ক্লাবে যেতেন। আমি যথা সময়ে 'হট স্পট' নাইট ক্লাবে গিয়ে দেখা করলুম। কিম রুজভেল্টের সঙ্গে আর একজন আমেরিকান এজেন্ট বসেছিলেন। কিম তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, লাকি স্ট্রাইক, ইনি হলেন আমার বন্ধু, সহকর্মী ও পরামর্শদাতা ব্রায়ান স্মিথ।

ব্রায়ান স্মিথ তাঁর হাত বাড়িয়ে আমায় হাত ধরে মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, গ্ল্যাড টু মীট ইউ পাশা।

আমি হেসে জবাব দিলুম, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। তবে আমাকে লাকি স্ট্রাইক বলেই ডাকবেন। ওটাই আমার ছদ্ম নাম।

ব্রায়ান স্মিথ আমার জবাব শুনে খুব জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, না না, তোমার ছদ্মনাম হওয়া উচিত ছিল 'কাট থ্রোট'।

কিম রুজভেল্ট ব্রায়ান স্মিথের মন্তব্য শুনে খুব জোরে হেসে উঠলেন। আমি অপ্রস্তুত বোধ করলুম। কি আর করবো? আজ আমার বলবার কিছু নেই। কারণ আমি কিম রুজভেল্টের পরামর্শদাতাও নই, মোসাহেবও নই। আমি হলুম

সামান্য একজন সিক্রেট এজেন্ট। নিজের জীবনকে বাঁচাবার জন্যে আমি স্পাইর জীবন গ্রহণ করেছি। নইলে মোসাহেব বা পিম্পের কাজে পয়সা ছিল, জীবন উপভোগ করবার সুযোগ সুবিধে পেতুম। আর যেহেতু ফারুক আমার কথা শুনতেন সেই হেতু পারিষদবর্গের কাছে আমার সম্মানও ছিল।

কিন্তু আজ আমাকে অন্য জীবন গ্রহণ করতে হচ্ছে। এ জীবনে আছে দায়িত্ব, কর্তব্য, আর দুঃখ কষ্ট। কিন্তু তবু আমার মনে বদ্ধ ধারণা ছিল যারা একবার পাশার সংস্পর্শে আসে তারা কখনই পাশাকে ত্যাগ করতে পারবে না। ইসার হেরেল পারেন নি, কিম রুজভেল্টও পারবেন না।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি হলুম কিম রুজভেল্ট এবং ব্রায়ান স্মিথের একেবারে ডান হাত।

কিম রুজভেল্ট আমার জন্যে শ্যাম্পাইনের বোতল খুললেন। বললেন, লাকি ট্রাইক বাজারের গুজব হলো তুমি ফারুকের ডান হাত। আজ তোমাদের আমরা কিনে নিচ্ছি। চিন্তা কোরো না, আমরা তোমার যোগ্যতার ন্যায্য মূল্য দেবো। না, পয়সার কোনো অভাব হবে না। তবে আমাদের এজেন্টের জীবন বেশ কঠোর। এই জীবন আলস্যের বা আয়াসের নয়।

কিম রুজভেল্ট আমাকে বললেন: জানো এই মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমার একটা মোহ, একটা তীব্র আকর্ষণ আছে। তাই যেদিন সেক্রেটারী অব ষ্টেটস ডীন আকিসন আমাকে ডেকে বললেন, কিম মিডল ইষ্টে যাবে? সেদিন আমি আসতে একটুও দ্বিধা বা সংকোচ করিনি। এবার শোনো তোমাকে কি করতে হবে। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি। কারণ তুমি হলে ইসের হেরেল আর গুরিনির বন্ধু। লাকি ট্রাইক, আমরা মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন চাই। আমেরিকা থেকে আসবার আগে আমরা আমাদের ভবিষ্যত পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনার মূল সিদ্ধান্ত ছিল: ফারুক মাষ্ট গো। আমরা মধ্যপ্রাচ্যে এবং বিশেষ করে ইজিপ্টে এমন একজন লোককে বসাতে চাই, যাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। লাকি ট্রাইক, কায়রোর সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন আনবার জন্যে একজন শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন। আমরা এমনি ধরণের একজন নেতাকে খুঁজে পেয়েছি। আমরা তাই ঠিক করেছি যে ফারুকের পরিবর্তে আমাদের নির্বাচিত নেতাকে মিশরের শাসনতন্ত্রের গদীতে বসাতে হবে।

এবার আমার প্রশ্ন করবার পালা। আমি মন দিয়ে কিম রুজভেল্টের কথাগুলো গিলছিলুম। কোনো মন্তব্য করিনি। আমি কায়রো শহরের অলি-গলির প্রতিটি লোকের নাড়ীনক্ষত্র জানতুম। অতএব কিম রুজভেল্ট কী ধরণের নেতা মিশরের

নতুন শাসনতন্ত্রে বসাবার চেষ্টা করেছেন সেইটি জানবার আমার প্রবল আগ্রহ হলো। আমি জানতুম যে আমেরিকান নেতারা আরব চরিত্র একেবারে বুঝে উঠতে পারেন না। হয়তো এবার মিশরের গদীতে এমন একজন কাউকে বসাবেন যাকে নিয়ে পরে আমাদের বিস্তর হাঙ্গামা পোহাতে হবে।

বলুন, আপনারা কি কোনো নতুন নেতা খুঁজে পেয়েছেন? এবার আমার প্রশ্ন।

ব্রায়ান স্মিথ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন: লাকি ষ্ট্রাইক, তুমি আমাদের অতি আপন লোক। তোমার কাছে আমরা কোনো কথা গোপন করবো না। আমরা আর্মির ভেতর বারো জন সৈন্যকে হাত করেছি। এদের নিয়ে আমরা একটি রিভলুশনারী কাউন্সিল গঠন করবো। কিছুদিনের জন্যে আমরা মুহম্মদ নেগুইবকে কাউন্সিলের নেতা করবো কিন্তু দলের আসল নেতা হবেন গামাল আবদেল নাসের।

ব্রায়ান স্মিথ তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। আমিও ওর কথা শুনে বিষম খেলুম। সবেমাত্র শ্যাম্পাইনের গ্লাসে চুমুক দিয়েছিলুম, কিন্তু নাসেরের নাম শুনে শ্যাম্পাইন আমার গলায় আটকে গেল।

হলো কি লাকি ষ্ট্রাইক? কিম রুজভেল্ট যেন আমার মনের উত্তেজনা লক্ষ্য করলেন।

নাসের? আমি তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলুম।

কেন তুমি চেনো নাকি নাসেরকে? কিম রুজভেল্ট বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে আমি অকারণে বিষম খাইনি। তিনি এবার শুধু জানতে চাইলেন আমি কী কারণে বিষম খেয়েছি।

এবার আমার জবাব দেবার পালা। ভাবতে লাগলুম কী জবাব দেবো। আমি কি কিম রুজভেল্টকে বলবো যে, ফারুক সন্দেহ করছেন একদিন মধ্যপ্রাচ্যের সবচাইতে বড় রাজনৈতিক নেতা হবেন গামাল আবদেল নাসের।

না, আমি ফারুকের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করলাম না। শুধু একটু স্মিত হেসে জবাব দিলুম: মিঃ রুজভেল্ট, সম্প্রতি আমাকে ফ্রী আর্মি অফিসারদের ইলেকসানের ব্যাপার নিয়ে অনেক কাজ করতে হয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে আমি নাসেরের নাম শুনেছিলুম।

আমার এই ক্ষীণ জবাবে কিম রুজভেল্ট সন্তুষ্ট হলেন কিনা জানিনে, তবে এবার তিনি আমাকে কি ধরনের কাজ করতে হবে তার কিঞ্চিৎ আভাস দিলেন।

লাকি ষ্ট্রাইক, আমরা চাই মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতি শান্তি। তাই এমন একজন নেতা চাই যিনি দেশের ভেতর শৃঙ্খলা আনতে পারবেন। আজ ইজিপ্টে গোলমাল সুরু হয়েছে—

হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই দেশের সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। ফারুকের আজ দেশ শাসন করবার ক্ষমতা কিংবা সময় নেই। আর ওদিকে সিরিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ। প্রতিদিন ওদেশে বিপ্লব হচ্ছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নাসের এই দেশগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে পারবে।

লাকি ষ্ট্রাইক আর একটা কথা মনে রেখো। মধ্যপ্রাচ্যে আর্মি আঁতাত করতে পারে, কিন্তু সাধারণ জনতা কোনোদিনই বিপ্লব করবে না। আমাকে দুদিন আগে ডীন আকিসন ডেকে বললেন: রুজভেল্ট তুমি মিডল ইষ্টে যাচ্ছ, আমরা জানতে চাই শুধু ওখানকার কম্যুনিষ্ট পার্টি বিপ্লব করবে কিনা।

রুজভেল্টের কথা শেষ হবার আগেই আমি সজোরে মাথা নেড়ে বললুম: ইজিপ্টে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব একেবারে অসম্ভব। না, কক্ষনো নয়। কিছুদিন আগে মিঃ স্যাম্পসন আমাকে ডেকে বলেছিলেন: পাশা, আমরা মুস্লিম ব্রাদার হুডকে কেন টাকা দিচ্ছি, তার কারণ জানো? কারণ কিছুই নয়। প্রয়োজন হলে ওদের দিয়ে ফারুকের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করবো। আমি হেসে স্যাম্পসন সাহেবকে বলেছিলুম: আপনারা ভুল পাত্রে টাকা ঢালছেন। আমি এ দেশকে চিনি। আমি জানি এদেশের কম্যুনিষ্টরা কিংবা মুস্লিম ব্রাদারহুড কোনোদিন সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অবশ্য ওরা গরম গরম বক্তৃতা দেবে!

কিম রুজভেল্ট আমার কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন: দ্যাটস রাইট। আমিও সেক্রেটারী ডীন আকিসনকে এই কথা বলেছি। আমরা জানি আজ ইজিপ্টে না—শুধু ইজিপ্ট কেন, সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লব করবার মতো ক্ষমতা একমাত্র আর্মির আছে। তাই আমরা ঠিক করেছি যে ইজিপ্টের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করবার জন্য আর্মি এবং আর্মির নেতা নাসেরকে সাহায্য করবো। একটা কথা মনে রেখো লাকি ষ্ট্রাইক, বিপ্লব করতে হলে বিপ্লবীর দরকার। এই অঞ্চলে নাসেরই একমাত্র বিপ্লবী।

ব্রায়ান স্মিথ রুজভেল্টকে সমর্থন করলেন।

কিম রুজভেল্ট নাসেরকে চিনতে ভুল করেছিলেন। কারণ নাসের ছিলেন ন্যাশানালিষ্ট, আমেরিকার তাঁবেদার নন।

আমি আবেদীন প্যালেসে ফিরে এলুম। আমার সঙ্গে কিম রুজভেল্টের যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেই কথা কাউকে বললুম না। আনতানিও পুলি আমাকে ডেকে বলল: পাশা আমার মনে হয় শিগ্‌গিরই ইজিপ্টে একটা গোলমাল বাধবে। তুমি এই কাগজটা দেখছ? বলে আনতানিও পুলি আমাকে একটি কাগজ দেখালেন। কাগজটা ছিল ফ্রী অফিসারদের একটি গোপন ইস্তাহার।

আমি জানতুম যে কিছুদিন যাবত ফ্রী অফিসাররা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ

রাখবার জন্যে গোপন ইস্তাহার বিলি করছিলেন। আজকের ইস্তাহারে ফ্রী অফিসাররা ফারুকের বিভিন্ন কাজের ও তার ব্যক্তিগত জীবনের তীব্র নিন্দা করেছিল। আমি মন দিয়ে গোপন ইস্তাহারটি পড়লুম। পুলি আমাকে আবার জিজ্ঞেস করল: কি ভাবছ পাশা?

কিছু না। ভাবছিলাম, ফারুক যদি ইজিপ্ট ছেড়ে চলে যান তাহলে তোমার আমার কী হবে।

আনতানিও পুলি আমার প্রশ্ন শুনে চিন্তিত হলো। তার চিন্তা করবার কারণ ছিল। পুলি এবং আমি ছিলুম জনসাধারণের কাছে ঘৃণার পাত্র। আমার ভবিষ্যৎ পথ আমি বেছে নিয়েছি, কিন্তু পুলি কি তার ঘর সামলাতে পারবে?

পুলি আমাকে আরো বললো: আজ সকালে আমেরিকান এ্যাম্বাসাডার কাফেরী ফারুকের সঙ্গে দেখা করেছেন। উনি জানতে চাইছেন নেগুইব আল হিলালীর পর ইজিপ্টের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন।

তোমাকে ফারুক কিছু বলেছেন? আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

হ্যাঁ, হুসেন সিরি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই মন্ত্রিসভা বেশীদিন টিকবে না।

আমি পুলির কথা শুনে মনে মনে হাসলুম। আমি জানতুম শুধু হুসেন সিরি কেন ফারুকের রাজত্বর মেয়াদও ঘনিয়ে এসেছে।

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে পাশা।

কথাটা শুনে আমি বিস্ময়ের ভান করলুম: কি?

আমরা মুহম্মদ নেগুইবের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ফারুক বলেছেন, নেগুইবকে নতুন মন্ত্রিসভায় নেয়া হবে। তবে একটা কথা মনে রেখো। আর্মির ভেতর সবচাইতে জনপ্রিয় অফিসার হলো নেগুইব। আমরা যদি নেগুইবকে হাত করতে পারি তাহলে ফ্রী অফিসাররা বর্তমানে আর কিছু করতে পারবেন না। হোম মিনিষ্টার হাসেম পাশা নেগুইবের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাকে ওয়ার মিনিষ্টারের পদটি অফার করবেন।

তুমি কি পাগল হয়েছ পুলি? নেগুইব ফ্রী অফিসারদের নেতা। উনি কি আজ এই পদ গ্রহণ করবেন? বৃথা সময় নষ্ট করছো তুমি।

পুলি আমার কথায় কান দিলো না। বরং একটা হুকুমী মেজাজেই বলল: তর্ক করে সময় নষ্ট কোরোনা পাশা। যা করতে বলছি তাই করো।

আমি প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়লুম। আমি জানতুম কিম রুজভেল্ট নাসের, নেগুইব এবং অন্যান্য ফ্রী অফিসারদের সাহায্য করছেন। আর আমি ওদের সঙ্গে গোপনে

হাত মিলিয়ে কাজ করছি। আর আজ কিনা আমাকে ফ্রী অফিসারদের নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে বলা হচ্ছে!

আমি জানতুম যে ডবল এজেন্টের কাজটি বেশ ঝকমারির কাজ। সময়ে অসময়ে আমাকে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হবে। তাই আমাকে আজ পুলির কথানুযায়ী কাজ করতে হবে। নইলে ফারুক সন্দেহ করবেন। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর পাশা তাঁর নির্দেশানুযায়ী কাজ করছে না কেন?

আমি নেগুইবের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে গেলুম। আমাকে দেখে নেগুইব ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। কি ব্যাপার? ফারুকের মোসাহেব কি চায়?

হাসেম পাশা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কেন? নেগুইব বেশ বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলুম যে নেগুইব আমাকে দেখে একটুও খুশি হন নি।

বলতে পারবো না। তবে উনি বলেছেন যে আপনার সঙ্গে ওর বিশেষ জরুরী কথা আছে।

নেগুইব খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর বললেন: চল।

হাসেম পাশা জামা লেকে থাকতেন। কিন্তু আমরা যখন ওর বাড়িতে গিয়ে পৌছলুম তখন উনি এক ক্যাবিনেট মিটিং-এ ব্যস্ত ছিলেন।

আমি হাসেম পাশাকে টেলিফোন করে বললুম: নেগুইব আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনার বাড়িতে এসেছেন।

ওঁকে একটু বসতে বলো আমি এক্ষুনি আসছি।

এই এক্ষুনি মানে প্রায় রাত বারোটার সময় হাসেম পাশা এলেন। বললেন: দেরী হয়ে গেল। ক্যাবিনেটের মিটিং ছিল!

তারপর দু-চারটে কথা বলবার পর হাসেম পাশা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন: প্রধানমন্ত্রী জানতে চান আপনি ওঁর ক্যাবিনেটে যোগ দেবেন কিনা।

হাসেম পাশার প্রস্তাব শুনে নেগুইব চমকে উঠলেন। বুঝতে পারলেন তাকে জালে ধরবার জন্যে ফারুক মস্তবড় ফাঁদ পেতেছেন। তিনি দু'এক মিনিট চুপ করে থেকে স্পষ্ট জবাব দিলেন: না।

নেগুইব আর কোনো কথা বললেন না। বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরের দিন পুলি আমাকে জিজ্ঞেস করল: কি হলো?

নেগুইব হাসেম পাশার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমি এ খবর শুনেছি। আরো শুনেছি যে গতরাত্রে মহম্মদ হোসেন হাইকেল,

নাসের, নেগুইব গামাল নাদা বসে এক গোপন মিটিং করেছে। ওদের মিটিংয়ে আলোচনা কি হয়েছে জানতে পারলে ভাল হতো।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আনতানিও পুলি বলল, পাশা, এই মিটিং-এ আর একটি নতুন লোক ছিল। লোকটির নাম হলো লাকি ষ্ট্রাইক। না, এর নাম আগে কখনও শুনিনি।

লাকি ষ্ট্রাইক। আমি বিস্ময়ের ভান করলুম। আশ্চর্য। নামটি নতুন মনে হচ্ছে ? কায়রোতে এর আগে কখনও নামটা শুনিনি তো ?

আনতানিও পুলি বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন: হ্যাঁ, লোকটি এই অঞ্চলে নতুন এসেছে। আমার ইনফরমার বললো: 'লাকি ষ্ট্রাইক হলো দি মোষ্ট ডেনজারাস সি-আই-এ ডবল এজেন্ট ইন দি মিডল ইষ্ট।'

আমি চুপ করে গেলুম। এ কথার কোনো জবাব দেয়া যায় না।

বিপ্লবের দিন ঘনিয়ে এল। কিন্তু তার আগে আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার।

কিছুদিন আগে স্যাম্পসন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন শুনলুম তুমি সি-আই-এর সঙ্গে কাজ করছো ?

স্যাম্পসনের প্রশ্ন শুনে বেশ অবাক হলুম। স্যাম্পসন কি জানেন না যে কিম রুজভেল্ট কায়রোতে বসে ফ্রী অফিসারদের বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছেন। আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললুম: আমি তো ভেবেছিলুম, আপনি জানেন যে আর্মি ফ্রী অফিসারদের আমেরিকানরা সাহায্য করছেন।

স্যাম্পসন জোরে মাথা নাড়লেন: আমরা জানি, কিন্তু ওদের নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছিনে। ইসমালিয়া শহরে আমাদের বিরুদ্ধে কতবড় একটা মিছিল হয়ে গেল। ফারুক ইংরেজ বিরোধী শ্লোগান দিয়ে তাঁর শাসন কালের মেয়াদ বাড়াবার চেষ্টা করছেন। শুধু যদি ফারুক আমাদের কথা শুনতেন তাহলে আজ তাঁর সিংহাসন টলমল করত না। না, আমি জানি যে ফারুকের বদলে নাসের আসবে। কিন্তু ওকে আমরা কোনোদিন পোষ মানাতে পারবো না। তুমি একটু সাবধানে থেকো পাশা। আজ তুমি আমেরিকানদের সঙ্গে কাজ করছো বটে, কিন্তু একদিন তোমাকে এইজন্যে অনুতাপ করতে হবে।

বুঝতে পারলুম আমি সি-আই-এর দলে যোগ দিয়েছি এই ব্যাপারে স্যাম্পসন একেবারে খুশি হননি।

পরে উপলব্ধি করেছিলুম যে স্যাম্পসন অতি খাঁটি কথা বলেছিলেন। কারণ আমি যে সি-আই-এর এজেন্ট এবং ইস্রায়েলী স্পাই, একথা নাসের জানতে না পারলেও

প্যালেস্টিনিয়ান গেরিলা কম্যাণ্ডোর নেতারা জানতে পেরেছিলেন। তাই একদিন আমার জীবন বিপন্ন হলো।

আনতানিও পুলি সেদিনকার রাত্রের গোপন আলোচনার বিস্তৃত খবর জানতে পারেননি বটে, কিন্তু আমি মিটিংয়ের পুরো খবর জানতুম। কারণ সেদিন আমি মিটিংয়ের বাইরেই বসেছিলুম এবং আলাপ আলোচনার পর নেগুইব ও গালাল নাদার-এর কাছ থেকে এই মিটিংয়ের পুরো খবর শুনতে পেয়েছিলুম।

হাসেম পাশার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার পর নেগুইব তাঁর বাড়িতে ফিরে গেলেন। আমি তাঁকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলুম। বাড়িতে এসে নেগুইব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কী নাম তোমার ?

পাশা···

ওঃ, তুমি হচ্ছ ফারুকের শনি, মেয়ের দালাল। বিদ্রুপের কণ্ঠে নেগুইব আমাকে বললেন।

আগে ফারুকের সঙ্গে কাজ করতুম। কিন্তু এখন থেকে আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

অর্থাৎ জাহাজ ডুববার আগে তুমি সটকে পড়তে চাও ! নেগুইব আবার ঠাট্টা করে বললেন।

আমরা হলুম স্যার ছাপোষা মানুষ। যেখানে পয়সার গন্ধ আছে সেখানেই আপনি আমাদের দেখতে পাবেন। বলুন আমাকে কি করতে হবে ?

নেগুইব আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন : এবার বুঝতে পেরেছি ফারুক তোমাকে কেন মোসাহেব করে রেখে ছিলেন। তোমাদের কৃতজ্ঞতা বলে কোনো জিনিস নেই।

আমি একটু লজ্জা পেলুম। বিনীত নম্র কণ্ঠে বললুম : কি যে বলেন স্যার। আমরা কি পশু স্যার যে আমাদের রক্তে-মাংসে কোনো কৃতজ্ঞতার চিহ্ন থাকবে না ? কৃতজ্ঞতা আমদের যথেষ্ট আছে স্যার। আমরা শুধু আল্লার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

নেগুইব আমার জবাব শুনে হাসলেন। বুঝতে পারলেন বড় কঠিন পাত্রের পাল্লায় পড়েছেন।

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। আর একটি লোক ব্যস্ত হয়ে এসে আমাদের আলোচনায় যোগ দিলো। বললো : কী ব্যাপার নেগুইব। শুনলুম হাসেম পাশা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ? কথা শেষ করে লোকটি আমার মুখের দিকে তাকালো। হয়তো তাঁর চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ছিল : আমি লোকটি কে ?

নেগুইব ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন : [illegible]

ইনি ছিলেন ফারুকের মোসাহেব। এখন আমাদের [illegible]

বুঝতে পারলুম ভদ্রলোক হলেন মুহম্মদ হাসনান [illegible] আমি কিম রুজভেল্টের কাছে শুনেছিলুম। তখন [illegible] ইয়ম' পত্রিকার রিপোর্টার।

হ্যাঁ, এবার একে চিনতে পেরেছি। এ হলো পাশা। [illegible]

না না, আমি স্কাউণ্ড্রেল নই। আমি লোককে সার্ভিস [illegible] সাহায্য করেছি। আপনারা যদি সুযোগ দেন তাহলে [illegible] সেবা করবো। [illegible] রতুম

একে দলের ভেতর নিয়ে নাও হাসনান। আমাদের [illegible] দরকার হবে। নেগুইব আমাকে সুপারিশ করে বললেন।

দেখা যাক। কিন্তু নেগুইব আমি জানি লোকটা [illegible] কার গলা কাটবে বলা যায় না।

তাহলে আমাদের একটু সজাগ থাকতে হবে। [illegible] আমাকে কি বললেন, কি জিজ্ঞেস করলেন......

নেগুইব, তুমি ওয়ার মিনিষ্টার হবে ?

হোয়াট! হাসনান হাইকেল বিস্ময়ে চিৎকার করে বললেন।

হ্যাঁ, ফারুক আমাদের দলের ভেতর ফাটল ধরতে চায়।

এবার আরো দুজন লোক এসে আমাদের আলোচনায় যোগ দিল। নেগুইব আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন কর্নেল গামাল আবদুল নাসের। আর ইনি হলেন মেজর আবদুল আমের।

নিজের চোখে কখনও কর্নেল নাসের এবং তাঁর বন্ধু আমেরকে [illegible] কল্পনা করিনি। আজ ওঁদের চোখের সামনে দেখে আমি বিস্ময়ে [illegible]

পাশা এখানে কী করছে? আমাকে দেখে আমের বিরক্তি [illegible]

এবার নেগুইব তাঁদের বললেন, পাশা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চায়।

[illegible] তীব্র প্রতিবাদ করলেন, না না আমরা [illegible]

[illegible] তাহলে আমাদের [illegible]

প্যাকের ঘাঁটা এগিয়ে চলেছে। একটা…দুটো…তিনটে। বেশ কয়েক ঘণ্টা আলাপ আমলোচনার পর ওঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি দেখতে পেলুম যে ওঁদের মুখে শ চিন্তার রেশ ফুটে উঠেছে।

পা কী ভাবছেন? তাহলে কী ওরা শঙ্কিত হয়েছেন। ভাবছেন ফারুক পাশাকে মিশাই হিসেবে এদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে পাঠিয়েছেন। ওদের এরনের চিন্তা দূর করতে হবে। ওদের বলতে হবে, পাশা ফারুকের কাজে ইস্তফা য়েছে। আজ থেকে পাশা নাসের নেগুইবের সাকরেদ।

গেরে আমাকে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার আমের তিক্তস্বরে বললেন, জিস্পাইটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? হয়তো এক্ষুণি ফারুককে গিয়ে বলবে মেরা ওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছি—বলে, আমের নাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, লাকটাকে তুমি একটুও বিশ্বাস কোরো না গামাল। তোমার গলায় ছুরি বসাতে ওর মনে একটুও সঙ্কোচ কিংবা দ্বিধা হবে না।

নাসের আমার মুখের দিকে তাকালেন। তার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাকে শঙ্কিত করে তুলল।

খানিকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে তিনি বললেন: আমের, বললাম না যে শয়তান বদমাশ লোকেরও প্রয়োজন আমাদের আছে। না, পাশাকে আমাদের প্রয়োজন হবে। শোনো পাশা……

নাসের আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন: যদি কখনও আমাদের সঙ্গে বেইমানী কর, তাহলে……

নাসেরের কথা শেষ হবার আগে আমি কানে হাত দিয়ে বললুম: পাশা কারুর সঙ্গে বেইমানী করে না। আর যদি কখনও টের পান যে পাশা আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে তাহলে আমাকে জবাই করবেন।

না, গামাল আবদেল নাসের কখনও কাউকে জবাই করে না। কি করে শয়তানের শাস্তি দিতে হয় সে জানে। যাক তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

নাসের, আমের ও হাইকেল চলে গেলেন।

নেগুইবও ঘুমুতে চলে গেলেন। আমি বাড়ি চলে এলুম।

কিন্তু আমার মনে ছিল একটি বড় চিন্তা। ঘরের ভিতর ওরা দরজা বন্ধ করে কি শলাপরামর্শ করেছিলেন? এই খবর আমাকে জানতে হবে। কারণ ইসের হেরেল জানতে চেয়েছেন মিশর থেকে কবে ফারুককে তাড়ানো হবে।

পরের দিন আমি গিয়ে গালাল নাদার সঙ্গে দেখা করলুম।

গালাল নাদা ছিলেন আকবর আল ইয়মের মিলিটারী রিপোর্টার। ওঁর কাছে

িয়ে এমন কণ্ঠস্বরে কথা বলতে লাগলুম যেন আমি ওদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রথমে গালাল নাদা আমার সঙ্গে বেশ সঙ্কুচিত হয়ে কথা বলতে লাগলেন। কেউ পাশাকে বিশ্বাস করে না। করবে কি করে? আজ কায়রো শহরের সবাই, বিশেষ করে পত্রিকার রিপোর্টাররা আমার দুষ্কর্মের কথা জানে। ফারুকের যত সব নোংরা কাজ আমিই করেছি। অবশ্য সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপানো ঠিক হবে না। কারণ আমি ছাড়া ফারুকের আর একজন পরামর্শদাতা ছিলেন—তিনি হলেন আনতানিও পুলি। কিন্তু আনতানিও পুলি ছিলেন অর্থলিপ্সু। আমার পয়সার চাহিদা ছিল বটে, তবে আমার চরিত্রের একটা গুণ হলো, আমি লোকের চরিত্র বুঝতে পারতুম এবং সুযোগ বুঝে ওদের সঙ্গে তাল ফেলে চলতে পারতুম। আজ বুঝতে পেরেছি যে ফারুকের রাজত্বের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমাকে অন্য দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

আমি গালাল নাদাকে বললুম যে গতকাল রাত্রে আমি নাসের নেগুইব আমেরের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলুম। আমার কথা শুনে গালাল নাদা বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আশ্চর্য, তোমাকে ওরা বিশ্বাস করল? গালাল নাদার কণ্ঠে ছিল অবিশ্বাসের সুর।

আমি মৃদু হাসলুম। বললুম: আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে গালাল নাদা

বেশ বেশ। আমার জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো বিপ্লবের দিন কবে ঠিক হয়েছে। কিন্তু সোজাসুজি এই ধরণের প্রশ্ন করলে গালাল নাদার মনে সন্দেহ হবে তাই কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললুম: ওরা ঠিক করেছেন যে ফারুককে এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আবার নির্লিপ্ত কণ্ঠে গালাল নাদা বললেন: আমি একথা জানি।

যাক আমার একটি কৌতূহলের জবাব পেলুম। কিম রুজভেল্ট আমাকে বলেছিলেন: ফারুক মাষ্ট গো। আমরা মধ্যপ্রাচ্যে এমন একজন শক্তিশালী নেতা খুঁজছি যিনি এই অঞ্চলে শান্তি আনতে পারবেন।

আমি জানতুম যে এই শক্তিশালী নেতা হলেন গামাল আবদেল নাসের।

শুনছি আগামী মাসে ওকে দেশ থেকে তাড়ানো হবে।

আমি ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে কথাটি বললুম। কারণ আমি জানতুম যে গালাল আমার কথার প্রতিবাদ করবেন।

আমার অনুমান মিথ্যে ছিল না। গালাল নাদা বেশ রুক্ষস্বরে বললেন, না অত দেরী আমরা করতে পারবো না। ফারুক মাষ্ট গো। এই মাসের মধ্যেই ওকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে।

মাস শেষ হতে আর বাকী নেই। আমি মন্তব্য করলুম।

হ্যাঁ, নেগুইব বলছেন আগাম সপ্তাহের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করবে। নইলে দেরী হয়ে যাবে। ফারুক, আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবেন।

আমি আর কথা বাড়ালুম না। সেদিন রাত্রে রায়ন স্মিথ আমাকে গোপনে বললেন : লাকি ষ্ট্রাইক, বিপ্লবের দিন হলো তেইশে জুলাই।

আবেদীন প্যালেসে আমরা সবাই এইসব ব্যাপারে চিন্তিত ছিলুম। প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন ধরনের গুজব শুনতুম। অবশ্য আমি বাজারের গুজবে কোনোদিনই বিচলিত হইনি। কারণ আমি ভেতরের খবর জানতুম। একদিন বাজারের কানা-ঘুসোর কথা শুনে ফারুক চটে গেলেন। আবার উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন।

পাশা, বাজারের কোনো গুজব তুমি শুনেছ ?

কী গুজব মৌলানা ?

সবাই বলছে দেশে গোলমাল শুরু হবে। আর্মি অফিসাররা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে ? আমি জানতে চাই এই বিদ্রোহী দলের ভেতর কে কে আছেন ?

ফারুক এবার পুলিশের বড়কর্তা হায়দার পাশাকে ডেকে পাঠালেন।

বাজারের গুজব শুনেছ ? শহরে শিগগিরই গোলমাল শুরু হবে। আমি জানতে চাই এই গোলমাল হাঙ্গামার পেছনে কারা আছেন।

শোনো হায়দার পাশা, দুটো লোকের নাম মনে রেখো। মুহম্মদ নেগুইব আর গামাল আবদেল নাসের। এদের সঙ্গে আরো কয়েকজন আর্মি অফিসার আছেন। আমি তাদের নাম জানতে চাই।

তারপর আর একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন : নেগুইব আর নাসেরকে শিগগিরই গ্রেপ্তার করতে হবে। নইলে তুমি দেশের হাঙ্গামা থামাতে পারবে না।

হায়দার পাশা ফারুকের কথা শুনে আমার মুখের পানে তাকালেন। ওর এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না হায়দার পাশা কী কথা বলতে চান ? তাঁর মনের বক্তব্য ছিলো : বিপ্লব আসন্ন কিন্তু এই বিপ্লবের গতি রোধ করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হায়দার পাশাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফারুক আবার ধমক দিলেন।

চুপ করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন হায়দার ? আমি কাল বিকেলের মধ্যে পুরো খবর চাই তুমি কতজন আর্মি অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছো ?

এবার হায়দার পাশা মুখ খুললেন। বললেন : আমার একটা অনুরোধ [illegible]

শুনি কী তোমার অনুরোধ ? ফারুক মেজাজী চালে প্রশ্ন করলেন।

নেগুইবকে কায়রো থেকে বদলি করা একান্ত দরকার……

আর্জি মঞ্জুর। নেগুইবকে মানকাবাদে বদলি করো……

মানকাবাদ হলো আসিউট অঞ্চলের একটি শহর। কোনো চিন্তা ভাবনা না করে ফারুক নেগুইবকে বদলির হুকুম দিলেন।

তারপর ? বলো তোমার আর কী আর্জি আছে ?

আরো পনের-ষোলজন আর্মি অফিসারকে বদলি করতে হবে। হায়দার পাশা এবার একটু সাহস করেই বললেন।

তাদের নাম শুনি ?

নাসের…

ফারুক হায়দার পাশার কথায় বাধা দিলেন। নাসের…না…না…এই লোকটি হলো দলের নেতা। হায়দার, লোকটিকে তুমি এমন এক জায়গায় পাঠাও, যেখান থেকে সে কোনো চক্রান্ত করতে পারবে না…। আর একটা কথা তোমাকে বলছি। আমি প্রধানমন্ত্রী নেগুইব আল হিলালকে বলেছি এডমিরাল ইসমাইল সিরিনাকে ওয়ার মিনিষ্টার করবো।

আর্মি আপত্তি করবে। হায়দার পাশা আপত্তির স্বরে বললেন।

ফারুক হায়দার পাশার মুখের পানে তাকালেন। কিন্তু একটু বাদে তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

না হায়দার পাশা, আমার মতের কোনো পরিবর্তন হবে না…কাল নেগুইব আল হিলাল তার নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করবে। আর এই নতুন মন্ত্রীসভার মধ্যে ইসমাইল সিরিনা'র নাম থাকবে।

আমি এই আলোচনায় যোগ দিইনি। চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিলুম। সেদিন ফারুক আমার কাছ থেকে কোনো পরামর্শ চাইলেন না। আমি তার মুখ দেখে বুঝতে পারলুম যে ফারুক বেশ বিচলিত হয়েছেন। এর আগে আমি কখনও ফারুককে এতটা বিচলিত কিংবা চঞ্চল হতে দেখিনি।

হয়তো ফারুক বুঝতে পেরেছেন যে কায়রোতে শিগগিরই একটা গোলমাল হাঙ্গামা শুরু হবে।

ফারুকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হায়দার পাশা আমাকে একটি ছোট কাগজ দেখালেন। এই কাগজের মধ্যে বারোজন আর্মি অফিসারের নাম লেখা ছিলো। লিস্টের প্রথম নামটি ছিলো : গামাল আবদেল নাসের।

হায়দার পাশা আমাকে বললেন : পাশা আমি আর কাউকে ভয় কিংবা তোয়াক্কা করিনে। কিন্তু নাসের লোকটিকে আমার বড্ডো ভয়। ওর চালচলন

কিংবা কী ওর অভিসন্ধি সহজে বোঝা যায় না। আমি জানি সমস্ত হাঙ্গামার পেছনে আছে গামাল আবদেল নাসের। তাই ঠিক করেছি যে নাসের এবং তার বন্ধুবান্ধবদের গ্রেপ্তার করবো।

আমি মনে মনে নামগুলো মুখস্থ করে রাখলুম। ঠিক করলুম যে নাসের নেগুইবের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে ফারুকের সঙ্গে বেইমানী করতে হবে। নাদিয়া সুলতান একদিন আমাকে ডেকে বলেছিলেন—পাশা জীবনে যদি উন্নতি করতে চাও তাহলে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচবোধ করো না।

আমি সত্যিই কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকতা করতে সঙ্কোচ বোধ করিনি।

আমি নেগুইবকে গিয়ে বললুম: ফারুক আপনাদের সন্দেহ করছেন। যে কোনোদিন আপনাদের দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে পারে।

আবার গোপন বৈঠক বসলো।

রিভল্যুশনারী কাউন্সিলের কর্তারা ঠিক করলেন বিপ্লব শুরু করতে আর দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং সবুর করলে বিপদ বাড়তে পারে। তাই কাউন্সিলের নেতারা ঠিক করলেন যে ২২শে জুলাই মিশরে ফারুকের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব শুরু করতে হবে।

পরে বিপ্লব হয়েছিলো ২৩শে জুলাই। বিপ্লবের প্রথম প্ল্যান, নকশা তৈরী করেছিলেন জাকেরিয়া মহীউদ্দীন। কিন্তু পরে প্ল্যানের পরিবর্তন হয়।

জাকেরিয়া মহীউদ্দীন ছিলেন আর্মি ষ্টাফ কলেজের অধ্যাপক। তারপর এই কু দ্য আঁতাতের প্ল্যান নিয়ে গোপন বৈঠক বসলো। এই বৈঠকের নেতা ছিলেন গামাল আবদেল হাকেম আমের···খালেদ মহীউদ্দীন, আবদুল লতিফ বোগদাদী এবং আনোয়ার সাদাত।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো আর দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ঠিক হলো নেগুইব হবেন বিপ্লবের শিখণ্ডী, কিন্তু তবু তাঁকে দলের সঙ্গে রাখতে হবে। কারণ তিনি হলেন সৈন্যবাহিনীর প্রিয় কম্যাণ্ডার। তাই ঠিক হলো বিপ্লবের সময় নেগুইব বাড়ী থেকে বেরুবেন না।

নাসের আরো ঠিক করলেন যে সৈন্যবাহিনীকে প্রথমে বশ করতে হবে। সৈন্যবাহিনীকে হাত করবার পর রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড সিভিলিয়ান গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন। তারপর ফারুককে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

২৩শে জুলাই। সেদিন রাতের কথা বহুদিন আমার মনে গেঁথে থাকবে।

আমি জানতুম যে নাসের নেগুইব শিগগিরই বিপ্লব শুরু করবেন কিন্তু ঠিক কবে হবে প্রথমে জানতে পারি নি। তার প্রধান কারণ নাসের এবং তার বন্ধুরা

আমাকে বিশ্বাস করতেন না। আমি ওদের সঙ্গে ঘোরা[illegible] কখনই আমার কাছে মনের কথা খুলে বলতেন না। বিশেষ [illegible] উনি বলতেন…'পাশা ইজ এ স্পাই ফ্রম দি প্যালেস'।

বিপ্লবের ঠিক দুদিন আগে স্যাম্পসন আমাকে তলব করলেন।

খবর শুনেছো? বাজারে জোর গুজব যে শিগগিরই আর্মি অফিসারের দল [illegible] করবে। আজ সকালে পুলি আমাকে খবর দিয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহের ঠিক তারিখ এবং সময় জানতে পারি নি। তুমি কিছু জানো?

আমি মাথা নাড়লুম। না পাকা খবর পাই নি। তবে শুনেছি যে দু'একদিনের মধ্যে আর্মি দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে। অবশ্যি আর্মি যদি গড়িমসি করে তাহলে বিদ্রোহী নেতারা বিপদে পড়বেন।

কেন? বিস্মিত হয়ে স্যাম্পসন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

কারণ ফারুকও এই ষড়যন্ত্রের পুরো খবর পেয়েছেন। তিনি দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করবার ঢালাও হুকুম দিয়েছেন। আমার মনে হয় আজ কিংবা কাল রাত্রের মধ্যে ওদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে।

স্যাম্পসন আমার কথা শুনে বেশ খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন: পাশা আমার মনে হয় ফারুকের রাজত্বের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কাল রাত্রে পুলি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। আমাকে পুলি কি বললো জানো? বললো, স্যাম্পসন আমাদের প্যালেসে একজন বিভীষণ অর্থাৎ ডবল এজেন্টের কাজ করছে। ফারুক কী করছেন না করছেন তার প্রতিটি খবরাখবর এই ডবল এজেন্ট ফ্রী আর্মি অফিসারদের দিচ্ছে। আমার কাকে সন্দেহ হয় জানো?

কাকে? আমি পুলিকে বিস্মিত, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম।

পাশাকে—

এই কথা বলে স্যাম্পসন আমার মুখের পানে তাকালেন। তারপর আবার বললেন: পাশা তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো। ফারুক এখনও সঠিক তোমার পরিচয় জানতে পারে নি যে তুমি ইস্রাইলী স্পাই…আর এদিকে গোপনে ফ্রী আর্মি অফিসারদের কাছে খবর দিচ্ছো। শুধু তাই নয়। কিম রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করেছ…না এতো বিপদের ঝুঁকি নিও না, মারা পড়বে। যাক তোমাকে আর একটা খবর দিচ্ছি। পুলি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো যদি আর্মি বিদ্রোহ করে তাহলে কী আমরা ওকে সাহায্য করবো। আমাদের এম্বাসডার-এর স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন: না।

স্যাম্পসনের কথা শুনে আমি চিন্তিত হলুম। ভাবতে লাগলুম কী করবো? কিন্তু

[illegible] । কারণ সেরাত্রে ফ্রী আর্মি অফিসাররা ফারুকের [illegible] করলো।

সেদিক থেকে বিপ্লবী ছিলেন নাসের। তিনি নেতা পরিচালনা করলেন। প্রতি মুহূর্তে শহরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আর্মি অফিসারদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। তার সঙ্গে ছিলো ছোট একটা অষ্টিন গাড়ী।

এক সময়ে জামালেকের গেজিরা ক্লাবের কাছে এসে নাসের বিপদে পড়লেন। বিদ্রোহী সেনারা তাকে চিনতে পারলো না। কিছুক্ষণের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। কিন্তু একটু বাদে জাকেরিয়া মহীউদ্দীন এসে সৈন্যদের কাছে নাসেরের পরিচয় দিলেন। নাসের মুক্তি পেলেন।

কুব্বা প্যালেস দখল করতে বেশীক্ষণ সময় নিলো না। কারণ বিদ্রোহী নেতারা প্যালেসের কাছে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ফারুকের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করলো।

এবার আর্মি জেনারেলদের গ্রেপ্তার করা হলো।

রিভল্যুশন কম্যাণ্ডের কর্তারা প্রস্তাব করলেন যে নতুন সরকার গঠন করতে হবে। আর নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন আলী মাহের। নেগুইব হবেন কম্যাণ্ডার ইন চীফ—আর মুহম্মদ হাসান হেলমী হোসেন এবং আনতানিও পুলিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

শুধু তাই নয়।

সেদিন রাত্রে আরো কয়েকজন বললেন: শুধু আনতানিও পুলিকে গ্রেপ্তার করলে হবে না। পাশাকেও গ্রেপ্তার করা চাই।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কেউ পাশাকে খুঁজে বার করতে পারলো না। কারণ ২৩শে জুলাই বিপ্লবের দিন রাত্রে আমি সারিয়া আল আহরাম রোমান্স নাইট ক্লাবে বুলবুলকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলুম। সমস্ত কায়রো শহরে যে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই কথা যখন জানতে পারলুম তখন রাত প্রায় দুটো।

হয়তো দেরীতে এই খবর জানতে পেরেছিলুম বলেই আমার জীবনরক্ষা পেলো।

কারণ রাত্রের এই গোলমালে উত্তেজনায় কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ভুলে গেলো যে ফারুকের পরামর্শদাতা এবং রাহু আনোয়ার পাশাকে গ্রেপ্তার করা দরকার।

যদি ওরা আমাকে সেই রাত্রে গ্রেপ্তার করতে পারতো তাহলে মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতি অনেকটা পাল্টে যেতো।

রাত প্রায় দুটোর সময় আমি আর আমার বান্ধবী বুলবুল নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় বিরাট জনতা নতুন রিভল্যুশনকে সমর্থন করে শ্লোগান দিচ্ছিলো।

ওদের চিৎকার শুনে আমি চম্‌কে উঠলুম। আমাকে চম্‌কে উঠতে দেখে বুলবুল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো: পাশা শহরে কী হয়েছে?

নাইট ক্লাবের দারোয়ান বললো: আর্মি অফিসাররা ফারুকের প্রাসাদ আবেদিন প্যালেস এবং কুব্বা প্যালেস দখল করে নিয়েছে।

অসম্ভব! আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম।

আমার কথা শুনে নাইট ক্লাবের দারোয়ান আমার মুখের পানে তাকালো। তারপর মৃদু স্বরে বললো: ওরা আপনাকে খুঁজছে পাশা। আপনি বাড়ী ফিরবেন না। বিপদ হবে।

বিপদ? আমি যেন দারোয়ানের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না।

হ্যাঁ আর্মি অফিসাররা ফারুকের মোসাহেবদের গ্রেপ্তার করেছে। আনতানিও পুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবার আপনাকে খুঁজছে।

দারোয়ানের কথা শুনে আমি বেশ চিন্তিত হলুম। আমি ভয়-ডরের ভাবনা কোনোদিন করি নি কিন্তু আজ যেন জীবনের আশঙ্কা করলুম। আমি জানতুম নাসের নেগুইবের মন ভেজাতে পারবো কিন্তু সাদাতকে নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা। লোকটা সদাসর্বদা আমাকে সন্দেহ করে। আর বলে: পাশা হলো ইস্রাইলী, ফরাসী এবং ব্রিটিশ এজেন্ট।

বুলবুল যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। আমাকে বললো: পাশা আজ রাত্রে তুমি কোথাও বেরিও না। ওরা তোমাকে খুঁজছে। দেখতে পাচ্ছো আজ শহরে কী উত্তেজনা। যে কোনো মুহূর্তে তোমার বিপদ হতে পারে। রাতটা তুমি আমার বাড়িতে কাটাও।

প্রস্তাবটি শুধু লোভনীয় নয়, বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সব চাইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। আমি বুলবুলের কথায় রাজী হলুম।

হয়তো সে রাত্রে বুলবুলের বাড়িতে রাত কাটিয়ে আমি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলুম। কারণ জনতা পরের দিন ভোরে আমার বাড়ি ঘেরাও করল। পাশা কোথায়? ওরা চিৎকার করে বলতে লাগলো। আমাকে না পেয়ে ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। কিন্তু যাবার আগে শাসিয়ে গেল আবার ফিরে আসবে।

ফারুক সেই রাত্রে আলেকজান্দ্রিয়াতে ছিলেন। নাসের এবং তার সহকর্মীরা ঠিক করলেন যে সম্রাটকে দেশ থেকে চলে যেতে হবে। নইলে তার জীবন রক্ষা করা যাবে না। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে এবং যে কোনো মুহূর্তে তারা আলেকজান্দ্রিয়ার রাস এল তিন প্রাসাদ আক্রমণ করতে পারে।

রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিল প্রধানমন্ত্রী আলী মাহেরকে জানালেন যে ফারুককে

অবিলম্বে দেশ ত্যাগ করতে হবে। নইলে তার বিপদ হতে পারে। আলী মাহেরকে একটা কাগজ দেওয়া হলো এবং বলা হলো সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করছেন এই কথাটি লিখে দিতে হবে।

ফারুক প্রথমে কোনো কাগজে সই করতে অরাজী হলেন।

অসম্ভব। আমি ভীরু কিংবা কাপুরুষ নই। আমার অনুগত সৈন্য এবং অন্যান্য লোক আছে। আমি রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের চোখ রাঙ্গানিতে কখনও ভয় পাবো না।

কিন্তু আলী মাহের ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ফারুককে বোঝালেন যে দেশের জনতা রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিল নাসের এবং নেগুইবকে সমর্থন করছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে মিশরে আর এক মুহূর্ত থাকাও সমীচীন হবে না।

অনেক আলোচনার পর ফারুক রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হলেন।

ঠিক হলো পরের দিন ফারুক জাহাজে করে ইতালীতে চলে যাবেন।

মিশরের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হলো। আমার জীবনে এলো এক বিরাট পরিবর্তন। ছিলুম ফারুকের মোসাহেব, মেয়ের দালাল। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে নতুন মিশরে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে আমাকে নাসের নেগুইবের সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করতে হবে।

কিন্তু আমার প্রধান চিন্তা হলো রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিল—নাসের নেগুইব কী আমাকে বিশ্বাস করবেন? এই কম্যাণ্ড কাউন্সিলে আমার প্রধান শত্রু ছিলেন আনোয়ার সাদাত। আনতানিও পুলিকে জেলখানা পুরবার পর শুধু উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন: পাশা কোথায়? আমরা পাশাকে নিয়ে কী করবো?

কিন্তু সেদিন নাসের আমার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন। তিনি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন: পাশা হলো ডার্টি ডগ···ওকে আমরা একেবারে বিশ্বাস করতে পারি নে। কিন্তু তবু আমরা ওকে আমাদের নোংরা কাজে লাগাবো। পাশা হবে: আওয়ার ম্যান ইন ইস্রাইল। আমাদের তেল আভিভের খবরাখবর দরকার। আমরা ওকে তেল আভিভে স্পাই করে পাঠাবো।

কিন্তু সেদিন নাসের আমাকে চিনতে ভুল করেছিলেন। কারণ আমি যে ইস্রাইলী স্পাই, সেনবেতের গুপ্তচর সে কথা কী নাসের জানতেন? না। আমার আসল পরিচয় জানা থাকলে উনি কখনও আমাকে রক্ষা করতেন না।

নাসের অবশ্যি আমার আসল পরিচয় জানবার কোনো চেষ্টা করেন নি।

ঝড় এলো মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়ায়।

আর এই ঝড়ের পুরোভাগে ছিলেন গামাল আবদল নাসের।

আমেরিকান ইনটেলীজেন্স সার্ভিস আর কেরমিট রুজভেল্ট নাসেরকে চিনতে ভুল করেছিলেন।

নাসের ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং আমেরিকান কর্তাদের কথার সুরের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি কাজ করবেন না একথা উপলব্ধি করতে তাদের বেশ কিছুদিন সময় নিলো। তারপর নাসের ক্ষমতার গদীতে ভালো করে বসবার পরই আমেরিকার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে গেলো।

আর সেই সঙ্গে আমার কাজ গেলো বেড়ে। প্রতিদিন ইসার হেরেল আমাকে নির্দেশ পাঠাতেন: লাকি ষ্ট্রাইক, আমাদের আরো খবর চাই। আমরা জানতে চাই যে আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট নাসেরকে কী ধরনের হাতিয়ার পাঠাচ্ছেন। আমি ওদের কাছে যে খবর পাঠাতুম সেই খবর যেন ওদের খাঁই মিটাতো না। কিংবা আমার কথা যেন ওরা সহজে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কারণ আমি ইসার হেরেলকে বলেছিলুম যে আমেরিকান সরকার নাসেরকে কোনো মারাত্মক অস্ত্র দেন নি।

কিন্তু এই সঙ্গে ইসার হেরেলকে আর একটি প্রয়োজনীয় খবর দিলুম। আর সেই প্রয়োজনীয় খবরটি হলো নাসের নেগুইবের বন্ধুত্বের ফাটল ধরেছে।

আমার এই খবর পেয়ে ইসার হেরেল উত্তেজিত হলেন।

তাঁরা জানতে চাইলেন রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের আসল কর্তা কে?

আমি ছোট্ট জবাব দিলুম: নাসের। এই খবর পাঠাবার পর তেল আভিভ থেকে একটি গোপনীয় কোড টেলিগ্রাম পেলুম। আর সেই টেলিগ্রামে লেখা ছিলো: 'প্ল্যান টু মার্ডার নেগুইব'। আমাদের কাট আউট মারফত গোপনীয় প্ল্যান তোমাকে পাঠাচ্ছি। তুমি এই প্ল্যানের নির্দেশানুযায়ী কাজ করবে।

আমি তেল আভিভের টেলিগ্রাম পেয়ে বেশ চমকে গেলুম। কী ব্যাপার? ওদের কী মাথা খারাপ হয়েছে নাকি। প্ল্যান টু মার্ডার নেগুইব।

দু' একদিনের মধ্যেই আমার বিস্ময় কাটলো।

তেল আভিভের গোপনীয় প্ল্যান পেলুম। প্ল্যানের ভেতর লেখা ছিলো— 'অপারেশন টপ সিক্রেট'।

অপারেশন টপ সিক্রেট হলো নেগুইবকে হত্যা করবার পরিকল্পনা। আর এই কাজ করবার দায়িত্ব এজেন্ট লাকি ষ্ট্রাইককে দেয়া হলো। শিগগিরই আমরা মিশরের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা করছি। আমাদের এই যুদ্ধে সাহায্য করবে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। কিন্তু

এই যুদ্ধের প্রারম্ভে আমরা মিশর দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাই। গোলযোগের প্রথম কাজ হলো নেগুইবকে হত্যার দায়িত্ব নাসেরের ঘাড়ে চাপাতে হবে। বাজারের গুজব হলো এজেন্ট লাকি ষ্ট্রাইক নাসেরের প্রিয়পাত্র। অতএব নেগুইব হত্যার ব্যাপারে যদি লাকি ষ্ট্রাইক জড়িত থাকেন তাহলে সবাই নাসেরকে সন্দেহ করবেন। কারণ বাজারের সবাই জানে যে নাসের নেগুইবের ভেতর মনোমালিন্য শুরু হয়েছে।

তেল আভিভের পরিকল্পিত এই টপ সিক্রেট প্ল্যান পড়ে, আমি শুধু স্তম্ভিত নয় আতঙ্কিত হলুম। এ কাজ করে ধরা পড়লে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আমি কী করবো ভেবে পেলুম না। যদি তেল আভিভের নির্দেশ অমান্য করি তাহলেও আমার জীবন বিপন্ন হবে।

'টপ সিক্রেট' প্ল্যানে আরো লেখা ছিলো : আমাদের নতুন কাট আউট হলো 'জনি'। শিগগিরই তিনি লাকি ষ্ট্রাইকের সঙ্গে দেখা করবেন। আর কী করে অপারেশন টপ সিক্রেট প্ল্যান কার্যকরী করতে হবে তাঁর নির্দেশ দেবেন।

দুদিন বাদে আমার বাড়ির টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে এক রাশভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

লাকি ষ্ট্রাইক ?

টেলিফোনে আমি আমার কোড নাম শুনে চমকে উঠলুম, বুঝতে পারলুম কাট আউট জনি টেলিফোনে কথা বলছেন।

প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেলো।

লাকি ষ্ট্রাইক ? এবার কণ্ঠস্বর ছিলো বেশ কর্কশ।

কথা বলছি।

আজ বিকেল তিনটের সময় তোমার কাছে একটি মার্সেডিজ গাড়ী যাবে। তুমি গাড়ীর ভেতর গিয়ে বসবে। এই গাড়ী তোমাকে নাগ হামাদী শহরে নিয়ে যাবে। ঐখানে গিয়ে নেগুইবকে হত্যা করবার চেষ্টা করবে। কী করে এই কাজ করতে হবে তার দায়িত্ব তোমাকে দিলুম। কিন্তু খবরদার আমরা যে তোমাকে এই কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছি এই কথা কাউকে বলবে না। যদি বিপদের আশঙ্কা করো তাহলে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করবে!

আত্মহত্যা করবে ? মজা আর কি!

শেনবেত কী পাগল হলো নাকি ? আনোয়ার পাশা এতোদিন সুখের জীবন-যাপন করেছে। আজ তাকে খুন করতে বলা হচ্ছে। শুধু তাই নয় বিপদ দেখলে আত্মহত্যা করতে বলা হচ্ছে।

আমি এক মুহূর্তের মধ্যে নিজের মন ঠিক করে ফেললুম।

আমি নেগুইবকে হত্যা করবো না, কিন্তু কখনও শেনবেত্তের লোককে বুঝতে কিংবা জানতে দেবো না যে আমি তাদের নির্দেশ পালন করিনি।

নির্ধারিত সময়ে মার্সেডিজ গাড়ী এলো। আমি গাড়ীর ভেতর গিয়ে বসলুম। দেখতে পেলুম গাড়ীর ভেতর আর একজন লোক বসে আছে। লম্বা চুল, চোখে কালো রঙ্গীন চশমা। চশমার বাইরের দিকটা রূপালী প্রলেপে ঢাকা। অর্থাৎ লোকটির চোখ দেখবার যো নেই।

জনি ? আমার এই ছোট প্রশ্নে ছিল কৌতূহলের সুর। জনি জবাব দিলো না। শুধু একবার আমার পানে তাকালো। বুঝতে পারলুম আমার প্রশ্নে জনি বেশ বিরক্ত হয়েছে।

জনি সোজাসুজি আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। শুধু বললো, তোমার অহেতুক প্রশ্ন কিংবা কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

গাড়ী এবার নাগ হামাদীর পানে ছুটে চললো। নাগ হামাদী হলো লুকসরের আগের ষ্টেশন। কায়রো থেকে পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় সাত ঘণ্টা নিলো। আমাদের গাড়ী যখন নাগ হামাদীতে পৌছল তখন রাত প্রায় ন'টা।

সারাটা রাস্তা আমি এবং জনি কোনো কথা বলিনি। দুজনে অফুরন্ত সিগারেট খেয়েছি। দু-একবার আমি জনির পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে যাচাই করবার চেষ্টা করেছিলুম।

জনি বিদেশী, হয়তো ফরাসী হবে। তার ইংরেজীতে ফরাসী সুর মেশান ছিল। বয়স বেশী নয় ত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ। জনিকে দেখলেই মনে হয় লোকটি খুবই ধুরন্ধর লোক। কেন জানিনে সেদিন আমি জনিকে দেখে মনে মনে হেসেছিলুম।

জনি পাশাকে চেনে না। লোককে কী করে লেংরি দিতে হয় আমি জানতুম। না জনির চোখে ধুলো দিতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

রাত ন'টার সময় আমারা নাগ হামাদীর রেষ্ট হাউসে গিয়ে উঠলুম। ঠিক হলো যে আমি গোপনে নেগুইবের বাড়ীতে যাবো এবং তাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করবো এবং পরে তাঁর বেহুশ দেহকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসব। বাইরে জনি একটি গাড়ী নিয়ে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করবে। আমি নেগুইবের অচেতন দেহটি নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসবো। জনি গাড়ী চালাবে! তারপর আমরা দুজনে টিমা শহরে [illegible]

[illegible] টপ সিক্রেটের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। এর [illegible] জনি আমাকে খুব ছোট সংক্ষিপ্ত নির্দেশে জানালো যে [illegible] হবে। আর আমাদের কাজের প্রতিটি

মুহূর্ত অতি মূল্যবান। কারণ যে কোনো মুহূর্তে নেগুইবের বাড়ীর প্রহরী চাকর-বাকর জানতে পারবে যে নেগুইবকে চুরি করা হয়েছে। তখন সবাই জানবার চেষ্টা করবে নেগুইব কোথায়? সমস্ত এলাকায় পুলিশ নেগুইবকে খোঁজ করবে। আমাদের খুঁজে পেতে বেশী সময় নেবে না। আমরা দেরী করলে ধরা পড়বো। আর ধরা পড়বার আগে আমাদের আত্মহত্যা করতে হবে।

আত্মহত্যা একেবারেই ইম্‌পসিবল! জনির প্রস্তাব শুনে আমি মনে মনে হাসলুম।

জনি মূর্খ।

জনি কী জানে না যে নেগুইবকে ক্লোরোফর্ম করে বাড়ী থেকে বের করে আনা সহজ কাজ নয়।

কিন্তু আমি জনির প্রস্তাবের কোনো প্রতিবাদ করলুম না। কারণ আমি মনে মনে আর একটি ফন্দী এঁটেছিলুম। আমি ঠিক করলুম যে জনিকে বাড়ীর বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকবো তারপর কোনো প্রকারে বাড়ীর পাহারা পুলিশদের জানাব যে নেগুইবকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওরা সবাই যখন জনিকে ধরবার চেষ্টা করবে আমি তখন বাড়ীর ভেতর থেকে পালিয়ে যাবো। জনির সঙ্গে বেইমাইনী করলে কেউ কী টের পাবে? বোধহয় না। কারণ? বলছি পরে।

জনি আমার আসল পরিচয় জানে না। ওর কাছে আমি লাকি ষ্ট্রাইক ছদ্মনামে পরিচিত। আর লাকি ষ্ট্রাইক এবং পাশা যে একই ব্যক্তি সে-কথা নাসের কিংবা রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের কর্তারা জানেন না। ভাগ্যিস ইস্রাইলী কর্তারা আমাকে একটি ছদ্মনাম দিয়েছিলেন।

নেগুইবের বাড়ীতে যাবার আগে আমি এবং জনি বসে হুইস্কী ড্রিঙ্ক করতে লাগলুম। কিন্তু হঠাৎ আমরা দেখতে পেলুম যে আমাদের রেষ্ট হাউসে ইজিপশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের বড়ো কর্তা সালা নাসের ঢুকছেন।

সালা নাসেরকে দেখে আমি আতঙ্কিত হলুম।

সালা নাসেরের কাছে আমি অপরিচিত নই। সালা নাসেরের কাছে আমি পাশা বলে পরিচিত। আর সালা নাসের আমাকে ইস্রাইলী স্পাই বলে সন্দেহ করেন।

এখন কী করবো সেইটে হলো আমার প্রধান চিন্তা। [illegible]
সালা নাসের যেন আমাকে দেখতে না পান। কারণ [illegible]
পাশা নাগ হামাদীর রেষ্ট হাউসে বসে মদ খাচ্ছে [illegible]
যে নেগুইবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না [illegible]

আমি এক [illegible] আর একটি [illegible]

বাথরুমে যাচ্ছি। তুমি বারের বিল মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় আমার জন্যে প্রতীক্ষা করো। আমি এক্ষুণি আসছি।

জনির মনে একটুও সন্দেহ হলো না যে হঠাৎ আমি টেবিল থেকে উঠে গেলুম কেন? হয়তো সে সরল মনে আমার কথা বিশ্বাস করলো। টেবিল থেকে উঠে বারের ক্যাশের কাছে গেলো।

আমি বাথরুমের ভেতর ঢুকলুম। বাথরুমের ঠিক সামনের একটি টেবিলে সালা নাসের তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসে হুইস্কী গিলছিলেন [illegible]

[illegible] দেখতে পাননি।

[illegible] আমি বাথরুমের ভেতর [illegible]

[illegible] ঢুকে গেছেন।

আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। [illegible]

[illegible] এই কাজ করে আমি [illegible] আমি এখন নাইট ক্লাবের [illegible]

[illegible]

[illegible]

জনি আমাকে বললো : লাকি ষ্ট্রাইক আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

জনির কথা শুনে আমার হাসি পেলো। বুঝতে পারলুম কাজে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় জনি একেবারে আনাড়ী। জনি এবং শেনবেত যারা এই ধরনের লোক নিয়োগ করে, তাদের জন্য আমার দুঃখ হলো।

আমি এবার নেগুইবের বাড়ীর ভেতর ঢুকলুম। অন্ধকার, নির্জন···দরজার সামনে প্রহরী পাহারা দিচ্ছে।

এখন আমি কী করে প্রহরীকে খবর দিই যে, বাইরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি ইস্রাইলী স্পাই। ওর আসল উদ্দেশ্য হলো নেগুইবকে চুরি করা।

আমি এবার বাড়ীর ভেতরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম। আমার চারদিকের নিস্তব্ধতা দেখে মনে হলো বাড়ীতে লোকজন বেশী কেউ নেই। হয়তো নিজের ঘরে নেগুইব একা ঘুমুচ্ছেন। নেগুইবের এ ডি সি কোথায়? আমি এ ডি সি-র ঘরের কাছে গেলুম।

কেউ নেই? ঘর খালি···আশ্চর্য! এঁরা কোথায় গেলেন? হঠাৎ আমার [illegible] পড়লো যে আমি রেষ্ট হাউসে সালা নাসের এবং তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে দে[illegible] ছিলুম। এদের মধ্যে নেগুইবের এ ডি সি-ও ছিলেন।

এবার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। ভাবলুম সালা নাসেরকে খবর দিতে হবে। সালা নাসের···চীফ অব দি ইজিপশিয়ান ইনটেলীজেন্স ফোর্স···কী করে ওকে খবর দিই।

আমি দেখতে পেলুম এ ডি সি-র ঘর খোলা। আমি আর দ্বিধা করলুম না। এ ডি সি-র ঘরের ভেতর চলে গেলুম।

নাগ হামদী ছোট শহর। পুলিশের টেলিফোন নম্বর খুঁজে নিতে বেশী সময় নিলে না। আমি পুলিশের কাছে টেলিফোন করলুম।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে পুলিশের কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

কে?

আমি কে?

পরিচয় জিজ্ঞেস করবেন না। আপনাদের কাছে একটি [illegible]

কী ধরনের খবর?

আপনি বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। [illegible]

ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। [illegible]

এবার কেন ব্যারিকেড [illegible]

ভাবছেন। [illegible]

সালা নাসের ? কিন্তু উনি তো এখানে নেই।

শুনুন আপনি কথা বলে আমার সময় নষ্ট করবেন না। কারণ আমি সালা নাসেরকে একটি খবর দিতে চাই। খবরটি মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়। ওঁকে দিন।

আবার বেশ কিছুক্ষণ টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে কোনো জবাব পেলুম না? লোকটি হয়তো ভাবছে। দ্বিধা করছে…ও কী সালা নাসেরকে বলবে যে একটি অপরিচিত লোক তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আমাকে এই খবরটি দিতে পারেন। আমি সালা নাসেরকে খবরটি দেবো।

না, আমি নিজে ওকে খবরটি দেবো…

বেশ ধরুন…

এই বলে লোকটি ফোন নামিয়ে রাখল। হয়তো কোথাও গেল। আমি টেলিফোনের রিসিভার নিয়ে বসে রইলুম। ভাবতে লাগলুম যদি সালা নাসেরকে না পাই তাহলে কী করবো? ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

খানিকক্ষণ বাদে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে এক রাশভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

আমি সালা নাসের কথা বলছি আপনি কে এবং কী চান?

সালা নাসের… ?

দ্যাটস মী…

শুনুন, আজ রাত্রে আপনাদের প্রেসিডেন্ট নেগুইবকে চুরি করবার একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে।

হোয়াট? সালা নাসের চিৎকার করে বললেন।

হ্যাঁ, আমি সত্যি কথা বলছি। আপনারা বাজে প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করবেন না। এক্ষুণি নেগুইবের বাড়ির পেছনের দিকে চলে যান। দেখতে পাবেন বাড়ির পেছনের একটি মাঠে একটি কালো মার্সেডিজ গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীর ড্রাইভারের নাম হলো জনি। আর জনি হলো ইস্রাইলী স্পাই। ঐ খালি মাঠে লোকটি কেন দাঁড়িয়ে আছে জানেন? ঐ গাড়ী করে ওরা নেগুইবকে চুরি করে নিয়ে যাবে।

ইমপসিবল…… !

ইউ আর এ ফুল মিস্টার, সালা নাসের বৃথা তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। এক্ষুণি পুলিশের দলবল নিয়ে চলে যান। নইলে পাখী পালাবে…

আমি রিসিভার রেখে দিলুম। আর কথা বলতে পারলুম না। কারণ তাকিয়ে

দেখলাম একটি লোক ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি কে বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। নেগুইবের এ ডি সি …মহম্মদ রিয়াদ…।

আমি অতি গোপনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। তারপর দেয়াল টপকে বাড়ির বাইরে এলুম।

অন্ধকার · হঠাৎ যেন অন্ধকার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। চারদিকে থেকে অনেক উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। অনেকগুলো গাড়ী এই দিকে ছুটে আসছে। আর এই গাড়ীগুলো কাদের বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না।

সালা নাসের তার দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছেন।

আলো আর তীব্র আলো। গাড়ীগুলো খুব কাছে এসেছে।

হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম মাঠের গাড়ীটি পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু গাড়ীটি পালাতে পারলো না…সালা নাসেরের দলবল তাকে ঘিরে ধরলো…।

জনি ধরা পড়েছে…

আমি যেন নিশ্চিত বোধ করলুম। কিন্তু এবার আমাকে নাগ হামাদী থেকে পালাতে হবে।

আমার কাছে কোনো গাড়ী ছিলো না। রাস্তাতেও কোনো গাড়ী ছিলো না। এই ছোট শহর নাগ হামাদীতে সহজে গাড়ী পাওয়া যায় না। তাই আমি মনে মনে ঠিক করলুম হেঁটে স্টেশনে যাবো। আর রাত্রের কোনো ট্রেন ধরে কায়রোতে ফিরে আসবো।

ত্ব'দিন বাদে কায়রোতে সমস্ত কাগজগুলো লিখতে শুরু করলে : · লাকি ষ্ট্রাইক-পুলিশ একজন ইস্রাইলী স্পাইর সহকর্মী লাকি ষ্ট্রাইককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি প্রথম একটু চিন্তিত বোধ করেছিলুম। কিন্তু পরে আমার মনের আতঙ্ক দূর হয়ে গেলো। স্পাইর জীবনে এমনি ধরণের বিপদ প্রতি পদে পদে আসবে। তাই চিন্তা-ভাবনা করে লাভ নেই। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে, কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দিতে হবে। অর্থাৎ কায়রো শহর থেকে বাইরে যেতে হবে।

কোথায় যাবো ?

বেইরুটে…না…

মের্সাই·· গুরিনির কথা আমার মনে হলো। গুরিনির সঙ্গে হাসিস হেরোন সাপ্লাই নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ফারুক চলে যাবার পর এবং নাসের নেগুইব ক্ষমতা পাবার পর দেশের আইনকানুন বেশ কঠোর করা হয়েছিলো। সিনাইর পথ দিয়ে হাসিস স্মাগল করতে গিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছিলুম। এছাড়া প্রকাশ্য বাজারে হাসিস বিক্রী করা সম্ভব ছিলো না, পুলিশ হাসিস হেরোন বিক্রীর দোকানগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে আমি ইসের হেরেলের কাছ থেকে একটি তার পেলুম। আর সেই তারে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো—'কাম টু তেল আভিভ'।

জনি ইজিপশিয়ান পুলিশের কাছে ধরা পড়বার পর শেন বেতের কর্তারা আমার কাজকর্ম সম্বন্ধে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ছিলেন। ওদের মনে একটি প্রশ্ন জেগেছিলো : আমি কে ? আমি কী ইস্রাইলী স্পাই, না ডবল এজেন্ট। আমি যদি ডবল এজেন্ট না হই, তাহলে জনি ধরা পড়লো কী করে ?

জনি ধরা পড়বার পর আমি একদিন সালা নাসরের কাছে থেকে টেলিফোন পেলুম।

পাশা তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। আজই···

কী ব্যাপার ? হঠাৎ সালা নাসের আমাকে তলব করেছেন কেন ? তাহলে বোধহয় সালা নাসের এবং ইজিপশিয়ান ইনটেলীজেন্স পাশার আসল পরিচয় জানতে পেরেছেন। ওরা কী খবর পেয়েছেন যে লাকি ষ্ট্রাইক হলো পাশার ছদ্মনাম।

আবার মনের চিন্তা দূর করবার চেষ্টা করলুম। মনে মনে বললুম : পাশা অতো দুর্বল হলে চলবে না। স্পাইর কাজ অতি কঠিন···এডভেন্চারাস ··

পাশা, তুমি স্পাইর কাজ করবে ? সালা নাসের কোনো ভূমিকা না করে আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি সালা নাসেরের প্রশ্ন শুনে বেশ হকচকিয়ে গেলুম। লোকটা বলে কী ? পাগল হলো নাকি ? আমাকে স্পাইর কাজ করতে বলছে কেন ?

হয়তো সালা নাসের আমাকে বাজিয়ে দেখছেন আমি কে ? তারপর হয়তো দুর্বল মুহূর্তে আমি আমার সত্যিকারের পরিচয় দেবো। বলবো···ইয়েস সার···আমি স্পাইর কাজ করবো। তারপর হয়তো সালা নাসের বলবেন : পাশা তুমি কে আমরা জানি। তুমি হলে ইস্রাইলী স্পাই ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট সি আই এ-র 'কাট আউট'।

আমি সালা নাসেরের কাছে সহজে ধরা দিলুম না।

হেসে বললুম, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন মিস্টার নাসের···

সালা নাসের এবার বেশ কিছুক্ষণ আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। প্রথমে কোনো জবাব দিলেন না। তারপর বেশ ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, না, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিনে। তোমার মতো একজন লোক আমাদের দরকার। সাহসী বেপরোয়া...আর জীবন নিয়ে যে কোনো চিন্তা-ভাবনা করে না। পাশা, আমরা জানি তুমি স্পাইর কাজ করতে পারবে। আমাদের 'জাইম' গামাল নাসের তোমার কথা বলেছেন যে, শয়তান বদমায়েসের কাজকর্মে তোমার মতো জুড়িদার লোক এই দেশে আর কেউ নেই।

আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম যদিও আমি জানতুম যে, প্রতিবাদ বা আপত্তি করে কোনো লাভ হবে না। তবু আমি সহজে সালা নাসেরের কাছে ধরা দিতে চাইনে।

আমি স্পাইর কাজ কোনো দিন করিনি।

কিন্তু আজ থেকে তুমি এই কাজ করবে—সালা নাসেরের কণ্ঠে বেশ দৃঢ়তা ছিলো।

ধরুন আমি যদি এই কাজ করতে আপত্তি করি—আবার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম।

তাহলে বিপদে পড়বে। মনে রেখে আমরা ফারুকের কোনো বন্ধু মোসাহেবদের রেহাই দিইনি। আনতানিও পুলি এখনও জেলখানায় ঘানি টানছেন। তোমারও সেই অবস্থা হবে।

তারপর গলার স্বর খাটো করে সালা নাসের আমাকে বললেন, নাদিয়া সুলতান কে আমরা জানতুম পাশা। নাদিয়া সুলতানের আসল নাম হলো: লিলি কোহেন, জাতে ইহুদী। তুমি ছিলে নাদিয়া সুলতানের বন্ধু। তুমি নাদিয়া সুলতানের পরামর্শানুযায়ী য়ুরোপ থেকে বাজে অকেজো আর্মস কিনেছিলে আর এই অস্ত্র ব্যবহার করে আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে। না পাশা, আমাদের প্রস্তাবে তুমি কোনো আপত্তি কেরো না। যদি তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করো, তাহলে তুমি ইনাম পাবে। আমরা স্পাইদের ভালো টাকা দিই। আর টাকা ছাড়াও তুমি জীবন উপভোগ করবার জন্য অজস্র সুন্দরী মেয়েও পাবে।

বুঝতে পারলুম যে আমি সালা নাসের এবং ইজিপশিয়ান ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের ফাঁদে পা দিয়েছি। সহজে এই ফাঁদ থেকে রেহাই পাবো না।

আমি জীবনে বিপদ উত্তেজনাকে ভালোবাসি। বিপদে মুষড়ে পড়িনে। আজও অবিচলিত রইলুম।

বেশ বলুন, আমাকে কী করতে হবে··· ;

এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ। শোনো পাশা, তুমি হিব্রু ভাষা বলতে পারো?

অনর্গল···আমার মুখে হিব্রু ভাষা শুনলে কেউ বলতে পারবে না যে আমি ইস্রাইলী নই।

চমৎকার। আমরা ঠিক করেছি যে কিছুদিনের জন্যে তেল আভিভে আমরা একজন স্পাই পাঠাবো। আমরা একটি লোকের খবর জানতে চাই। লোকটি হলো ইস্রাইলী স্পাই নেট-ওয়ার্কের একজন দক্ষ স্পাই। আমরা জেনেছি লোকটি বর্তমানে কায়রো শহরে স্পাইর কাজ করছে। আমরা এই লোকটি সম্বন্ধে আরো খবর চাই।

আমি সালা নাসেরের কথা শুনে চমকে উঠলুম। ইস্রাইলী স্পাই কায়রোতে কাজ করছে।

এই বলে সালা নাসের একটুখানি থামলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন হ্যাঁ যা বলছিলুম···এই লাকি ষ্ট্রাইক হলো দি মোস্ট ডেঞ্জারাস ইস্রাইলী স্পাই ইন দি মিডল ইস্ট। আমরা জনির কাছে থেকে জানতে পেরেছি যে, লাকি ষ্ট্রাইক শুধু ইস্রাইলী স্পাই নয়···সে হলো সি আই এ-র কভার এজেন্ট—ইনফরমার এবং ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কাট আউট। পাশা, যদি এই লোকটিকে না ধরতে পারি, তাহলে লোকট আমাদের সর্বনাশ করবে। রাইস গামাল আবদেল নাসের আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেমনি করে হোক লাকি ষ্ট্রাইকের আসল পরিচয় বের করতে হবে। আমরা জানতে চাই লাকি ষ্ট্রাইক কে এবং কোথায় কাজ করছেন।

সালা নাসের একটানা কথা বলে থামলেন। আমি ওর কথা শুনে মনে মনে একটু ভয় পেয়েছিলুম বটে কিন্তু আমার মনের আতঙ্কের কথা বাইরে প্রকাশ করলুম না। বরং এক গাল হেসে বললুম, আপনার নির্দেশ আমি পালন করবো। কিন্তু মিস্টার নাসের, আজ মধ্য-প্রাচ্যের সবাই জানে পাশা কে। ধরুন আমি যদি তেল আভিভে গিয়ে ইনফরমারের কাজ করি, তাহলে সবাই আমাকে চিনতে পারবে। সালা নাসের মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনলেন। কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, তোমার কথার যুক্তি আছে। পাশাকে সবাই চেনে কিন্তু ধরো পাশা যদি ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম নিয়ে তেল আভিভে যায়, তাহলে কেউ পাশাকে চিনতে পারবে না। আর এই কাজে তোমাকে সাহায্য করবেন রাইনহারড গেহলেন।

রাইনহারড গেহলেন!

নামটি আমার কাছে একেবারে নতুন আনকোরা। এই নাম আগে কখনও শুনিনি। আমার জানবার ইচ্ছে হলো লোকটি কে? তার সঙ্গে সালা নাসের এবং ইজিপশিশান সিক্রেট সার্ভিসের কী সম্পর্ক?

হ্যাঁ রাইনহারড গেহলেন। উনি হলেন জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা। উনি আমাদের নতুন সিক্রেট সার্ভিস গঠন করতে বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছেন।

রাইনহারড গেহলেনের নাম শুনে আমি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলুম। জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা। উনি হয়তো অতি সহজে লাকি ষ্ট্রাইকের আসল পরিচয় খুঁজে বের করতে পারবেন। কিন্তু আমার গুরিনির কথা মনে হলো। আমি জানতুম যে, গুরিনি হলেন সি আই এ-র এজেন্ট। আর সি আই এ-র বন্ধু মানে জর্মান সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে, গুরিনির শরণাপন্ন হতে হবে। গুরিনি যেন গেহলেনকে সতর্ক করেন...নইলে লাকি ষ্ট্রাইক

বিপদে পড়বে। এইসব স্পাই ইনফরমারদের কথা বলা যায় না। কখন কী বেসামাল কাজ করে বসে ঠিক নেই।

মনে মনে ভেবে নিলুম কিছুদিনের জন্যে ফ্রান্সে যাবো। একবার গুরিনির সঙ্গে দেখা করতে হবে · আর শুধু তাই নয়। আমাকে ইসার হেরেল তার হেড-কোয়ার্টারে তলব করেছেন। নিশ্চয় ওঁরা সন্দেহ করেছেন যে, জনির গ্রেপ্তারের জন্যে আমি দায়ী। ওদের মনের সন্দেহ দূর করতে হবে। আমি সালা নাসেরকে আশ্বাস দিলুম।

পাশা আপনাদের জন্যে সবকিছু করবে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি তেল আভিভে যাবার একটা পথ খুঁজে বের করবো। আপনি রাইস গামাল আবদেল নাসেরকে আশ্বাস দিতে পারেন। বলবেন পাশা হলো তাঁর হুকুমের তাঁবেদার। উনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো। সালা নাসের আমার জবাব শুনে খুশী হলেন। তিনি পাশার চরিত্র জানতেন। দুনিয়ায় পাশা পয়সার জন্য সবকিছু করতে পারে।

সালা নাসের হেসে বললেন, আমরা জানতুম যে, তুমি আমাদের সাহায্য করবে। গামাল নাসের বলেছিলেন পাশা ভালো স্পাইয়ের কাজ করতে পারবে। শুধু একটি কথা তুমি মনে রেখো পাশা··।

সালা নাসের তাঁর কথা শেষ করলেন না। কথার কিছুটা বলে আমার মুখের পানে তাকালেন।

আমার জানবার ইচ্ছে হলো উনি কী বলতে চান।

আপনি কী বলছিলেন মিস্টার নাসের?

শুধু আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিনে ·। আমি বেশ চিন্তিত মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলুম। বাড়িতে নতুন নির্দেশ পাঠিয়েছেন: আমরা শিগ্‌গিরই ইজিপ্টে একটি নতুন অপারেশন শুরু করবো। এই ব্যাপারে আমরা তোমার সাহায্য চাই। এই অপারেশনের কোড নাম হলো: অপারেশন ইজিপ্ট।

অপারেশন ইজিপ্টের কথা শুনে আমি একটু উদ্বিগ্ন হলুম। কী মতলব করছেন ইসার হেরেল? কিন্তু আমি মনে মনে জানতুম যে আমার তেল আভিভে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি যদি ইসার হেরেলের নির্দেশানুযায়ী তেল আভিভে যাওয়া স্থগিত রাখি তাহলে সালা নাসের আমাকে সন্দেহ করবেন। এ ছাড়া জর্মান সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা রাইনহার্ড গেহলেনের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় একান্ত আবশ্যক। নইলে একদিন আমি বিপদে পড়বো। সমস্ত কথা ভেবে-চিন্তে আমি ইসার হেরেলকে খবর পাঠালুম: আমি তেল আভিভে আসছি। আপনারা অপারেশন

ইজিপ্ট শুরু করবেন না। আমি এই ব্যাপার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

আবার তেল আভিভ থেকে জবাব এলো: না, আমরা তোমাকে অপারেশন ইজিপ্টের একটা খসড়া পাঠাচ্ছি। তোমার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি সাইফার কোড টেলিগ্রামের পানে তাকিয়ে দেখলুম যে এবার খবর পাঠিয়েছেন বুরো অফ দি মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের কর্তা যার সংক্ষিপ্ত নাম হলো 'আর্মন-বেঞ্জামিন গিবলী'।

আর্মনের প্রেরিত খবরে আমি চিন্তিত হলুম। কারণ আমি জানতুম যে শেন বেতের কর্তা ইসার হেরেল এবং আর্মনের কর্তা বেঞ্জামিন হেরেলের ভেতর কোনো হৃদ্যতা নেই। এই দুই দলের ভেতর ঝগড়া-বিবাদের কথা তেল আভিভে সবাই জানতো।

এখন আমি কী করবো? আমি কী আর্মনের কর্তার নির্দেশ অমান্য করবো? আমি আর্মনের কর্তাকে জানালুম যদি আমি তেল আভিভ না যাই তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে। অবশ্যি আমি বিপদের কথা ব্যাখ্যা করে বললুম না। কারণ আমি জানতুম যে ইজিপসিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আমাদের রেডিও ওয়ারলেস সংবাদ আদান প্রদান মনিটর করছেন। হয়তো আমাদের কোড ওদের অজানা নেই।

শুধু তাই নয়। আমি ইসার হেরেলকে বললুম যে তেল আভিভে না গেলে আমি কিছুদিনের জন্য কায়রোতে কোনো কাজ করতে পারবো না। সালা নাসের আমাকে সন্দেহ করবেন। আমি ওর মনের সন্দেহ দূর করতে চাই। আমি তেল আভিভ থেকে ফিরে এসে সালা নাসেরকে লাকি ষ্ট্রাইকের সম্বন্ধে কিছু অতিরঞ্জিত খবর দেবো। আর এই সব খবর ওদের ভুল পথে টেনে নেবে।

ইসার হেরেল আমাকে নির্দেশ পাঠালেন: ইউ মে কাম।

পরের দিন আমি সালা নাসেরকে গিয়ে ধরলুম যে আমি তেল আভিভে যাবার একটি পথ খুঁজে পেয়েছি। আমি প্রথমে ফ্রান্সে যাবো। তারপর ফ্রান্স থেকে তেল আভিভে যাবো। আমার ছদ্ম পরিচয় হবে: আর্মস ডিলার।

গুড আইডিয়া। কিন্তু দেখো ওরা যেন তোমাকে সন্দেহ না করেন।

পাগল হয়েছেন! পাশাকে ধরা অতো সহজ কাজ নয়। আমি ফরাসী এবং হিব্রু ভাষা অনর্গল বলতে পারি। আমি নিজেকে ফরাসী ইহুদী বলে পরিচয় দেবো।

সালা নাসেরের মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন: পাশা, মনে রেখো তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো। তোমার চালে একটু ভুল হলে তোমার গর্দান যাবে। কারণ এই কায়রো শহরে প্রতিদিন কী ঘটছে তার পুরো ফিরিস্তি লাকি

ষ্ট্রাইক রেডিও মারফৎ তেল আভিভে পাঠাচ্ছে। কাল আমরা তেল আভিভের একটি রেডিও সংবাদ মনিটর করেছি। ওরা লাকি ষ্ট্রাইকের কাছে খবর পাঠাচ্ছিলো। কিন্তু আমরা পুরো খবর মনিটর করতে পারি নি। তেল আভিভ প্রতি ত্রিশ সেকেণ্ডের পর রেডিও ক্রিস্টাল পরিবর্তন করে ওয়েভলেংথ পাল্টাচ্ছিলো। আমরা জানি যে লাকি ষ্ট্রাইক তোমার তেল আভিভে যাবার কথা ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে জানাবে।

এবার আমার হাসবার পালা। বললুম: আপনি এখনো পাশাকে পুরো চিনতে পারেন নি। পাশাকে তেল আভিভের কর্তারা কখনই ধরতে পারবে না।

বেষ্ট লাক পাশা। আশা করি তোমার মিশন সাকসেসফুল হবে—কিন্তু আমি দেখতে পেলুম যে সালা নাসেরের চোখে রয়েছে সন্দেহের দৃষ্টি।

আমি তেল আভিভ গেলুম। কিন্তু যাবার আগে মাদেলিনকে বললুম: তুমি প্রতি রাত্রে তেল আভিভে রেডিও মারফৎ খবর পাঠাবে। কারণ আমার অবর্তমানে ওরা যদি টের পায় যে, রেডিওতে কোনো খবর পাঠানো হচ্ছে না তাহলে হয়তো সন্দেহ করবে রেডিওতে খবর পাঠানো হচ্ছে না কেন?

মাদেলিনকে শেখালুম কী করে রেডিও মারফৎ খবর পাঠাতে হয়। কী করে ক্রিষ্টাল পাল্টাতে হয়।

মাদেলিন সেয়ানা মেয়ে। আমার অবর্তমানে তার কাজে কোনো ত্রুটি হবে না একথা আমি জানতুম।

কায়রো থেকে আমি মের্সাইতে এলাম। কারণ আমি ঠিক করেছিলুম যে আমার কার্যক্রম নিয়ে গুরিনির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা দরকার। এ ছাড়া আমি একবার জানতে চাই রাইনহার্ড গেহলেন কে?

গুরিনি ব্যস্ত ছিলেন। আমি মের্সাই শহরে পৌঁছে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। গুরিনির সেক্রেটারী বললেন: গুরিনির সঙ্গে দেখা হবে না। উনি ব্যস্ত আছেন।

কারণ? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

কারণ আজকাল তিনি কতোগুলো মিছিল আন্দোলনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছেন—সেক্রেটারী জবাব দিলেন। এইসব মিছিল আন্দোলন কী ধরণের আমি জানতুম। কারণ এই সময়ে ফ্রান্সে বহু বামপন্থী আন্দোলন হচ্ছিলো। আর এইসব বামপন্থী আন্দোলনকে বানচাল করার জন্যে সি আই এ ডানপন্থী দলের সাহায্য নিচ্ছিলেন। আর এইসব ডানপন্থী নেতাদের সাহায্য করছিলেন গুরিনি।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। বললুম: আমার গুরিনির সঙ্গে দেখা করতে হবে। কারণ আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

কী কাজ ? সেক্রেটারী আবার প্রশ্ন করলেন।

আমার নাম লাকি ষ্ট্রাইক। আমি হলুম গুরিনির মিডিল ইষ্টের এজেন্ট। আমি দু-একদিনের মধ্যে তেল আভিভে যাবো। তেল আভিভে যাবার আগে ওর সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা করা একান্ত দরকার। হয়তো আমার ছদ্মবেশ গুরিনির সেক্রেটারীর কাছে অজানা ছিল না। তিনি এবার খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে তাকালেন। তারপর বললেন: আপনি কাল আসবেন, খুব ভোরে। তাহলে গুরিনির দেখা পেতে পারেন।

না, আমি আজই ওঁর সঙ্গে দেখা করবো...আমি জোর দিয়ে বললুম।

সেক্রেটারী জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। কারণ ঠিক এই সময় গুরিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন: পাশা তুমি কবে এলে ? এসো...এই বলে গুরিনি আমাকে ওর ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। ঘরের ভেতরে আরো কয়েকজন বসেছিলো।

গুরিনি আমাকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

লাকি ষ্ট্রাইক। আওয়ার বেষ্ট এজেন্ট ইন মিডিল ইষ্ট। আজকাল উনি ইস্রাইলীদের সঙ্গে কাজ করছেন। ওর কাছে আমরা নিয়মিতভাবে হোরোন হাসিস পাঠাচ্ছি। কিন্তু লাকি ষ্ট্রাইক, শিগ্‌গিরই তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হবে। আমরা এই অঞ্চলে বামপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন শুরু করেছি। আমরা এইসব নেতাদের 'ব্ল্যাকমেল' করতে চাই। আর এই ধরণের কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

এই বলে গুরিনি আমাকে ওঁর সমস্যার কথা বললেন। বললেন: পাশা দেশের বামপন্থী নেতারা সরকারের তীব্র প্রতিবাদ করছে। ওরা প্রতিদিন রাস্তায় শ্লোগান দিচ্ছে ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ করো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ফরাসী সেনা-বাহিনী এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে না। না, ইন্দোচীনে ফরাসী সৈনাবাহিনী তাদের মাথা নত করতে চায় না।

পাশা আজ ফ্রান্সে কোনো সরকার স্থায়ী নয়। প্রতিদিন দেশের নতুন ক্যাবিনেট ভাঙ্গছে গড়ছে। আর এই ক্যাবিনেট ভাঙ্গাগড়ার পেছনে কে আছে জানো ? ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস S D E C E সেকশন দ্য দকুমানতাশিও একসতারিওর এ দ্য কনত্রা—এসপিওনেজ, আর আমি।

পাশা S D E C E-র সঙ্গে আমি কাজ করেছি অনেকদিন থেকে। আমার বন্ধু কর্ণেল পাশী ছিলেন S D E C E-র কর্তা, পরে কর্ণেল ফুরকাদ হলেন এই কাউন্টার এসপিওনেজ সার্ভিসের নতুন মনিব।

তোমাকে আমি কর্ণেল ফুরকাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবো। চমৎকার লোক। উনি আমাকে হেরোন স্মাগলিং-এর কাজকর্মে যথেষ্ট সাহায্য করছেন। কর্ণেল ফুরেকাদ হলেন আমাদের ইন্দোচীনে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তাদের বন্ধু। আর ফরাসী সৈন্যবাহিনীর কর্তারা কর্ণেল ফুরকাদের কাছে অনুরোধ করেছেন যে বামপন্থী নেতাদের শ্লোগান এবং আন্দোলন বন্ধ করতে হবে।

মের্সাই শহর হলো বামপন্থী নেতাদের বড়ো সড়ো আড্ডা। এই শহরে বিস্তর কলকারখানা আছে। প্রতিদিন এই সব কলকারখানায় অন্দোলন হচ্ছে। শ্রমিকেরা ধর্মঘট করছে আর শ্লোগান দিচ্ছে: 'আমরা ইন্দোচীনে যুদ্ধ করবো না।

S D E C E আমাকে অনুরোধ করেছেন যে বামপন্থী নেতাদের এবং শ্রমিকদের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। আর এই আন্দোলন বন্ধ করবার জন্যে আমি বামপন্থী নেতাদের সভাসমিতি ভেঙ্গে দিচ্ছি—আর বড়ো বামপন্থী নেতাদের ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছি। ওদের স্ক্যাণ্ডাল বাজারে ছড়াচ্ছি। আর এই কাজের জন্যে তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

গুরিনি একটানা কথা বলে আমার মুখের পানে তাকালেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে আমি বুঝতে পারলুম উনি জানতে চান আমি কী জবাব দেবো? আমি কী কায়রো, মধ্যে প্রাচ্যে স্পাই-এর কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মের্সাই শহরে S D E C E-এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করবো। অসম্ভব! ইসার হেরেল কখনই আমাকে ছাড়বেন না।

আজ মধ্য প্রাচ্যে আমার প্রয়োজন বেশী। এ অঞ্চলে আবার যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। মোসাদ শেন বেতের কর্তরা আশঙ্কা করছেন যে ইজিপ্টের নতুন নেতা গামাল আবদেল নাসের আবার হয়তো ইস্রাইলকে আক্রমণ করবেন। আমার বন্ধু ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট স্যাম্পসন বলেছেন: মধ্য প্রাচ্য হলো এক আগ্নেয়গিরি। যে কোনোদিন এখানে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। কারণ নাসের বলেছেন যে ইংরাজদের সুয়েজ ক্যানাল ন্যাশনালাইজ করতে হবে। আমরা কোনো প্রকারেই নাসেরকে সুয়েজ ক্যানাল ন্যাশনালাইজ করতে দেবো না। প্রয়োজন হলে নাসেরকে সরাতে হবে।

আর শুধু কী তাই? সেদিন কিম রুজভেল্টের সহকর্মী ব্রায়ান স্মিথ আমাকে বলেছেন: পাশা আমাদের সমস্ত প্ল্যান, নকশা বানচাল হয়ে গেলো। ভেবেছিলুম আমরা নাসের এবং তার দলবলকে আমাদের হাতের মুঠোর রাখবো। কিন্তু নাসের আমাদের কথা শুনছেন না। ওঁর অভিযোগ আমেরিকান সরকার ইস্রাইলীদের বেশী হাতিয়ার দিচ্ছে···আর আমরা শুনছি নাসের হাতিয়ার কেনবার জন্যে মস্কোর কাছে

হাত পাতছে। নাসের মাষ্ট গো। তাই আমাদের মধ্য প্রাচ্যে আরো অনেক ষড়যন্ত্রে কু ত্য আঁতাত করতে হবে।

আমি গুরিনিকে আমার সমস্যার কথা বললুম, মঁশিও গুরিনি অসম্ভব। আমি কায়রো শহর ত্যাগ করে ফ্রান্সে আসতে পারবো না। তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। ইজিপশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা সালা নাসের আমাকে ডবল এজেন্ট হিসেবে তেল আভিভে পাঠিয়েছেন। সালা নাসের জানতে চান লাকি ষ্ট্রাইক কে ?

হোয়াট ? আমার কথা শুনে গুরিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। উনি যেন আমার কথাগুলো একেবারেই বিশ্বাস করতে পারলেন না।

হ্যাঁ মঁশিও গুরিনি। আজ কায়রো শহরে সবার মুখে শুধু একই প্রশ্ন : হুইজ লাকি ষ্ট্রাইক। সবাই বলছে লাকি ষ্ট্রাইক হলো ইস্রাইলী স্পাই। তাই লাকি ষ্ট্রাইকের প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্যে আমাকে তেল আভিভে পাঠানো হয়েছে। আমি এই কাজ করতে আপত্তি করি নি। আপত্তি করলে সালা নাসের আমাকে সন্দেহ করতো।

এই কথা বলে আমি গুরিনিকে জনি এবং নাগ হামদীতে নেগুইবকে হত্যার যে আয়োজন করা হয়েছিলো তা বর্ণনা করে শোনালুম। অবশ্যি আমি এই কথা বলার সময় মিথ্যে কথা বললুম। সমস্ত দোষ জনির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলুম। বললুম, লোকটা একেবারে আনাড়ী। ওর ভুলের জন্যে আমি ধরা পড়তে গিয়েছিলুম। ভাগ্যিস ইজিপশিয়ান পুলিশ আমাকে ধরতে পারে নি।

আমার কথা গুরিনি একমন দিয়ে শুনলেন। আমি এবার গুরিনিকে জিজ্ঞেস করলুম : মঁশিও গুরিনি রাইনহারড গেহলেন কে ?

আমার কথা শুনে গুরিনি জোরে হেসে উঠলেন। বললেন: চিন্তা করো না পাশা, রাইনহারড গেহলেন আমাদের ডান হাত। উনি অ্যালান ডালেসের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাক তোমার সমস্যার কথা শুনলুম। কিন্তু তোমাকে দরকার হবে। আজ না হয় কাল। কারণ তোমার মতো উপযুক্ত বেপরোয়া লোকের আমার বিশেষ দরকার। কারণ S D E C E তোমাকে চায় পাশা।

এবার গুরিনি আমাকে সতর্ক করে বললেন, পাশা তেল আভিভে ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কর্তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়েছে। মিলিটারী ইনটেলীজেন্সে আমনের কর্তা বেঞ্জামিন গিবলী শেন বেতের কর্তা ইসের হেরেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আর এই ঝগড়া বিবাদের কারণ কী জানো পাশা ?

কী ? আমি উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম।

ঝগড়ার কারণ হলো ইস্রাইলের ডিফেন্স মিনিষ্টার পিনাশ লাভোন এবং ইস্রাইলী আর্মির কম্যাণ্ডার ইন চীফ মোঁসে দয়ানের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আমি আশঙ্কা করছি ইস্রাইলী নেতাদের ভেতর এই মনোমালিন্য ক্রমেই বাড়বে। তোমাকে সতর্ক করছি। একটু হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করো। নইলে তোমাকে বিপদে পড়তে হবে।

আমার জানবার অকাঙ্ক্ষা হলো এই ঝগড়ার কারণ কী ?

গুরিনি আমার প্রশ্ন শুনে হাসলেন, বললুম তো ঝগড়ার কারণ ব্যক্তিগত। কিন্তু আর একটি গৌণ কারণ আছে, একটি জোর গুজব যে নাসের শিগ্‌গিরই ইংরেজদের সুয়েজ ক্যানাল এলাকা থেকে চলে যেতে বলবেন। প্রয়োজন হলে তিনি হয়তো জোর করে ক্যানাল দখল করে নেবেন। তাই লাভোন একটি নতুন পরিকল্পন করেছে। আর এই পরিকল্পনা হলো ইজিপ্টে হাঙ্গামা সৃষ্টি করা। আর এই হাঙ্গামা করবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মিলিটারী ইনটেলীজেন্স বারো আমনকে। শেন বেত এই পরিকল্পনার প্রতিবাদ করছে।

আমি গুরিনিকে ধন্যবাদ জানালুম। বললুম, পাশা হুঁশিয়ার। কি করে সবাইকে খুশী রাখতে হয় পাশা তা ভালোভাবেই জানে, আপনি আমার জন্যে চিন্তা করবেন না···কেউ পাশার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

গুরিনি আবার আমাকে সতর্ক করে বললেন, পাশা তুমি যদি বিপদ দেখো হবে চলে এসো। তোমাকে আমাদের দরকার আছে।

আমি গুরিনিকে কথা দিলুম যে প্রয়োজন হলে আমি মের্সাইতে এসে ওর সঙ্গে কাজ করবো।

তেল আভিভ।

আমি যখন তেল আভিভে গিয়ে পৌঁছলুম তখন শহরে তুমুল উত্তেজনা হৈ-হল্লা চলছে।

ইসের হেরেল আমাকে দেখে খুশী হলেন। আমি ওকে জনির কথা বললুম। উনি আমার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বললেন, বুঝলে পাশা এ হলো বেঞ্জামিন গিবলী এবং আমনর কাজ। ওদের প্রতিটি কাজে খুঁত থেকে যায়। তাই ওরা জনির মতো একটা আনাড়ীকে এই নোংরা কাজ করতে পাঠিয়েছিল।

অপারেশন ইজিপ্ট কী ? আপনারা আমাকে কোড মেসেজ পাঠিয়েছেন। আমার প্রতিটি খবর ইজিপশিয়ান ইনটেলীজেন্স সার্ভিস মনিটর করছে। আপনাদের মূর্খামির জন্য আমি বিপদে পড়বো। সালা নাসের জানবার চেষ্টা করছেন লাকি ষ্ট্রাইক কে ?

আমার কথা শুনে আবার ইসার হেরেলের মুখ গম্ভীর হলো। কী যেন তিনি ভাবছেন। তারপর বললেন, আমার মনে হয় সালা নাসের তোমাকে সন্দেহ করছেন।

তাই তোমাকে তেল আভিভে পাঠিয়েছেন। আর তোমাকে তেল আভিভে পাঠানো এক বিরাট ফাঁদ পাতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এবার ইসার হেরেল আমাকে অপারেশন ইজিপ্টের খানিকটা আভাষ দিলেন।

অপারেশন ইজিপ্ট হলো ডিফেন্স মিনিস্টার পিনহাস লাভনের পরিকল্পনা। এর আসল উদ্দেশ্য হলো ইজিপ্টের বিভিন্ন শহরে এবং শিল্প অঞ্চলে হাঙ্গামা সৃষ্টি করা এবং স্যাবোটাজের কাজ করা। লাভন এই কাজ করবার দায়িত্ব ব্যুরো অফ মিলিটারী ইন-টেলীজেন্সের কর্তা বেঞ্জামিন গিবলীকে দিয়েছেন।

অপারেশন ইজিপ্টের প্ল্যানে বলা হয়েছে যে, কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া শহরে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ বাড়ী এবং দপ্তরে এই স্যাবোটাজের কাজ করতে হবে। আসল উদ্দেশ্য আমেরিকা এবং ব্রিটিশ সরকার এবং নেতাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। তাদের বলতে হবে যে সুয়েজ ক্যানাল থেকে যেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে না নেয়া হয়। মধ্য প্রাচ্যে বিশেষ করে ইজিপ্টে আমেরিকানদের থাকবার প্রয়োজন আছে।

ইসার হেরেল আমাকে অপারেশন ইজিপ্টের মোটামুটি বিবরণ দিলেন। তারপর বললেন: পাশা তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ডিফেন্স মিনিস্টার লাভন এই প্ল্যানের কথা সরকারকে বলেন নি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী মোসে শারাত-এর বিন্দু বিসর্গও জানেন না।

ইসার হেরেলের সতর্কবাণী শুনে আমি চিন্তিত হলুম।

কারণ অপারেশন কী হবে আমি জানতুম। কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া শহরে সামান্য দুটো বোমা ফাটিয়ে নাসের কিংবা তার রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউনসিলের কর্তাদের ভয় দেখানো যাবে না। বরং এর ফল হবে ঠিক উল্টো। ইজিপশিয়ান সরকার তাঁদের দেশের আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন আরো কঠিন করবেন। স্পাইদের ধরা হবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সবাই লাকি ষ্ট্রাইককে খুঁজে বেড়াবে। আর শুধু কী তাই? আমেরি-কান এবং ব্রিটিশ সরকার বিব্রত বোধ করবেন।

এবার আমি ভাবতে লাগলুম আমি কী করতে পারি? আমার মনের আশংকার কথা ইসার হেরেলকে জানালুম। বললুম: আপনারা মস্তো বড়ো ভুল করছেন। বোমা পটকা ফাটিয়ে আপনারা নাসেরকে ভয় দেখাতে পারবেন না। আর আমার মনে হয় আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সরকার আপনার ফাঁদে পা দেবেন না। বরং ফল হবে ঠিক উল্টো।

আমি ইসার হেরেলকে জনির কথা বললুম। অপারেশন টপ সিক্রেটে বেশ নির্বুদ্ধিতার কাজ ছিলো। আমরা নেগুইবকে চুরি কিংবা হত্যা করতে পারিনি। বরং

আমাদের একজন স্পাই ধরা পড়েছে। দেশের সবাই লাকি ষ্ট্রাইকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা করছে।

ইসার হেরেল আমার কথার সঙ্গে সায় দিলেন। বললেন : অপারেশন টপ সিক্রেটের কথা আমি একেবারে জানতুম না। এ কাজ করেছেন ব্যুরো অব মিলিটারী ইনটেলীজেন্স। ওরা প্রায়ই আমাদের না বলে এই ধরণের কাজ করে থাকে। জনিকে ইজিপ্ট পাঠানো উচিত হয় নি।

তারপর ইসার হেরেল আমাকে বললেন যে শিগগিরই ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিসের অনেক অদলবদল করা হবে। বেন গুইরন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ইসার হেরেল হবেন নতুন ইস্রাইলী সিকেট সার্ভিসের বড়ো কর্তা। নতুন সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান অংশ হবে মোসাদ। মোসাদের কাজ হবে বিভিন্ন আরব দেশে এবং বাইরে থেকে খবর সংগ্রহ করা। মোসাদের কাজ কর্ম ইসার হেরেল নিজে দেখাশোনা করবেন এবং তার সমস্ত রিপোর্ট তিনি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে পেশ করবেন।

আমন হবে মিলিটারী ইনটেলীজেন্সের ব্যুরো। আমনের ডিরেকটর তাঁর রিপোর্ট কম্যাণ্ডার ইন চীফের কাছে এবং ডিফেন্স মিনিস্টারের কাছে পেশ করবেন। আমন বিভিন্ন সিক্রেট সার্ভিস—মোসাদ এবং শেন বেতের রিপোর্ট নিয়ে রিসার্চ এবং অ্যানালিসিস করবে। আমাদের কাজ হলো মিলিটারী খবর সংগ্রহ। আমন শত্রুর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও তার গতিবিধির উপর নজর রাখবে। শেন বেত হবে আভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট। কাউণ্টার এসপিওনেজ কম্যুনিষ্ট পার্টি ডিপ্‌লোম্যাটদের উপর নজর রাখবে। শেন বেতের আর একটি কাজ হবে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড মুভমেণ্টকে ধ্বংস করা।

সিক্রেট সার্ভিসের আর একটি অংশ হবে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ অব দি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। এই স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং শেন বেত একসঙ্গে কাজ করবে পুলিশ স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের বড়োকর্তা হবেন হোম মিনিস্টার।

পাঁচ নম্বর বিভাগ হলো রিসার্চ ডিভিশন অব ফরেইন মিনিষ্ট্রি।

কিন্তু এই পাঁচটি বিভাগের মধ্যে মোসাদ আমন এবং শেন বেতের কাজকর্ম হবে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

ইসার হেরেল আমাকে আশ্বাস দিলেন যে নতুন সিক্রেট সার্ভিস গঠন করা হলে আমি হবো তাঁর ডান হাত।

তোমাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে লাকি ষ্ট্রাইক। আমাদের বন্ধুরা—ব্রিটেন এবং ফ্রান্স শিগগিরই মধ্য প্রাচ্যে একটি যুদ্ধের আশঙ্কা করছেন। এই যুদ্ধের কারণ হলো বাজারে গুজব রটাবে যে নাসের সুয়েজ ক্যানাল ন্যাশানালাইজ করবেন।

সুয়েজ ক্যানাল ন্যাশানালাইজ করা আমাদের চিন্তার বাইরে। নাসের যদি এই ক্যানাল ছিনিয়ে নেন তাহলে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের বিস্তর ক্ষতি হবে। বাজারের আর একটি খবর শুনে আমরা আতঙ্কিত হয়েছি। শুনছি নাসের শিগগিরই ইজিপশিয়ান আর্মির আর্মস কেনবার জন্যে মস্কোর কাছে হাত পাতবেন। আমি ইসার হেরেলের যুক্তিকে সমর্থন করলুম।

বললুম: কিন্তু রুজভেল্ট নাসেরকে চিনতে ভুল করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে আমেরিকান সরকার নাসেরকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারবে। অসম্ভব: নাসের কোনোদিনই তাঁর স্বাধীনতাকে আমেরিকার সরকারের কাছে বিক্রী করবেন না। আর বিশেষ করে ব্রিটেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরী সৈঈদকে সমর্থন করে বিরাট একটা রাজনৈতিক জট পাকিয়েছে। এ জটের রেহাই পাবে না।

এবার আমি ইসার হেরেলকে মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোটামুটি একটি বিবরণী দিলুম।

ইসার হেরেল বললেন: ব্রিটেন ফ্রান্স তুরস্ক এবং য়ুনাইটেড ষ্টেটস মধ্য প্রাচ্যে একটি ডিফেন্স চুক্তি করবার পরিকল্পনা করছে। ওরা নাসেরকে এই দলে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করেছে। যদি নাসের এই দলে যোগ দেয় তাহলে বৃটেন সুয়েজ ক্যানাল এলাকা থেকে তার সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে নেবে।

আমি সজোরে মাথা নেড়ে বললুম: অসম্ভব! নাসের এই প্রস্তাব কখনই মেনে নেবেন না।

ইসার হেরেল খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি বুঝতে পারলুম উনি গভীর মন দিয়ে কি যেন চিন্তা করছেন কী ভাবছেন ইসার হেরেল?

মধ্য প্রাচের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার গুরুতর হয়েছে। গুরিনি আমকে বলেছিলেন: পাশা, শিগগিরই ঐ এলাকায় আর একটা যুদ্ধ বাধাবে। নাসের লোকটাকে অত সহজে বশ করা যাবে না। ইজিপ্ট এখনও শক্তিশালী হয় নি। কিন্তু শিগগিরই হবে। কারণ জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল ইজিপ্টে আর্মস ফ্যাকটরীতে কাজ করছেন আর শুধু তাই নয়। নাসের ইংরাজদের সোজাসুজি ভাষায় বলেছেন যে সুয়েজ ক্যানাল এলাকা থেকে চলে যেতে হবে।

খানিক বাদে ইসার হেরেল আমাকে বললেন: পাশা তুমি ইজিপ্টে গিয়ে আমাদের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠাবে। এই রিপোর্টে আমরা কয়েকটি বিশেষ খবর জানতে চাই। প্রথমত ইজিপ্টে জার্মান বৈজ্ঞানিকরা কী ধরনের অস্ত্র বানাচ্ছে। দ্বিতীয়ত নাসের কোন দেশ থেকে অস্ত্র কেনবার চেষ্টা করছেন। কোন দেশ নাসেরকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছে। আমরা সব খবর চাই।

এই বলে ইসার হেরেল আবার চুপ করলেন। তারপর ড্রয়ার খুলে একটি বই আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন : লাকি ষ্ট্রাইক, এই বইটি পড়েছো ?

আমি বিস্ময় প্রকাশ করলুম। আমি বই পড়িনে। আমি জীবনে শুধু মেয়ে মানুষ স্মাগলিং পিমপসের কাজ করেছি। পড়াশুনা কখনও করি নি এবং কখনও যে বই-পত্তর নিয়ে বসতে হবে এ কল্পনা করি নি।

হয়তো ইসার হেরেল আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। পাশার চরিত্র, জীবন-ধারা তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়। পাশা বই পড়বে ? অসম্ভব ?

লাকি ষ্ট্রাইক, স্পাইর কাজ করতে হলে তোমার শত্রুকে জানা একান্ত দরকার। আর সেই শত্রু যদি শক্তিশালী, বুদ্ধিমান হয় তাহলে তার জীবনধারা, আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গামাল আবদেল নাসের হলেন আমাদের প্রধান শত্রু। উনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এই এলাকায় আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবো না। তাই তোমাকে এই বইটি পড়তে বলছি। গামাল আবদেল নাসের কী করতে চান তার মোটামুটি একটা আভাস এই বই থেকে পাবে। বইটি পড়ো—

ইসার হেরেল বইটি আমার হাত তুলে দিলেন। আমি বইটির প্রথম পাতা ওল্টালুম। বইটির নাম হলো : ফল সাফাত আল থাউরা (দি ফিলসফি অব দি রিভল্যুশন) লেখক গামাল আবদেল নাসের…

বইটি পড়ে আমি চমকে উঠলুম।

নাসের লিখেছিলেন : স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে আমার মনে ক্ষোভ জেগেছিল যে আমি কোনোদিন প্যালেষ্টাইনকে দেখতে পাই নি। আমি শুধু ভেবেছি আমি কি আবার কখনও প্যালেষ্টাইনকে দেখতে পাবো ? আমি জানতুম যে প্যালেষ্টা-ইনের জন্যে সংগ্রাম করা সামান্য আবেগ ভাবপ্রবণতার প্রশ্ন নয়, এ হলো জীবন-মৃত্যু সংগ্রামের প্রশ্ন।

যুদ্ধের শেষে পরাজিত হয়ে আমরা দেশে ফিরে এলুম। আমার মনে আবার প্রশ্ন জাগল কেন আমাদের এই যুদ্ধে পরাজয় হলো : এ প্রশ্ন শুধু আমার ছিল না। আমি জানতুম আজ কায়রো শহরে যে ঘটনা ঘটছে, দামাস্কাস বেইরুট আমান শহরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সবার মুখে একই প্রশ্ন : আমরা কেন প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে হেরে গেলুম।

আমি বুঝতে পারলুম যে আমাদের সংগ্রাম করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। যতদিন না আমরা সাম্রজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবো ততদিন আমরা প্যালেষ্টাইনকে ফিরে পাবো না।

বইয়ের খানিকটা অংশ পড়ে আমি তন্ময় হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ইসার হেরেলের ডাকে আমার চিন্তাধারা ছিন্ন হলো।

লাকি ষ্ট্রাইক তোমার আমার সংগ্রাম কঠিন···কারণ আমাদের বিরোধী শক্তি প্রতিদিন প্রবল হচ্ছে। আর কী করে ওরা শক্তিশালী হচ্ছে সেইটে আমরা জানতে চাই। সেই খবর তুমি আমাদের দেবে···

গুড বাই লাকি ষ্ট্রাইক···বেষ্ট লাক।

আমি আবার ইজিপ্টে ফিরে এলুম।

ইতিমধ্যে বেঞ্জামিন গিবলী কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া শহরে অপারেশন ইজিপ্টের কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। আমি বেঞ্জামিন গিবলীকে বলেছিলুম যে আপনারা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। কারণ আপনাদের এই প্ল্যান যদি ব্যর্থ হয় তাহলে মধ্য প্রাচ্যে ইস্রাইলী স্পাইদের জীবন বিপন্ন হবে।

অপারেশন ইজিপ্ট প্ল্যান সফল হয় নি। পলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে আমি বেশ কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়েছিলুম।

আমি অপারেশন ইজিপ্টের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই নি। আমার মনের কথা আমাদের কর্তা বেঞ্জামিন গিবলীকে বলেছিলুম। তাঁকে বলেছিলুম যে আমার উপর ইজিপশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা সালা নাসের তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। আমি নিজেকে কোনো গোলমাল হাঙ্গামার ভেতর জড়াতে চাইনে। বিশেষ করে জনি ধরা পড়বার পর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ ছিলো।

বেঞ্জামিন গিবলী জানতেন আমি হলুম ইসার হেরেলের বন্ধু। তাই উনি অপারেশন ইজিপ্টের কাজকর্মের দায়িত্ব আর একজন ইস্রাইলী স্পাইর উপর ছেড়ে দিলেন। এই স্পাইর নাম ছিল রবার্ট,—ছদ্মনাম পাল ফ্রাঙ্ক।

একদিন পল ওক জার্মানি ইলেকট্রিকাল ফার্মে প্রতিনিধির পরিচয় দিয়ে ইজিপ্টে এলো। কেউ প্রথমে বুঝতে পারল না যে পল আসলে হলো ইস্রাইলী স্পাই। পল অল্পদিনের মধ্যে কায়রো আলেকজান্দ্রিয়ার সমাজে তার আসর জমালো। নেগুইব, জাকারিয়া মহিউদ্দিন, সালা নাসের, কর্নেল ওসমান নুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করল।

পলের এই মাখামাখি হৃদ্যতা আমি একেবারে পছন্দ করি নি। তাই প্রতিদিন আমি রেডিও মারফৎ ইসার হেরেলকে পলের কাজকর্ম, গতিবিধির খবরাখবর দিতুম। ইসার হেরেল আমাকে সমর্থন করলেন। বললেন: পলের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখ।

আমি সন্দেহ করেছিলুম যে পল হলো ডবল এজেন্ট। কিন্তু আমি সহজে আমার সন্দেহ প্রমাণ করতে পারি নি। অপারেশন শেষ হবার পর আমি আমার সন্দেহ প্রমাণ করতে পেরেছিলুম।

একদিন য়ুরোপে বেঞ্জামিন গিবলীর এই প্রতিনিধির নাম ছিলো আভনের।

আভনেরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার পর পল ইজিপ্টে গোলমাল হাঙ্গামা করতে শুরু করলো। প্রথম অলেকজান্দ্রিয়ার স্টেশনে কিছু বোমা পাওয়া গেলো। তারপর পোষ্ট অফিসে দু-তিনটে বোমা ফাটলো। কিন্তু দুই জায়গায় ক্ষতির পরিণাম ছিলো অতি সামান্য। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে সমস্ত ইজিপ্টে তুমুল আলোড়ন শুরু হলো।

বেঞ্জামিন গিবলী এবার পলকে নির্দেশ পাঠালেন : ইজিপ্টে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ বাড়ি-ঘর সম্পত্তি ধ্বংস করো। এই কাজ এমন নিখুঁতভাবে করতে হবে কারু মনে যেন একটু সন্দেহ না হয় যে এই কাজের সঙ্গে ইস্রাইলী সার্ভিস জড়িয়ে আছে। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ কর্তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে হবে, এ হলো ইজিপশিয়ান ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কাজ।

২৩ শে জুলাই রিভল্যুশন দিবস। এই দিনে পল একসঙ্গে পাঁচটি জায়গায় বোমা ফাটালো। কায়রো এবং আকেজান্দ্রিয়ার কতকগুলো সিনেমা-হলে আমেরিকান ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসে বোমা ফাটাল।

রিও সিনেমা হলো আলেকজান্দ্রিয়ার শহরের মধ্যিখানে। এই সিনেমা-হলে বোমা ফাটাতে গিয়ে পলের একজন এজেন্ট ধরা পড়লো। এই এজেন্টের নাম ছিলো ফিলিপ নাথেনসন।

বোমা ফাটাতে গিয়ে ফিলিপ নাথেনসন আহত হলো। পুলিশ ভিকটর লেভী বলে তার আর একজন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করলো।

সালা নাসের এবার ফিলিপ নাথেনসন এবং ভিকটর লেভীর বাড়ি খানা তল্লাশী করলেন। তাদের সমস্ত পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের গ্রেপ্তার করা হলো।

কায়রো শহরে পলের আর একজন এজেন্ট ধরা পড়লো। এই এজেন্টের নাম ছিলো ডাঃ মোশে মারজুক। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে কায়রো শহরে ডাঃ মারজুকের ফ্ল্যাট আছে। আর প্রতিটি ফ্ল্যাটে অনেক কিছু অবৈধ কাজ করা হয়ে থাকে। ডাঃ মারজুকের এক বান্ধবী মার্সেল এইসব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো! পুলিশ মার্সেলকে গ্রেপ্তার করে অনেক গোপনীয় মূল্যবান খবর জানতে পারলো।

মার্সেল বললো যে তাদের এই অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে আর একটি ইস্রাইলী ছেলে জড়িয়ে আছে। এই ছেলেটির নাম হলো এলি কোহেন।

সালা নাসের এলি কোহেনকে অনেক জেরাবন্দী করলো। কিন্তু এলি কোহেন প্রতি প্রশ্নের জবাবে একই জবাব দিলো : আমি নির্দোষ।

সেদিন প্রমাণের অভাবে এলি কোহেন ছাড়া পেলো বটে কিন্তু পরবর্তীকালে এলি কোহেন ছিলো ইস্রাইলী স্পাই। দামাস্কাস—আমানে আমি আর এলি

কোহেন স্পাইর কাজ করেছিলুম। কিন্তু আবার সামান্ত ভুলের জন্ত এলি কোহেন ধরা পড়লো। বিচারে তার শাস্তি হয়েছিলো প্রাণদণ্ড। আমাকে অবশ্যি কেউ ধরতে পারে নি।

ইজিপ্টে এত্তো হৈ-হল্লা হলো কিন্তু সালা নাসের পলকে গ্রেপ্তার করলেন না। একদিন সালা নাসেরকে আমি পলের কথা বলেছিলুম কিন্তু সালা নাসের আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমার সন্দেহ এবার দৃঢ় হলো। পল হলো ডবল এজেন্ট! আমি ইসার হেরেলকে এই কথা জানালুম।

অপারেশন ইজিপ্ট ব্যর্থ হবার পর তেল আভিভে তুমুল হৈ-হল্লা শুরু হলো। দেশের সবাই ডিফেন্স মিনিস্টার পিনাস লাভন এবং মিলিটারী ইনটেলীজেন্স ব্যুরোর কর্তা বেঞ্জামিন গিবলীকে গালমন্দ দিতে লাগলেন। গিবলী জবাব দিলেন যে আসল ডবল এজেন্ট হলো মোসা, এবং শেন বেতের স্পাই লাকি ষ্ট্রাইক কায়রোর পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। নইলে নেগুইব হত্যার ব্যাপার এবং অপারেশন ইজিপ্ট ব্যর্থ হতো না।

এবার ইস্রাইলী স্পাইদের বিচার শুরু হলো। সবাইকে শাস্তি দেয়া হলো কিন্তু পলকে কোনো সাজা দেয়া হলো না।

কেন?

তার কারণ আমি জানতুম। কারণ হলো পল ছিলো সালা নাসেরের এজেন্ট··· পল অবশ্যি আমার আসল পরিচয় জানতো না। তাই সালা নাসরকে বলতে পারে নি লাকি ষ্ট্রাইকের আসল পরিচয় কী? আমার অনুরোধে পলকে তেল আভিভে ডেকে নেয়া হলো। সেইখানে তার বিচার হলো আর সেদিন আমি তেল আভির কোর্টের কাছে প্রমাণ করেছিলুম যে পল ফ্রাঙ্ক আসলে হলেন ডবল এজেন্ট। শুধু তাই নয়। আমি ইসার হেরেলকে জানালুম যে ইজিপশিয়ান ইনটেলীজেন্স সার্ভিস অপারেশন ইজিপ্টের পুরো খবর দেবার জন্মে পলকে চল্লিশ হাজার মার্ক দিয়েছিলেন।

আমি তেল আভিভ থেকে ফিরে এসে সালা নাসেরের সঙ্গে দেখা করলুম। সালা নাসের জানতে চাইলেন যে লাকি ষ্ট্রাইক কে? আমি সালা নাসেরকে বললুম: যে লাকি ষ্ট্রাইক আসলে হলেন সি-আই-এজেন্ট। তার নাম হলো ব্রায়ান স্মিথ এবং তার কাজকর্মের ঘাঁটি হলো বেরুট। কিন্তু কখনও কখনও তিনি কায়রো শহরে বেড়াতে আসেন।

আমার কথা শুনে সালা নাসের একটু হকচকিয়ে গেলেন। কারণ ব্রায়ান স্মিথের নাম তাঁর কাছে অজানা ছিলো না। তিনি জানতেন যে ব্রায়ান স্মিথ হলেন

সি-আই-এর মধ্য প্রাচ্যের কর্তা কিম রুজভেল্টের ডান হাত। তারই ছদ্মনাম যে লাকি ষ্ট্রাইক একথা সালা নাসের সহজে বিশ্বাস করতে চাইলেন না। সালা নাসের এবার ড্রয়ার থেকে একটি পুরনো 'আল মুসাওরার' সংবাদপত্র খুলে দেখালেন। খবরটি ফারুকের আমলে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং সেই সংবাদে অভিযোগ করা হয়েছিলো যে ফারুকের মোসাহের পাশা হলো ইস্রাইলী স্পাই এবং তার আর এক নাম হলো লাকি ষ্ট্রাইক।

এই সংবাদটি পড়ে আমি মনে মনে চমকে উঠলুম এবং আতঙ্কিতও হলুম বটে কিন্তু প্রকাশ্যে মনের কোনো চঞ্চলতা কিংবা ভাবান্তর প্রকাশ করলুম না। বরং আল মুসওয়ারের অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দিলুম।

আপনি পাগল হয়েছেন মিস্টার নাসের? আমি কী কখনও ইহুদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারি? ওরা মিথ্যে আমার নামে অভিযোগ করেছে। রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের কাজ। স্পাইর ভাষায় এই-ধরণের খবর দেয়াকে বলা হয় ডিসইনফরমেশন। কিন্তু সালা নাসের সেদিন আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। বরং অল মুসাওয়ারের অভিযোগের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন : পাশা তোমার বান্ধবী নাদিয়া সুলতান ছিলেন ইস্রাইলী স্পাই। ওর আসল নাম ছিলো লিলি কোহেন।

আমি আবার একগাল হাসলুম। বললুম : কী যে বলেন। আমি জানি যে নাদিয়া সুলতান ছিলেন সিরিয়ান বেলী ড্যান্সার। আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে আমার শত্রুরা এসব কথা বানিয়ে বলেছে। ওদের কথা বিশ্বাস করবেন না। লাকি ষ্ট্রাইকের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আসল লাকি ষ্ট্রাইক হলেন ব্রায়ান স্মিথ।

সালা নাসেরের মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলুম যে উনি আমার একটি কথাও বিশ্বাস করেন নি। কারণ পাশাকে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তবু সেদিন সালা নাসের আমাকে ঘাঁটালেন না। আমার কথা বলবার ভঙ্গী তাঁর মনে কিছুটা বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলো যে আমি হয়তো সত্যি কথা বলছি।

১৯৬৭ সালের আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধে সালা নাসের এই মারাত্মক ভুলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। কারণ যুদ্ধে ইজিপশিয়ান আর্মির শোচনীয় পরাজয়ের পর গামাল আবদেল নাসের ইজিপশিয়ান ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কর্তা সালা নাসেরকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। বিচারে তার জেল হয়। আমার বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতার অভিযোগ করা হয়েছিলো।

তারপর কয়েকটি বছর কেটে গেলো দ্রুত লয়ে।

মিশরের রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রতিদিনই পরিবর্তন হচ্ছিলো। আমেরিকান,

ব্রিটিশ নেতারা গামাল আবদেল নাসেরের নীতিতে নিরাশ হয়েছিলেন। কারণ নাসের বুঝতে পেরেছিলেন যে আমেরিকা ব্রিটেন ইস্রাইলকে গোপনে প্রচুর সাহায্য করছে। তিনি আমেরিকার ও ব্রিটেনের মিডল ইষ্ট ডিফেন্স ট্রিটির তীব্র নিন্দা করলেন। কারণ বক্তব্য হলো আমেরিকার ও ব্রিটেনের আসল উদ্দেশ্য হলো ইজিপ্ট এবং অন্যান্য আরব দেশগুলোকে হাতের মুঠোয় রাখা এবং মধ্য প্রাচ্যে তারা কায়েমী হয়ে বসতে চায়। ইস্রাইলের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে আমেরিকা মধ্য প্রাচ্যের নীতির বিরোধিতা করতে হবে। শুধু তাই নয়। নাসের বুঝতে পারলেন যে ব্রিটেন নুরী সঙ্গীদের সাহায্য নিয়ে মধ্য প্রাচ্যে মিডল ইস্ট ডিফেন্স ট্রিট এবং সামরিক ঘাঁটি বসাবার চেষ্টা করছে। মধ্য প্রাচ্যে এই সামরিক ঘাঁটি বসানো হলে ইস্রাইল আরো শক্তিশালী হবে।

কিছুদিন যাবত নাসের আমেরিকানদের কাছে অনুরোধ করছিলেন যে ইজিপ্টকে আরো হাতিয়ার দেয়া হোক। কিন্তু আমেরিকান সেক্রেটারী অব স্টেটস ফস্টার ডালেস নাসেরের এই অনুরোধে কান দেন নি। বরং নাসের যখন মিডল ইস্ট ডিফেন্স ট্রিটির বিরোধিতা করলেন তখন ফস্টার ডালেস আরো চটে গেলেন। বছরটা উল্লেখযোগ্য···১৯৫৫ সাল।

কিছুদিন পরে আমি ইসার হেরেলের কাছ থেকে নির্দেশ পেলুম: নাসের কার কাছ থেকে আর্মস কিনছেন আমরা জানতে চাই। আমি ইসার হেরেলের কাছে কয়েকটি টপ সিক্রেট টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। আর সেই টেলিগ্রামে লেখা ছিলো···

টপ সিক্রেট

ফর ইসার হেরাল ফ্রম জাকি ষ্ট্রাইক···

আপনার কনফিডেন্সিয়াল নোট পেয়েছি। গত কয়েকমাসে মিশরের রাজনৈতিক পট দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। বাগদাদ চুক্তির পর এবং আমেরিকান সেক্রেটারী অব স্টেটস ফস্টার ডালেসের মধ্য প্রাচ্যে ভ্রমণের পর ইজিপ্ট সিরিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন বিদ্বেষ আরো তীব্র ও প্রবল হয়েছে। নাসের আমেরিকার হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছেন। তিনি ফস্টার ডালেসের কাছে নালিশ করেছিলেন যে ইস্রাইলীকে কেন মারাত্মক অস্ত্র দেয়া হচ্ছে। আমার ইনফরমার খবর দিয়েছেন যে নাসের রাশিয়া থেকে আর্মস কেনবার চেষ্টা করছেন। কী ধরণের আর্মস কিনছেন আমার পরবর্তী টেলিগ্রামে আপনাকে জানাবো······।

আমার পরবর্তী টেলিগ্রামে লেখা ছিলো ······

টপ সিক্রেট

ফর ইসার হেরেল ফ্রম লাকি ষ্ট্রাইক···

আপনার নির্দেশানুযায়ী ২৮ শে ফেব্রুয়ারী আমি দামাস্কাস গিয়েছিলুম। নাসেরের ডান হাত ইনফরমেশন মিনিস্টার সালা সালেম দামাস্কাস গিয়েছিলেন। আমি বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়েছি যে সালা সালেম সিরিয়ার কর্তাদের সঙ্গে ইজিপ্ট এবং মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করেছেন। ইজিপ্টের কাছে বর্তমানে যুদ্ধ করার মতো কোনো প্লেন নেই। আকাশে উড়বার মতো মাত্র ছয়টি প্লেন আছে। স্পেয়ার পার্টসের অভাবে ত্রিশটি প্লেন কাজ করতে পারছে না। আমি খবর পেয়েছি যে ব্রিটেন ইজিপ্টের কাছে আর আর্মস বিক্রী করবে না। এমনকি প্লেনের স্পেয়ার পার্টসও দেবে না। বর্তমানে ইজিপ্টের কাছে যে হাতিয়ার আছে সেই অস্ত্র দিয়ে এক ঘণ্টার বেশী যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। ইজিপ্ট ফস্টার ডালেসের কাছে আর্মস চেয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকা অস্ত্র সাপ্লাই করতে রাজী হয় নি।

আমার তৃতীয় টেলিগ্রামে লেখা ছিলো···

টপ ক্রিকেট

ফর ইসার হেরেল ফ্রম লাকি ষ্ট্রাইক······

নাসের সদলবলে বানডুংগ কনফারেন্সে যোগ দিতে গেছেন······

চার নম্বর টেলিগ্রামে লিখে ছিলুম······

টপ সিক্রেট

ফর ইসার হেরেল ফ্রম লাকি ষ্ট্রাইক······

নাসের বানডুংগ কনফারেন্সে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। চৌ এন লাই নাসেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্যালেষ্টাইনের বর্তমান পরিস্থিতি কী? ইস্রাইল কার কাছ থেকে অস্ত্র পাচ্ছে? মধ্য প্রাচ্যে কী আবার কোনো যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে?

নাসের চৌ এন লাইকে বলেছেন যে, আমেরিকা ইস্রাইলকে নিয়মিত বিবিধ ধরণের অস্ত্র সাপ্লাই করছে। ফস্টার ডালেসের সঙ্গে তাঁর একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না। ফস্টার ডালেস এবং এন্থনী ইডেন

নাসেরকে বলেছেন যে যদি ইজিপ্ট বাগদাদ চুক্তিতে যোগ না দেয় তাহলে তাকে কোনো অস্ত্র দেয়া হবে না।

নাসের ফস্টার ডালেসের হুমকি শুনে একটুও বিচলিত হন নি। তিনি বলেছেন যে ফস্টার ডালেসের এই ব্ল্যাকমেল নীতিতে তিনি কাবু হবেন না।

নাসের চীনের কাছ থেকে অস্ত্র কেনবার প্রস্তাব করেছেন। চৌ এন লাই তাঁকে অস্ত্র বিক্রী করবার কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। চৌ এন লাই নাসেরকে বলেছেন যে, চীনের কাছে বেশী অস্ত্র নেই। কারণ চীন প্রতিটি অস্ত্র রাশিয়ার কাছ থেকে কিনছে। তবে চৌ এন লাই নাসেরের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন নি। তিনি নাসেরের অনুরোধ নিয়ে রাশিয়ানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন।

সালা সালেম নাসেরের নির্দেশানুযায়ী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং আর্মস বিকিকিনি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। চৌ এন লাই সালা সালেমকে বলেছেন যে তিনি রাশিয়ানদের সঙ্গে ইজিপ্টে আর্মস সাপ্লাই নিয়ে কথা বলেছেন। যদি ইজিপ্ট রাজী হয় তাহলে রাশিয়া ইজিপ্টের কাছে সোজাসুজি বিক্রী করবে।

আমি যতদূর জানতে পেরেছি যে সালা সালেম এই প্রস্তাব নিয়ে ভেবে চিন্তে দেখবার জন্যে কিছুদিনের জন্যে সময় নিয়েছেন। নাসেরের বক্তব্য হলো যে, তিনি এই প্রস্তাবটি নিয়ে আরো কিছুদিন চিন্তা করতে চান। আমি জানতে পেরেছি যে শিগ্‌গীরই রাশিয়ান আর্মস সাপ্লাই নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন…

কিছুদিন পরে আর একটি টেলিগ্রাম পাঠালুম। সেই টেলিগ্রামে লিখলুম: ৬ই মে ১৯৫৫। গতকাল ইজিপ্টে রাশিয়ান এম্বাসাডার ডানিয়েল সলোভ আবার সালা সালেমের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং দুজনে রাশিয়ান আর্মস সাপ্লাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। সলোভ সালা সালেমকে সোজাসুজি বলেছেন যে চৌ এন লাই রাশিয়ান সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন যেন ইজিপ্টের কাছে রাশিয়া অস্ত্র বিক্রী করে। সলোভ রাশিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে সালা সালেমকে আশ্বাস দিয়েছেন যে মস্কো ইজিপ্টের কাছে যে কোনো ধরণের আধুনিক অস্ত্র এবং বিভিন্ন ধরণের প্লেন বিক্রী করতে প্রস্তুত আছেন। অস্ত্রের দামের পরিবর্তে রাশিয়ান সরকার ইজিপ্টের কাছ থেকে তুলা এবং চাল কিনবেন। আর শুধু তাই নয়। রাশিয়া ইজিপ্টকে আসোয়ান বাঁধ তৈরী করবার জন্যে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন।

সলোভের প্রস্তাবে নাসের এবং তার বন্ধুরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন। রাশিয়া

যে তাঁদের আসোয়ান বাঁধ বানাতে সাহায্য করবেন একথা নাসের কখনই কল্পনা করেন নি।

বিকেলে রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিল ঠিক করেছেন যে রাশিয়ার কাছ থেকে আর্মস কেনবার আগে আর একবার আমেরিকা এবং ব্রিটেনের কাছ থেকে আর্মস কেনবার চেষ্টা করা হবে। যদি সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে ইজিপ্ট রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কিনবে।

আর একটি টেলিগ্রামে জানালুম···

আমেরিকান এম্বাসডার বায়রোড নাসেরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নাসের আমেরিকান এম্বাসডারের কাছে আবার অনুরোধ করেছেন যে ইজিপ্ট আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে চায়। তারা চায়, ভালো আধুনিক অস্ত্র যা দিয়ে ইস্রাইলীর সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে। বায়রোড এর জবাবে বলেছেন যে আমেরিকা ইজিপ্টের কাছ থেকে কোনো অস্ত্র বিক্রী করতে পারবে না। এ হলো ফস্টার ডালেসের সংক্ষিপ্ত জবাব।

ব্রিটেনও নাসেরকে বলেছে যে ইজিপটের কাছে ব্রিটিশ সরকার কোনো হাতিয়ার বিক্রী করবে না।

রিভল্যুশনারী কাউন্সিল আজকের বৈঠকে ঠিক করেছেন যে রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনা হবে।

গত দুদিন ধরে ইজিপশিয়ান সরকারের কর্মচারীরা সোভিয়েট এম্বাসীর কর্তাদের সঙ্গে এই আর্মস ডিল নিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করেছে।

এই আলাপ আলোচনায় যোগ দেবার জন্যে রাশিয়া থেকে একটি ডেলিগেশন এসেছে।

আর একটি টেলিগ্রামে খবর পাঠিয়েছিলুম······

প্রাভদার সম্পাদক শেপিলভ গতকাল ইজিপ্টে এসেছেন। যদিও বাজারের লোকদের বলা হয়েছে যে শেপিলভ ইজিপ্টের ন্যাশনাল ডে প্যারেডে যোগ দিতে এসেছেন কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে উনি রাশিয়ান আর্মস ডিল নিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন···

আর্মস ডিলের চুক্তি সই করা হয়েছে। রাশিয়া চেক সরকারের মারফৎ এই আর্মস ইজিপ্টের কাছে বিক্রী করবেন···। কিন্তু আর্মস ডিলের কথা গোপন রাখা হয়েছে।

আমার গোপনীয় টেলিগ্রাম পেয়ে ইসার হেরেল বিশেষ আনন্দিত হলেন। তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু এই ধন্যবাদের সঙ্গে আর একটি নির্দেশ দেওয়া হলো···আমারা আসোয়ান বাঁধের সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে চাই।

এই টপ সিক্রেট টেলিগ্রাম পাবার পর ইসার হেরেলের কাছে আসোয়ান বাঁধের সম্বন্ধে যে গোপনীয় নোট পাঠিয়েছিলুম তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এইখানে তুলে দিলুম…।

কনফিডেনশিয়াল নোট ফ্রম লাকি স্ট্রাইক টু ইসার হেরেল……

গত কয়েকদিন হলো আসোয়ান বাঁধ নিয়ে শহরে তুমুল হৈ-হল্লা হচ্ছে।

নাসের রাশিয়ান আর্মস ডিলের কথা এখনও বাজারে প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আমেরিকান এবং ব্রিটিশ এম্বাসাডার জানতে পেরেছেন যে ইজিপ্ট রাশিয়ান আর্মস কেনবার জন্যে চুক্তি করেছেন। রাশিয়ান আর্মস ডিলের কথা শুনে আমেরিকা এবং ব্রিটিশ সরকার বিশেষ বিচলিত হয়েছেন।

বাজারে গুজব, ফস্টার ডালেস তার প্রতিনিধি জর্জ অ্যালানকে কায়রোতে নাসেরের সঙ্গে দেখা করতে পাঠাচ্ছেন।

ফস্টার ডালেস রাশিয়ান আর্মস ডিলের ব্যাপারে নিয়ে নাসেরের কাছে একটি চিঠি লিখছেন।

কিম রুজভেল্ট কাল বিকেলে নাসেরের সঙ্গে দেখা করেছেন। জর্জ অ্যালন কেন ইজিপ্টে আসছেন সেই কথা নিয়ে কিম রুজভেল্ট এবং নাসেরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিম রুজভেল্ট নাসেরকে বলেছেন যে ফস্টার ডালেস আর্মস ডিলের খবর শুনে রেগে গেছেন। জর্জ অ্যালান নাসেরের কাছে আর্মস ডিল নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করবেন।

নাসের জর্জ অ্যালানের আগমনের গৌণ কারণ শুনে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তিনি কিম রুজভেল্টকে বলেছেন যে জর্জ অ্যালানের সঙ্গে তাঁর দেখা করবার কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু কিম রুজভেল্ট নাসেরকে অনুরোধ করেছেন যেন তিনি জর্জ অ্যালানের সঙ্গে দেখা করেন।

জর্জ অ্যালান নাসেরের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু নাসের অ্যালানকে স্পষ্ট বলেছেন যে ডালেসের হুমকি ধমক প্রতিবাদ শুনবার কোনো ইচ্ছেই নাসেরের নেই।

ফস্টার ডালেস আসোয়ান বাঁধের আমেরিকান ব্রিটিশ লোন নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন।……

ইজিপ্টকে আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে কোনো টাকা ঋণ দেবার ইচ্ছে ডালেসের নেই।

আমেরিকা আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে কোনো টাকা দেবে না।

ইংরেজ সরকার আমেরিকার সরকারের নীতিকে সমর্থন করেছেন। তারাও নাসেরকে আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে কোনো টাকা দেবে না।

বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছেন যদি আমেরিকা এবং ব্রিটেন আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে কোনো টাকা ইজিপ্টকে না দেয় তাহলে তারা ইজিপ্টকে কোনো টাকা দেবে না।

বাজারে আমেরিকা-ব্রিটেনের সিদ্ধান্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

নাসের রেগে গেছেন।

তিনি পিকিং সরকারের সঙ্গে ডিপ্লোম্যাটিকস রিলেশনস স্থাপন করেছেন।

নাসেরের এই সিদ্ধান্তে ফস্টার ডালেস আবার রেগে গেলেন।

কাল রিভল্যুশনারী কম্যাণ্ড কাউন্সিলের দীর্ঘ মিটিং হয়েছে।

আলোচনার বিষয় ছিল এবার কী করে আসোয়ান বাঁধ তৈরী করবার জন্য টাকা সংগ্রহ করা যায়।

রাশিয়া আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে ঋণ দিতে রাজী হয়েছে।

রিভল্যুশনারী কাউন্সিলে এবার কী করবেন: তাঁরা কী রাশিয়ার কাছ থেকে আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে টাকা ধার নেবেন?

নাসের গতকাল ব্রিয়োনী থেকে ফিরে এসেছেন।

আজ বিকেলে (২৬শে জুলাই) নাসের আলেকজান্দ্রিয়াতে বক্তৃতা দেবেন। বাজারে গুজব যে নাসের এই বক্তৃতায় তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করবেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি ডালেসের নীতির জবাব দেবেন।

বিকেলবেলা আমি আলেকজান্দ্রিয়া শহরে গিয়েছিলুম।

নাসের বক্তৃতা দিলেন। খুব বড়ো মিটিং হলো।

নাসের এই বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন যে তিনি ঠিক করেছেন যে সুয়েজ ক্যানাল ন্যাশানালাইজ করবেন।

নাসেরের এই ঘোষণা শুনে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়েছি। অসম্ভব; একী করছেন নাসের? সুয়েজ ক্যানাল ন্যাশানালাইজ করা মানে মধ্য প্রাচ্যে আর একটি যুদ্ধ শুরু করা।

আমার অনুমান মিথ্যে হয় নি।

আবার মধ্য প্রাচ্যে আর একটা যুদ্ধ শুরু হলো।

ইসার হেরেল আমাকে নির্দেশ পাঠালেন: পাশা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আমরা ইজিপশিয়ান আর্মির ভেতরের খবর চাই।

কর্তাদের কাছ থেকে খবর পেলুম যে এবার ফ্রান্স এই যুদ্ধে যোগ দেবে।

স্যাম্পসন বললেন: লাকি ষ্ট্রাইক আমরা ইজিপ্ট আক্রমণ করবো। তুমি আমাদের কাছে খবর পাঠাও।

আমি ব্রিটিশ ফ্রান্স এবং ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্সের কর্তাদের কাছে বিভিন্ন ধরণের খবর পাঠালুম। ওরা আমার কাছ থেকে খবর পেয়ে খুশী হলেন।

কিন্তু আবার নেতারা আমাকে ঘৃণা করতে লাগলেন।

আমাকে সবচাইতে বেশী ঘৃণা করতে লাগলেন আরব গেরিলা কম্যাণ্ডো। তাঁদের বক্তব্য হলো—পাশা ইজ লাকি ষ্ট্রাইক আর লাকি ষ্ট্রাইক হলো ইস্রাইলী স্পাই।

*

আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলো। একী ব্যাপার? আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম? তাকিয়ে দেখতে পেলুম আমি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের রেস্তোরাঁ কারে বসে আছি। আমার সামনে আছে কালভাদোর গ্লাস। বুঝতে পারলুম কালভাদোর নেশা বেশ তীব্র হয়েছে।

জীবনে আমার দুটি দুর্বলতা আছে। একটি মদ আর একটি মেয়েমানুষ। মদের নেশায় আমি মাতাল হই আর মেয়ের নেশায় আমার হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আজ আমি মদের নেশায় অতীতের হারানো দিনগুলোর কথা ভাবছিলুম। ভাবছিলুম আমি কে? আনোয়ার পাশা কিংবা স্পাইর ভাষায় বলতে পারেন লাকি ষ্ট্রাইক। আমি ছিলুম সম্রাট ফারুকের মোসাহেব। পিম্প সহজ ভাষায় আপনারা যাকে বলেন মেয়ের দালাল। কিন্তু তারপরে হলুম ইস্রাইলী স্পাই, ফরাসী ব্রিটিশ, আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট। আমার কাছ থেকে ইসার হেরেল গুরিনি স্যাম্পসন কিম রুজভেল্টের পরামর্শ নিতেন। আমার কাছ থেকে গোপনীয় খবর না পেলে ফরাসী এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সুয়েজ ক্যানাল আক্রমণ করতে পারতো না। ইয়েমেনের যুদ্ধের সময় আমি ইমান বদরের কাছে আর্মস সাপ্লাই করেছিলুম। আর এইসব আর্মস আমাকে দিয়েছিলেন অমেরিকার সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী।

তারপর এলো ১৯৬৭ সাল। আমি জানতুম মধ্য প্রাচ্যে আবার যুদ্ধ লাগবে···। ইসার হেরেল আবার আমার শরণাপন্ন হলেন। আমি নাসের এবং সিরিয়ান নেতাদের কাছে ভুল খবর পাচার করলুম। রাশিয়ান নেতাদের কাছে বললুম: ইস্রাইল দামাস্কাস আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছে। আমার এই মিথ্যে খবরে বিশ্বাস করে নাসের সিরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করলেন এবং পরে যুদ্ধের ফাঁদে পা দিলেন। সেদিন আমি যদি নাসেরের সঙ্গে শয়তানী কিংবা বেইমানী না করতুম তাহলে মধ্য প্রাচ্যে আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ হতো না এবং নাসের ও অন্যান্য আরব নেতাদের যুদ্ধে পরাজয় হতো না।

শয়তানী আর বেইমানী করতে আমার মনে কোনোদিন গ্লানি কিংবা দ্বিধা হয় নি। কারণ ওটাই হলো স্পাইর ধর্ম। আমি জানতুম যে আমি যদি আল্লার কাছে গিয়ে

দিনে পাঁচবার ধর্ণা দিই তাহলেও আমার মৃত্যু হবে আর যদি ধর্ণা না দিই তাহলেও একদিন আমাকে এই সংসার থেকে বিদায় নিতে হবে। মৃত্যু যদি অনিবার্য হয় তাহলে যে কটা দিন বেঁচে আছি সেই সময় কেন জীবন উপভোগ করবো না।

নাসের বলতেন : পাশা ইজ এ ডার্টি ডগ। আরব নেতারা মন্তব্য করতেন : হি ইজ এ স্মাগলার, পিম্প গানরানার এ্যণ্ড স্কাউণ্ড্রেল। আর গেরিলা কম্যাণ্ডের নেতারা বলতেন : পাশা মাষ্ট বি কিল্ড। যতোদিন পাশা বেঁচে থাকবে ততদিন মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ থামবে না এমনকি ইসার হেরেল কিম রুজভেল্টও আমাকে বিশ্বাস করতেন কিনা সন্দেহ। কারণ আমি ওঁদের সমস্ত নোংরা কাজ করতুম। আর জীবনে যারা নোংরা কাজ করে তাদের কেউ বিশ্বাস করে না।

কিন্তু ওঁদের কথায় কিংবা মন্তব্যে আমি কোনোদিন কান দিই নি। আমি নিজের কাজ করে গেছি। আপনাদের ভাষায় বলবো : ডিভোশন টু ডিউটি।

আমার প্রতি মেয়েরা মস্ত একটা আকর্ষণ বোধ করতো কেন তা জানি না। আমি ওদের চুম্বকের মতো টেনে ধরতুম। আমার সঙ্গে মেলামেশা করে কতো মেয়ে যে তাদের জীবন নষ্ট করেছে তার হিসেব-নিকেশ দিতে পারবো না। আমাকে দেখলেই মেয়েরা আমার কাছে ছুটে আসতো ধরা দিতে।

আমার বান্ধবীর অভাব ছিলো না। আমি আনি বারিয়ার, নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে প্রেম করেছি। বেচারী বুলবুল! আমার প্রেমে অন্ধ হয়ে মেয়েটি পাগল হয়ে গেলো।

কিন্তু তারপর সত্যই একদিন আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়লুম। অন্ধ প্রেম। তখন একবারও আমার মনে হয় নি যে পাশার উপর টেক্কা দেবার মতো আর একজন এই সংসারে আছে।

আর এই মেয়েটির নাম হলো লুলু।

লুলুকে আমি প্রথম দেখেছিলুম প্যালেষ্টাইনে এক ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তার বাড়ীতে। প্রথম দিন লুলু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। কারণ সেদিন আমার মন ছিল অন্যদিকে। ব্রিটিশ কর্নেল আমাকে দার ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ডের পুরো কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। তাই আমি অন্যদিকে মানে লুলুর পানে তাকাবার সুযোগ পাই নি। লুলু সুন্দরী বললে তার রূপের বর্ণনা দেওয়া হবে না। দুধে আলতায় রং মিষ্টি লাল ঠোঁট। লুলুকে দেখলে আপনারা চোখ ফেরাতে পারতেন না।

আমি কখনও ভাবি নি যে লুলুও আমার মতো একজন স্পাই। তবে লুলু আমার মতো ইস্রাইলী কিংবা আমেরিকান স্পাই ছিল না। লুলু ছিল প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর স্পাই। অনেকদিন ধরে প্যালেষ্টাইন গেরিলা আমাকে ধরবার এবং হত্যা

করবার চেষ্টা করেছিলো। আমার নাগাল ওরা পায় নি। কিন্তু তারপর একদিন লুলু এলো আমার জীবনে। আমার বিপদ ঘনিয়ে এলো।

আজ ইস্তাম্বুলে লুলুর কাজ থেকে বিদায় নেবার আগে আমি বুঝতে পারলুম যে লুলু সাধারণ মেয়ে নয়। সে হলো অসাধারণ স্পাই। নিজের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে সে আত্মবিসর্জন দিতেও রাজী। সে আমার মতো বেইমান, শয়তান নয়। এতোদিন সে আমার সঙ্গে প্রেম করেছে শুধুমাত্র আমার কাছ থেকে গোপন খবর বার করবার জন্যে।

আজ ট্রেনে যতোই লুলুর কথা ভাবতে লাগলুম ততোই আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলুম। সর্বনাশ! আমি করেছি কী? লুলুকে বিশ্বাস করে তার কাছে আমি সরল মনে সব কথা বলেছিলুম···বলেছিলুম আমার কায়রোর জীবনের কথা। শুধু তাই নয়—আমি তাকে বলেছিলুম যে আমি হলুম ইসার হেরেলের বন্ধু, কিম রুজভেল্টের সাগরেদ অর্থাৎ আমি হলুম ইস্রায়েলী আর আমেরিকান স্পাই। যতোই জীবনের পুরানো স্মৃতিগুলোকে রোমন্থন করতে লাগলুম ততোই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলুম।

আজ আমার জীবনের সমস্ত গোপন কথাই লুলু জানে। তবু যেন আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না যে লুলু হলো প্যালেষ্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর স্পাই। আজ ট্রেনে ওঠবার আগে লুলু যখন আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল তখন আমি যেন আমার নিজের সত্ত্বাকে ভুলে গেলুম। লুলুর চুম্বনে কী আকর্ষণ ছিলো, কী মাদকতা উত্তেজনা ছিলো তার পুরো বর্ণনা দিতে পারবো না।

আমার আবার মনে হতে লাগলো: লুলু হলো স্পাই···স্পাই···গাড়ীটা এগিয়ে যাচ্ছে বেয়োগ্রাদের পানে···কিন্তু আমার মন রয়েছে ইস্তাম্বুলে—লুলুর কাছে।

আমি গাড়ীর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। গাড়ীটা ছুটে চলেছে··· ঝক ঝক ঝক···একটার পর একটা গ্রামের বাড়ীগুলো দূরে সরে যাচ্ছে।

হঠাৎ যেন আমার নাকে এক মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো। মিষ্টি ফুলের গন্ধ ··এ গন্ধ এর আগে কোথাও যেন পেয়েছিলুম। না এতো মিষ্টি ফুলের গন্ধ নয়···এ হলো ক্লোরোফর্মের গন্ধ।

সর্বনাশ!

আমি বিপদে পড়েছি। আমাকে ধরবার জন্যে এক বিরাট ফাঁদ পাতা হয়েছে। প্যালেষ্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর ফাঁদ ··আমার জীবনে আর একটি নাটক শুরু হলো।

ঘুমে যেন আমার চোখ দুটি জড়িয়ে এলো···

আমাকে ওরা ক্লোরোফর্ম করেছে।

হঠাৎ দূর থেকে আমি যেন কার গলা শুনতে পেলুম।…লুলুর গলা। না ষ্টেশন…আমরা বুলগেরিয়ার সীমান্তে এসে পৌঁছেছি…কিন্তু আমার মনে হলো লুলু যেন আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। কী নরম তুলতুলে শরীর ··আমি জ্ঞান হারালুম…।

* * *

আমার নাম লায়লা—কিন্তু সবাই আমাকে আদর করে ডাকে লুলু। আমাকে এই ছোট নাম ধরে ডাকবার আর একটি কারণ ছিলো। কারণ আমাদের প্যালেষ্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীতে লায়লা বলে আর একটি মেয়ে ছিলো। আমরা দুজনেই ছিলুম আরব ন্যাশানালিস্ট মুভমেণ্টের (এ এন এম) কর্মী। পরে আমরা দুজনে পপুলার ফ্রণ্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেষ্টাইনে (পি-এফ-এল-পি) যোগ দিয়েছিলুম।

আমি ছিলুম পপুলার ফ্রণ্টের একজন স্পাই। আমাকে পার্টি নির্দেশ দিয়ে বলেছিলো: কমরেড লুলু আমরা মধ্য প্রাচ্যের সবচাইতে ডেঞ্জারাস স্পাই ডবল এজেণ্ট লাকি ষ্ট্রাইককে ধরতে চাই। ওকে ধরবার জন্যে তুমি ফাঁদ পাতবে। যতোদিন লাকি ষ্ট্রাইক বেঁচে থাকবে ততোদিন প্যালেষ্টাইন গেরিলা বাহিনী ইস্রাইলের সঙ্গে কোনো সংগ্রাম করতে পারবে না।

লাকি ষ্ট্রাইক।

লোকটির নাম শুনে আমার তাকে দেখবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছিলো। লাকি ষ্ট্রাইক ইজ এ স্পাই।

লোকটি দেখতে কেমন? ভেবেছিলুম লোকটি দেখতে গুণ্ডার মতো হবে…কিংবা তাকে দেখলে আমার ভয় হবে। কিন্তু প্রথম যেদিন আমি লাকি ষ্ট্রাইককে দেখতে পেলুম তখন তার সম্বন্ধে আমার ধারণা পালটে গেলো।

অমন সুন্দর সুপুরুষ চেহারা এর আগে আমি কখনও দেখি নি। বুঝতে পারলুম কেন মেয়েরা লাকি ষ্ট্রাইককে দেখে ভুলে যায়।

আমার পার্টির কমরেডরা আবার আমাকে সতর্ক করে বললেন: কমরেড লুলু লাকি ষ্ট্রাইকের কথা শুনে কিংবা তার চেহারা দেখে তুমি ভুলে যেও না। অমন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি হাসি আর মেয়েদের মন ভোলাবার ক্ষমতার পেছনে তার আর একটি চরিত্র আছে। আর সে হলো সাপের চরিত্র। লাকি ষ্ট্রাইক কাউকে কামড় দিতে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করে না। বাজারে গুজব আছে যে লাকি ষ্ট্রাইক টাকার জন্য তার এক মাতৃসমা মহিলাকে সৌদী আরবিয়ার শেখের কাছে বিক্রী করেছিলো—আর তার বাবার মৃত্যুর কারণ হলো লাকি ষ্ট্রাইক।

কিন্তু যতোই আমি লাকি ষ্ট্রাইকের সঙ্গে মিশতে লাগলুম আর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে লাগলো ততোই বারবার আমার মনে হতে লাগলো : আমার কমরেডরা লাকি ষ্ট্রাইককে চিনতে ভুল করেছেন। লাকি ষ্ট্রাইক স্পাই নয় কিংবা সাপও নয়। লাকি ষ্ট্রাইক হলো প্রেমিক…মেয়েদের সঙ্গে কী করে প্রেম করতে হয় লাকি ষ্ট্রাইক জানে।

কিন্তু তারপর একদিন আমার ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেলো।

আমি চিনতে পারলুম লাকি ষ্ট্রাইক হলেন ইস্রাইলী স্পাই, আওয়ার ম্যান ইন আমান।

যেদিন আমি লাকি ষ্ট্রাইকের আসল পরিচয় পেলুম সেই সেদিনকার কথা আমার আজও মনে আছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর…১৯৭০…

জর্ডনের রাজধানী হলো আমান শহর…রাত প্রায় দশটা…

সারাদিন ধরে জর্ডনের সম্রাট মালেক হুসেনের বেদুইন সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আমাদের কয়েকবার খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের বহু কমরেড এই খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন…রাস্তায় প্যালেষ্টাইন কর্মীদের মৃতদেহ পড়ে আছে। মালেক হুসেন আজ আমাদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আমরাও সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

আমরা জীবন দেবো কিন্তু প্যালেষ্টাইন ফিরে পাবার সংগ্রাম পরিত্যাগ করবো না…

শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতি মুহূর্ত নৈরাশ্যজনক খবর আসছে। পার্টির নেতারা ব্যস্ত হয়ে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

নেতারা কেউ কেউ বলছেন মালেক হুসেনের সঙ্গে চুক্তি করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। নহলে আমরা সবাই মারা পড়বো।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি সেকেণ্ড আমাদের কাছে মূল্যবান। কারণ আমরা জানতে চাই মালেক হুসেন কী করবেন? উনি কী প্যালেষ্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডার ইন চীফ শরীফ নাসেরের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন?

আমরা জানতুম যে শরীফ নাসের হলেন কিম রুজভেল্টের লোক…বাজারের গুজব শরীফ নাসের এবং তার কয়েকজন ডানপন্থী বন্ধু-বান্ধব রাজাকে বলেছেন, হয় গেরিলা কম্যাণ্ডোদের ধ্বংস করো, নইলে বেদুইন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করবে… ।

গতকাল থেকে প্রধানমন্ত্রী আবদুল মুনিম রিফাই প্যালেষ্টাইন লিবারেশন

অর্গানিজেশনের নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সন্ধি নিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন···আমরা এই সন্ধির বিরোধী।

আমানের হোটেল···আল উর্দুন···রাত এগারটার সময় আমাদের পার্টির জরুরী মিটিং বসলো। আলোচনার বিষয় আমরা কী করবো?

আমরা কী মালেক হুসেনের সঙ্গে সন্ধি করবো না, আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবো?

আমরা জানতুম যে আমাদের অবস্থা গুরুতর···

মালেক হুসেনের ট্যাঙ্কবাহিনী শহরের চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। শহরে মার্শাল ল' জারী করা হয়েছে। সাধারণ নাগরিকের রাস্তায় বেরুবার যো নেই। রাস্তায় বেরুলে রাজার সৈন্যবাহিনী তাকে গুলি করে মারবে।

কমরেড জর্জ হাব্বাস আজকের সভায় বক্তৃতা দিলেন। তিনি রাজার সঙ্গে সন্ধি করার বিরোধী কিন্তু তবু আজ তার নতি স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। অস্ত্র নাই প্রতি মুহূর্তে কমরেডরা রাজার সৈন্যবাহিনীর কাছে প্রাণ দিচ্ছে···কমরেড আরাফাত বলেছেন: কমরেড হাব্বাস সংগ্রাম বন্ধ করো। নইলে আমরা সবাই মারা পড়বো আমাদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে মালেক হুসেন বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কিন্তু তবু যেন মরেড হাব্বাস পরাজয় স্বীকার করতে চান না···

কমরেড হাব্বাস বললেন: কমরেড প্যালেষ্টাইনের সংগ্রাম একদিনের নয় দুদিনের নয় আমাদের এই সংগ্রাম মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চালিয়ে যেতে হবে···প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধ হলো ভিয়েতনামের যুদ্ধের মতো। যতোদিন না আমরা প্যালেষ্টাইনকে ফিরে পাবো ততোদিন আমাদের এই সংগ্রাম শেষ হবে না।

কমরেড, দীর্ঘকাল আমরা ইম্পিরিয়ালিষ্টদের কলের পুতুল হয়ে কাজ করেছি। কিন্তু আজ আমরা বুঝতে পেরেছি যতোদিন ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তি আবার দেশে কায়েমী হয়ে বসে থাকবে ততোদিন আমাদের মুক্তি হবা না। আমাদের প্যালেষ্টাইন ফিরে পাবার জন্যে ইম্পিরিয়ালিষ্টদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

কমরেড ফালিস্তিন···আল ওয়াতানী—আমার মাতৃভূমি···ফালিস্তিন।

কমরেড হাব্বাসের বক্তৃতার পর আমরা বালাদী, বালাদী বলে গান করতে লাগলুম।

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়লো।

আমাদের একজন কমরেড দৌড়ে এসে বললেন: মালেক হুসেন আমাদের ধ্বংস করবার জন্যে এক মিলিটারী গভর্ণমেণ্ট গঠন করবেন বলে স্থির করেছেন। আর ফিল্ড মার্শাল মাজালী নতুন মিলিটারী গভর্ণমেণ্ট গঠন করার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ফিল্ড মার্শাল মাজালী মালেক হুসেনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুদিনের মধ্যে তিনি প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোদের আমান থেকে নিশ্চিহ্ন করবেন।

পরের দিন ভোরে মালেক হুসেন রেডিওতে বক্তৃতা দিলেন। আর বক্তৃতায় স্পষ্ট বললেন যে, দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। আর দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব তিনি ফিল্ড মার্শাল মাজালীকে দিয়েছেন।

কমরেড হাব্বাস আমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। দুটো বড়ো বড়ো হোটেল—হোটেল আল উর্দুন এবং ফিলাডেলফিয়া হোটেল আমাদের দখলে ছিলো। দুটি হোটেলে কিছু বিদেশী নাগরিক ছিলো। আমরা সম্রাটের বক্তৃতার পাল্টা জবাবে বললুম: প্রয়োজন হলে আমরা হোটেল দুটি ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করবো।

কিন্তু সেদিন আমরা মালেক হুসেনের সঙ্গে লড়াই করে পারিনি। কারণ ফিল্ড মার্শাল মাজালী প্রচুর সংখ্যক আমেরিকান ট্যাঙ্ক ও প্লেন নিয়ে আমাদের গেরিলা বাহিনীর ঘাঁটিগুলোকে আক্রমণ করলেন।

আমাদের নতি স্বীকার করতে হলো…।

আবার আমাদের কমিটির বৈঠক বসলো। সবার মুখে একই প্রশ্ন।

গেরিলাবাহিনীর ঘাঁটির খবর মালেক হুসেনের সৈন্যবাহিনীকে কে দিয়েছে?

আমাদের পার্টির কাজ-কর্মের প্ল্যান ও নকসার খবর কে জর্ডন আর্মি ইন্টেলীজেন্সকে দিচ্ছে?

কমরেড হাব্বাস আবার মুখ খুললেন: কমরেড আমরা শুধু ইস্রাইলী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিনে—আমাদের মালেক হুসেনের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু তার চাইতে আমাদের এক বড়ো শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, আর সেই শক্তি হলো ইস্রাইলী স্পাই…। (আওয়ার ম্যান ইন আমান…)

আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো কমরেড হাব্বাসের কথাগুলো শুনছিলুম। হঠাৎ তাঁর মুখে এই ইস্রাইলী স্পাই 'আওয়ার ম্যান ইন আমানের' কথা শুনে চমকে উঠলুম।

আওয়ার ম্যান ইন আমান কে?

আমাদের বিস্ময় ভাঙলেন কমরেড হাব্বাস।

কমরেড আমি খবর পেয়েছি যে আওয়ার ম্যান ইন আমান এক দুর্দ্ধর্ষ স্পাই… তার ছদ্মনাম হলো লাকি স্ট্রাইক। কিন্তু তার আসল নাম হলো আনোয়ার পাশা।

কে এই আনোয়ার পাশা? আমরা সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলুম।

কমরেড হাব্বাস আবার বলতে লাগলেন আনোয়ার পাশা ছিলেন সম্রাট ফারুকের

মোসাহেব—তাঁর মেয়ে সংগ্রহের দালাল। ফারুক দেশ থেকে চলে যাবায় পর তিনি ইস্রাইলী এবং সি-আই-এ এজেন্ট হিসাবে কায়রোতে কাজ করতেন। তার এই গোপন কাজ কর্মের খবর ইজিপ্টের সিক্রেট সার্ভিস কিংবা তার প্রধান কর্তা সালা নাসের জানতে পারেননি। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর আমরা তার আসল পরিচয় জানতে পেরেছি। কমরেড, যতদিন লাকি ষ্ট্রাইক জীবিত থাকবে ততোদিন কম্যাণ্ডো বাহিনী স্বস্তিতে কোন কাজ করতে পারবে না। অতএব···লাকি ষ্ট্রাইককে খুন করা হবে আমাদের কাজ···

কথা বলতে বলতে জর্জ হাব্বাসের গলা ধরে এসেছিলো।

তিনি আবার বলতে লাগলেন: লাকি ষ্ট্রাইকের মতো শয়তান বেইমান লোক আজ মধ্যপ্রাচ্যে নেই। আজ আমরা কী করছি তার প্রতিটি খবর লাকি ষ্ট্রাইক ইস্রাইলী ইণ্টেলীজেন্সের কর্তাদের জানাচ্ছে···অতএব লাকি ষ্ট্রাইককে খুন করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

লাকি ষ্ট্রাইকের জীবনে দুটি দুর্বলতা আছে। লাকি ষ্ট্রাইক অর্থলিপ্সু, লাকি ষ্ট্রাইক সুন্দরী মেয়েদের বন্ধুত্ব কামনা করে।

এই বলে কমরেড হাব্বাস আমার মুখের পানে তাকালেন।

তাঁর এই দৃষ্টির অর্থ বুঝে নিতে আমার কষ্ট হলো না। কমরেড হাব্বাস কী চান আমি বুঝতে পারলুম।

লাকি ষ্ট্রাইককে গ্রেপ্তার করবার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হচ্ছে।

লাকি ষ্ট্রাইক আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। কমরেড লুলু তাকে প্রথমে জেরুজালেম শহরে দেখেছিলেন। এরপর আরো দু-একবার কমরেড লুলু লাকি ষ্ট্রাইককে দেখেছিলেন। কিন্তু কমরেড লুলু তখন লাকি ষ্ট্রাইককে ভালো করে চিনতে পারেননি। কিন্তু আজ আমরা কমরেড লুলুর কাছে অনুরোধ করছি। তিনি যেন লাকি ষ্ট্রাইককে তার দেহ সৌন্দর্য দিয়ে বশীভূত করেন। কারণ আমরা যদি জানতে পারি লাকি ষ্ট্রাইক কি করছে···এবং তাকে আমাদের ফাঁদে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের সংগ্রাম অনেকটা সফল হবে। ইস্রাইলী প্লেন ধ্বংস করা যেমন আমাদের একটি বড়ো কাজ, তেমনি বড় কাজ হলো লাকি ষ্ট্রাইককে খুন করা।

কমরেড লুলু···

আমি জর্জ হাব্বাসের ডাক শুনে উঠে দাঁড়ালুম। আজ আমাকে এক বড়ো কঠিন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শয়তান স্পাইকে ফাঁদে আটকানো কী সহজ কাজ? তবু আজ আমাকে সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করে এই কাজ করতে হবে। আমি হলুম প্যালেষ্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর কর্মী···! আমার কাছে দেশ সবচাইতে বড়ো। আমি

কতোদিন স্বপ্ন দেখেছি যে দেশের জন্যে আত্মত্যাগ করবার সুযোগ পাবো কবে! আজ সেই আত্মত্যাগ করবার সময় এসেছে।

কমরেড হাব্বাস সত্যি কথা বলেছেন। লাকি ষ্ট্রাইক আমার কাছে অপরিচিত নয়। তাকে আমি সর্বপ্রথম দেখেছিলুম জেরুজালেম শহরে এক ব্রিটিশ আর্মি ইন্টেলীজেন্সের কর্নেলের বাড়ীতে।

সেদিনকার ঘটনা আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে।...

১৯৪৮ সাল—কিংবা তারও পরে হবে।

আমার বয়স তখন মাত্র তেরো। আমি এক ব্রিটিশ কর্নেলের বাড়ীতে ঝি'র কাজ করতুম।

আমি কথাবার্তায় কিংবা হাবভাবে কখনও ব্রিটিশ কর্নেলকে বুঝতে দিইনি যে আমি হলাম প্যালেষ্টিনিয়ান গেরিলা কম্যাণ্ডোর কর্মী এবং আমার কাজ ছিল কর্নেলের বাড়ীতে যে সব গোপন কথাবার্তা হতো সেই কথা আড়ি পেতে শোনা। শুধু তাই নয়, আমি তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখতুম কর্নেলের বাড়ীতে কে আসতো যেতো......

কী করে আমি ঝি'র কাজ নিয়েছিলুম এবার সেই কথা বলতে হবে। কিন্তু তার আগে বলা দরকার আমি কে?

*

লায়লা ফরীদ—আমার স্কুলের টীচার আমার নাম ধরে ডাকলেন।

আমি উঠে দাঁড়ালুম।

টীচার আমার হাতে কোরাণ দিয়ে বললেন: লায়লা কোরাণের দুটি 'সুরা' (শ্লোক) তোমাকে পড়তে হবে।

আমার জন্ম হয়েছিলো প্যালেস্টাইনের জাফা শহরে। আমি জাফা শহরে এক মিশনারী স্কুলে পড়তুম। কিন্তু মিশনারী স্কুলেও কোরাণ পড়ানো হতো। আর আমি ভালো আরবী পড়তে পারতুম বলে সব সময়ে স্কুলের টীচার আমার হাতে পবিত্র কোরাণ দিয়ে বলতেন: লায়লা তুমি কোরাণের 'সুরা' পড়ে তোমার বন্ধুদের শোনাও।

প্রতিদিন ক্লাশে কোরাণ পড়া ছিলো আমার কাজ।

কিন্তু আজ আমার পড়াশোনার কোন ইচ্ছে ছিলো না। আমার মন ছিলো অন্যদিকে।

সকালবেলা থেকে আমাদের বাড়ীতে বড়ো বৈঠক বসেছিলো।

আমার দাদা খালেদ এবং তার বন্ধুরা গোল হয়ে আলোচনা করছিলেন: প্যালেস্টাইনের কী হবে? প্রতিদিন শহরে বিদেশ থেকে নতুন ইস্রাইলী বাসিন্দা আসছে।

ওরা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। বলছে: তোমরা বাড়ীঘর ছাড়ো নইলে তোমাদের জীবন বিপন্ন হবে। ইস্রাইলী কমাণ্ডো বাহিনী ষ্টার্ণ গ্যাংগ এবং ইরগুন জোয়াই লুমি আমাদের শাসাচ্ছে: প্যালেষ্টাইন আমাদের। তোমরা যদি প্যালেষ্টাইন ত্যাগ না করো তাহলে তোমাদের খুন করবো।

আমি দাদা এবং বন্ধু-বান্ধবদের আলাপ আলোচনা আড়ি পেতে শুনছিলাম। আড়ি পেতে অন্যের আলাপ আলোচনা শোনা আমার অভ্যেস। তাই আমার দাদা বলতেন: লায়লা ইজ এ স্পাই। ও স্পাইর কাজ ভালো করতে পারবে।

আজকের আলোচনায় দাদা খালেদ প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

প্যালেষ্টাইন আমাদের মাতৃভূমি……আমারা মাতৃভূমিকে বিক্রী করতে পারিনে। আমাদের যেমনি করে হোক ইস্রাইলীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

দাদার এক বন্ধু মনসুর বললেন: কিন্তু ইস্রাইলীদের সাহায্য করছে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। ওরা ষ্টার্ণ গ্যাংগ এবং ইরসুন জোয়াইলুমি দলকে অস্ত্র এবং পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে। আমরা কী ওদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবো?

খালেদ তার বন্ধুর কথা শুনে ম্লান হাসলো।

বললো: প্যালেষ্টাইনের সংগ্রাম আমাদের জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম। আমাদের জয়লাভ করতেই হবে। পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকবার চাইতে মৃত্যু আমাদের কাছে প্রিয়। আজ আমাদের সংবদ্ধ হতে হবে। এই সংগ্রামে যদি আমাদের ভেতর একতা না থাকে তাহলে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

দাদার বন্ধুরা আর কিছু বললেন না। কিন্তু আমি ওদের আলাপ-আলোচনায় বুঝতে পারলুম যে প্যালেষ্টাইনে রাজনৈতিক ঝড় আসন্ন।

*

সেদিন ক্লাসে আমি পড়াশুনায় মন দিতে পারিনি। টীচার আমাকে বকুনি দিলেন। কিন্তু ওঁর ধমকে আমি কান দিইনি। কারণ আমি সারাক্ষণ বসে ভাবছিলুম প্যালেষ্টাইনের কী হবে। ইস্রাইলীরা কী আমাদের কাছ থেকে প্যালেষ্টাইন ছিনিয়ে নেবে?

দুদিন বাদে আর একটি ঘটনা আমার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনলো।

একদিন রাত দশটার পর রাস্তায় ষ্টেনগানের গুলীর আওয়াজ শুনতে পেলুম।

গুলীর আওয়াজ শুনে আমি চমকে উঠলুম।

রাস্তায় গুলী চালাচ্ছে কে? আমরা সবাই ব্যাপারটি কী দেখবার জন্যে বাইরে যাবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু বারে যেতেই পারলুম না। দেখতে পেলুম একদল ইস্রাইলী বন্দুক হাতে করে আমাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকছে।

তোমরা কেউ বাইরে যাবার চেষ্টা করে না…তাহলে আমরা গুলী করবো……দলের একজন বেশ উঁচু গলায় চীৎকার করে বললো।

তোমরা কে? কী চাও? আমার বাবা সাহস করে এগিয়ে এসে বললেন।

এই জবাব দেবার প্রয়োজন নেই। শুধু আমরা জানতে চাই খালেদ কোথায়?

খালেদ? খালেদকে তোমাদের কী দরকার? আমার বাবা বেশ রাশভারী কণ্ঠে বললেন। তাঁর কণ্ঠে ছিলো ধমকের সুর।

আমাদের কথার জবাব দিন? খালেদ কোথায়? আবার দলের নেতা জোর গলায় বললেন।

আমরা জানিনে—বাবা জবাব দিলেন।

লায়ার: মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করবেন না। খালেদ আমাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে গেরিলা কম্যাণ্ডো গঠন করবার চেষ্টা করছে। আমরা খালেদকে চাই—এই বলে লোকটি এসে আমার বাবাকে খুব জোরে থাপ্পড় মারলে। আমার বাবা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। মা বাবাকে ধরতে গেলেন। দলের আর একটি লোক এগিয়ে এসে বন্দুক উঁচু করে ধরলো।

খবরদার আর এগোবেন না…মা থমকে দাঁড়ালেন।

এবার বলুন আপনার ছেলে কোথায়?

জানিনে। আমার বাবার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হলো না।

বেশ আমরা বাড়ীটা ভালো করে খুঁজে দেখছি। যতোক্ষণ না আমরা খালেদকে খুঁজে পাই ততক্ষণে আমরা এই বাড়ী থেকে নড়বো না।

আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি—আবার বাবা কথা বলবার চেষ্টা করলেন।

লাভ হবে না। আজ পুলিশ আপনাদের সাহায্য করবে না…

বাবা হয়তো সমস্ত ব্যাপারটি আঁচ করতে পারলেন। আমরা বাজারে গুজব শুনেছিলুম যে পুলিশ ইস্রাইলী বিপ্লবীদলগুলো হাত মিলিয়ে কাজ করছিলো। ওদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করে লাভ নেই। বরং বিপদ বাড়বার সম্ভাবনা আছে।

ইস্রাইলীদের মধ্যে একজন চীৎকার করে বললেন: মিষ্টার ফরীদ আপনাকে শেষ বারের মতো জিজ্ঞেস করছি খালেদ কোথায়?

আবার দৃঢ়কণ্ঠে বাবা জবাব দিলেন: জানিনে।

দুজন ইস্রাইলী এবার তাদের বন্দুকের গুলী চালাতে লাগলো। মা বাবাকে লক্ষ্য

করে নয়। ঘরের আসবাবপত্রগুলোকে উদ্দেশ্য করে। ঘরের জিনিষপত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।

দলের নেতা বাবার কাছে গিয়ে বললেন : মিষ্টার ফরীদ আপনার ছেলে খালেদ বিপ্লবী। আমরা ওকে জ্যান্ত ধরতে চাই। যদি আপনি না বলেন খালেদ কোথায় আছে তাহলে আমরা ওকে খুঁজে বার করবো। আর যতোক্ষণ না খুঁজে পাই ততক্ষণ আমরা এখানে গাঁট হয়ে বসে থাকবো।

দলের নেতার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন গুলী চালাতে শুরু করলে।

এই বাড়ী থেকে চলে যাবার জন্যে আপনাদের পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি—দলের নেতা বেশ হুমকী মেজাজে আদেশ দিলেন।

অসম্ভব! এই বাড়ী আমাদের। এখানে আপনাদের হুকুম দেবার কোন অধিকার নেই। এবার আমার মা প্রতিবাদের সুরে কথার জবাব দিলেন। কিন্তু দলের নেতা আমার মা-র কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু নিজের মনে মনে বলতে লাগলেন : শুধু আপনাদের বাড়ী কেন আজ সমস্ত প্যালেষ্টাইনটাই আমাদের। আপনারা আমাদের সঙ্গে তর্ক করে আপনাদের জীবন বিপন্ন করবেন না। আপনাদের পনের মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আপনারা বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন।

আমার বাবা এবার দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন—এ বাড়ী আমাদের। আমরা বাড়ী ছেড়ে যাবো না…।

ব্যঙ্গ করে ইস্রাইলী নেতা বললেন : মিস্টার, জীবন নিয়ে খেলা করবেন না। বিপদ হবে। আমরা ঠাট্টা করছিনে…

এই কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্রাইলীরা আবার ঘরের চারদিকে গুলী ছুঁড়তে লাগলো। কাচের জানালাগুলো ভেঙ্গে গেলো।

মা এবার বাবার হাত ধরে বললেন : চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমরা মারা পড়বো।

বাবাও বিপদের আশঙ্কা করলেন।

এবার বাবা মা আমি এবং আমার বোন নবীলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আমরা বুঝতে পারলুম যে আমরা হয়েছি প্যালেষ্টিনিয়ান রেফিউজি।

ষ্টার্ণ গ্যাংগের লোকগুলো বাড়ীর দরজা আগলে রইলো। বললো : ওরা খালেদের জন্যে প্রতীক্ষা করবে।

রিফিউজীর জীবন কি আমরা এর আগে কী জানতুম ?

একটি ছোট ক্যাম্প, তার মধ্যে হাজার হাজার লোক গিসগিস করছে। সবাই তাদের বাড়ী হারিয়েছে, ইস্রাইলীরা ওদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। শাসিয়েছে যদি তোমরা প্যালষ্টাইন ছেড়ে না চলে যাও তাহলে তোমাদের জীবন বিপন্ন হবে।

আমরা সবাই দিন গুনতে লাগলুম কবে ক্যাম্প থেকে চলে যাবো।

প্রতিদিন আমরা খাবার সংগ্রহ করবার জন্যে লাইন করে দাঁড়াতুম।···লোকের' আমাদের খাবার দিতো। আর লাইনে দাড়াবার জন্যে প্রতিদিন লোকদের মধ্যে ঝগড়া হতো। লাইনে কার আগে কে দাঁড়াবে এই ছিলো ঝগড়ার বিষয়।

আর ক্যাম্পের ভেতর ঝগড়া বিবাদের অন্ত ছিলো না। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ঝগড়া হতো।

একদিন খালেদ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো, বাবা-মা আমি আমার ভাই খালেদকে দেখে খুশি হলুম।

খালেদ বললো : ইস্রাইলী এবং ব্রিটিশ ইন্‌টেলীজেন্স সার্ভিসের কর্তারা খালেদকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খালেদের বিরুদ্ধে দুজন ইস্রাইলী এবং একজন ব্রিটিশ অফিসারকে হত্যা করবার অভিযোগ করা হয়েছে।

খালেদের মুখে আমরা আরো শুনতে পেলুম যে, সে তার বন্ধুদের সঙ্গে এক গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

বাবা আপত্তি করলেন।

অসম্ভব। তোমরা ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করে পারবে না। ওদের পেছনে বিদেশী শক্তি আছে। আমেরিকা ব্রিটেন ওদের অস্ত্র হাতিয়ার দিচ্ছে।

খালেদ প্রথমে কোন জবাব দিলো না।

কিছুক্ষণ পরে আমি দেখতে পেলুম তার দুইচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

প্যালেষ্টাইন আমার মাতৃভূমি। এই মাতৃভূমি আমার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই মাতৃভূমি রক্ষা করবার জন্যে আমাকে যদি প্রাণ বিসর্জন করতে হয় তাহলে আমি কোন দ্বিধা কিংবা সংকোচ করবো না।

বাবা খালেদের কথার কোন জবাব দিলেন না। হয়তো মনে মনে সেদিন তিনি খালেদকে সমর্থন করলেন। মা খালেদের কাছে এসে বললেন : খালেদ আমি তোমাকে প্যালেষ্টাইনের কাছে উৎসর্গ করলুম। যদি তোমাকে এই দেশে থাকতে হয়, তাহলে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকবে—কারু পরাধীনে নয়। প্যালেষ্টাইন বেঁচে থাকার আর তাকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব তোমার। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

খালেদ চুপ করে রইলো। মার কথার কোন জবাব দিলো না। আমি এবং নবীলা স্তম্ভিত হয়ে মা-র কথা শুনলুম। মা যে এতো সাহসী আমরা কখনও বুঝতে পারিনি।

কিছুক্ষণ বাদে খালেদ রিফিউজী ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমি রাস্তায় খালেদের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলুম।

তুই ? খালেদ আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেসা করলো।

হ্যাঁ, আমি··· তোমাকে একটা কথা বলবো। আমি মিষ্টি গলায় বললুম।

বল—বিস্মিত কণ্ঠে খালেদ আমাকে বললো। তারপর আমার মুখের দিকে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

দাদা আমি তোমাদের গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দেবো···আমার কণ্ঠ ছিল সহজ, সরল। আমি এমনভাবে এই কথাগুলো বললুম যে, দাদা বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। ও যেন আমার কথগুলো বিশ্বাস করতে চাইলো না তার বোন লায়লা গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দেবে। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য।······

তুই বলছিস কী ? খালেদ অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ আজ মা প্যালেষ্টাইনের মুক্তির জন্যে তোমাকে উৎসর্গ করেছেন। আমাকে, উৎসর্গ করবার কেউ নেই। তাই আমি নিজেকে প্যালেষ্টাইনের কাছে উৎসর্গ করলুম।

এই বলে কাঁদতে শুরু করলুম। আমার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ফালিস্তিন আনা ওহিব্‌ক গিদ্দং, প্যালেষ্টাইন, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমার কথা শুনে খালেদ অভিভূত হলো। তার বোন লায়লা যে প্যালেষ্টাইনকে, এতো ভালবাসে হয়তো সে কখনও কল্পনা করেনি।

তুই সত্যি বলছিস আমাদের গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দিবি ?

হ্যাঁ, মেয়েদের গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেওয়া কী নিষেধ ?

আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

আমার কথা শুনে খালেদ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

আমি প্রশ্ন করলুম : জবাব দাও।

জবাব ? খালেদের চিন্তা যেন ছিন্ন হলো।—কী জবাব দেবো। তুই প্যালেষ্টাইন গেরিলা কাম্যাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দিবি, এ তো আনন্দের কথা। কিন্তু আমি তোর

কথার জবাব দিতে পারছিনে। কারণ তোকে আমরা পার্টিতে নেবো কিনা সেইটে নিয়ে কমরেডদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে।

এই কথা বলে হঠাৎ খালেদ আমাকে জিজ্ঞেস করলো : তোর বয়স কতো?

তেরো—আমি খুব ছোট জবাব দিলুম।

মাত্র তেরো! খালেদের কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়ের সুর।

হ্যাঁ, কেন আমি কী এই বয়সে প্যালেষ্টাইনের জন্যে কোন কাজ করতে পারিনে··· আমি বেশ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলুম।

চুপ করে রইলো খালেদ। কী জানি ভাবলো। হয়তো আমার কথার ভেতর যুক্তি ছিলো। তাই একটু বাদে বললো : বেশ আমি তোর কথা আমার পার্টির কমরেডদের কাছে বলবো।

দুদিন বাদে খালেদ আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো।

আমাকে চুপি চুপি বললো : শোন, তোর পার্টিতে যোগ দেবার বন্দোবস্ত করেছি। তোকে ওরা স্পাইর কাজ দিতে চায়।

কী কাজ? আমার কণ্ঠে ছিলো উত্তেজনার সুর। খালেদ যে কী বলছে আমি ঠিক বলিতে পারলুম না।

স্পাইর কাজ। তোর তো আড়ি পেতে কথা শোনবার অভ্যেস আছে, তাই সবাই বললো তুই স্পাইর কাজ ভালো করতে পারবি।

স্পাইর কাজ কী তা আমি জানিনে বাপু। আসলে আমাকে কী করতে হবে বলো।

খবর সংগ্রহ করবি। শত্রুর গতিবিধি কাজকর্মের খবরাখবর আমাদের চাই। তুই এই খবর সংগ্রহ করবি।

আমি কোন জবাব দিলুম না। কারণ পার্টিতে যোগ দেবার কথা ভেবে আমি বেশ উত্তেজনা বোধ করছিলুম। দুদিন পরে আমি কম্যাণ্ডোর ক্যাম্পে গেলুম। খালেদ আমাকে তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। আমাকে ওরা সবাই জেরা করতে লাগলো।

তোমার বয়স কতো?

তেরো।

তুমি জানো আমরা কী ধরণের কাজ করছি। আমাদের জীবনের প্রতি পদে পদে আছে বিপদ। যে কোনো মূহূর্তে তোমার জীবন বিপন্ন হতে পারে, তোমার মৃত্যু হতে পারে। তুমি জীবনে সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারবে?

পারবো। আমার মাতৃভূমি ফালিস্তিনের জন্যে আমি সমস্ত দুঃখকষ্ট বরণ করতে পারি।

ধরো পুলিশ যদি তোমাকে জেলখানায় নিয়ে যায় কিংবা ষ্টার্ণ গ্যাংগ; ইরগুন জোয়াইলুমির ভলান্টিয়াররা তোমার উপর অত্যাচার করে, তুমি সেই অত্যাচার সহ্য করতে পারবে ?

পারবো।

ধরো এই কম্যাণ্ডোর কাজ করতে গিয়ে তোমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে সেই মৃত্যুকে তুমি গ্রহণ করতে রাজী ?

আমি স্বাধীন ফালিস্তিনে বেঁচে থাকতে চাই। পরাধীন হয়ে দাসীবৃত্তি করার চাইতে আমার কাছে মৃত্যু অনেক শ্রেয়।

কমরেড লায়লা তোমার ধর্ম কী ?

আমার ধর্ম ফালিস্তিন।

তোমার আল্লা কী ?

ফালিস্তিন আমার একমাত্র আল্লা।

তোমার আদর্শ কী ?

স্বাধীন ফালিস্তিন।

কমরেড লায়লা আজ থেকে তুমি হলে আমাদের দলের একজন আরব ন্যাশানালিষ্ট মুভমেন্টের কর্মী। আমরা আমেরিকা ইস্রাইলী সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এই সংগ্রাম একদিনের নয়, দুদিনের নয়, এমন কি মাস বছর দিয়ে এই সংগ্রামের দিন গোনা যাবে না। হয়তো দশ বছর পঁচিশ বছর, এমন কি একশো বছর ধরে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমাদের সংগ্রামের প্রতি পদে পদে থাকবে বিপদ, মৃত্যু, তবু আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের শত্রু শুধু ইস্রাইলীরা নয়, এমন কি বহু আরব দেশ আমাদের এই সংগ্রামকে পঙ্গু করতে চাইবে। তাই কমরেড লায়লা, যদি ঝড় আসে যদি মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাও তাহলে আতঙ্কিত হয়ো না।

আমাকে কি করতে হবে ? আমি একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলুম। আমার বয়স অল্প, তাই আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হবে না। কিন্তু কমরেড আমার পানে তাকিয়ে বললেন : লায়লা, তুমি জারাস রিফিউজি ক্যাম্পে থাকো। তোমাকে ঐ ক্যাম্পে প্রচারের কাজ করতে হবে এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আমাদের দলের ভেতর টানতে হবে। আমাদের আজ কর্মীর দরকার।

আমি আর কোন কথা বললুম না। পরের দিন থেকে আমি আরব ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্টের কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করলুম। রিফিউজীদের কাছে আমি ইস্তাহার বিলি করতুম এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আমি প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতুম। এই ক্যাম্পে আমার সমবয়সী আর একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। মেয়েটির

নাম হলো লায়লা খালেদ। পরবর্তীকালে লায়লা খালেদ পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেষ্টাইনের কর্মী হিসেবে রোম থেকে ট্রান্সওয়ার্ল্ড এয়ারলাইনসের একটি প্লেন হাইজ্যাক করেছিল।

লায়লা খালেদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা হয়েছিল। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে আমরা দুজনেই প্যালেষ্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে জীবন উৎসর্গ করবো। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলুম।

জারস ক্যাম্পে একদিন আমাদের কাজকর্মে ভাঁটা পড়লো। কারণ একদিন ষ্টার্ন গ্যাংগের কিছু লোক এসে আমাদের ক্যাম্পে হানা দিলো এবং ক্যাম্পের বহু নিরীহ লোক এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মারা গেল। নিহতদের মধ্যে আমার বাবাও ছিলেন।

ঘটনার সময় আমি ক্যাম্পে ছিলুম না। লায়লা খালেদ আর অমি পার্টি হেড কোয়ার্টারে গিয়েছিলুম। সেইখানে গিয়ে শুনলুম যে জোরাস রিফিউজী ক্যাম্পে এক দফা হাঙ্গামা হয়েছে। প্রথমে শুনলুম যে ব্রিটিশ মিলিটারী পুলিশ আমাদের ক্যাম্পে হানা দিয়েছিল। আমি বাজারের গুজবে বিশ্বাস করেছিলুম। কারণ কিছু দিন যাবৎ কিছু ব্রিটিশ সৈন্য আমাদের ক্যাম্পের চার পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। কেউ বললো যে, ওরা ক্যাম্পের সুন্দরী মেয়েদের জন্যে ঘোরাফেরা করছে। আর ঐ সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে আমি হলুম প্রধান আকর্ষণ। আবার কিছু দিন পরে শুনলুম যে এরা ক্যাম্পের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। ওরা জানতে চায় আরব ন্যাশানালিষ্ট মুভমেণ্টের কর্মীরা ক্যাম্পে কি ধরনের রাজনৈতিক কাজ করছে।

ক্যাম্পের হাঙ্গামার কথা শুনে আমি তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে এলুম। ক্যাম্পের কাছে এসে কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। মেয়েরা কাঁদছে। আজকের দাঙ্গায় বেশ কিছু লোক খুনজখম হয়েছে।

লায়লা? ক্যাম্পের একটি ছোট মেয়ে আমাকে দেখে দৌড়ে ছুটে এলো। মেয়েটি আমার পরিচিতা…আমার সঙ্গে ক্যাম্পে রাজনৈতিক কাজ করতো, ইস্তাহার বিলি করতো। তুমি কোথায় ছিলে লায়লা—এই কথা বলতে বলতে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়লো।

কাঁদছিস কেন? আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। চট করে যেন ওর কান্নার সঠিক কারণ বুঝে উঠতে পারলুম না।

তোমার বাবা? —মেয়েটি কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

কী হয়েছে বাবার? আমি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

তোমার বাবাকে ওরা গুলী করেছে—

আমি মেয়েটির বাকী কথা শোনবার জন্যে দেরী করলুম না। চিৎকার করে

আমাদের ক্যাম্পে ছুটে গেলুম। দেখতে পেলুম আমাদের ক্যাম্পে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সবাই ফিসফিস করে কথা বলছে। আমাকে দেখে ওরা আলোচনা বন্ধ করলো।

ভিড়ের মধ্যে খালেদও ছিলো। আমি দেখতে পেলুম খালেদের চোখে জল।

আমি খালেদকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে দাদা ?

আজ সকালে ষ্টার্ন গ্যাংগের কিছু লোক আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল। বাবা ওদের বাধা দিতে যান। বাধা দেবার সময় একটা গুলী এসে ওঁর গায়ে লাগে…

বাবা বেঁচে আছেন ? কান্নায় আমার গলার স্বর আটকে গেলো।

হ্যাঁ, কিন্তু আর বেশীক্ষণ বাঁচবেন না…আমি দৌড়ে ক্যাম্পের ভেতর গেলুম। বাবার পাশে উপুড় হয়ে মা কাঁদছিলেন। আমি বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। বাবা চোখ মেলে তাকালেন। না, বাবার জীবন বেরিয়ে যায় নি।

বাবা, আমার চোখের জল মুছে দিলেন। তারপর খালেদকে ডেকে বললেন : খালেদ এদিকে এসো।

খালেদ এলো।

বাবা—আমার এবং খালেদের হাত ধরে বললেন : দেশের জন্যে প্রাণ দেয়া মহৎ কাজ। আজ আমি মরবার আগে তোদের দুজনকে প্যালেষ্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে উৎসর্গ করে গেলুম। তারপর আমার দেশ।

আমি এবং খালেদ দুজনে এক সঙ্গে বললুম : প্যালেষ্টাইন আমার দেশ।

বাবা আবার বলতে লাগলেন। তাঁর গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুচ্ছিলো না।

বলো, যতোদিন প্যালেষ্টাইনের মুক্তি না হবে ততোদিন আমরা সংগ্রাম করে যাবো।

আমি এবং খালেদ একসঙ্গে বলতে লাগলুম : যতোদিন প্যালেষ্টাইনের মুক্তি না হয় ততোদিন আমরা সংগ্রাম করে যাবো।

আমাদের আল্লা প্যালেষ্টাইন—

আমাদের আল্লা প্যালেষ্টাইন—

আমরা দুজনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাবার কথার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলতে লাগলুম।

আমাদের ধর্ম প্যালেষ্টাইন—

আমাদের ধর্ম প্যালেষ্টাইন—

তারপর বাবা তার রক্তাক্ত সার্টের খানিকটা খুলে বললেন : লুলু আমার বুকে হাত রেখে বলো—প্যালেষ্টাইন আমার দেশ—আমি এই দেশের জন্যে প্রাণ দেবো।

আমি প্রতিবাদ করবার করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বাবা ধমক দিয়ে বললেন : যা বলছি কর।

আমি বাবার বুকের পাশে হাত রেখে বললুম : প্যালেষ্টাইন আমার দেশ। আমি এই দেশের জন্যে প্রাণ দেবো।

(ঘটনা সত্যি। ১৯৭২ সালে জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী ওয়াসফি তালকে কায়রো শহরের শেরটন হোটেলে গুলী করে হত্যা করা হয়। আততায়ীর মধ্যে একজন ওয়াসফি তালের বুক থেকে খানিকটা রক্ত আঙুলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন : প্যালেষ্টাইন আমার দেশ, প্যালেষ্টাইনের জন্যে আমি প্রাণ দেবো। যদি গুলী ছোড়ার পর আততায়ী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো তিনি তার প্রাণ রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু সেদিন আততায়ী তার প্রাণ রক্ষা করবার কোন চেষ্টা করেন নি)।

আমি এবং খালেদ যখন বাবার কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলছিলুম তখন ক্যাম্পের বাকী সবাই নিস্তব্ধ হয়ে আমাদের কথা শুনছিলো।

বাবা এবার সবাইকে ডেকে বললেন আপনারাও বলুন : প্যালেষ্টাইন আমার দেশ। আমরা প্যালেষ্টাইনের জন্যে প্রাণ দেবো।

ক্যাম্পের সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো : প্যালেষ্টাইন আমার দেশ। আমরা প্যালেষ্টাইনের জন্যে প্রাণ দেবো।

সবাইকে এক সুরে কথা বলতে দেখে আমার মনে হলো আমরা যেন কোনো মহান স্তোত্র পড়ছি।

আমার মা'ও তাঁর চোখের জল মুছে নিয়ে বললেন : প্যালেষ্টাইন আমার দেশ, আমি প্যালেষ্টাইনের জন্য প্রাণ দেবো।

কিছুক্ষণ পরে বাবা মারা গেলেন। সেদিন আমি বাবার মৃত্যুতে একটুও শোক অনুভব করলুম না। বাবা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন। আমি মনে মনে ভাবলুম, আমিও যেন দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পারি।

আমি ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে মনে হলো আমার নবজন্ম হয়েছে।

পার্টির কমরেডরা আমাকে ডেকে বললেন যে আমাকে স্পাইর কাজ করতে হবে। জোরাস ক্যাম্পের ঘটনার পর আমরা বুঝতে পেরেছিলুম যে ব্রিটিশ মিলিটারী ইনটেলীজেনস বিভাগ আমাদের খবরাখবর ইস্রাইলী ইনটেলীজেনস বিভাগকে দিচ্ছেন। তাই পার্টির কমরেডরা ঠিক করলেন যে আমি ব্রিটিশ মিলিটারী ইনটেলীজেনস

বিভাগের কর্তা কর্ণেল রবিনসের বাড়ীতে ঝি'র কাজ করবো এবং ঐ বাড়ীতে কী ধরনের কথাবার্তা হয় তার খবর পার্টির কমরেডদের দেবো।

আমাকে এই কাজ দেবার বিশেষ কারণ ছিলো।

আমি দেখতে সুন্দরী ছিলুম। পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম। অতএব আমি যখন কর্ণেল রবিনসের বাড়ীতে ঝি'র কাজের জন্যে আবেদন করলুম তখন অতি সহজেই আমার কাজ মিলে গেলো।

আমার কাজ ছিলো আড়ি পেতে কর্ণেল রবিনসের বাড়ীর প্রতিটি আলাপ-আলোচনা শোনা এবং সেই আলাপ-আলোচনা পার্টির কমরেডদের কাছে রিপোর্ট করা। প্রতিদিনই কর্ণেল রবিনসের বাড়ীতে বহু ইস্রাইলী আসতো। শেন বেত মোসাদের কর্তারাও আসতেন। এইসব লোকদের নাম ঠিকানা আমি মুখস্থ করে রেখেছিলুম। আমার কাছ থেকে খবর পেয়ে গেরিলা কম্যানডোর কর্মীরা হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করতে লাগলো। বহুবার আমি ওদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলুম।

তারপর হলো দার ইয়াসীনের ঘটনা। দার ইয়াসীনে বহু আরবদের খুন করা হলো। ঘটনার খবর আমি প্রথমে জানতে পারিনি, কিন্তু পরে শুনতে পেয়েছিলুম। আর এই ঘটনার পেছনে যে ব্রিটিশ মিলিটারী ইনটেলীজেন্স বিভাগের হাত আছে সেই খবর আমি কর্ণেল রবিনসের মুখে শুনতে পেয়েছিলুম।

একদিন কর্ণেল রবিনস তার এক বিদেশী বন্ধুকে দার ইয়াসীনের ঘটনা বলছিলেন আর আমি আড়ি পেতে সেই কথা শুনছিলুম।

সেদিনকার বিদেশী ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথমে আমি ভেবেছিলুম যে ভদ্রলোক হলেন ফরাসী, কারণ তিনি অনর্গল ফরাসী ভাষায় কর্ণেল রবিনসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পরে জানতে পারলুম যে ভদ্রলোক ফরাসী নন, উনি আসলে হলেন আরব ইজিপ্টের সম্রাট ফারুকের মো-সাহেব এবং ইস্রাইলী ইনটেলীজেনসের স্পাই। কিছুদিন পরে খালেদ আমাকে বলেছিলো যে লোকটি মারাত্মক স্পাই। বাজারে ওর ছদ্মনাম হলো ষ্ট্রাইক, কিন্তু ওর আসল নাম হলো আনোয়ার পাশা। ইজিপ্টের বাজারের ওর চলতি নাম ছিলো : পাশা।

কর্ণেল রবিনসের বাড়ীতে আমি বেশী দিন কাজ করতে পারিনি। কারণ কিছুদিন পরে কর্ণেল রবিনস আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। কারণ আমি ওর টেবিল থেকে কতোগুলো গোপনীয় কাগজ চুরি করেছিলুম। আর এইসব গোপনীয় কাগজে লেখা ছিলো কবে কখন ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস বিভাগ আমাদের কম্যাণ্ডোর শিবিরে হানা দেবে। আমার কাছ থেকে খবর পেয়ে কম্যাণ্ডোর কর্মীরা সতর্ক হয়। ব্রিটিশ মিলিটারী ইনটেলীজেনস ওদের ধরতে পারেনি।

এইসব প্ল্যান ভেস্তে যাবার পর কর্ণেল রবিনস আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করলেন। আমি দেখতে পেলুম উনি আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করেছেন। পার্টির কমরেডরা ঠিক করলেন যে সময় থাকতে কর্ণেল রবিনসের চাকুরী ছেড়ে দেয়াই হবে বুদ্ধিমতীর কাজ।

আমি কর্ণেল রবিনসের বাড়ী থেকে পালিয়ে এলুম।

*

তারপর কেটে গেলো বেশ কয়েকটা বছর। ইস্রাইলীরা আমাদের বাড়ী-ঘর কেড়ে নিয়েছিলো। রিফিউজী ক্যাম্পেও আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিলো। মা ঠিক করলেন প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করতে হবে। আমরা ঠিক করলুম যে আমরা লেবাননে চলে আসবো।

আমি এবং খালেদ প্রথমে প্যালেষ্টাইন তাগ করতে চাই নি। আমরা বাবার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম সেই প্রতিশ্রুতির কথা সহজে ভুলতে পারিনি। প্যালেষ্টাইনের জন্য সংগ্রাম করবার জন্যে প্যালেষ্টাইনে থাকা দরকার।

কিন্তু মা আমাদের কথায় কান দিলেন না। প্যালেষ্টাইনে না থাকবার আর একটি গৌণ কারণ ছিলো। আর সেই গৌণ কারণ হলুম আমি।

লায়লা ফরীদ সুন্দরী, তার বয়স হয়েছে! যৌবন এবং লাবণ্য এসে তার দেহকে ঘিরে ধরেছে। মা আশঙ্কা করলেন যে আমি প্যালেষ্টাইনে থাকলে বিপদে পড়বো।

আমি, আমার বোন এবং মা প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করে লেবাননে চলে এলুম। খালেদ কিন্তু মার কথা শুনলো না। সে বললো যে সে প্যালেষ্টাইনের ভেতরে গেরিলা কম্যাণ্ডোর কাজ করবে।

বেরুটে এসে আমার জীবনে পরিবর্তন হলো।

এখানে এসে পার্টি কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করলুম কিন্তু পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের কারু দেখা পেলুম না। কিছুদিন অলস জীবন কাটাবার পর আমি ঠিক করলুম যে আমি বেরুট আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবো।

আমি কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে যোগ দিলুম। আর এই আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পুরাতন বান্ধবী লায়লা খালেদের সঙ্গে দেখা হলো।

আমার মতো লায়লা খালেদ ছিলো রিফিউজী। লায়লার বাড়ী ছিলো হায়ফা শহরে। ইস্রাইলীরা ওদের বাড়ী কেড়ে নেবার পর লায়লা এবং তার ভাই বেরুটে চলে এলো। লায়লা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো এবং ওর ভাই চাকুরী নিয়ে কুয়েটে চলে গেলো।

একদিন সন্ধ্যার পর লায়লা এসে আমাকে বললো : লুলু আমার সঙ্গে যাবি?

কোথায়? আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। বেরুটে এসে আমি সাধারণত হোষ্টেলের বাইরে যেতুম না। ঘরে বসে পড়শুনা করতুম।

আমাদের প্যালেষ্টাইনের কিছু বন্ধু-বান্ধব আজ এক মিটিং ডেকেছেন। প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে।

প্যালেষ্টাইনের বন্ধু! লায়লার কথা শুনে আনন্দে আমার মন নেচে উঠলো। অনেক দিন ধরে আমি প্যালেষ্টাইনের বন্ধু-বান্ধবদের দেখা পাই নি। খালেদের কথাও আমি ভুলতে বসেছিলুম। আমি শুধু জানতুম যে খালেদ প্যালেষ্টাইনে ইস্রায়েলী অধিকৃত তেল আভিভে গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীতে কাজ করছে।

খালেদ কি বেঁচে আছে?

জানি নে।

লায়লা খালেদের প্রস্তাবে আমি তক্ষুনি রাজী হলুম। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা হলো কি করে মিটিং-এ যাই। কারণ মেয়েদের হোষ্টেলে নিয়ম ছিলো যে সন্ধ্যা সাতটার পর বিনানুমতিতে বেরুনো নিষেধ। আর প্যালেষ্টাইন হলো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের দু চোখের বিষ। অতএব মিটিং-এ সভায় আলোচনায় যোগ দিতে যাচ্ছি একথা বললে অনুমতি পাওয়া যাবে না।

লায়লা এবং আমি ঠিক করলুম যে, আমরা হোষ্টেল থেকে পালিয়ে মিটিং-এ যোগ দিতে যাবো।

ঠিক ছ'টার পর আমি এবং লায়লা হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বললুম না। য়ুনিভার্সিটির সামনেই রু-সাদাত। রু সাদাতের তিনতলার বাড়ীতে মিটিং বসলো।

মিটিং যে এতো বড়ো হবে আমি প্রথমে কল্পনা করি নি। অনেক প্যালেষ্টিনিয়ান গেরিলা কম্যাণ্ডোর কর্মী এসেছিলেন। লায়লা খালেদ আমকে গেরিলা কম্যাণ্ডোর দু-একজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলো।

লুলু! আসল নাম লায়লা ফরীদ।

লুলু! যে ভদ্রলোকের সঙ্গে লায়লা আমার পরিচয় করিয়ে দিলো তিনি বিস্মিত হয়ে আমার মুখের পানে তাকালেন।

আপনি মানে তুমি খালেদের বোন? ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

খালেদ। খালেদের নাম শুনে উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপতে লাগলো। খালেদ কী তাহলে বেঁচে আছে? অনেকদিন আমি খালেদের কোন খবর পাইনি।

হ্যাঁ আমি খালেদের বোন লুলু। খালেদ কোথায় আপনি জানেন?

ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন। শুধু মৃদু হেসে বললেন গেরিলা

কম্যাণ্ডোর গতিবিধি কাউকে বলা নিষেধ। তবে তুমি হলে খালেদের বোন, শুধু তোমাকে বলতে পারি খালেদ বেঁচে আছে।

ভদ্রলোক এবার নিজের পরিচয় দিলেন।

আমার নাম হলো মুহসীন ইব্রাহিম। আমি আরব ন্যাশানালিস্ট মুভমেণ্টের মুখপত্র আল হুরিয়া পত্রিকার সম্পাদক। খালেদ আমাকে তোমার কথা বলেছিলো।

আমাদের আলাপ আলোচনায় আরো দু'তিনজন এসে যোগ দিলেন। ডাঃ হুসনী মাসজুব, আলী মাংগো—হাজী এল হিন্দি। এরা সবাই হলেন আরব ন্যাশনালিস্ট মুভমেণ্টের কর্মকর্তা।

আজকের পার্টির মিটিং-এ আমাদের আলাপ আলোচনার প্রধান বিষয় হলো কী করে আমরা ইস্রাইলীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। আমরা কী ইস্রাইলের ভেতরে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবো না জর্ডনের কোনো অনির্দিষ্ট স্থান থেকে ইস্রাইলের শত্রুর শিবিরে হানা দেবো?

আমার চিন্তায় বাধা পড়লো।

আমি দেখতে পেলুম এক ভদ্রলোক বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোকের নাম জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো।

লোকটি কে? আমি লায়লা খালেদের কানে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলুম।

চুপ কর, আস্তে কথা বল। ওর বক্তৃতা মন দিয়ে শুনতে হবে।

উনি পার্টির কী? আমি আবার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

উনিই আমাদের আরব ন্যাশনালিস্ট মুভমেণ্ট—হরাকাৎ কোমিয়া আল আরবিয়ার সব চাইতে বড়ো নেতা—লায়লা এতো মৃদুস্বরে কথাগুলো বললো যে আমি স্পষ্ট করে ওর কথাগুলো শুনতে পেলুম না।

কী নাম?

জর্জ হাব্বাস—আঃ বিরক্ত করিসনে। ওর কথা মন দিয়ে শোন।

কিন্তু লায়লা খালেদের কথা সেদিন আমি মন দিয়ে শুনতে পারিনি। কারণ জর্জ হাব্বাসের নাম আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। জাফা এবং জেরুজালেম থাকাকালীন আমি খালেদের কাছে জর্জ হাব্বাসের নাম শুনেছিলাম। খালেদ ছিলো জর্জ হাব্বাসের বন্ধু।

আমার অতীত দিনের কিছু ঘটনা মনে পড়লো। হ্যাঁ, জর্জ হাব্বাস তখন প্রায়ই আমার ভাই খালেদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

আমরা জাফা—জেরুজালেমে বিভিন্ন স্থানে গেরিলা কম্যাণ্ডোর বাহিনী গড়ে তুলেছিলুম।

[illegible] ছে।

[illegible] দিয়ে লেছে হলে আরবের [illegible] স্টাইন [illegible] কমাণ্ডো বাহিনী চাই। গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী [illegible] নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ করবার পরিকল্পনা করতে লাগলেন [illegible] এবং তার বন্ধু-বান্ধবেরা ঠিক করলেন যে আরব ন্যাশনালিস্ট, [illegible] এবার থেকে পুরো দমে প্যালেস্টাইনের অভ্যন্তরে কাজ করবে। আর এই কম্যাণ্ডো বাহিনীর নাম হলো: অবতাল আল আউদা (হিরোজ অব দি রিটার্ন)।

কিছুদিন পরে ইয়াসির আরাফাত হাব্বাসকে অনুরোধ করলেন যে সমস্ত কম্যাণ্ডো বাহিনীগুলোকে একত্র করা হোক।

অবতাল আল আউদা এবং আর দুটি কম্যাণ্ডো বাহিনী ইয়ুথ ফর রিভেঞ্জ এবং প্যালেস্টাইন পপুলার ফ্রন্ট ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করলো কারণ তারা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বের নীতির সঙ্গে একমত ছিলো না। তাই তারা একসঙ্গে মিলে নতুন এক দল গঠন করলো। আর এই নতুন দলের নাম হলো: পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (পি এফ এল পি)। আর নতুন দলের নেতা হলো জর্জ হাব্বাস।

অল্প কয়েকদিনে হাব্বাসের পপুলাব ফ্রন্ট এক শক্তিশালী কম্যাণ্ডো বাহিনী হলো প্রায় হাজাব চাবেক কর্মীকে কম্যাণ্ডো ট্রেনিং দেয়া হলো। পলুলাব ফ্রন্ট তাদের নীতিকে প্রচাব কবার জন্যে একটি সাপ্তাহিক কাগজ খুললো। আব এই নতুন কাগজেব সম্পাদক হলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক কবি সাংবাদিক গাসান কানাফানী।

আজ মিটিং-এ বসে আমাব অতীত দিনেব কথাগুলো মনে পড়ছিলো। না, জর্জ হাব্বাস আমাব কাছে অপবিচিত নয়। আমি জানতুম, আমাব ভাই খালেদ আবতল আল অতিন কম্যাণ্ডো বাহিনীতে কাজ করছে। তাই আমি মনে মনে ঠিক কবলুম যে আমি হাব্বাসেব পপুলাব ফ্রন্টে যোগ দেবো।

হাব্বাস এবাব তার বক্তৃতা সুরু করলেন: কমরেডস্ প্যালেস্টাইনের মুক্তির সংগ্রাম একদিনের বা দুদিনের নয়। আমাদের এই সংগ্রাম দীর্ঘদিনেব জন্যে। আমাদের গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে আর এই যুদ্ধেব জন্যে ভিয়েতনামেব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

[illegible]
যুদ্ধের [illegible] [illegible]
আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের তেল আবিবের [illegible]
শহরের ভেতর দিয়ে। যতোদিন না আমরা জর্ডনের প্রত্যেকটি [illegible]
করতে পারবো ততোদিন আমরা ইস্রাইলীদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবো না।
কমরেডস আপনারা দীর্ঘকালের গেরিলা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হোন।

আমি এবং লায়লা জর্জ হাব্বাসের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি লায়লাকে বললুম: আমি পপুলার ফ্রন্টে যোগ দেবো।

লায়লা বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, তুই সত্যি বলছিস আমাদের সঙ্গে কাজ করবি ?

হ্যাঁ। আমার মনে পড়লো আমি বাবার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম যে প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের জন্য কাজ করাই হবে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

লায়লা এবার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললো: দাঁড়া, তুই যে আমাদের সঙ্গে কাজ করবি কমরেডসদের জানানো দরকার।

লায়লা এবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর চীৎকার করে বললো, কমরেডস আজ আমাদের দলে আর একটি মেয়ে যোগ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। আর মেয়েটির নাম হলো, লায়লা ফরীদ। আমরা একে কমরেড লুলু বলে ডাকি। কমরেড লুলু .....

লায়লার ডাক শুনে আমি উঠে দাঁড়ালুম। পার্টির কমরেডরা বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। জর্জ হাব্বাস মৃদু হাসলো। কমরেড কানাফানী এসে বললো, লুলু আমরা তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছি।

মুহসিন ইব্রাহিম বললো, আমাদের পার্টিতে যোগ দেবার আগে তোমাকে কতোগুলো প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

আমি প্যালেস্টাইনের মুক্তির সংগ্রামের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত আছি।

আবার পার্টির সব কমরেডরা চীৎকার করলেন: কমরেড লুলু......

জর্জ হাব্বাস মৃদু হেসে বললো, কমরেড লুলু হবেন আমাদের স্পাই। মিনিস্কার্ট স্পাই। কমরেড লুলুর ভাই খালেদ আমাদের একজন কর্মী। অতএব কমরেড লুলুকে আমাদের দলের ভেতর নিতে কোনো আপত্তি নেই। আপনাদের কোনো আপত্তি আছে ?

[illegible]

আমার ছুরে চীৎকার শুরু হলো। হাবাস এসে আমাকে আমাকে অভিনন্দন জানালো। তারপর এলো খালেদ কানাকানী, মুহসিন ইব্রাহিম।

জর্জ হাবাস আমাকে বললো : পরশু কাল থেকে তুমি নিয়মিতভাবে আমাদের পার্টির দপ্তরে আসবে। কমরেড কানাকানী তোমাকে আমাদের সংগ্রামের বইপত্তর পড়তে দেবে। কাজ শুরু করার আগে আমাদের পার্টির নীতি নিয়ে কিছু পড়াশুনা, কিছু আলোচনা করা দরকার।

সেদিন রাত্রে আমি এবং লায়লা যখন হোষ্টেলে ফিরলুম তখন রাত প্রায় দুটো।

সেদিন রাত্রে আমরা দুজনে হোষ্টেলের ভেতর ঢুকতে পারিনি। মেয়েদের হোষ্টেল, রাত ন'টার পর সামনের গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের কোনো অনুমতি ছিলো না। কাজেই নাইট ওয়াচমেন আমাদের হোষ্টেল ঢুকতে দিলে না বরং আমাদের দুজনকে শাসালো যে হোস্টেলের সুপরিনটেনডেনটের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে।

আমরা অতো রাত্রে কী করবো ভেবে পেলুম না। রু-ব্লিস য়ুনিভার্সিটি এলাকা, নির্জন নীরব নিস্তব্ধ।

লায়লা বললো, চল আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রাত কাটাই।

বন্ধু! আমার জবাবে ছিলো বিস্ময়। আমার বেরুট শহরে কোন বান্ধবী নেই।

লায়লা ঠাট্টা করে বললো, আহা আমি বান্ধবীর কথা বলছিনে। আমাদের একজন পরিচিত ভদ্রলোক আছেন। ওর নাম হলো কামাল নাসের। উনি অবশ্যি ইয়াসির আরোফাতের লোক। একাই বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীটা দূরে নয় সামনেই রু-হামরাতে।

একজন অপরিচিত পুরুষের বাড়ীতে রাত কাটাতে আমার সেদিন কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা সংকোচ হয়েছিলো। কিন্তু লায়লা আমার মনের সংকোচ দূর করলো। বললো, আমরা হলুম প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর কর্মী। আজ বাদে কাল আমাদের মৃত্যু হবে। আমাদের কী অতো চিন্তাভাবনা করলে চলে?

কামাল নাসেরের বাড়ীতে গিয়ে যখন আমরা পৌছুলুম তখন রাত প্রায় তিনটে। আমাদের অতো রাত্রে দেখে কামাল নাসের বেশ অবাক হলো।

কী ব্যাপার লায়লা? কামাল নাসের বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

হোষ্টেলের দরজা বন্ধ। তাই তোমার বাড়ীতে রাত কাটাবো।

বেশ, আমার আর একটি ছোট ঘর আছে। ওখানে তোমরা রাত কাটাতে পারো···

কামাল নাসেরের বাড়ীতে আর একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। কামাল নাসের ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নায়েফ হাওতামে······ আমাদের প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর একজন নেতা। আমরা দুজনে বসে প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলুম।

সেদিন রাত্রে আমি নায়েফ হাওতামে কিংবা কামাল নাসেরের সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারলুম না। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিলো। আমি বললুম: গুড-নাইট। কাল সকালে কথা হবে।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে আমার চোখে ঘুম এলো না। ভাবছিলুম প্যালেস্টাইনের কথা। কী করে প্যালেস্টাইনকে আবার ফিরে পাবো।

হঠাৎ আমার মনে হলো। লায়লা নায়েফ হাওতামের সঙ্গে কথা বললো না কেন? নায়েফ হাওতামে প্যালেস্টাইনের গেরিলা কম্যাণ্ডোর কর্মী। কিন্তু তবু লায়লা খালেদ নায়েফ হাওতামেক এড়িয়ে গেলো।

আমি মনের কৌতূহল দূর করবার জন্যে লায়লাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম: নায়েফ হাওতামে কে? কিন্তু আমি কোনো প্রশ্ন করবার আগে লায়লা আমার মনের কৌতূহল দূর করলো।

বললো, লুলু তোকে আমাদের অর্গানিজেশনের কিছু কথা বলা দরকার। আজ প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে শুধু আমরাই লড়াই করছি না—আমাদের মতো আরো কয়েকটি দল ইস্রাইলীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। নায়েফ হাওতামে এমনি একটি গেরিলা কম্যাণ্ডো দলের নেতা। শোনো প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন সংগ্রামের কথা।

লায়লা বলতে লাগলো—

নায়েফ হাওতামে ছিলো জর্জ হাব্বাসের বন্ধু। কিন্তু দলের এবং সংগ্রামের নীতি নিয়ে ওর সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হয়।

নায়েফ হাওতামে জর্ডনের প্যালেস্টাইনের মানে ওর জন্ম হয়েছিলো জর্ডনের সল্ট শহরে। নায়েফ হাওতামে বেশী পড়াশুনা করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ পড়াশুনার খরচ চালাবার মতো ওর স্বাচ্ছল্য ছিলো না। হাইস্কুলের থেকে পাস করে আমানের হোসেন কলেজ অবধি পড়াশুনা করেছিলো। আরব ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্ট দল গঠন হবার পর নায়েফ হাওতামে এই দলে যোগ দিলো কিন্তু তার রাজনৈতিক কাজকর্ম জর্ডন সিক্রেট সার্ভিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। জর্ডনের পুলিশ নায়েফ

হাওতামেকে ধরবার চেষ্টা করলে কিন্তু হাওতামে জর্ডন থেকে পালিয়ে লেবাননে এলো।

লেবাননে তখন গৃহযুদ্ধ হচ্ছে। হাওতামে এই গৃহযুদ্ধে যোগ দিলো। লেবাননের গৃহযুদ্ধের পর হাওতামে ইরাকে গেলো। কিন্তু ইরাকে বেশীদিন থাকতে পারেনি। কারণ ইরাকের রাষ্ট্রপতি কাসেম একদিন হাওতামকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করলেন।

ইরাক থেকে হাওতামে গেলো এডেনে। তখন ঐ অঞ্চলে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এডেন এবং সাউথ আরবিয়াতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। হাওতামে ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো।

আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধে নাসেরের পরাজয় হয়েছে। সমস্ত আরব দেশ স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোরা তাদের মাথা নীচু করলো না কিংবা পরাজয় স্বীকার করলো না। বরং প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোরা ঘোষণা করলে যে তারা প্যালেস্টাইনের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

প্যালেস্টাইনের গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীগুলোকে আবার নতুন করে গঠন করা হলো। নতুন করে গেরিলা কম্যাণ্ডো সংগঠনের কাজে নায়েফ হাওতামে যোগ দিলো।

নায়েফ হাওতামে এলো জর্জ হাব্বাসের দলে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ওদের ভেতর মতবিরোধ দেখা দিলো। হাওতামে এক নতুন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী দল গঠন করলো। আর নতুন কম্যাণ্ডো বাহিনীর নাম হলো পপুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন। আর নতুন দলের নীতি হলো মার্কসিজিম লেনিনিজম······

হাওতামের সঙ্গে হাব্বাসের ঝগড়াটা প্রতিদিন তীব্র হচ্ছে। হাওতামে হাব্বাসের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছে এবং বলেছে যে হাব্বাসের বহু আমেরিকান বন্ধু আছে। হাওতামে আমেরিকানদের সঙ্গে বন্ধুত্বকে সন্দেহ করে। কারণ সে হলো উগ্র বামপন্থী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। এমনকি হাওতামে ইস্রাইলের বামপন্থী দল এবং হিব্রু য়ুনিভার্সিটির বামপন্থী অধ্যাপক এবং ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

শুধু নায়েফ হাওতামে নয়: দলের নীতি এবং কাজকর্ম নিয়ে জর্জ হাব্বাসের সঙ্গে আহমদ জারিলের তুমুল ঝগড়া হয়। নায়েফ হাওতামের মতো আহমদ জারিল ছিলো জর্জ হাব্বাসের পপুলার ফ্রন্ট এবং আরব ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্টের একজন নেতা।

আহম্মদ জারিল সিরিয়ান আর্মিতে কাজ করতো। পরবর্তীকালে সে আলফতহার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। কিছুদিন পরে সে সিরিয়ান সরকারের সাহায্য নিয়ে প্যালেস্টাইন লিবেরেশন ফ্রন্ট তৈরী করে। জারিল পরবর্তীকালে জর্জ হাব্বাসের সঙ্গে যোগ দিলো কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ জারিল কোনো আদর্শ কিংবা নীতিতে বিশ্বাস করতো না। সে জীবনের বেশীরভাগ সৈন্যবিভাগে কাটিয়েছিলো। অতএব তার বক্তব্য হলো আদর্শ আর নীতি নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করে কিছু হবে না। প্যালেস্টাইনের গেরিলা কম্যাণ্ডোগুলোর একমাত্র নীতি হলো ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

জর্জ হাব্বাসের সঙ্গে ঝগড়া করে আহমদ জারিল আর একটি নতুন দল গঠন করলে—আর এই নতুন কম্যাণ্ডো বাহিনীর নাম হলো পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেষ্টাইন—জেনারেল কম্যাণ্ডো। আর একটি গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর নাম হলো আল সাইকা। আল সাইকা অবশ্যি সিরিয়ান আর্মি ইনটেলীজেন্স থেকে অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য পেয়ে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা কথা বলে লায়লা খালেদ একটু থামলো। তারপর মৃদুস্বরে বললো, লুলু কাল তোকে কমরেড আবু আমেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবো। কমরেড আবু আমেদ হলো আল ফতমা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের প্রধান নেতা…।

আবু আমেদের নাম আমার কাছে অপরিচিত ছিলো। তাই জিজ্ঞেস করলুম, কমরেড আবু আমেদের নাম তো এর আগে কখনও শুনিনি।

লায়লা আমার কথা শুনে হাসলো। বললো: কমরেড আবু আমেদের নাম শুধু তুই কেন দুনিয়ার অনেকেই শোনে নি। পৃথিবীর কাছে আবু নামের আর একটি ছদ্মনাম আছে। তার সেই নামটি হলো ইয়াসির আরাফাত।

আমি ইয়াসির আরাফাতের নামটি শুনে চমকে উঠলুম। অনেক বছর আগে ইয়াসির আরাফাত আর আমার ভাই খালেদ জেরুজালেমে আরব গেরিলা বাহিনী আবদেল কাদের আল হুসেনি বাহিনীতে সাধারণ কর্মী সৈন্য হিসেবে কাজ করতো। ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর আলাপ পরিচয় ছিলো। কিন্তু বহু বছর আমি ইয়াসির আরাফাতের কোনো খোঁজ খবর পাইনি। শুধু একবার খালেদের মুখে শুনেছিলুম যে আরাফাত পালিয়ে গাজা শহরে গিয়েছে।

লায়লা বলতে লাগলো, তুই ইয়াসির আরাফাতের নাম শুনেছিস?

হ্যাঁ—আমি ছোট জবাব দিলুম। আরাফাত ছিলো আমার ভাই খালেদের বন্ধু।

আরফাতের জন্ম হয়েছিলো জেরুজালেম শহরে। অল্প বয়েস থেকে আরাফাত গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দেয়। ছেলেবেলা থেকে আরাফাত ছিলো ডানপিটে ছেলে। বন্দুক নিয়ে ঘুরতো। ষ্টার্ণ গ্যাংগ এবং ইরগুন জোয়াই লুমির সঙ্গে লড়াই করতে কখনও ভয় পায়নি।

১৯৪৮ সালের আরব ইস্রাইলী যুদ্ধের পর আরাফাত গাজা শহরে চলে আসে। তারপর সেখান থেকে চলে এলো কায়রো শহরে। পড়াশুনো করলো কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতে তার বেশী বেগ পেতে হয়নি। সে মুসলিম ব্রাদার হুডে যোগ দেয়।

এই সময়ে কায়রো শহরে মুসলিম ব্রাদারহুড বিশেষ শক্তিশালী দল ছিলো। নাসের কিছুদিন পরে মসলিম ব্রাদারহুড দলকে বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আরাফাতকে ইজিপ্ট থেকে বের করে দেয়া হলো।

আরাফাত কুয়েত শহরে এলো এবং এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে কাজ করতে লাগলো। কিন্তু তার মনে ছিলো প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের দিকে।

কিছুদিন পরে নাসের আরাফাতকে আবার ইজিপ্টে ফিরে আসবার অনুমতি দিলেন। তাকে বলা হলো যে সে মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না। আরাফাত ইজিপশিয়ান আর্মিতে যোগ দিলো এবং গেরিলা কম্যাণ্ডোর ট্রেনিং নিতে লাগলো।

১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইস্রাইল গাজা শহরের খানিকটা দখল করে নিলো। এই সময়ে লুকিয়ে আরাফাত গাজা শহরে এলো এবং পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করলো। গাজার বন্ধুবান্ধবরা ঠিক করলো যে প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্যে একটি শক্তিশালী কম্যাণ্ডো বাহিনী গঠন করা দরকার। আর এই নতুন কম্যাণ্ডো বাহিনীর নাম হবে আল ফতহা।

কিন্তু শক্তিশালী কম্যাণ্ডো বাহিনী গঠন করতে অর্থের প্রয়োজন। নাসেরের কোষাগারে টাকা নেই। অর্থ সংগ্রহ করবার জন্যে আরাফাত আবার কুয়েট শহরে এলো এবং তার বন্ধু ইয়াহিয়া গাভানির সাহায্য নিয়ে কুয়েত শহরে আল ফতা'হর দপ্তর খুললো। নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম হলো হারাকতে আল তাহিরির আল ফিলিস্তিনি (নামটি উল্টে করে পড়লে পর আল ফতাহ'র নাম পাওয়া যাবে)।

ইয়াসির আরাফাত এবার বিভিন্ন আরব দেশে এবং য়ুরোপে আল ফতাহর দপ্তর খুলবার চেষ্টা করলো। য়ুরোপ, বাগদাদ, কায়রো শহরে আরব ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো। তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করলো।

আরাফাত এই সময়ে আলজেরিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো। আলজেরিয়ার এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে মুহম্মদ খিদারের নাম উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ খিদার ছিলো আলেজেরিয়ার ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের একজন বড়ো নেতা। মুহম্মদ খিদারের সঙ্গে আরাফাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়।

খিদারের সাহায্য নিয়ে আরাফাত আলজেরিয়াতে আল ফতাহ'র একটি শাখা খুললো এবং আল ফতাহ'র জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলো। এই সময়ে আরাফাত আর একজন আলজেরিয়ান নেতা খালিল আল উজীরের সঙ্গে আলাপ হলো। খালিল আল উজীর ছিলো আর একজন বিপ্লবী এবং আলজেরিয়ান নেতা বেন বেল্লার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খালিল আল উজীরের সাহায্য নিয়ে আরাফাত আল ফতাহকে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করালো।

কুয়েত শহরে অনেক প্যালেস্টিনিয়ান ছিলো। তারাও আরাফাতের নতুন প্রতিষ্ঠানকে পয়সাকড়ি দিয়ে সাহায্য করতে লাগলো।

১৯৬৩ সাল।

এই বছরে সিরিয়াতে এক কুদ্য আঁতাত হলো। আর এই কুদ্য আঁতাতের পরিণামে সিরিয়াতে বাথ পার্টি দেশের শাসনতন্ত্রের ভার হাতে নিলো।

বাথ পার্টির সঙ্গে নাসেরের হৃদ্যতা ছিলো না। আরব রাজনীতি নিয়ে বাথ পার্টির নেতারা মিশলে আফ্‌লাক এবং সলাহদ্দিন বেতার নাসেরের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলো। সিরিয়ার আর্মি ইনটেলীজেন্স এবং তার প্রধান কর্মকর্তা কর্নেল আবদুল্লা আরাফাতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো। আল ফতাহ সিরিয়ান আর্মি ইনটেলিজেন্স করিম অল জুনদীর সাহায্য নিতে কোনো সঙ্কোচ করল না। কারণ আল ফতাহ এবং আরাফতের বক্তব্য ছিলো যে বাথ পার্টির রিভল্যুশুনারী নীতির সঙ্গে তাদের অনেক মিল আছে। আরফাত আরব দেশে বিপ্লব চায়। আর এই বিপ্লব হলে তারা আবার প্যালেস্টাইন পুনর্দখল করতে পারবে।

সিরিয়ন আর্মি ইনটেলীজেন্স এবার আরাফাতকে সিরিয়াতে কাজকর্ম করবার সুযোগ দিলো। সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আল ফতাহ'র দপ্তর খোলা হলো। শুধু তাই নয়। সিরিয়ার আর্মি কম্যাণ্ড আল ফতাহ'রকে সিরিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে ইস্রাইল আক্রমণ করবার অনুমতি দেয়া হলো।

১৯৬৪ সালে বিভিন্ন আরব দেশের নেতারা কায়রো শহরে এক মিটিং করলেন। এই মিটিং-এ সভাপতিত্ব করলেন গামাল আবদেল নাসের। মিটিং-এ আলোচনার বিষয় ছিলো জর্ডন নদীর জল নিয়ে আরব ইস্রাইলীদের ভেতর যে ঝগড়া হচ্ছে সেই বিষয়টি ভালোভাবে খুঁটিয়ে বিচার করা।

আরব নেতারা ঠিক করলেন যে প্যালেস্টাইনের সংগ্রামকে শক্তিশালী করবার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করা দরকার। আর এই নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম হলো : প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন। আরব নেতারা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর নতুন দলের নেতা হলেন আহমদ সুকেরী।

কিন্তু আরাফাত প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের নীতিকে সমর্থন করতে পারলো না। কারণ আল ফতাহ'র নেতাদের বক্তব্য হলো : ইস্রাইলকে আক্রমণ করতে হবে। ইস্রাইলের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করতে হবে। আর এই যুদ্ধ করবে বিভিন্ন প্যালেস্টাইন কম্যাণ্ডো বাহিনীর নেতারা। আর যেসব দল ইস্রাইলের অভ্যন্তরে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করবে সেই দলের নাম দেয়া হলো : আল আসিফা। ইয়াসির আরাফাত ঘোষণা করলো যে আল আসিফা হবে আল ফতাহ'র মিলিটারী শাখা।

গামাল আবদেল নাসের ইয়াসির আরাফাতের এবং আল আসিফার নীতিকে সমর্থন করেননি। আরব নেতারা ও প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের একটি মিলিটারী শাখা খুলেছিলেন। আর এই মিলিটারী শাখার নাম হলো : প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মি।

ইয়াসির আরাফাত এবং আল ফতাহ'র নেতারা প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মিতে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। আবার আরব নেতা এবং প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর নেতাদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হলো।

•

১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন গেরিলা কম্যাণ্ডোর নেতারা বুঝতে পারলেন যে প্যালেস্টাইনের সংগ্রাম করতে হলে তাঁদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

দামাস্কাসে আবার আল ফতাহ'র এবং বিভিন্ন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর জরুরী বৈঠক হলো। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি ছোটখাটো কম্যাণ্ডো বাহিনী গজিয়ে উঠেছিলো। এদের মধ্যে মুনাজম্পাত শেবার আল-তার (অর্গানিজেশন অফ দি ইয়ুথ ফর দি রিভেঞ্জ), আবতাল আল আউদা (হিরোস অব দি রিটার্ণ) হরাকাত তাহরির আল ফিলিসাতিন (প্যালেষ্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট) নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বহু চেষ্টা করে আল ফতাহ বিভিন্ন কম্যাণ্ডো বাহিনীকে তাদের দলের ভেতর টানতে পারলেন না। গেরিলা কম্যাণ্ডো নেতাদের ভেতর মতবিরোধ দেখা দিলো। ছোট ছোট দলগুলো জর্জ হাব্বাসের পপুলার ফ্রন্টে যোগ দিলো। কিন্তু আরাফাত ঠিক করলেন যে, গেরিলা যুদ্ধের জন্যে তাঁরা অন্য দলের থেকে সাহায্য গ্রহণ করবেন না।

আরাফাতের দৃঢ়তা নাসেরর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ইজিপ্টের নেতা বুঝতে পেরেছিলেন ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীদের সাহায্যের দরকার হবে। আর শুধু তাই নয় তিনি বুঝতে পারলেন যে বিভিন্ন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর মধ্যে আল ফতাহ এবং পপুলার ফ্রন্টই সবচাইতে শক্তিশালী।

নাসের এবার থেকে প্রকাশ্যে আরাফাত এবং জর্জ হাব্বাসকে সাহায্য করতে লাগলেন।

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে আরাফাত দাবী করলেন যে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজশনের কর্তা আহমদ সুকেরীকে পার্টির সেক্রেটারীর পদ থেকে সরাতে হবে। যতোদিন সুকেরী পি-এল-ওর সেক্রেটারীর পদে থাকবেন ততোদিন বিভিন্ন প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডের বাহিনীকে এক করা যাবে না।

সুকেরীকে পি-এল-ওর অফিস থেকে সরাতে নাসের কোনো আপত্তি করলেন না। কারণ তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন নতুন সামরিক পরিস্থিতিতে সুকেরীকে দিয়ে কোনো আশাপ্রদ কাজ করানো যাবে না।

এর কিছুদিন পরে কায়রো শহরে প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির এক মিটিং হলো। এই মিটিং-এ ঠিক করা হলো যে বিভিন্ন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে সেণ্ট্রাল গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর কমিটি হবে। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন ইয়াসির আরাফাত।

অক্টোবর মাস ১৯৭০ সাল। আরাফাত এবং পপুলার ফ্রন্টের নেতা জর্জ হাব্বাসের সঙ্গে জর্ডানের সম্রাট মালেক হোসেনের ঝগড়া বিবাদ শুরু হলো।

আর ঝগড়া বিবাদ থেকে শুরু হলো আবার শহরে হত্যাকাণ্ড। এই সময়টা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর নামে ইতিহাসে পরিচিত।

লায়লা যখন তার গল্প শেষ করলো তখন ভোর হয়ে এসেছে। সারারাত আমরা ঘুমুইনি।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখলুম যে নায়েফ হাওতামে চলে গেছে। কাল দামাস্কাসে ন্যাশনাল কংগ্রেসের এক জরুরী মিটিং হবে। প্রতিদিনই বিভিন্ন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর সঙ্গে মালেক হোসেনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে।

বাজারের গুজব হলো যে, মালেক হোসেন বিভিন্ন গেরিলা বাহিনীকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করছেন। মালেক হোসেনের নীতি নিয়ে গেরিলা নেতারা আলোচনা করবেন।

আমি এবং লায়লা য়ুনির্ভার্সিটি হোষ্টেলে ফিরে এলুম।

দুপুর নাগাদ হোষ্টেলের পরিচালিকা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলে লুলু? পরিচালিকা আমাকে তিরস্কারের সুরে প্রশ্ন করলেন। আমাদের য়ুনির্ভার্সিটিতে পরিচালিকার দুর্নাম ছিলো যে তিনি হলেন সি-আই-এ'র এজেন্ট। রাত্রে বিনানুমতিতে বাইরে কাটান হোষ্টেলের নিয়মের বিরোধী।

আমি পরিচালিকার ধমক শুনে একটুও ভয় পেলুম না। বললুম, আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু বেশী রাত হয়ে গেল বলে হোষ্টেলে আর ফিরে আসতে পারিনি। আমার জবাবে পরিচালিকা সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আবার ধমক দিয়ে উঠলেন।

রাত্রে বাইরে থাকবার জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। যে সব মেয়েরা রাত্রি বেলায় তাদের বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে সময় কাটায় আমরা তাদের হোষ্টেলে থাকতে দিতে পারিনে।

পরিচালিকার কণ্ঠস্বর এবং ভাষা শুনে আমার মেজাজ বিগড়ে গেলো। আমি চীৎকার করে উঠলুম, আপনি অসভ্য ভাষা ব্যবহার করবেন না। আমার চরিত্র নিয়ে কথা বলবার কোনো অধিকার আপনার নেই।

আমার কণ্ঠস্বর শুনে পরিচালিকা হকচকিয়ে গেলেন। আমার মেজাজ যে বিগড়ে যাবে একথা যেন তিনি কল্পনা করেননি।

আমাদের হোষ্টেলে থাকলে তোমাকে হোষ্টেলের আইন কানুন মেনে চলতে হবে—এবার কথা বলবার সময় পরিচালিকার সুর নরম হয়ে এলো।

আমি গলার সুর নীচু করলুম না। বরং আরো জোর গলায় বললুম : কাল রাত্রে আমি পার্টির কাজে বাইরে গিয়েছিলুম। তাই ফেরবার সময় পাইনি।

পার্টির কাজে? পরিচালিকা যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে চান না। তুমি জানো বেরুটে আমেরিকান বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি করা নিষেধ।

আমি রাজনীতি করছিনে। আমি দেশের কাজ করছি। প্যালেস্টাইন আমার দেশ।

প্যালেস্টাইনের কাজ বিল্পবের কাজ। আমি হোষ্টেলের অন্যান্য মেয়েদের চরিত্র খারাপ হতে দিতে পারিনে।

এবার আমি উত্তেজিত গলায় বললুম : প্যালেস্টাইনের কাজ বিপ্লবের কাজ, রাজনৈতিক কাজ। তার জন্যে কোনো মেয়ে হোষ্টেলের বাইরে যেতে পারবে না। কিন্তু প্রতি রাত্রে এই হোষ্টেল থেকে কতো মেয়ে পালিয়ে সৌদি আরবিয়ার ছেলেদের

সঙ্গে রাত কাটায় তার খবর রাখেন কী? না সে খবর রাখবার দরকার নেই। কারণ পুরুষের সঙ্গে রাত কাটানো অন্যায় নয় কিন্তু প্যালেস্টাইনের জন্য কাজ করাটা আইন বিরোধী।

আমার জবাব শুনে পরিচালিকার মুখ লাল হয়ে গেলো। কারণ আমি জানতুম যে পরিচালিকার একজন সৌদী আরবিয়ার বয়ফ্রেণ্ড আছে।

আমি আর তর্ক করলুম না। পরিচালিকার ঘর থেকে ঝটকা মেরে বাইরে চলে এলুম।

সেদিন বিকেল বেলা হোষ্টেলের নোটিশ বোর্ডে একটি নোটিশ টাঙ্গানো হলো। আর সেই নোটিশে বলা হলো যে, হোষ্টেলের দুটি মেয়েকে অবিলম্বে হোষ্টেল থেকে চলে যেতে বলা হচ্ছে। আর মেয়ে দুটির নাম হলো : লায়লা ফরীদ এবং লায়লা খালেদ।

আমার মতো লায়লা খালেদও পরিচালিকাকে খুব কড়া স্পষ্ট কথা শুনিয়েছিলো।

হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি ঠিক করলুম যে, পড়াশুনায় ইস্তফা দেবো। পুরো সময় পার্টির কাজ করবো।

আমি সেদিন রাত্রে কমরেড গাসান কানাফানির সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। গাসান কানাফানি ছিলেন আল হাদাফ পত্রিকার সম্পাদক।

আমি গাসান কানাফানিকে বললুম : আমাকে কাজ দিন। আমি পার্টির কাজের জন্যে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়েছি।

গাসান কানাফানি যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না। আমার মতো অমন সুন্দরী মেয়ে যে প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে কাজ-কর্ম করবে এ কথা যেন তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

লুলু, আমাদের কাজে অনেক বিপদ। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হতে পারে। তুমি সুন্দরী মেয়ে তুমি কেন আগুন নিয়ে খেলা করতে চাও?

আমি হাসলুম। আমাকে হাসলে নাকি আরো সুন্দরী দেখায়।

বললুম, তার কারণ আমি হলুম প্যালেস্টাইনের মেয়ে। দেশের জন্যে সংগ্রাম করা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

আমি একটু থামলুম। গাসান কানাফানি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমার বাবার কাছে আমি আর খালেদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম যে, প্যালেষ্টাইনের জন্যে লড়াই করাই হবে আমাদের জীবনের প্রধান কর্তব্য।

গাসান কানাফানি বললেন, লুলু কিছুদিন হলো জর্ডানের রাজধানী আম্মানে

বেশ গোলমাল শুরু হয়েছে। বাজারে গুজব শুনছি মালেক হাসেন শিগগিরই গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীকে আম্মান থেকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করবেন। তাই আমরা আশংকা করছি হোসেনের সঙ্গে আমাদের লড়াই প্রায় অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী।

যদি মালেক হোসেনের সঙ্গে লড়াই হয় তাহলে আমরা জানতে চাই কী ধরণের লড়াই হবে। অর্থাৎ আমরা মালেক হোসেনের পরিকল্পনার বিস্তৃত খবর চাই। আরো সহজ ভাষায় বলতে পারি খবর সংগ্রহ করাই হবে তোমার কাজ। তুমি হবে আমাদের গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর স্পাই।

স্পাই! আমি যেন গাসান কানাফানির কথগুলো বিশ্বাস করতে পারলুম না। কমরেড কানাফানি কী বলছেন? আমাকে খবর সংগ্রহ করতে হবে। আমার খালেদের কথা মনে পড়লো। খালেদ আমাকে বলেছিলো, লুলু, তোর আড়ি পেতে কথা শোনবার অভ্যেস আছে। তুই ভালো স্পাইর কাজ করতে পারবি।

আমার আরো মনে পড়লো যে, দীর্ঘকাল আগে আমি কর্নেল রবিনসের বাড়ীতে ঝি-র কাজ করতুম। তখন আমার প্রধান কাজ ছিলো ব্রিটিশ মিলিটারী ইনটেলীজেন্সের খবর সংগ্রহ করা। আজ কমরেড কানাফানি আমাকে মালেক হোসনের পরিকল্পনার গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলছেন।

স্পাই…স্পাই ..

কিছুক্ষণ পরে কমডে মুহসীন ইব্রাহিম এলেন। গাসান কানাফানি মুহসীন ইব্রাহিমকে বললেন : কমরেড লুলুকে আমরা স্পাইর কাজে লাগাবো।

কমরেড মুহসীন ইব্রাহিম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, অমন সুন্দরী মেয়ে স্পাইর কাজে চমৎকার মানাবে।

তারপর আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে কমরেড ইব্রাহিম বললেন, লুলু হবে আমাদের মিনিস্কার্ট স্পাই।

কমরেড হাব্বাস ও কমরেড কানাফানি কমরেড মুহসীন ইব্রাহিমের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বললেন, কথাটা যুৎসই বটে। মালেক হোসেন তার মামা শরীফ নাসের এবং ইনটেলীজেন্স চীফ রসুল কিলানি প্যালেস্টাইনের গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীকে ধ্বংস করবার পরিকল্পনা করেছেন। আর এই চক্রান্তের পেছনে আছে সি আই এ এবং ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস মোসাদ। আমরা খবর পেয়েছি যে মোসাদের একজন বড়ো স্পাই আজকাল আমানে রসুল কিলানিকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছেন। আমাদের এই সব গোপনীয় খবর ওদের কাছ থেকে বের করতে হবে। আর এই কাজের জন্যে আমাদের একজন সুন্দরী মেয়ে স্পাইর দরকার।

তারপর কমরেড হাব্বা'স আমার সুন্দর দেহটার দিকে তাকিয়ে বললেন: কমরেড
[বর যোগাড় করতে পারবেন। কারণ আমরা শুনেছি যে, মোসাদের যে এজেন্ট
কিলানির সঙ্গে কাজ করছে, তার সুন্দরী মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে।
দের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে হবে।

কমরেড লুলু, আজ থেকে তুমি হলে প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর স্পাই।
ার এই অপারেশনের কভার নাম হলো: অপারেশন ডবল এজেন্ট। মোসাদের
ং নাম হলো: লাকি স্ট্রাইক। আসল নাম হলো আনোয়ার পাশা। ছোট
হলো: পাশা। তোমার কাজ হবে প্রেমের অভিনয় করে তুমি পাশার কাছ
থ গুপ্ত খবর বের করবে। হ্যাঁ, আমাদের গুপ্ত খবরের বিশেষ প্রয়োজন আছে।
ণ আমরা শিগগিরই মালেক হোসেনের সঙ্গে লড়াইর আশংকা করছি—একটানা
বলে কমরেড হাব্বাস খানিকটা থামলেন।

আমার নতুন জীবন সুরু হলো। ছিলুম এ্যামেচার স্পাই, এবার হলুম প্রফেশনাল

জব্বল আমান...

আমান শহরের এক মহল্লা। এই মহল্লায় শহরের গণ্যমান্য লোকেরা
কন।

আমি এসে জব্বল আমানের একটি ছোট বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। আমার
হলো: লুলু। আমার নতুন পাশপোর্টে লেখা ছিলো আমি হলুম ইজিপশিয়ান।
টক্যাট' নাইট ক্লাবের বেলী ড্যানসার আমানের 'কিসমী' নাইট ক্লাবে আমি কাজ
তে এসেছি।

কাজটা আমাকে প্যালেস্টাইনের গেরিলা কম্যাণ্ডোর কমরেডরা যোগাড় করে
য়ছিলেন। এমনকি কিসমী নাইট ক্লাবের ম্যানেজার আমার আসল পরিচয়
নতে পারেননি। ওরও মনে বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, আমি হলুম ইজিপশিয়ান
ী ড্যানসার। আমি চাকুরী করতে শহরে এসেছি।

কিন্তু বেরুট শহরে আমি কাজ করছিনে কেন?

কারণ কোন বেলী ড্যানসার ছ' মাসের বেশী বেরুট শহরে থাকতে পারে না।
মি ম্যানেজারকে বলেছিলুম যে, আমানে তিনমাস কাজ করবার পর আমি ইস্তাম্বুলে
যাবো।

ম্যানেজার আমাকে দেখে ভারী খুশি হলেন।

অমন সুন্দরী মেয়ে তিনি জীবনে কখনও দেখেননি। তিনি বারবার আমার
তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। ওর চোখ এবং ঠোঁট দুটোই ছিলো তৃষ্ণার্ত।

আমি জানতুম যে, ম্যানেজার আমার কাছ থেকে কী চান? প্রেম? না···উনি তাঁর দেহের খিদে মেটাতে চান।

ম্যানেজার লেবানীজ।

ওর কাজ ছিলো সুন্দরী মেয়ে সংগ্রহ করা এবং তাদের কিসমী নাইট ক্লাবে চাকুরা দেয়া। কেউ হতো কোরাস নাচের অভিনেত্রী, কেউ বা বারে গিয়ে বসতো। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে ম্যানেজারের দেহের মরা খিদে যেন আবার জিইয়ে উঠলো। উনি জিজ্ঞেস করলেন: লুলু তুমি নাচতে পারো?

বেলী ড্যান্স। খুব ছোট জবাব দিলুম। কায়রো থাকার সময়ে আমি সাহারা সিটি নাইট ক্লাবে বেলী ড্যান্স নাচ করতুম।

নাম শুনেছি। খুব বড়ো নাইট ক্লাব। কিন্তু বেলী ড্যান্স করতে হলে ফিগার চাই। তোমার ফিগার কী রকম? ম্যানেজার তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করলেন।

আমি হাসলুম। মিষ্টি প্রলোভনীয় হাসি। আমার এই মিষ্টি হাসি পুরুষদের পাগল করে তুলতো।

ম্যানেজার আমার মিষ্টি হাসি দেখে বেশ উত্তেজিত হলেন।

লুলু আমার প্রাইভেট চেম্বারে এসো। আমাদের সঙ্গে তুমি এক বছরের কন্ট্রাকট সই করবে?

মাপ করবেন! আমি তিন মাসের বেশী আমান শহরে থাকতে পারবো না। আমার ইস্তাম্বুলে 'মন আমুর' নাইট ক্লাবে কন্ট্রাকট আছে।

ম্যানেজার আর প্রতিবাদ করলেন না। আমাকে নিয়ে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে ঢুকলেন।

আমি টেবিলে উপুড় হয়ে কাগজে সই করতে লাগলুম।

হঠাৎ আমার মনে হলো কে যেন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পারলুম লোকটি আর কেউ নয়। শয়তান ম্যানেজার। তার চোখে আছে বন্য পশুর দৃষ্টি।

আমি হয়তো সরে যেতে পারতুম। কিন্তু আজ আমি ম্যানেজারের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইলুম না। ম্যানেজার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ওর পুরু ঠোঁট দিয়ে আমাকে চুমু খেতে লাগলেন। আমার ঠোঁটে যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলুম। হয়তো আমার মুখ দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছিলো।

ম্যানেজার চুমু খেতে খেতে বললেন: কষ্ট হচ্ছে। অভ্যেস হয়ে যাবে।

তারপর আমার পানে তাকিয়ে বললেন: তোমাকে আনাড়ী বলে মনে হচ্ছে এর আগে কখনও কোন পুরুষকে চুমু খাওনি।

আমি চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না। হঠাৎ আমায় মনে হলো ম্যানেজার আমার স্কার্টের জীপ খুলছেন।

কী চান? আমার কণ্ঠে ছিলো প্রতিবাদ আর বিরক্তির সুর।

ম্যানেজার যেন আমার প্রতিবাদে কান দিলেন না। শুধু ছোট জবাব দিলেন: বেলী ড্যান্সার। ভালো ফিগার হওয়া চাই। আমি তোমার নগ্ন ফিগার দেখতে চাই।

আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু তার আগেই নগ্ন দেহের বেশ খানিকটা অংশ বেরিয়ে পড়লো।

ম্যানেজার আমার দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন: চলবে। আলবৎ, লুলু আমার নাইট ক্লাবে বড়ো বড়ো খদ্দের আসেন। ওঁদের নাচ দেখবার চাইতে নর্তকীদের প্রতি বেশী ঝোঁক। ওরা সবাই মেয়েদের দেহ দেখতে চান। বিশেষ করে পাশা।

পাশা! নামটি উচ্চারণ করবার সময় আমার কণ্ঠে উত্তেজনার সুর ফুটে উঠলো। পাশা হলো কিসমী নাইট ক্লাবের বড়ো খদ্দের। আর পাশা হলো আমার প্রধান শিকার।

কমরেড কানাফানি আমাকে সতর্ক করে বলেছিলেন: লুলু, পাশা শুধু স্পাই নয়। পাশা হলো শয়তান, বেইমান আর জ্যান্ত সাপ। কখন যে তোমাকে কামড়ে দেবে বলা যায় না। ঐ শয়তানকে যদি আমাদের জালে ধরতে পারো তাহলে আমাদের সংগ্রাম অনেকটা সহজ সরল হবে।

হ্যাঁ, পাশা। আর পাশা হলো: শরীফ নাসের আর রসুল বিলানির ডান হাত, প্রধান পরামর্শদাতা। আজ আমান শহরে নাইট ক্লাবের ব্যবসা করতে হলে পাশাকে তুষ্ট করাই হলো প্রধান কাজ।

তারপর আমার দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে বললেন, না লুলু, তোমাকে দেখলে পাশা কখনই বলতে পারবে না যে, আমার নাইট ক্লাবে সুন্দরী অপ্সরা নেই। প্রায়ই পাশা আমাকে কী বলেন জানো? তোমার কিসমী নাইট ক্লাবের মেয়েরা দেখতে একটুও সুন্দরী নয়।

আমি স্কার্টের জীপ আবার আটকালুম। তারপর খুবই মৃদু স্বরে বললুম: আমাকে পাশার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবেন?

পরিচয় করিয়ে দেবো কী হে? পাশার জন্যে তোমাকে এই নাইট ক্লাবে চাকরী দিলুম। আজ রাত্রে তোমার পাশার সঙ্গে আলাপ হবে।

ম্যানেজার ভুল করেননি। সেদিন রাত্রে আমি পাশাকে কিসমী নাইট ক্লাবে দেখতে পেলুম।

রাত প্রায় এগারোটা। ফ্লোর-শো সুরু হবার আগে পাশা নাইট ক্লাবে এলো। ঠিক ফ্লোরের কাছে একটি টেবিল পাশার জন্যে রিজার্ভ করা হয়েছিলো। টেবিলের উপর ছিলো এক বোতল দামী স্কচ হুইস্কি।

পাশা নাইট ক্লাবে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে নাইট ক্লাবের ভেতর গুঞ্জরণ সুরু হলো। ম্যানেজার দৌড়ে পাশাকে গেটের সামনে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। নাইট ক্লাবের বেয়ারাগুলো বেশ তটস্থ হয়ে উঠলো। আমি বুঝতে পারলুম নাইট ক্লাবের সবাই পাশাকে সমীহ করে।

বেশ ভারিক্কী চালে পাশা এসে তার টেবিলে বসলো। তারপর হুইস্কী বোতলের ছিপি খুললো।

ফ্লোরে নাচের বাজনা বেজে উঠলো।

সেদিন আমার কোন নাচ ছিলো না। হয়তো ইচ্ছে করেই ম্যানেজার আমাকে সেদিন কোন কাজ দেননি। কারণ তিনি জানতেন যদি আমি স্টেজে নাচতে যাই, তাহলে পাশার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হবে না।

ম্যানেজার আমাকে পাশার টেবিলে নিয়ে গেলেন। তারপর খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন : লুলু, কিসমী নাইট ক্লাবের নতুন বেলী ড্যান্সার। কাল থেকে উনি নাচবেন।

আমরা দুজন দুজনকে দেখে চমকে উঠলুম। পাশা আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। অনেকদিন আগে জেরুজালেম শহরে আমি পাশাকে কোথায় দেখেছিলুম স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম। বিগত দিনের স্মৃতি। সহজে যেন মনে এলো না। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো যে আমি পাশাকে কর্ণেল রবিনসের বাড়ীতে দেখেছিলুম। পাশা কর্ণেল রবিনসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। দিনটা আমার কাছে স্মরণীয় ছিলো। কারণ সেদিন প্যালেস্টাইনের দার ইয়াসিন গ্রামে বহু আরবকে হত্যা করা হয়।

পাশাও আমাকে দেখে চমকে উঠলো। আমাকে সে যেন এর আগে কোথায় দেখতে পেয়েছে। কোথায়?

পাশা আবার জিজ্ঞেস করলো কী নাম তোমার?

লুলু—আমার জবাব দেবার ভঙ্গিটা ছিলো খুবই সহজ।

বেশ কিছুক্ষণ পাশা আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো : মুখটি পরিচিত। এর আগে তোমায় কোথায় দেখেছি বলো তো?

আমি হাসলুম। মিষ্টি প্রলোভনীয় হাসি। আমি জানতুম যে মিষ্টি হাসি দিয়ে পাশার হৃদয় জয় করতে পারবো। হলোও তাই।

সুন্দর মুখ দেখলেই পরিচিত বলে মনে হয়।

পাশা আমার কথা শুনে হেসে ফেললো। বললো: তুমি চমৎকার কথা বলতে পারো। না, তোমার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে হবে।

পাশার কথা শুনে আমি শংকিত হলুম। ফারুকের মোসাহেব মেয়ের দালাল একটি নির্জন ঘরে সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে কী করতে পারে সেই কথা আন্দাজ করতে আমার কোন অসুবিধে হলো না।

কিন্তু আমি নিজের মনে শক্ত হয়ে ছিলুম।

পাশার উপর যে টেক্কা দেয়া যায় এইটে আমাকে প্রমাণ করতে হবে।

শো তখনও চলছিলো। পাশা আমাকে জোর করে নাইট ক্লাবের পাশের একটি ঘরে টেনে নিয়ে গেলো।

কী চাও? আমি ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করলুম।

তোমাকে। পাশা ছোট জবাব দিলো। তোমাকে এর আগে দেখেছি মনে হচ্ছে।

বললুম তো সুন্দর মেয়ে দেখলেই মনে হয় মুখটি পরিচিত—

না, না, আমার মনে হচ্ছে তোমার মতো মুখের আদলের একজনকে অনেক দিন আগে জেরুজালেম শহরে আমার বন্ধুর বাড়ীতে দেখেছিলুম।

বন্ধুর কী নাম?

কর্ণেল রবিনস। মেয়েটি সে বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করতো। হুবহু ঠিক তোমার মতো দেখতে।

আমি এই কথার কোন জবাব দিলুম না। পাশার মনে উত্তেজনা জাগাবার জন্যে আমি ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম।

পাশা আর একটি মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না।

আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলো। আমি বুঝতে পরেলুম পাশা উত্তেজিত হয়েছে।

আমি মিহি গলায় ডাকলুম: লাকি স্ট্রাইক—

আমি ভেবেছিলুম যে আমার গলায় লাকি স্ট্রাইক নাম শুনে পাশা চমকে উঠবে। কিন্তু সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করলো না। কারণ পাশার মন ছিলো কী করে সে আমাকে জড়িয়ে ধরবে, চুমু খাবে।

পাশা তুমি কী কাজ করো?

আহা তুমি আমার সময় নষ্ট করছো কেন?

পাশা তুমি আমান শহরের বড়োলোকদের চেন? আই মীন মালেক হোসেনের প্যালেসের লোকদের?

সত্যি তুমি বড্ডো দুষ্টু মেয়ে। কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাও কেন? এই বলে পাশা আমার স্কার্টের জীপ খুলে দিলো। আমি বেশ লজ্জাবোধ করতে লাগলাম। আজ আমাকে দেশের জন্যে সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে হবে। মান সম্মান ইজ্জত লজ্জা …আমার বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে প্যালেস্টাইনের জন্যে আমি নিজেকে বিসর্জন দেবো…। মনে মনে বললুম, ফালিস্তিন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আজ তোমাকে যারা জোর করে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমরা তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করবো।

পাশা আস্তে আস্তে আমার দেহ থেকে স্কার্ট খুলে নিলো।

আমি হলুম নগ্না বিবস্ত্রা। আমার মসৃণ দেহে ছিলো দুটুকরো কাপড়, ব্রাসেয়ার এবং প্যান্টিস…

মালেক হোসেনকে তুমি চেনো?

চিনি…

ওর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। আমি গলার স্বরকে আরো মিষ্টি করলুম।

কেন? আজকাল উনি কারু সঙ্গে দেখা করেন না। বড্ডো ব্যস্ত। শহরে প্যালেস্টাইন গেরিলাদের উপদ্রব বেড়েছে। অবশ্য প্যালেস্টাইন কম্যাণ্ডোর সৈন্যরা আমান শহরে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। কারণ হোম মিনিস্টার রসুল কিলানী কাল শহরে ১৪৪ ধারা চালু করবেন।

রসুল কিলানী কে? আমি একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলুম।

লোকটা বড় ডেঞ্জারাস। আমি ওকে একেবারে বিশ্বাস করিনে। লোকটা আসলে—

পাশা আবার বলতে লাগলো: কাল গেরিলা কম্যাণ্ডোর বাহিনী মালেক হোসেনের স্ত্রী প্রিন্সেস মুন্নার গাড়ী আটকে ধরেছিলো। মালেক হোসেন এই ব্যাপারে বড্ডো চটে গেছেন।

এবার আমার জবাব দেবার পালা। বললুম: কম্যাণ্ডোর কর্মীরা প্রিন্সেস মুন্নাকে চিনতে পারেনি, তাই ওর গাড়ী আটকে ধরে রেখেছিলো।

পাশা আমাকে দেহ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করলো।

তুমি একথা জানলে কী করে? পাশার এই প্রশ্নে ছিলো বিস্ময়ের সুর।

আজ নাইট ক্লাবের মেয়েরা এই ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলো। ওরা আজকাল সবাই আমান শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলে। আমি ওদের কাছ থেকে শহরের খবর পাই।

সব মিথ্যে খবর। ওরা বাজারের গুজব নিয়ে কথা বলে। ওসব কথায় কান

দিও না। আমি তোমাকে আসল কথা বলবো—পাশা আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আর আজ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছ কেন? আমরা জীবন উপভোগ করতে এসেছি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমার হয়। কারণ আমি এই শহরে থাকি। আমার চারপাশে আছে প্যালেস্টিয়ান গেরিলা কম্যাণ্ডো। ওদের আমার বড্ডো ভয়। আমি জবাব দিলুম।

তোমার চিন্তা করতে হবে না। বাসমা প্যালেসের পাশে আমার একটি ছোট বাড়ী আছে। কাল থেকে তুমি ঐ বাড়ীতে থাকবে।

আমি আর প্রশ্ন করলুম না। পাশাও সেদিন আমাকে রেহাই দিলো। হঠাৎ সে ঘড়ির পানে তাকালো।

ইস রাত প্রায় দুটো। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে···

কোথায়? আমি এমন সুরে কথা বললুম যেন ওর জবাবে আমি দুঃখিত হয়েছি।

পাশা একটু হেসে বললেন: আসলে লুলু আমি বড্ডো ব্যস্ত মানুষ। আমার দিনেও যেমনি কাজ, রাতেও আমার বিশ্রাম নেই। সব সময়ে আমার কাজ করতে হয়। শুধু এই নাইট ক্লাবে বিশ্রাম করতে মাঝে মাঝে আসি···অবশ্যি কাল থেকে আসবার প্রয়োজন হবে না। কারণ আমি তোমাকে আমার এ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি আবার পোশাক পরলুম। পাশা চলে গেলো।

ম্যানেজার ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। কী ব্যাপার। পাশা চলে গেলেন কেন?

বললেন, কতোগুলো জরুরী কাজ আছে—আমি তাকিয়ে দেখলুম ম্যানেজারের মুখে চিন্তার রেশ ফুটে উঠেছে।

আজ পাশাকে বেস একটু বিচলিত দেখলুম।

হ্যাঁ শুনছি কাল থেকে ১৪৪ ধারা চালু হবে। রসুল কিলানী···আমার কথায় বাধা পড়লো। ম্যানেজার ব্যস্ত হয়ে বলেন: আজ রাত্রিবেলা মালেক হোসেন রসুল কিলানীকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছেন।

রসুল কিলানীকে মালেক হোসেন বরখাস্ত করেছেন? আমার কণ্ঠে ছিলো অবিশ্বাসের সুর।

হ্যাঁ প্যালেস্টাইনের কম্যাণ্ডোরা রসুল কিলানীর পদত্যাগ দাবী করেছে। মালেক হোসেন ওদের দাবী উপেক্ষা করতে পারেননি—ম্যানেজার এই কথা বলে নাইট ক্লাবের বার রুমের দিকে গেলেন। রাত হয়েছিলো তবু বারে বসে কয়েকজন লোক মদ গিলছিলো।

পরের দিন থেকে আমি পাশার ফ্ল্যাট বাড়ীতে থাকতে লাগলুম। মাত্র দুখানা ঘর। একটা শোবার—আর একটি বসবার। পাশার ঘর খুব ভালো করে খুঁজে দেখতে লাগলাম।

দেখতে লাগলুম আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় কিনা? ঘরের পাশে একটি জানালা। জানালার ভেতর দিয়ে একটি রেডিও টিভি-র এরিয়েল লাগানো হয়েছিলো।

আমি টিভি-র তারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। হঠাৎ আমার মনে হলো আসলে তারটি টিভির এ্যানটেনা নয়। অন্য কিছু হবে। আমি আবার তারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম।

তারটি শোবার ঘরের টেবিলের ড্রয়ারের সঙ্গে লাগান হয়েছে। কেন?

প্রশ্নের জবাব পেতে দেরী হলো না। আমি ড্রয়ারটি খুললুম।

আর ড্রয়ারের ভেতর ছিলো খুবই শক্তিশালী একটি আর সি এ ট্রান্সমিটার। আর এই ট্রান্সমিটার কী কাজে লাগানো হয় সে কথা বুঝে নিতে আমার কিছু অসুবিধে হলো না।

পাশা প্রতিদিন রাত্রে এই ট্রান্সমিটারের সাহায্যে তেল আভিতে মোসাদের কর্তাদের কাছে গোপনীয় খবর পাঠিয়ে থাকে।

আমার অনুমান যে একেবারে মিথ্যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পেয়ে গেলুম সেদিন রাত্রে।

বিকেলবেলা পাশা এসেছিলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। বেশ সাজসজ্জা করে এসেছিলো, দামী সেন্ট মেখেছিলো। পাশা আজ রাত্রে আমার সঙ্গে প্রেম করতে:চায়

আবার সেই গতানুগতিক প্রেমের অভিনয় শুরু হলো। পাশা চুমু খেতে শুরু করলো। তারপর স্কার্টের জীপ খোলা শুরু হলো।

আমি নগ্না অনাবৃতা……

পাশা আমাকে জোর করে বিছানায় নিয়ে গেল।

আমি আপত্তি করবার চেষ্টা করলুম। হয়তো পাশা আমার আপত্তি কানে তুলতো না। কিন্তু হঠাৎ বিছানার পাশে টেলিফোনটি তীব্র-আর্তনাদ করে বেজে উঠলো।

পাশা সজাগ হয়ে উঠলো। আমি দেখতে পেলুম পাশার মুখের রং পাল্টেছে।

টেলিফোন একটানা বাজতে লাগলো।

আমি টেলিফোন ধরবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু পাশা আমাকে বাধা দিলো টেলিফোন ধরো না।

একটু বাদে টেলিফোনের শব্দ বন্ধ হয়ে গেলো।

আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: কে টেলিফোন করেছিলো?

পাশা আমার কথার কোন জবাব দিলো না। বুঝতে পারলুম সে চিন্তা করেছে... কিংবা ভয় পেয়েছে। ভয় কেন?

একটু বাদে আবার টেলিফোনটি বেজে উঠলো।

আবার পাশা আমাকে টেলিফোনটি ধরতে বাধা দিলো।

কেন, টেলিফোন ধরছো না কেন?

পাশা আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলো। তারপর একটি ছোট গ্লাসে খানিকটা শেরী ঢেলে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো: শেরী খাবে লুলু?

আমি জানতুম যে পাশা এই শেরীর গ্লাসের ভেতর ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে। পাশা আমাকে ঘুম পাড়াতে চায় কেন? নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। আর এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে হয়তো টেলিফোন বাজাবার একটি কারণ জড়িয়ে আছে।

আমি শেরীর গ্লাসটি ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেলুম। এমনি ভান করলুম যে আমি শেরীর গ্লাসে চুমুক দিয়েছি...তারপর কথা বলবার সময় আমার কণ্ঠস্বর অলস করলুম।

না আমার চোখে তন্দ্রা এসেছে। তারপর প্রেমের অভিনয় শুরু করলুম। পাশা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। চুমু খাবার চেষ্টা করলো কিন্তু আমি সচেতন ছিলুম। আমার ঠোঁটটি পাশার মুখের কাছে নিয়ে এসে আবার মুখটি সরিয়ে নিলুম।

পাশা উত্তেজিত হলো। কিন্তু তবু আজ আমার মনে হলো পাশা যেন চঞ্চল হয়েছে। কী ব্যাপার?

আমি এবার ঘুমের ভান করলুম। আমার দেহটি বিছানায় এলিয়ে দিলুম। পাশা বিছানা থেকে উঠে গেলো।

তারপর ছোট টেবিলের ড্রয়ার খুললো। ড্রয়ার থেকে দুটি যন্ত্র বের করলো। যন্ত্রটি কী আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না। রেডিও ট্রানজিস্টার...আর একটি ছোট স্পীকার।

পাশা তেল আভিভে মোসাদের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবে।

আমার ঘুম যেন গভীর হলো।

পাশা আবার বিছানার কাছে দাঁড়ালো। সে যাচাই করতে চায় আমি ঘুমিয়েছি কিনা?

পাশা তার মুখটি আমার মুখের কাছে নিয়ে এলো। কিন্তু আমার একটানা লম্বা শ্বাস দেখে তার মনের চিন্তা দূর হয়ে গেলো।

লুলু ঘুমিয়েছে—গভীর ঘুম।

পাশা আবার তার টেবিলের কাছে চলে গেলো। তারপর ছোট একটি সুইচ টিপলো।

ট্রান্সমিটার যেন জেগে উঠলো।

দিস ইজ লাকি ষ্ট্রাইক কলিং শেন বেত…দিস ইজ লাকি ষ্ট্রাইক কলিং ওভার…

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর অপর প্রান্ত থেকে জবাব এলো: আমরা তোমাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি…লাকি ষ্ট্রাইক। গো এহেড…

আজকের মোটামুটি খবর তোমাদের দিচ্ছি…

আমান শহরে উত্তেজনা বেড়েছে। গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী শহরে খুব দাপট করে বেড়াচ্ছে। মালেক হোসেন ওদের ঘাঁটি আক্রমণে সাহস করছে না…তার প্রধান কারণ গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীকে সাহায্য এবং সমর্থন করছেন ইজিপ্টের রইস রাষ্ট্রপতি নাসের।

আজকের আর একটি খবর হলো: মালেক হোসেন ইন্টেলীজেন্সের কর্তা এবং হোম মিনিষ্টার রসুল কিলাণীকে বরখাস্ত করেছেন। এর বিরুদ্ধে মালেক হোসেনের মা মালেকা জইনা এবং মামা শরীফ নাসের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীকে দমন না করলে আমান শহরে বিপ্লব হবে।

গতকাল গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী কাল রসুল কিলাণীর অফিস আক্রমণ করে-ছিলো। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য।

মালেক হোসেনের প্রধান পরামর্শদাতা জায়েদ রিফাই সম্রাটকে সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন সময় থাকতে গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীকে দমন করুন। নইলে আপনার বেদুইন আর্মি বিদ্রোহ করবে। আজ আমি শরীফ নাসেরের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীকে দমন করবার জন্যে সম্রাটকে বলবেন। কম্যাণ্ডো বাহিনীর নেতা জর্জ হাব্বাসকে জর্ডনের আর্মি খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকটা কোথায় লুকিয়ে আছে এখনও জানা যায়নি।

রিফাইর কাছ থেকে খবর পেয়ে মালেক হোসেন নিজে গাড়ী করে শহর ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিলেন। তার সঙ্গে শরীফ নাসেরও ছিলেন। কিন্তু খানিকটা পথ এগোবার পর প্যালেস্টিনিয়ান গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী মালেক হোসেনের গাড়ী ঘিরে ধরে এবং গুলী চালায়। মালেক হোসেন এর পাল্টা জবাবে নিজেই গুলী চালিয়েছিলেন।

সম্রাটকে আক্রমণের ব্যাপার নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে রীতিমতো আলোড়ন শুরু হয়েছে। তারা দাবী করেছে যেমন করে হোক গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীকে দমন করতে হবে।

আমি খবর পেয়েছি যে, মালেক হোসেন গেরিলাদের দমন করবার জন্যে কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত করেছেন। কী করা হবে তার আভাষ দু-একদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে। ওভার···

পাশা বেশ একটানা রেডিও ট্রান্সমিটারে কথা বলে খানিকক্ষণ চুপ করলো।

তারপর অপর প্রান্ত থেকে শেন বেতের কর্তাদের গলার স্বর ভেসে এলো : ওয়েল ডান লাকি ষ্ট্রাইক।

লাকি ষ্ট্রাইক, গতকাল গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী একটি সুইস এবং আমেরিকান প্লেন জারাকা শহরের কাছে ভসন এয়ারফিল্ডে হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়েছিলো। আমরা প্লেনের যাত্রীদের খবর চাই।

আবার পাশা বলতে শুরু করলো।

প্লেনে তিনশো দশজন যাত্রী ছিলো। যাত্রীদের আমান শহরে নিয়ে আসা হয়েছে। যাত্রীদের হোটেল আল উর্দুন এবং ফিলাডেলফিয়া হোটেলে নিয়ে আসা হয়েছে। প্লেন দুটিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

আবার তেল আভিভ থেকে কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম : আজ বিকেলে কায়রো বিমান বন্দরে একটি প্যান আমেরিকান প্লেনকে ধ্বংস করা হয়েছে।

পাশা জবাব দিলো : প্লেন হাইজ্যাক এবং ধ্বংস করার ব্যাপার নিয়ে আমান শহরে তমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে। সৌদী আরাবিয়ার সম্রাট ফৈসাল দুঃখ প্রকাশ করেছেন···

আমি ঘুমের ভান করে পাশা এবং তেল আভিভের আলোচনা শুনতে লাগলুম। অনেকক্ষণ ধরে একটানা কথা বলে হয়তো পাশা ক্লান্ত বোধ করলো। সে দুঘন্টার মতো কথা বলে তার ট্রান্সমিটার বন্ধ করলো।

তারপর বাইরে চলে গেলো। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। যাক আজকের মতো পাশার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো।

এবার আমার প্রধান চিন্তা হলো কমরেডদের কাছে কী করে খবর দিই যে পাশা গেরিলা কম্যাণ্ডোর কার্যকলাপের খবর তেল আভিভের কর্তাদের কাছে পাঠাচ্ছে।

পাশার মৃত্যু চাই। নইলে সমস্ত আরবদেশে গেরিলা কম্যাণ্ডো তাদের বিপ্লবের কাজ করতে পারবে না।

কমরেডরা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন।

পাশা ইজ এ ডেঞ্জারাস ম্যান—কানাফানি মন্তব্য করলে।

উই মাস্ট কীল হিম—মহসীন ইব্রাহিম গাসান কানাফানির কথার সুরের সঙ্গে সুর মেলালেন।

সেদিনকার আলোচনা অন্তে ঠিক হলো যে পাশাকে খুন করতে হবে। আর খুন করবার জন্যে ফাঁদ পাতা হবে। এবার সেই ফাঁদ পাতবো আমি।

গাসান কানাফানি আমাকে বললেন: কমরেড লুলু, আজ তোমাকে জীবনের সব চাইতে কঠিন কাজ করতে হবে। আমরা ঠিক করেছি বেইমান শয়তান স্পাই পাশাকে ধরবো। এবং তার একমাত্র সাজা হলো: মৃত্যুদণ্ড। লুলু, তুমি আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা কোরো না। দেশের সংগ্রামের জন্যে আজ তোমাকে এই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

কমরেড লুলু, যদি কোনোদিন আমরা স্বাধীন প্যালেস্টাইন স্থাপন করতে পারি তাহলে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কারণ আজ আমরা জানতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি যে স্বাধীন প্যালেস্টাইন গঠনের একটি প্রধান অন্তরায় হলো: লাকি স্ট্রাইক। ইস্রাইলী স্পাই মোসাদের খাতায় যার পরিচয় লেখা আছে: আওয়ার ম্যান ইন আমান। আজ গত কুড়ি বছর যাবৎ এই লোকটি আরব দেশের যে কতো সর্বনাশ করেছে তার হিসেব আমাদের খাতায় লেখা নেই। তাই যতোদিন পর্যন্ত পাশা কিংবা লাকি স্ট্রাইক জীবিত থাকবে ততোদিন আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি কাজে বাধা বিপত্তি হবে।

কমরেড লুলু, আমরা জানি যে, এই শয়তান লাকি স্ট্রাইকের জীবনের একটি দুর্বলতা হলো: সুন্দরী মেয়ের মুখ। কারণ এই শয়তান তার জীবনের প্রারম্ভে সম্রাট ফারুকের মোসাহেব তাঁবেদার হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকটির চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। আজও তার মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে: তাই এই শয়তানকে ধরবার জন্যে আমরা যে ফাঁদ পাতবো সেই ফাঁদে তুমি একে টেনে আনবে। আর এই কাজ করবার জন্যে যদি তোমার সতীত্ব ত্যাগ করতে হয় তাহলে কুণ্ঠা কিংবা সংকোচ বোধ করো না। কমরেড লুলু। একটি কথা তুমি স্মরণ রেখো: তোমার কাছে সব চাইতে বড়ো হলো: স্বাধীন প্যালেস্টাইন। তোমার কোনো আত্মীয় নেই, শুধু তোমার কাছে আছে স্বাধীন প্যালেস্টাইন। তোমার আদর্শ, ধর্ম, আল্লাহ হলো প্যালেস্টাইন। এই আদর্শ নীতি শুধু তোমার নয় আমাদেরও, বলো তুমি আমাদের জন্যে এই কাজ করবে।

আমি এক মন দিয়ে কমরেড কানাফানির কথাগুলো শুনছিলুম। হঠাৎ আমার

চোখের সামনে বাবার চেহারা ভেসে উঠলো। বাবার মৃত্যুশয্যায় আমি এবং খালেদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম যে আমরা প্যালেস্টাইনের জন্যে জীবন ত্যাগ করবো।

বাবা মরবার আগে বলেছিলেন: লুলু মনে রেখো—তোমার স্বামী সন্তানের চাইতে অনেক বড়ো হলো স্বাধীন প্যালেস্টাইন। যে প্যালেস্টাইনে আমরা পরাধীন নাগরিক। বলো: তোমরা দুজনে পালেস্টাইনের সংগ্রামের জন্যে প্রাণ দেবে।

হ্যাঁ, আমরা দেশের জন্যে প্রাণ বিসর্জন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।

আজ কমরেড কানাফানির কথা শুনে আমি আবার তাকে প্রতিশ্রুতি দিলুম।

কমরেড প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে আমি সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। হয়তো আমি জীবিত অবস্থায় প্যালেস্টাইনের মুক্তি দেখতে পাবো না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আমার মতো অসংখ্য প্যালেস্টাইনের নরনারী যারা সাধারণ রিফুউজী ক্যাম্পে বসবাস করছে তারা একদিন তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। কমরেড কানাফানি আপনি নিশ্চিত থাকুন আমি শয়তান পাশাকে আপনাদের হাতে তুলে দেবো······

কমরেড কানাফানিকে কথা দিলুম বটে কিন্তু খানিকবাদে আমার চিন্তা হলো কী করে শয়তান লাকি স্ট্রাইককে ফাঁদে আটকানো যায়। বেদে যেমন সাপ ধরে, আমাকে তেমনি লাকি স্ট্রাইককে ধরতে হবে। কিন্তু তারপরের কয়েকটা দিন আমরা বহু ঘটনার আবর্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম।

প্রথমত দুদিন বাদে আমাকে আমাদের গরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর সঙ্গে মালেক হোসেনের বেদুইন সৈন্য বাহিনীর এক খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেলো। আর এই খণ্ড যুদ্ধ থেকে সৃষ্টি হলো ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বাহিনী।

সেই দিনটার কথা আমার আজো মনে থাকবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সাল। নাইট ক্লাবের ম্যানেজার এসে আমাকে বললেন: লুলু আজ দিনটি সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না···শহর গরম উত্তেজিত হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে বেদুইন সৈন্যরা প্যালেস্টাইনের রিফিউজী ক্যাম্পগুলো আক্রমণ করতেপারে।

তাই নাকি? আমার চোখ দুটি বেশ বড়ো হয়ে উঠলো। আমার জানবার আগ্রহ অপরিসীম। সময় থাকতে দলের কমরেডদের সতর্ক করে দেয়া দরকার। বিপদের সূচনা এগিয়ে আসছে। সময় থাকতে সাবধান হও।

আমি জানতুম যে গতকাল কমরেড আরাফাত মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে মালেক হোসেনের সঙ্গে বিস্তৃত আলাপ আলোচনা করেছেন। পাশা গতকাল রাত্রে রেডিও মারফৎ তার মোসাদের কর্তাদের সতর্ক করে বলেছে: মীমাংসা হয়নি। শরীফ নাসের বলেছেন যে প্যালেস্টাইনে গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীদের ধ্বংস করবার জন্যে

সম্রাট এক নতুন কম্যাণ্ডার নিয়োগ করেছেন। আর এই কম্যাণ্ডারের নাম হলো মহম্মদ দাউদ। তিনি দু-একদিনের মধ্যে ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে গেরিলা কম্যাণ্ডোদের নির্মূল করবার কাজ শুরু করবেন।

নাইট ক্লাবের ম্যানেজারের কথাগুলো আমি কমরেডদের জানালুম। কিন্তু আমার খবর গিয়ে যখন পার্টি হেড কোয়ার্টারে পৌছল তখন ব্রিগেডিয়ার দাউদ তার সৈন্য-বাহিনীদের ঢালাও হুকুম দিয়েছেন যেখানে গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর লোক দেখতে পাবে সেইখানে গুলী চালাবে।

আর সেদিন বিকেলবেলা আমাদের কয়েকজন কমরেডের একটি ছোট বৈঠক হলো। আর সেই বৈঠকের আলোচনায় ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের জন্মের বীজ বপন করা হলো।

ভোরবেলা থেকে মালেক হোসেনের বেদুইন সৈন্যবাহিনী শহরের চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

দুপুর নাগাদ পাশা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। বললো: চলো আমার সঙ্গে আমার ফ্ল্যাট বাড়ীতে। আমার বাড়ীটা অনেক নিরাপদ। ওখানে সৈন্য-বাহিনী হানা দেবে না।

সেদিন আমার পাশার সঙ্গে যাবার কোন ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু তবু আমি কর্তব্যের কথা স্মরণ করে ওর সঙ্গে যেতে রাজী হলুম। আর শুধু তাই নয়, আমি জানতাম যে পাশা তার ফ্ল্যাট বাড়ী থেকে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স ব্যুরোর কাছে গোপনীয় খবর পাঠাবে। এ সমস্ত গোপন খবর জানা দরকার।

রাস্তায় লোকজন ছিলো না। জর্ডন সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া বাহিনী রাস্তা দিয়ে টহল দিচ্ছে।

পাশা বললে: জানো লুলু, আজকে শহরের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা একেবারেই নিরাপদ নয়। গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী ফিলাডেলফিয়া হোটেল ঘিরে রেখেছে। একটু বাদে বেদুইন সৈন্যবাহিনী এদিকে যাবে। ওদের সঙ্গে লড়াই শুরু হবার আগে সটকে পড়া ভালো।

আমরা যখন পাশার ফ্ল্যাট বাড়ীতে এসে পৌছলুম তখন দুপুর প্রায় বারোটা। দূর থেকে মেশিন গান এবং ষ্টেন গানের আওয়াজ শুনতে পেলুম। পাশা বললে: লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার লড়াইর ফলাফল জানতে হবে।

আমি কোন জবাব দিলুম না। বাথরুমে ঢুকলুম। নিজেকে আরো সুন্দরী লোভনীয় করে তুলতে হবে।

কিন্তু আমার কান ছিলো ঘরের দিকে। আমি বাথরুম থেকে শুনতে পেলুম পাশা

টেলিফোনে বলছে যে, সম্রাটের বেদুইন সৈন্যবাহিনী আল হুসেনি এবং জবল হুসেন রিফিউজী ক্যাম্প আক্রমণ করেছে।

কথাটি শুনে আমি চমকে উঠলুম। কারণ আল হুসেনি ক্যাম্পে আমাদের অনেক পার্টি কমরেড থাকতেন। শুধু তাই নয়, এই ক্যাম্পে অনেক ছোট ছোট শিশু ছিলো।

কিন্তু কি করে ওদের কাছে খবর পাঠাবো ভেবে পেলুম না।

কিছুক্ষণ পরে আমি পাশার মিষ্টি গলার আওয়াজ পেলুম। তার সেই কণ্ঠস্বর শুনে আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না শয়তানের দেহের খিদে, যৌন আকাঙ্ক্ষা তীব্র প্রবল হয়েছে।

আজ আমাকে এই শয়তানকে ফাঁদে আটকাতে হবে। যতোদিন শয়তান পাশা বেঁচে থাকবে ততোদিন প্যালেস্টাইনের মুক্তি নেই। কিন্তু পাশাকে জালে আটকাতে হলে আমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আজ আমাকে এই পাষণ্ডের কাছে দেহ বিক্রী করতে হবে। কিন্তু আমার আজ জানা দরকার মালেক হোসেন গেরিলা কম্যাণ্ডোদের নিয়ে কী করবেন আর ইস্রাইলীরা জর্ডনের সম্রাটকে কী ধরনের সাহায্য দিচ্ছে? আমাদের এই খবরগুলোর বিশেষ প্রয়োজন। আমার মনে পড়লো কমরেড হাব্বাস বলেছিলেন, কমরেড আমরা সবাই প্যালেস্টাইনের সংগ্রামের সৈন্য। সংগ্রামের জন্যে প্রতিটি বীর সৈন্যকে প্রাণ দিতে হবে। আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে প্রাণের চাইতে দেশ বড়ো। প্যালেস্টাইন আমাদের দেশ। তার মুক্তি সংগ্রামের জন্যে আপনাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

হ্যাঁ আমি প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের একজন সৈন্য। আমাকে দেশের জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

পাশাকে আরো বেশী আকর্ষণ করবার জন্যে আমি লোভনীয় পোশাক পরলুম।

বাথরুমে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। তাহলে শয়তান আমাকে সন্দেহ করবে। তাই তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টালুম···

খুব ছোট মাইক্রো মিনিস্কার্ট পরলুম: ব্লাউজ একটা পরতে হবে। খুব সূক্ষ্ম ছোট ব্লাউজ, যা পরা আর না পরার মধ্যে পার্থক্য নেই। ব্রাসেয়ার পরলুম না। ঠোঁটে আকর্ষণীয় লিপস্টিক মাখলুম।

আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলুম যে শয়তান পাশা হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে বিছানায় বসে আছে। আসল কথা পাশা আমার জন্যে প্রতিক্ষা করছে।

হঠাৎ আমি জানালা দিয়ে দেখতে পেলুম আকাশের একটা দিক রক্তে রাঙা হয়েছে, সম্রাটের সৈন্যরা নিশ্চয় রিফিউজী ক্যাম্পে আগুন দিয়েছে।

কিন্তু আমি ভালো করে আকাশের দিকে তাকাবার সুযোগ পেলুম না। কারণ বিছানা থেকে উঠে এসে পাশা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর গালে এবং ঠোঁটে চুমু খেতে লাগলে। বুঝতে পারলুম যে লোকটা উত্তেজিত হয়েছে।

এই চুমু, খাবার মাঝখানে পাশা আমাকে বললো, লুলু আকাশের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী দু'তিনটে রিফিউজী ক্যাম্পে আগুন দিয়েছে। ঐ ক্যাম্পে গেরিলা কম্যাণ্ডোর সৈন্য লুকিয়ে আছে।

না, না এ হতে পারে না। ঐ ক্যাম্পে ওরা আগুন দিতে পারে না। ওখানে যে আমার অজস্র ভাইবোনেরা আছে। ওরা নিঃসহায়। ওদের খুন করো না। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু স্পষ্ট করে কথা বলতে পারলুম না। কারণ পাশা আমার ঠোঁট কামড়ে ধরেছিলো।

হঠাৎ আমার কানে ভেসে এলো মেশিন গানের শব্দ।

ওকী, ওরা নিশ্চয় ক্যাম্পের ভেতর গুলি চালাচ্ছে। আমার ভাইদের ওরা গুলী করে মারছে। আজ ওরা দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে। আমি যেন সমস্ত চিন্তাশক্তি হারালুম।

কী করবো—

আমরা দুজনে তখন বিছানায়। পাশা আমার দেহ উপভোগ করবার চেষ্টা করছে। আমার মনে হলো আমার ভাইবোনের বেদুইন সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে···আর আমি কী করছি!

একটা নরপশুর সঙ্গে শুয়ে প্রেম করছি···

না···না···এ প্রেম নয়। আমাকে যে এই পশুর মুখ থেকে অনেক মূল্যবান খবর বের করতে হবে।

পাশা আমার: ব্লাউজের বোতাম খুলবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ যেন কার কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে এলো। কে তুমি কে? পাশা···না···না আমার নাম হলো আব্দুল মালিক। আমি প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর কর্মী। পেশায় আমি ডাক্তার—এম-ডি, এম আর সি পি, আমি আমেরিকাতে বোস্টন শহরে হাসপাতালে হার্ট স্পেশালিষ্ট ছিলুম। আমার মাসিক আয় ছিলো পনের হাজার ডলার। আজ প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে আমি আমার পেশা ত্যাগ করেছি—আমার স্ত্রী-পুত্র আর সমস্ত সুখকে বিসর্জন দিয়েছি। কমরেড হাব্বাস আমি সেই প্যালেস্টাইনের অনাগত নাগরিকদের নাম নিয়ে শপথ করছি যে আমি প্যালেস্টাইনের সংগ্রামের জন্যে প্রাণ দেবো। আপনি আমাকে আপনাদের দলে নিন।

আর একজন কে জানি বলছে: আমার নাম তারিক। আমি জার্মানীতে

ম্যাকস্‌প্লাঙ্ক ইন্সটিটিউটে কোয়ান্টাম ফিজিকসের শিক্ষক ছিলুম। প্যালেষ্টাইনের মুক্তির জন্যে আপনাদের কাছে আমার দেশ প্যালেষ্টাইনের নাম নিয়ে শপথ করছি যে আমি আমার কাজ যশ মান সম্মান ত্যাগ করে আজ আমি আপনাদের দলে যোগ দিচ্ছি।

আমার ধর্ম ফালিস্তিন···

আমার আল্লা ফালিস্তিন···

আমার আদর্শ হলো ফালিস্তিনের মুক্তি।

তুমি কে?

আর একজন অপরিচিতের কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে এলো।

আমার নাম মুরহাফ মারহজে। লণ্ডনের এক ব্যাঙ্কে চার্টার্ড একাউন্টেন্টের কাজ করতুম। আমার সম্পত্তি আমার স্ত্রীর গয়নাপত্র প্যালেষ্টাইনের মুক্তি সংগ্রামের ফাণ্ডে দান করবার জন্যে বিক্রী করেছি। আজ আমি নিজে প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে দেশের মুক্তির জন্যে আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে সঙ্কোচ বোধ করবো না। আমি মৃত্যুকে ভয় পাইনে।

আমি যেন চোখের সামনে ওদের দেখতে পেলুম। ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখ মুখে আছে মৃত্যুপণ···এমনি করে জীবন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সুখ ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়ে ওরা সবাই প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে এগিয়ে এসেছে। আজ ওরা যদি ওদের সুখ, ভবিষ্যতকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা সঙ্কোচ না করে তাহলে আমি কেন দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে দেহ দিতে দ্বিধা বোধ করবো?

আমার মনে পড়লো একদিন গাসান কানাফাণি আমাকে বলেছিলো তোমার সব চাইতে বড়ো সম্পদ আকর্ষণ হলো তোমার ঐ সুন্দর লোভনীয় দেহ। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে তোমার ঐ দেহ বিসর্জন দিতে হবে···

কিন্তু তবু আজ এই নরপশুর কাছে ইজ্জত সম্মান দিতে কেমন জানি লজ্জা সঙ্কোচ হলো।

পাশা হয়ত আমার মনের সঙ্কোচের কথা বুঝতে পারলো।

সে আমাকে বেশ জোরে জড়িয়ে ধরলো। তারপর আমার মাথার চুলগুলো সরিয়ে ঘাড়ে চুমু খেতে খেতে বললো: 'হাবিবি', তুমি চিন্তা করো না। তোমাদের প্যালেষ্টাইনের সংগ্রাম বেশী দিন টিকবে না। মালেক হোসেন দু-এক দিনের মধ্যে এই হাঙ্গামা দমন করবেন। এই কাজে ওদের সাহায্য করছেন পাকিস্তানের সৈন্য-বাহিনী। ওদের আর্মি জেনারেলরা আজ মালেক হোসেনের সৈন্যবাহিনীতে কাজ

করছেন। আর কি করে রিফিউজী ক্যাম্প গেরিলাদের শিবির আক্রমণ করা যায় তার প্ল্যান নকসা করছে। আমেরিকা থেকে কিছু আর্মড গাড়ী এবং ট্যাঙ্ক পাওয়া গেছে।

পাশা যখন আমার ঘাড়ে চুমু খাচ্ছিলো তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম কী করে কমরেডদের কাছে খবর দেয়া যায় যে, বিদেশী শক্তি আমাদের ধ্বংস করবার জন্যে মালিক হোসেনকে ট্যাঙ্ক দিয়েছে। খবরটি মূল্যবান।

আমার প্রেমের অভিনয় শুরু হলো। পাশা আমাকে তার বিছানার কাছে নিয়ে গেল। তারপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল।

পাশার চুম্বনে আমি যে উত্তেজিত হই নি একথা বলব না। কিন্তু তার চাইতে উত্তেজিত হয়েছিলুম পাশার কথাগুলো শুনে।

ঃ জানো, মালেক হোসেন দু-এক দিনের মধ্যে এই গেরিলাদের সংগ্রাম ধ্বংস করবেন। নইলে বিদেশী শক্তি এই ঝগড়া বিবাদে হাত দেবে।

ঃ বিদেশী শক্তি? আমি কোন প্রকারে মুখটি পাশার ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ হ্যাঁ, ইস্রাইলী কর্তারা বলেছেন যে প্রয়োজন হলে ওঁরা মালেক হোসেনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। প্যালেষ্টাইনের মুক্তি সংগ্রামকে ওরা কখনই শক্তিশালী হতে দিতে পারেন না।

ঃ আপনি বলছেন কী? আমার মনের উত্তেজনা এত প্রবল হয়েছিল যে নিজেকে ঝটকা মেরে ওঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলুম।

ঃ হ্যাঁ, হাবিবি লুলু আজ ইস্রাইলীদের কাছে সব চাইতে বড় শক্র হল প্যালেষ্টাইনের গেরিলা কম্যাণ্ডো, ওদের ধ্বংস না করতে পারলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসবে না।

পাশা আবার আমাকে জড়িয়ে ধরল। এবার নরপশুর হাত থেকে সহজে মুক্তি পেলুম না।

তারপর...

তারপর কী হল জানিনে—

শুধু মনে হল পশুর কাছে আমি আমার সতীত্ব হারিয়েছি।

হঠাৎ আমার কী জানি মনে হল।

অসম্ভব!

এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

বাইরের আকাশ আগুনের স্ফুলিঙ্গে লাল হয়ে উঠেছে।

আমি দূর থেকে আমার ক্যাম্পের ভাই-বোনদের কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। বেদুইন সৈন্যরা ওদের কুকুরের মত গুলী করে মারছে।

আমাকে এক্ষুনি কমরেডদের কাছে ফিরে যেতে হবে। ওদের বলতে হবে: তোমাদের খুন করবার জন্যে ফাঁদ পেতেছে, ঐ ফাঁদে তোমরা পা দিও না। আজ তোমাদের ধ্বংস করবার জন্যে মালেক হোসেন আমেরিকানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

আমি তাড়াতাড়ি প্যান্ট আর ব্লাউজ পরলুম। তারপর পশুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

হঠাৎ দেখতে পেলুম আমার মুখে খানিকটা রক্ত।

কিসের রক্ত ?

মনে পড়ল যে নরপশুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি ওকে কামড়ে ধরেছিলুম। পাশা প্রথমে চীৎকার করে উঠেছিল বটে কিন্তু তার দেহের খিদে এত প্রবল ছিল যে আমার মুখের কামড়ে সে ভয় পায় নি। আজ আমাকে দেখতে নিশ্চয়ই বীভৎস লাগছিল।

পাশা চীৎকার করে বলল: লুলু তুমি বাইরে যেও না। বাইরে সৈন্যরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে: লোক দেখলেই গুলী চালাচ্ছে ··বিপদে পড়বে···

কিন্তু সেদিন আমি পাশার নিষেধে কান দিই নি।

আজ আমার ভাই-বোনদের জীবন বিপন্ন হয়েছে। ওদের বাঁচাতে হবে · ওদের জন্যে আমি নিজের ইজ্জত দিতে কুণ্ঠবোধ করি নি।

প্রাণ বিসর্জন করতে ভয় পাব কেন ?

বাইরে ঘন অন্ধকার। আমি দৌড়ে রাস্তায় বেরুলুম।

কিছুই দেখা যায় না। শুধু অনেক দূরে আগুনের হল্কা দেখা যাচ্ছে···আর ভেসে আসছে গুলীর শব্দ। হঠাৎ আমি যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

: কে ? আমি থমকে দাঁড়ালাম। না কেউ নেই। রাস্তা নির্জন। আমি আবার দৌড়ুতে শুরু করলুম।

: লুলু ? আবার সেই কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে এল।

আমি আবার চার পাশে তাকালুম। না কেউ নেই। নির্জন···অন্ধকার শুধু বেদুইন সৈন্যদের কুচকাওয়াজের শব্দ ভেসে এল।

: লুলু যেও না, শোন আমার কথা। তুমি প্যালেষ্টাইনের মেয়ে। প্যালেষ্টাইনের সংগ্রামের জন্যে তোমাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। তোমার দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে তোমাকে সমস্ত সম্পদ, ঐশ্বর্য, ইজ্জত বিসর্জন দিতে হবে।

আমি আবার পেছনে তাকালুম। না আমার পেছনে কেউ নেই। কিন্তু সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করে আমার কানে এক অপরিচিতের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। আমি ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : তুমি কে?

: আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? আমার নাম হাম। আমরা দুই ভাই, হাম এবং শাম। আমরা তোমার পূর্বপুরুষ। আমাদের বংশধরের নাম ছিল কানান।...সবাই আমাদের কানানাইটস বলে। আগে আমরা ঐ জেবুস শহরে বাস করতুম। হ্যাঁ, জেবুস, আজ তোমরা যাকে বল জেরুজালেম শহর। তখন ইহুদীরা ঐ শহরে ছিল না। আমরা ছিলুম স্বাধীন।

: ঐ জেবুস শহর তোমাকে আবার ফিরে পেতে হবে লুলু।

আমি অন্ধকারের দিকে তাকালুম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না। আমার পূর্বপুরুষ, জেবুস শহরের প্রথম নাগরিক হাম কোথায়? অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

সবই স্বপ্ন।

আমি ছুটতে লাগলুম। কমরেড আরাফাত আর সব সহকর্মীরা আল উর্দুন হোটেলে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন। ওদের বলতে হবে মালেক হোসেনের সৈন্যবাহিনী এক্ষুনি ওদের আক্রমণ করবে।

লুলু, শোন আমার কথা?

আবার আর একজনের গলার স্বর শুনতে পেলুম না, কণ্ঠস্বর হামের নয়।

চারদিক অন্ধকার।

: তুমি কে? আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: আমার নাম খায়ান, আমি হিক্স সম্রাট। আমি কানানদের যুদ্ধে পরাজিত করে জেবুস শহর দখল করেছি। লুলু মনে রেখ, তুমি এই জেবুস শহরের মেয়ে যে শহরে আমি রাজত্ব করেছি। তোমাকে এই শহর ফিরে পেতে হবে।

: ওরা কোথায়?

: কে?

: ইহুদী?

খায়ান জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, তোমরা যাকে বল ইহুদী, আমরা ওদের বলতুম হাবিরু। কেউ বলত হিব্রু। ওরা থাকত মেসোপটেমিয়ার উরু শহরে। ওদের নেতা আব্রাহাম তার পরিবার নিয়ে জেবুস শহর দখল করতে আসেন নি। ওরা এসেছিল এই শহরে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে।

: শোন, আমি খায়ানকে বলবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম খায়ান অন্ধকারে মিলিয়ে গেছেন।

আমার কানে শুধু বাজতে লাগলো দুটি কথা : তুমি জেবুস শহরের মেয়ে। তোমাকে জেবুস শহর ফিরে পেতে হবে।

জেবুস শহর তোমাকে ফিরে পেতে হবে···বার বার শুধু এই কথাটি আমার কানে বাজতে লাগলো।

দাঁড়াও যেও না। অন্ধকার থেকে আবার অস্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পেলুম।

আমার নাম তৃতীয় তুতমসিস···আমি ফারাও, মিশরেব সম্রাট। খায়ানকে পরাজিত করে আমি জেবুস শহরকে দখল করেছিলুম।

: তোমার নাম লুলু ? প্যালেষ্টাইনের মেয়ে। শোন, তোমাদের ঐ প্যালেষ্টাইনে আমি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলুম। আমরা হয়তো একদিন চলে যাবো। তারপর আবার কানান ফিলিস্তানেরা ওদের রাজত্ব ফিরে পাবে তারপর আসবে হিব্রু সম্রাট ডেভিড ও সলেমান। ওরা থাকবে তোমাদের দেশে প্রায় দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর··· তারপর আসবে ব্যাবিলনিয়া পারস্য গ্রীস। আর একদিন মিশরের অধিপতি টলেমী হয়তো জেবুস শহরে তার পতাকা ওড়াবেন। আসবে সেলুসিড···আরমেনিয়ান তারপর একদিন বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে আসবে রোমান সেনাপতি পম্পে···আর ঐ জেবুস শহরের নগরপতি হবেন হেরোড···

: জানো লুলু রোমান সম্রাটরা ঐ জেরুজালেমকে ধ্বংস করেছিলেন। তারপর আবার নতুন করে ঐ শহর বানিয়েছিলেন। নতুন শহরের নাম ছিলো : আইল পিটালিনিয়া···

তারপর একদিন জেরুজালেম শহর পুরনো ঐশ্বর্য নাম স্মৃতি ফিরে পেলো। পাশের দেশ থেকে ইসলামের সৈন্য এলো। ওদের কণ্ঠে ছিলো এক সঙ্গীত :

The heavens shall be rent in sunder.

তাই হলো।

কিছুকালের মধ্যে ঐ জেবুস শহরে ইসলাম ধর্মের প্রসার হলো। এলো নতুন ভাষা আরবী। এলো নতুন শিল্প, সংস্কৃতি·· সেদিন থেকে তোমার নতুন জন্ম হলো।

তুমি হলে প্যালেষ্টনিয়ান আরব···

লুলু আজ তোমাকে আবার অতীতের ঐতিহ্যকে খুঁজে নিতে হবে···উদ্ধার করতে হবে প্যালেষ্টাইনকে।

কিন্তু অন্ধকারের কণ্ঠস্বর একটু পরেই যেন মিলিয়ে গেলো।

হঠাৎ দেখতে পেলুম বেদুইন সৈন্যদের একটি সাঁজোয়া গাড়ী আমার দিকে ছুটে আসছে। গাড়ীর হেডলাইটের তীব্র আলোর আমার চোখে ধাঁধা লাগলো।

আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একটা দেয়ালের পেছনে লুকাবার চেষ্টা করলুম।

হঠাৎ দেখতে পেলুম সাঁজোয়া গাড়ীটা ঠিক আমার দেয়ালের গায়ের কাছে এসে থেমেছে।

গাড়ী থেকে দু'জন বেদুইন সৈন্য নেমে এলো। ওদের হাতে স্টেনগান। দেয়ালের চারপাশ দিয়ে ঘুরতে লাগলো। গাড়ী থেকে দলের নেতা ক্যাপটেন চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন : কী হাগা ? কিছু পেলে ?

একটি সৈন্য চীৎকার করে বললো : মাফিসী মুহিম। বিশেষ কিছু নেই।

: চলে এসো—ক্যাপ্টেন ঢালা হুকুম দিলেন।

সৈন্য দু'জন চলে গেলো।

আমি যেন আবার প্রাণ ফিরে পেলুম। আর দেরী করলুম না। হোটেল আল উর্দুনে গিয়ে ঢুকলুম।

দিনটা আমার মনে আছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর···সেদিন জন্ম নিলো আমাদের নতুন বিপ্লব বাহিনী। তার নাম হলো ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর। আমাদের এই নতুন বাহিনীতে যোগ দিলেন ওয়াদি হাদাদ, আহমেদ খালেদ, মুহম্মদ মুসলমানী। আমি ও লায়লা খালেদ এই দলে যোগ দিলুম। আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম যে প্যালেষ্টাইন ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

এই দিনটির কথা আরো বহু কারণে আমার মনে গেঁথে থাকবে। মালেক হোসেন ব্রিগেডিয়ার দাউদকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। আমাদের মতো দাউদ ছিলেন প্যালেষ্টেনিয়ান কিন্তু তিনি ছিলেন মালেক হোসেনের ডান হাত আর সৈন্যবাহিনীর কর্তা হলেন ফিল্ড মার্শাল মাজাপী।

'জাবাল হুসেনে' আরাফাত তার শিবির করেছিলেন। তিনি আমাদের নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনা করার জন্যে হোটেল আল উদ্যানে এমার্জেন্সী মিটিং কল করলেন। আমাদের কম্যাণ্ডো বাহিনীর নতুন চীফ অফ স্টাফ হলেন ব্রিগেডিয়ার ইয়াহিয়া। আমাদের সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা ছিলো প্রায় পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু সবাই যুদ্ধ করবার জন্যে উপযুক্ত ছিলো না। প্রায় হাজার কুড়ি হাতিয়ার নিতে পারতো। আমাদের কাছে প্রায় ত্রিশটি রাশিয়ান ট্যাঙ্ক ছিলো। ইরবিদ জারকা, রামথা, জেরাস, আজলুন সলট লেকের অঞ্চলে আমাদের সৈন্যবাহিনী ছড়িয়ে ছিলো। পাশা আমাকে বলেছিলো যে মালেক হোসেনের সৈন্যবাহিনী আমাদের গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর চাইতে বেশী শক্তিশালী ছিলো। সম্রাটের বাহিনীতে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার বেদুইন সৈন্য ছিলো। আমান শহরের চারপাশে প্রায় তিনশো ট্যাঙ্ক ছিলো। মারফাক বিমান বন্দরে এয়ার ফোর্সের বিমান বাহিনীও গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলো।

আমি যখন হোটেল আল উর্দুনে গেলাম তখন সমস্ত হোটেল গেরিলা সৈন্য বাহিনীর আলাপ আলোচনায় কথাবার্তায় গমগম করছিলো।

কিন্তু সেদিনকার হোটেলের লাউঞ্জে আর একদল লোক বসেছিলেন যাদের কাহিনী না বললে আজ আমার এই কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যাবে। ওরা ছিলেন তিনটি বিদেশী দেশের যাত্রী। আমরা কয়েক ঘণ্টা আগে ডসন বিমান বন্দরে ওদের বিমান তিনটিকে ধ্বংস করেছিলুম। যাত্রীরা সবাই হোটেল আল উর্দুনে আশ্রয় নিয়েছিলো।

বিদেশী পাইলটরা বিমান বন্দরের নাম দিয়েছিলেন ডসন এয়ারফিল্ড। দ্বি মহাযুদ্ধের সময় এয়ার চীফ মার্শাল স্যার ওয়ালটার ডসন জর্ডনে এই বিমান বন্দর তৈরী করেছিলেন। আমরা এই বিমান বন্দরের নাম দিয়েছিলুম 'রিভল্যুশন বিমান বন্দর'।

কমরেড হাব্বাস আর দলের কমরেডরা ঠিক করেছিলো যে এই রিভল্যুশন বিমান বন্দরে তিনটি প্লেনকে হাইজ্যাক করে আনবে। আর তিনটি প্লেন ছিলো আমেরিকান ট্রান্সওয়ার্ল্ড এয়ার লাইনের বোয়িং, সুইস এয়ার লাইনের ডগলাস প্লেন আর ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের ভিসিটেন।

কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো একটি ইস্রাইলী প্লেন হাইজ্যাক করা। এই প্লেন হাইজ্যাক করবার দায়িত্ব নিয়েছিলো আমার বান্ধবী লায়লা খালেদ। আর তাকে এই কাজে সাহায্য করেছিলো প্যাট্রিক জোসেফ আরগিলো। আরগিলো ছিলো নিকারাগুয়ান, ল্যাতিন আমেরিকার বাসিন্দা। প্লেন হাইজ্যাক করবার আগের দিন আরগিলোর লায়লা খালেদের সঙ্গে স্টুটগার্ট শহরে প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। স্টুটগার্ট শহর থেকে ওরা দুজনে গিয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। সেখান থেকে ওরা দুজনে গেলো হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডাম শহরে। ওদের সঙ্গে আরো দুজন গেরিলা কম্যাণ্ডোর কমরেডদের যাবার কথা ছিলো। ওদের নাম হলো সমীর আবদুল ইব্রাহিম এবং আলী আসসৈয়দ আলী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের হাইজ্যাকিং প্ল্যানের অদল বদল করা হলো। ঠিক হলো লায়লা খালেদ এবং আরগিলো আমস্টার্ডাম শহর থেকে ইস্রাইলী প্লেন হাইজ্যাক করবে এবং সমীর ইব্রাহিম এবং আসসৈয়দ আলী প্যানআমের একটি জাম্বো প্লেন হাইজ্যাক করে কায়রোর বিমান বন্দরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু ইস্রাইলী প্লেন হাইজ্যাক করতে গিয়ে আমরা বিপদে পড়লুম। কারণ ইস্রাইলী প্লেনের কম্যাণ্ডোর তার প্লেন নিয়ে লণ্ডন এয়ার পোর্টে নেমে পড়লেন। আরগিলো মারা গেলো—লায়লা খালেদ ধরা পড়লো।

আমাদের ক্যাম্পে চিন্তা শুরু হলো কী করে আমরা লায়লা খালেদকে জেলখানা থেকে বের করতে পারি। তাই ঠিক হলো আমরা একটি আমেরিকান প্লেন—টি-ডব্লিউ-এ, একটি সুইস প্লেন এবং একটি বি-ওএ-সি প্লেন হাইজ্যাক করে রিভল্যুশনারী বিমান বন্দরে নিয়ে আসবো। প্লেনের যাত্রীদের মুক্তির পরিবর্তে আমরা লায়লা খালেদ এবং আমাদের অন্যান্য কমরেডদের মুক্তি দাবী করবো।

আমরা প্রথমে টি ডব্লিউ-এর প্লেনটি হাইজ্যাক করলুম। প্লেনটি যাচ্ছিলো ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে নিয়ুর্কে। প্লেনে প্রায় দেড়শোর মতো প্যাসেঞ্জার ছিলো : টি-ডবলিউ-এর প্লেন যখন রিভল্যুশনারী বিমান বন্দরে এসে পৌঁছুল, তখন দুপুর প্রায় একটা। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সুইস প্লেনটি এসে রিভল্যুশনারী বিমান বন্দরে পৌঁছল। আরো তিনদিন পরে আমরা বি ওএ সি'র একটি প্লেনকে হাইজ্যাক করে ঐ বিমান বন্দরে নিয়ে এলুম। এবার আমরা বিদেশী শক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করলুম যে, আমাদের বন্দী কমরেডদের মুক্তি না দিলে আমরা ওদের প্লেনের যাত্রীদের মুক্তি দেবো না। আমাদের প্রধান সর্ত ছিলো লায়লা খলেদকে মুক্তি দিতে হবে। আর সুইজারল্যাণ্ড এবং জার্মানীতে আমাদের যে সব কমরেডরা বন্দী হয়ে আছে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু আমরা মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে রিভল্যুশনারী বিমান বন্দরের তিনটি প্লেনকেই ধ্বংস করতে হবে।

বিদেশী শক্তি আমাদের কমরেডদের মুক্তি দিতে রাজী হলেন। কিন্তু আমরা আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী তিনটি প্লেনকে ধ্বংস করলুম।

আর এইসব প্লেনের যাত্রীরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলো আমাদের হোটেল আল উর্দুনে।

আমি যখন হোটেলের ভেতর ঢুকলুম তখন হোটেলের লাউঞ্জে যাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলো।

কিন্তু সেদিন ওদের দিকে তাকাবার মতো আমার মানসিক অবস্থা ছিলো না। কমরেডদের বলতে হবে যে, মালেক হোসেন আজ গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীদের ধ্বংস করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সময় থাকতে আমাদের সতর্ক হতে হবে··· আর কিছুক্ষণের মধ্যে বেদুইন সৈন্যবাহিনী আল হুসেনী রেফিউজী ক্যাম্প আক্রমণ করবে।

হোটেলের নীচের একটি ঘরে আমাদের গেরিলা বাহিনীর নেতাদের বৈঠক হচ্ছিলো। প্রতি মুহূর্তে···বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নতুন নতুন খবর আসছে। সম্রাটের সাঁজোয়া এবং ট্যাঙ্ক বাহিনী আমান শহরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যেখানে গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর সৈন্যদের দেখছে সেখানে গুলী চালাচ্ছে। ইরবিদে

আমাদের কমরেডদের সঙ্গে বেশ বড়ো রকমের একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাদের কমরেডরা সবাই উত্তেজিত। আজকের বৈঠকের নেতৃত্ব করছেন কমরেড আরাফাত। এমনি সময় ঘরের ভেতর দমকা বাতাসের মতো আমি গিয়ে ঢুকলুম। সবাই বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো।

কমরেড আরাফাত সবাইকে বলছিলেন: মালেক হোসেনের সঙ্গে আমরা লড়াই করে পারব না। আমরা খবর পেয়েছি যে আমেরিকা এবং ইস্রাইল মালেক হোসেনকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শিগগিরই বেদুইন সৈন্যবাহিনীর জন্যে নতুন হাতিয়ার পাঠাব। নতুন নতুন প্যাটন ট্যাঙ্কও আমাদের ধ্বংস করবার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। কমরেড বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করাই হবে আমাদের বাঁচবার একমাত্র পথ।

কমরেড আরাফাতের বক্তৃতার পর সবাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। কেউ কোন শব্দ করলো না। পরিস্থিতি গুরুতর। আমরা যে জীবন মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি এই বিষয়ে কারু মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। সবাই ভাবছে আজ আমরা কী করবো? আমরা কী মৃত্যুকে বরণ করে নেবো না সম্রাটের কাছে নতি স্বীকার করবো।

সবাই নির্বাক নিস্তব্ধ। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে…

হঠাৎ আমি চীৎকার করে উঠলুম, কমরেডস আমি বলছি আজ আমরা সম্রাটের কাছে মাথা নত করবো না।

ঘরের সবাই বিস্মিত, অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। কী ব্যাপার আমি কী বলতে চাইছি?

সেদিন আমি উত্তেজনার মাথায় কীসব কথা বলছিলুম মনে নেই। কিছু অসংলগ্ন অস্পষ্ট কথা, আমাব মনের বেদনার আদ্যন্ত কাহিনী।

কমরেডস, আমরা মালেক হোসেনের সঙ্গে সন্ধি করতে পারিনে…আজ নয়, কাল নয়…ভবিষ্যতে কখনও আমরা মালেক হোসেনের কাছে নতি স্বীকার করবো না। সন্ধি অসম্ভব!

কমরেডস, আপনারা কী শুনতে পাচ্ছেন দূর থেকে মেশিনগানের আওয়াজ। শুনতে পাচ্ছেন আল হুসেনী শরণার্থ ক্যাম্পের শিশুর ভয়ার্ত আর্তনাদ, শুনতে পাচ্ছেন, সন্তানহারা জননীর ক্রন্দন…কমরেডস? ওরা চায় আমাদের ধ্বংস করতে। আমরা বীরের মতো মরতে চাই, যেন সমস্ত বিশ্ব সংসার জানতে পারে যে ঐ প্যালেষ্টাইনে একদল অসহায় বাসিন্দা ছিলো যাদের ওরা খুন করেছে, পিঁপড়ের মতো টিপে মেরেছে। আমরা মরবো কিন্তু আমাদের সেই মৃত্যুর সমাধি স্তম্ভে লেখা থাকবে যে

এদের ছিলো মৃত্যুহীন প্রাণ। দেশের প্রতি এদের ছিলো অপরিসীম ভালোবাসা। তাই এরা প্রাণ বিসর্জন করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। আমরা সমস্ত বিশ্বের দরবারে একথা জানাতে চাই, প্যালেষ্টাইন আমাদের দেশ, প্যালেষ্টাইন আমাদের মাতৃভূমি··· আমরা ঐ দেশের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকবো। ঐ দেশে আমাদের জন্ম হয়েছে, ঐ দেশের মাটিতে আমাদের মৃত্যু হবে। স্বাধীনতাকে নিজের দেশে বেঁচে থাকা মানুষের জন্মগত অধিকার। আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চাইনে··· কমরেডস, আজ আপনারা ঐ প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ অনাগত শিশুদের নাম নিয়ে শপথ করুন, প্রতিজ্ঞা করুন আমাদের মৃত্যু হোক আপত্তি নেই, ভয় নেই কিন্তু আমরা যেন অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই। আমাদের শরণার্থী ক্যাম্পে নতুন শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সে যেন প্রথম চীৎকার করে বলতে পারে···ফালিস্তিন আল বালাদী ফালিস্তিন আল ওয়াতানী। ওরা জয়ধ্বনি উলুধ্বনি দিক যে ফালিস্তিনের জন্যে আমরা আত্মবিসর্জন দেবো।

কথা বলতে বলতে আমার গলা ধরে এসেছিলো।

এবার আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লুম। কমরেড গাসান কানফানী আমার কাছে ছুটে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন; লুলু, একি তোমার কী হয়েছে। তোমার মুখে রক্ত—জামা ছিঁড়েছে কেন?

আমার মনে পড়লো যে শয়তান, পাণ্ডা আমাকে যখন বিছানায় চেপে ধরেছিল তখন আমি মুখ দিয়ে ওকে কামড়ে ধরেছিলুম, তবু শয়তান আমার সবনাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেনি।

কমরেড গাসান কানাফানির কথা শুনে আমি নিজের পোশাকের দিকে তাকালুম। সত্যিই আমার ব্লাউজ ছিঁড়ে গিয়েছিল, আমার নগ্ন দেহ বেশ স্পষ্ট হয়েছিলো।

আমি আবার কান্নার সুরে বললুম, কমরেডস শয়তান আনোয়ার পাশা আমার ইজ্জত নিয়েছে, আমাকে রেপ করেছে, কিন্তু আমার ইজ্জত যাক ক্ষতি নেই, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যেন ওরা প্যালেষ্টাইনের ইজ্জত না নিতে পারে···ওরা যেন প্যালেষ্টাইনকে রেপ না করে।

তারপর ঘটনাগুলো আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে কমরেডের আজ চীৎকার করে কথা বলবার পর আমি চেতনা হারিয়েছিলুম।

যখন আমার চেতনা হলো তখন দেখতে পেলুম যে আমি একটি নার্সিং হোমে শুয়ে আছি।

নার্সিং হোমের নার্স আমার সমবয়সী।

প্যালেষ্টিনিয়ানের মেয়ে। নাম কামেলিয়া।

কামেলিয়া আমাকে বললো : তুমি বেরুট শহরে ডাঃ বাহাউদ্দিনের নার্সিং হোমে শুয়ে আছো ভাই। ডাঃ বাহাউদ্দিনও পার্টির একজন কমরেড। তবে উনি এখনও প্রাকটিস করছেন এবং জর্ডনের লড়াইতে আমাদের পার্টির যেসব কমরেডরা আহত হয়েছেন তাদের এই নার্সিং হোমে চিকিৎসা করা হয়েছে। তুমি তাদের ভেতর একজন।

কামেলিয়ার মুখে আমি শুনলুম যে কিছুদিন আমি অচৈতন্য হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলুম। মাঝে মাঝে আমি শুধু প্রলাপ বকছি : আমি জেবুস শহরে ফিরে যাবো কমরেড তোমরা আমাকে ঐ শহরে নিয়ে যাও।

জেবুস্ শহর কোথায় ভাই ? কামেলিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

জেবুস্ শহর কোথায় ? কী জবাব দেবো। জেরুজালেম···হ্যাঁ, অনেকদিন আমি ঐ জেরুজালেম শহর দেখতে পাইনি। দেখিনি ঐ শহরের মসজিদের মিনার– দেখতে পাইনি শহরের গির্জার গম্বুজ। জেরুজালেম—তার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, ধর্মের সমাহার, কৃষ্টি তীর্থ, তাকে কী আমি আর কোনদিন দেখতে পাবো ? হয়তো জেরুজালেম, জাফা, নাবলুস রামাল্লা, হেরেন শহর আমার কাছে শুধু ইতিহাসের কঙ্কালের রূপ নিয়ে বেঁচে থাকবে। হ্যাঁ, জাফা, এখনও আমার মনে পড়ে—ঐ শহরের রাস্তাগুলো দোকানপাট এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ঐ তো আমার বাড়ী, তার পাশেই একটি ছোট দোকান। স্কুল থেকে ফিরে এসে আমি দোকান থেকে চকোলেট কিনে খেতুম।

আমার স্কুল— মস্তো বড়ো আঙ্গিনা ঐ মাঠে আমরা সবাই খেলতুম। বড়ো ক্লাস ঘর। ঐ ক্লাসে বসে আমরা কোরান পড়তুম। আমার আজো স্পষ্ট মনে পড়ে স্কুলের শেষ দিনটির কথা।

শহরে হরগু জেয়াই লুঙ্কি এবং আমাদের গেরিলা কম্যাণ্ডোর সঙ্গে বেশ খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। রাস্তায় পুলিশ বাহিনী টহল দিচ্ছে। স্কুলের টীচার আমাদের স্কুল থেকে বাড়ী যেতে দেননি। বলেছিলেন রাস্তার গোলমাল হাঙ্গামা থেমে গেলে বাড়ী যেতে দেবেন।

মনে পড়ে স্কুলে টীচার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম তাঁর চোখে জল।

: ও কী আপনি কাঁদছেন সিস্টার ? আমি তখনও তাঁর কান্নার কারণ বুঝে উঠতে পারিনি। তবে আমার কোন উত্তেজনা ছিলো না, ছিলো শুধু কৌতূহল।

: হ্যাঁ, লুলু আমি কাঁদছি—চোখের জল মুছতে মুছতে সিস্টার জবাব দিলেন।

: কেন ? আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম।

: ওরা আমাদের তাড়িয়ে দেবে লুলু, সিস্টার আবার স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলেন।

: তাড়িয়ে দেবে ? আমরা কী অপরাধ করেছি ? আমি আবার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: কারণ এই দেশে জন্মগ্রহণ করেও তুমি আজ বিদেশী। আজ তোমাকে ওরা বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করবে—কারণ ঐ ভিটেমাটি তোমার পূর্বপুরুষের। ওরা চায় আমরা যেন নিজেদের ভুলে যাই, ভুলে যাই আমাদের অতীতের ঐতিহ্যকে। ওরা চায় এই প্যালেষ্টাইনে আবার নতুন করে বসত হোক, দেশ বিদেশ থেকে বন্যার স্রোতের মতো ওদের লোক ভেসে আসুক।

: ওরা কে ? আমি শিশুসুলভ কণ্ঠে সিস্টারকে জিজ্ঞেস করেছিলুম।

: ইস্রাইলী, ওরা ঐ বিরাট শক্তির লোক, ওরা আমাদের আজ ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে।

আমি সেদিন প্রায় চীৎকার করে বলেছিলুম : আমি যাবো না···আমি এখানে থাকবো। ওরা আমাকে তাড়াতে পারবে না। আমার জবাব শুনে সিস্টারের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। তিনি আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে বললেন : লুলু, তুমি কী পারবে ওদের সঙ্গে লড়াই করতে ? ওরা শক্তিশালী দানব। তারপরেই গলার স্বর পরিবর্তন করে উনি খবর বলতে শুরু করলেন : লুলু, ঐ আকাশে কিছু দেখতে পাচ্ছো ?

আমি আকাশের দিকে তাকালুম। কিছুই দেখতে পেলুম না। নীল ঘন আকাশে শুধু এক টুকরো কালো মেঘ ঈষাণ কোণে জড়ো হয়েছিলো।

সিস্টার আবার বলতে শুরু করলেন : দেখতে পাচ্ছো ঐ কালো মেঘ। লুলু আমি দেখতে পাচ্ছি মধ্যপ্রাচ্যে ঝড় উঠবে। খামসীন বালীর ঝড় নয়—এ হলো বিপ্লবের ঝড়···আর ঐ ঝড় সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলবে। তুমি আমি ওরা সবাই ঐ ঝড়ের আবর্তে মিলিয়ে যাবো · কিন্তু প্যালেষ্টাইন : আমার স্বপ্ন, আমার প্রেম, আমার আল্লাহ্, আমার ধর্ম, কোরাণ সবই চির শাশ্বত হয়ে বেঁচে থাকবে। হাজার বছর পরে আমাদের বংশধরেরা যখন আবার এই শহরে ফিরে আসবে তখন ওরা বলবে : এই আমাদের ভিটেমাটি, এই আমাদের দেশ। বলবে, তোমার আমার কথা, বলবে : ওরা এই দেশকে ভালোবাসতো। লুলু, ইতিহাসে আছে যে থার্মোপলির যুদ্ধে কয়েকজন সৈন্য এক মস্তো শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো—কিন্তু যখন তোমার আমার সংগ্রামের কথা লেখা হবে তখন সবাই বলবে যে নিজেদের ভিটেমাটি ফিরে পাবার জন্যে ওরা প্রাণ দিয়েছিলো—কারণ এই দেশের সোদা মাটির

গন্ধ, গাছপালা, আকাশ বাতাস ওদের মাতাল করছিলো। ও কী লুলু যেও না—শোনো, শুনতে পাচ্ছো···ওরা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তোমার ভাইবোনেরা তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে: আখু—উখ্‌তী (আমার ভাইবোন) তোমরা চলে এসো ঘর থেকে, এসে আমাদের মধ্যে দাঁড়াও—মৃত্যু তোমাদের ডাকছে। চলো আমরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করবো···আমরা যাবো না—এই আমাদের দেশ—এই আমাদের জীবন।

ফালিস্তিন আনা অহিব্বক গিদং, অহিব্বক গিদং···প্যালেস্টাইন আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ···লাভ ইউ।

সিস্টার তখন কাঁদছেন।

*　　　*　　　*　　　*

কামেলিয়ার ডাকে আমার চিন্তার রেশ ছিন্ন হলো।

হাবিবী···তুমি কী ভাবছো?

: কিছু না। ভাবছিলাম জেরুজালেমের কথা। হ্যাঁ ভাই ঐ জেরুজালেম শহর হলো জেবুস। অতীতের নাম কিন্তু আজ জেরুজালেম শহরের রূপ পাল্টেছে, সভ্যতার পরিবর্তন হয়েছে। আচ্ছা ভাই, বলো তো জর্ডনে আমাদের কমরেডদের কী হলো?

ম্লান হাসলো, কামেলিয়া। বললো: বোন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কয়েক হাজার কমরেড মালেক হোসেনের সৈন্যদের গুলীতে প্রাণ দিয়েছে। শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর অজস্র ক্ষতি হয়েছে···

আমি চুপ করে রইলুম। কামেলিয়ার কথার কোন জবাব দিলুম না। হয়তো ওর কথা আমার কানে ভেসে আসছিলো না। আমি ভাবছিলুম আমার স্কুলের টীচারের কথা। উনি বলেছিলেন: লুলু, মধ্যপ্রাচ্যে ঝড় আসবে—বালির ঝড় নয়, বিপ্লবের ঝড়। এ ঝড় সহজে থামবে না···

: তাহলে কী আমাদের সমস্ত সংগ্রাম ব্যর্থ হলো?

আমার চিন্তায় বাধা পড়লো। হঠাৎ বাইরে থেকে শুনতে পেলুম আমার ভাই খালেদের গলা।

: কমরেড লুলু—খালেদ এই বলতে বলতে আমার ঘরে ঢুকলো। তার সঙ্গে আরো দুজন কমরেড ছিলো!

: আখু, কীফক ইনতে—ভাই কেমন আছ? আমি উত্তেজিত গলায় খালেদকে জিজ্ঞেস করলুম।

অনেকদিন খালেদকে দেখিনি। তাই আমার প্রশ্নে উত্তেজনা বিস্ময়ের রেশ

হ্যাঁ এফেনদিম, আমার স্বামী পাশা লিখেছেন যে তিনি আপনাদের হোটেলে আছেন।

প্রথমে হোটেলের রিসেপশনিস্ট আমার প্রশ্নের জবাব দিতে ইতস্তত বোধ করেছিলেন কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, পাশা আমার স্বামী তখন একটু নিরাশ কণ্ঠ নিয়ে জবাব দিলেন: আনোয়ার পাশা রুম নাম্বার ৩০৫ আছেন। তবে উনি এখন ঘরে নেই। বাইরে গেছেন। আপনি লাউঞ্জে অপেক্ষা করুন।

কিন্তু আমাকে হোটেলের লাউঞ্জে আনোয়ার পাশার জন্যে দেরী করতে হলো না। কারণ একটু বাদে হোটেলের রিসেপশনিস্ট হোটেলের বাইরের দরজার পানে তাকিয়ে বললেন: মাদাম ঐ তো আপনার স্বামী আনোয়ার পাশা আসছেন।

আমি বাইরের দরজার দিকে তাকালুম। দেখতে পেলুম বেশ ভারিক্বী চালে পাশা হোটেলের লাউঞ্জের ভেতরে ঢুকছে। পাশা তার চেহারা পাল্টেছে কিন্তু তাকে চিনতে আমার কোন অসুবিধে হলো না। কারণ পাশা সবার নজর এড়িয়ে যেতে পারে আমার কঠিন দৃষ্টিকে সে কখনই এড়াতে পারবে না।

পাশার চোখে রঙ্গীন চশমা, ছোট থুৎনিতে দাড়ি, হাতে হাভানা সিগার…

আমি পাশার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাশা আমাকে দেখে একটু মাথা নিচু করে বললো: মাদাম স্লিভুপ্‌লে।

পুইজ ফেয়ার কেলকেসোজ পুর ভু।

মাদাম, প্লিজ আমি কী আপনার জন্যে কিছু করতে পারি।

আমি হাসলুম। মিষ্টি হাসি। আমার এই সুন্দর হাসি কতো লোককে মুগ্ধ করেছে।

পাশা যেন আমার হাসিকে চিনতে পারলো। তার মুখের হাসি ক্ষণিকের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। তারপর খুব মৃদুস্বরে যেন লাউঞ্জের কেউ কিছু শুনতে না পায়, বিস্মিত কণ্ঠে বললো: তুমি!

আমি এবার নিখুঁত ফরাসী ভাষায় পাশার কথার জবাব দিলুম, সুয়োরপ্রিজ। সে মোয়া ম্যাম। মোয়া লুল—আমাকে দেখে তুমি অবাক হয়েছ। আমি লুলু।

পাশা এবার আমার হাত ধরে লাউঞ্জ ঘরের একটি সোফাতে নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো: তুমি এখানে কী করছো? 'সামে এতন বকু। পুরকুয়া ভু যেত ভেনুই ইসি'—আমাকে ভয়ানক অবাক করেছ। তুমি এখানে কেন এলে?

আমি আবার মিষ্টি হেসে জবাব দিলাম: প্যারসকে যে ভু জ্যমি—কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বিয়া স্থয়োর—ঠিক বলছো ?

সার্তেনমা—নিশ্চয়।

গার্সো—সিল ভুঁপ্লে—পাশা এবার হোটেলের একজন ওয়েটারকে ডেকে বললো : দো বিয়র সিলভু প্লে। দুটি বিয়ার নিয়ে এসো।

দুটি বিয়ার এলো।

বিয়ার খেতে খেতে পাশা তার কাহিনী বলতে শুরু করলো। শয়তানের জীবন-কাহিনীর প্রতিটি কথা মিথ্যের প্রলেপ দিয়ে ঢাকা।

পাশা বললো : বেরুটের হাঙ্গামার সময় সে লেবাননে ছিলো। ব্যবসার খাতিরে তাকে ঐ শহরে থাকতে হয়েছিলো। কিন্তু শহরে গোলমালের দরুন বেশীদিন থাকতে পারেনি। তাই ইস্তামবুলে চলে এসেছে। দু-একদিনের মধ্যে বেয়োগ্রাদে যাবে। ওখানে আফ্রো-এশিয়ান নেতাদের এক কনফারেন্স হবে। নেতাদের সঙ্গে দেখা করা তার একান্ত দরকার। গলার স্বর একটু মিষ্টি করে বললো, লুলু, আমি তোমাকে ইস্তামবুল শহরে দেখে ভারী খুশী হয়েছি। এই শহরে জীবন উপভোগ করা যায়।

তারপরেই আবার গলার স্বর পাল্টে বললো : সেদিন রাত্রে তুমি হঠাৎ বেরিয়ে গেলে। তারপরেই শুনতে পেলুম বেদুইন সৈন্যের মেসিনগানের শব্দ। আমার মনে হলো তুমি ওদের খপ্পরে পড়েছ কিংবা গুলিতে মারা গেছো। হাঙ্গামা থেমে যাবার পর আমি শরীফ নাসেরের কাছে তোমার খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু উনি তোমার কোন খবর আমাকে দিতে পারলেন না।

আমি বিয়ারের গ্লাসটি ঠোঁটের কাছে নিয়ে চুমুক দেবার ভান করলুম। তারপর মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলুম : তুমি শরীফ নাসের'কে চেনো ? উনি তো মালেক হোসেনের মামা। প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর সৈন্যরা বলে শরীফ নাসের ওদের দুষমন।

পাশা বিয়ারের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিলো। তারপর বললো : শরীফ নাসের আমার বন্ধু। উনি জর্ডনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। আজ জর্ডন যদি বাইরে থেকে অস্ত্র এবং টাকার সাহায্য না পেতো তাহলে গেরিলা কম্যানডোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতো না।

কথা বলতে বলতে পাশার মুড এসে গিয়েছিলো। তাই আবার শান্ত গলায় বলতে সুরু করলো : তুমি জানো লুলু, লিবিয়ায় গাদাফী এবং কুয়েট, জর্ডনকে আর টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না। কিন্তু মালেক হোসেন গাদাফী এবং কুয়েটের হুমকিতে ভয় পাননি। তিনি জর্ডনের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চান। বেদুইন

সৈন্যরা তার কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছে। শুধু তাই নয়, অনেক আরবদেশ গেরিলা কম্যানডোদের নীতিকে সমর্থন করে না। আজ আরব দেশের ঘরে ভাঙন ধরেছে। যতোদিন আরবদের ভেতর একতা না থাকবে ততোদিন আমেরিকা ইস্রাইলীদের ভয় পাবার কিছুই নেই। লুলু, ইস্রাইলীরা প্রতিদিন শক্তিশালী হচ্ছে, আমেরিকা ওদের নিত্য নতুন অস্ত্র দিচ্ছে।

কী ধরনের অস্ত্র দিচ্ছে? আমি এমন গলায় এই প্রশ্ন করলুম যেন পাশার মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে আমি ওর কাছ থেকে গোপন কথা বের করে নেবার চেষ্টা করছি।

নতুন প্লেন ফ্যান্টেম, নতুন ট্যাঙ্ক—স্পাই প্লেন, মেশিনগান। এছাড়া টাকা-পয়সাও কিছু দেবে।

তারপর গ্লাসের বিয়ারটুকু শেষ করে বললো, গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী কখনই ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না।

পাশা কথার মোড় ঘোরালো। এবার প্রেমের কথা বলতে শুরু করলো। আমি প্রতিবাদ করলুম না। কারণ আমি জানতুম যে বেশী আগ্রহ দেখালে পাশার মনে সন্দেহ হবে, আমি এই ধরণের হাজার প্রশ্ন করছি কেন?

*　　　*　　　*

সেদিন রাত্রে পাশা আমাকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিলো।

লুলু, ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কর্তা ইসার হেরেল জানতে চাইছেন যে জেরুজালেম কম্যাণ্ডো বাহিনীর কতোজন স্পাই আছে?

আমি পাশার কথা শুনে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ওরা কী তাহলে আমাদের কমরেডদের গোপন ঠিকানার খবর পেয়েছে? কিন্তু আমি মনের উত্তেজনা চোখে মুখে কিংবা ভাষায় প্রকাশ করলুম না। শুধু চোখ দুটো নাচিয়ে বললুম: তাই নাকি? ইসার হেরেল কী জেরুজালেম জাফার কম্যাণ্ডো বাহিনীর খোঁজ-খবর পেয়েছেন?

—পাননি, তবে শিগগিরই পাবেন। পাশা ছোট জবাব দিলো। পাশার জবাব দেবার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারলুম যে কথা বলে তিনি সময় নষ্ট করতে চান না। তার লুব্ধ দৃষ্টি রয়েছে আমার কোমল নরম দেহের পানে।

কাছে এসো লুলু···পাশা গলার স্বর মিষ্টি করে বললো।

আমি পাশার কাছে গিয়ে বসলুম। পাশা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর গলার স্বর মৃদু করে বললো: জানো, আমরা জানি গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনী কোথা থেকে অস্ত্র পাচ্ছে?

আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

কোথা থেকে ?

চীন এবং রাশিয়ার কাছ থেকে। আর সব অস্ত্র আসছে সিরিয়ার লাটাবিয়ার বন্দর দিয়ে। লুলু, দু-একদিনের মধ্যে ইস্রাইলীরা লাটাবিয়া বন্দরে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে।

তাই নাকি ? আমি এমন স্বরে প্রশ্ন করলুম যেন এই ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই।

হ্যাঁ, শুধু তাই নয়। জানো জেরুজালেম শহরে ইস্রাইলীরা গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর গুপ্ত আড্ডা খুঁজে পেয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে পুলিশ ঐ আড্ডায় হানা দেবে—পাশা তার মুখটি আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে বললো।

আমি আতঙ্কিত হলুম। দু-একদিনের মধ্যে পুলিশ আমাদের কমরেডদের গুপ্ত আড্ডায় হানা দেবে। সর্বনাশ! আমি জানি যে কমরেডদের ধরতে পারলে ওরা কী করবে ? গুলী।

কথার গুরুত্ব লঘু করবার জন্যে আমি মিষ্টি করে বললুম, পাশা তুমি ভারী মজার গল্প বলতে পারো। তোমার কথাগুলো এতো মিষ্টি যে আমার শুনতে ভারী ইচ্ছে করছে···

হঠাৎ আমার মনে হলো যে পশুর দেহের খিদে এবং মনের উত্তেজনা বেড়েছে। সে যেন আমাকে আরো জোরে চেপে ধরবার চেষ্টা করছে।

লুলু তুমি ভয় পেও না। দু-এক মাসের মধ্যে ইস্রাইলীরা প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীকে ধ্বংস করবে। আরবদেশের প্রতি শহরে ওদের গুপ্তচর আছে। প্রতিদিন ওরা তেল আভিভে কম্যাণ্ডো বাহিনীর গতিবিধির খবর পাঠাচ্ছে। ওরা জানে কোন কম্যাণ্ডোকে কোথায় ধরতে হবে। আর এইসব কাজকর্মের তদারক করছে কে জানো ?

কে ?

আমি।

এই বলে পাশা খুব জোরে হেসে উঠলো। তারপর বললো: লুলু এই যে মধ্যপ্রাচ্য দেখছো, এই দেশের প্রতিটি বড়ো বড়ো নেতারা আমার হাতের মুঠোয়। ওরা জানে পাশা কে এবং পাশা কী করতে পারে ? আর প্রতিটি নেতার জীবনের সব ঘটনা আমি জানি।

বেশীক্ষণ দেরী কোরো না কিন্তু। আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করবো। আর আমি তো বেশীদিন ইস্তামবুলে থাকবো না। দু-একদিনের মধ্যে বেয়োগ্রাদে যাবো বড়ো বড়ো আফ্রো-এশিয়ান নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে।

হঠাৎ যেন আমার মনে কী চিন্তা হলো। আমি আমার মুখটি পাশার ঠোঁটের

কাছে নিয়ে এসে বললুম: ডার্লিং তোমার আফ্রো-এশিয়ান নেতাদের সঙ্গে বুঝি খুব দহরম-মহরম আছে।

আমি দেখতে পেলুম যে উত্তেজনায় পাশার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে। বুঝতে পারলুম পাশার দেহের খিদে আরো তীব্র প্রবল হয়েছে। কিন্তু পুরুষকে কী করে হাতের মুঠোয় রাখতে হয় তার আর্ট আমি জানতুম।

পাশা আমাকে চুমু খাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি পাশাকে বাধা দিলুম। হাত দিয়ে পাশার মুখটি ধরে বললুম: বলো তুমি বেয়োগ্রাদে কী করবে?

পাশার দেহের উত্তেজনা আরো তীব্র হলো। সে আমার হাত দুটি ধরে বললো: ডার্লিং এবার আফ্রো-এশিয়ান নেতারা প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব পলিটিক্যাল কমিটিতে পেশ করবেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে আফ্রো-এশিয়ান নেতারা আরব গেরিলা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করবেন। কয়েকটি দেশ গেরিলাদের আর্মস সাপ্লাই করবার কথা ভাবছেন। লুলু আমাকে সময় থাকতে কাজ করতে হবে। নইলে বিপদ হবে। তাই আমি আফ্রো-এশিয়ান নেতাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেয়োগ্রাদে যাচ্ছি।

পাশার কথা শুনে আমার মনের চাঞ্চল্য বাড়লো। আজ পাশা তার জীবনের দুর্বল মুহূর্তে অনেক গোপন কথা আমাকে বলেছে। কমরেডদের এইসব কথা জানাতে হবে। শুধু তাই না দেখতে হবে পাশা যেন বেয়োগ্রাদে গিয়ে আফ্রো এশিয়ান নেতাদের সঙ্গে দেখা না করতে পারে।

আমি বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। পাশা আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালো আর সেই দৃষ্টির মানে হলো: আমি যেন শিগগিরই ফিরে আসি।

আমি বাইরে যাবার সময় মিষ্টি হেসে বললুম: ডার্লিং তুমি চিন্তা কোরো না আমি এক্ষুনি আসছি।

*

প্যারাডাইস হোটেল খুঁজে নিতে আমার বেশী সময় লাগলো না। সেটা একটা বড়ো রাস্তার উপর ছিলো। কমরেড খালেদ এবং হাদাদ নির্ধারিত সময়ানুযারী ইস্তামবুলে পৌচেছিলো। ওরা হোটেলের খাতায় নাম লিখেছিলো জোসেফ এবং মুনির আহমদ, ব্যবসায়ী। এক্সপোর্টের ব্যবসা করতে এসেছে।

খালেদ আমাকে দেখে খুশী হলো। তারপর আমার মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে বললো: খবরগুলো প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান। কিন্তু শয়তান পাশা বেঁচে থাকলে আমাদের বিপদ বাড়বে।

কমরেড হাদাদ একটু সতর্কতার সুরে বললে: আমাদের কাজটা খুব সহজ হবে

না খালেদ। আজ প্লেন থেকে নামবার পর দেখছি দু' তিনজন পুলিশ ইনফরমার আমাদের পেছনে সাদা পোষাকে ঘোরাফেরা করছে। আমরা যে গেরিলা কম্যাণ্ডোর লোক হয়তো পুলিশ আন্দাজ করেছে।

কী করে? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

সন্দেহ করবার কিছুটা কারণ আছে লুলু। এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের পাশপোর্ট দুটি বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বললেন: আপনারা ক'দিন থাকবেন। আমরা জবাবে বলেছিলুম: বেশী দিন নয়। পার্টির সঙ্গে কিছু জরুরী কথাবার্তা আছে। আলাপ-আলোচনা শেষ হয়ে গেলে আমরা ফিরে যাবো।

পার্টি কোথায় থাকে? ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের আবার জিজ্ঞেস করলেন। আমার এক পুরনো বন্ধুর নাম ঠিকানা দিলুম। হাদাদ আমাদের বন্ধুর টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলেন। ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের বন্ধুর কাছে টেলিফোন করেছিলেন। কিন্তু ওর কাছ থেকে জবাব পান নি। আমরা ওর মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে বললুম: বন্ধু ব্যাচেলর। হয়তো উনি বাড়ীতে নেই। ইমিগ্রেশন অফিসার আবার আমাদের পাশপোর্টটি দেখে বললেন: আপনাদের পাশপোর্ট দুটি নতুন। এর আগে আপনারা কখনও অন্য কোন দেশে গিয়েছেন কী?

আজ্ঞে না—আমি জবাব দিয়েছিলুম।

আমার জবাবে ইমিগ্রেশন অফিসার সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা জানি নে। কিন্তু বেশ একটু নিরাশ মন নিয়ে আমাদের পাশপোর্টে সীল দিয়েছিলেন।

আমাদের মনে হলো আমরা পুলিশের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছি। কারণ হোটেলে চেক ইন করে দেখি দু'জন লোক সদা সর্বদাই আমাদের পেছু ঘুরছে। কাজেই আমাদের বেশ সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। পুলিশ যেন সন্দেহ না করে।

কিন্তু···কিন্তু···কিন্তু পাশা যদি বেয়োগ্রাদে যায়? তাহলে আমাদের বিপদ হবে।

পাশা কবে বেয়োগ্রাদে যাবে? কমরেড হাদাদ জিজ্ঞেস করলে।

পরশু ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে—কমরেড খালেদ আমার জবাব শুনে বেশ খানিকক্ষণ কী যেন চিন্তা করলো। তারপর বললো: লুলু আমরা পাশাকে হোটেলেই খুন করতে পারতুম। কিন্তু এখন খুন করবার চেষ্টা করলে আমাদের বিপদ হবে। কারণ আমরা জানি যে ইস্তামবুলের পুলিশ আমাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। আমরা পাশাকে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে খুন করবো। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে খুন করলে কেউ আমাদের কোন সন্দেহ করবে না। সবাই জানে যে এই ধরনের খুন হত্যা ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে আকচার হয়ে থাকে।

কমরেড খালেদ বলতে লাগলো: লুলু আমরা তিনজনেই ঐ ট্রেনে চেপে বেয়োগ্রাদে যাবো। আমরা যে পাশার সহযাত্রী হবো একথা যেন পাশা ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। তুমি পাশার সঙ্গে ষ্টেশনে যাবে। তোমাকে ষ্টেশনে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে পাশা বেয়োগ্রাদে যাচ্ছে। ট্রেন ছাড়ার খানিক আগে তুমি ট্রেনে উঠবে।

ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে আমরা ওকে ক্লোরোফর্ম করবো। প্রথমে ওকে আমরা খুন করবো না। ওর কাছ থেকে কথা বের করবো তারপর খুন করবো। পাশা জীবিত থাকলে না প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো কখনই কোন কাজ অপারেশন করতে পারবে না।

কমরেড হাদাদ জিজ্ঞেস করলো: ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস কাল কখন ছাড়বে?

বিকেল পাঁচটার সময়—আমি জবাব দিলুম।

এই আলাপ আলোচনার পর আমি আবার হোটেলে ফিরে এলুম। পাশা তখনও আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। হয়তো আমার দেরী দেখে খানিকটা বিচলিত হয়েছিলো।

কোথায় গিয়েছিলে? পাশার প্রশ্নে কৌতূহলের রেশ ছিলো।

বললুম তো বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। আমাকে নাইট ক্লাবে নিয়ে যাবার জন্যে সে বড্ডো পীড়াপীড়ি করছিলো। আমি অবশ্যি রাজী হই নি—আমি ছোট জবাব দিলুম।

পাশা আমার দিকে তাকিয়েছিলো। দেখছিলো আমি কী করছি? ব্লাউজের খানিকটা খুলবার পর আমার দেহের নগ্নতা বেশ প্রকাশ পেলো। হয়তো আমার নগ্ন বক্ষ তাকে আরো উত্তেজিত করলো। পাশা আর অহেতুক প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করতে চাইলো না। তাই আমার বয়ফ্রেণ্ড সম্বন্ধে আর কৌতূহল প্রকাশ করলো না। পাশা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

তারপর মৃদু স্বরে বললো: লুলু আমি সারাটা জীবন আগুন নিয়ে খেলা করেছি। আজও করছি। তাই আজ আমার দেহ মন খুবই ক্লান্ত। আমি জানি যে কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে পারে। মরবার আগে আমি জীবন উপভোগ করতে চাই।

কিন্তু আমি সহজে পাশার কাছে ধরা দিতে চাই নে। ওর কাছ থেকে আমার আরো গোপন কথা বের করতে হবে। ইস্রাইলীরা আমাদের ধ্বংস করবার জন্য কী প্ল্যান করেছে—তার পুরো খবর আমাকে বের করতে হবে।

পাশা আমার মনে হয় তুমি এই বিপজ্জনক কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘর সংসার করো।

না লুলু আজ আমার ফেরবার উপায় নেই। ওরা আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। ওদের কাছ থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই আমাকে ওরা খুন করবে। ওদের কাছে আমি প্রয়োজনীয় মূল্যবান বস্তু ··

কথা বলতে বলতে পাশা অন্যমনস্ক হলো। তারপর আবার বলতে লাগলো : জীবন সুরু করেছিলুম কায়রোর নাইট ক্লাবের বারে। সুরু করেছিলুম মালেক ফারুকের মোসেহেবী করে, কিন্তু আজ আমি হয়েছি বিভিন্ন রাষ্ট্র ঘুরে বিভিন্ন শক্তির মোসাহেব—গুপ্তচর। জানো লুলু, জীবনে যদি কখনও স্পাইর কাজ সুরু করো তাহলে কখনই সেই রাহু কিম্বা শনি বলো তার হাত থেকে মুক্তি পাবে না। না আজ আর ভিন্ন জীবন-যাপন করতে পারবো না। আজ আমাকে শুধু জীবন উপভোগ করতে হবে।

এই বলে পাশা আবার আমার কাছে এলো এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

তোমার শরীরটা কী নরম তুলতুলে···পাশা আমার বুকে তার মাথা গুজে বললো।

কিন্তু এই যৌন জীবনের মধ্যিখানেও আমি আমার কর্তব্য দায়িত্বকে ভুলে যাই নি। পাশার কাছ থেকে আরো খবর আমার জানা দরকার।

পাশা আমেরিকা ইস্রাইলকে সাহায্য করছে ··

পাশা আমার বুক থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলো : যতোদিন সাহায্য করবে ততোদিন মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রাইলীরা কায়েমী হয়ে বসে থাকবে। আর আমার মতো লোকেরও ওদের দরকার হবে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম : আমেরিকা ইস্রাইলীদের অস্ত্র দেবে ?

কী কথা বলছো লুলু ? আমেরিকা ইস্রাইলীদের অস্ত্র না দিলে ওরা অস্ত্র কোথায় পাবে ? আর একটা মজার ব্যাপার কী জানো ? লুলু প্রতিটি আরব দেশে ইস্রাইলী কর্তারা বেশ কায়েমী হয়ে বসে আছেন। প্রতিটি খবর ইস্রাইলী কর্তারা জানতে পারেন। আর এই কাজের তদ্বির তদারক আমাকেই করতে হয়। তাইতো আজ আমার জীবন সম্বন্ধে এতো দুশ্চিন্তা। কথা বলতে বলতে পাশার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো।

: পাশা এবার বলো মধ্যপ্রাচ্যে আর কী হবে ?

রাশিয়ানরা এই এলাকা থেকে শিগগিরই চলে যাবে। তারপর এই এলাকাতে আবার যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের পর যে সন্ধি হবে সেই সন্ধির চুক্তিতে ইস্রাইলীদের জয় হবে······

পাশা আর কথা বলতে পারলো না। ঘুমে তার চোখ বুজে গেলো। সে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন বিকেল বেলা ইস্তামবুল ষ্টেশনে খালেদ এবং হাদাদও উপস্থিত ছিলো ওরা দূর থেকে আমাদের দুজনের উপর নজর রাখছিলো।

এই প্ল্যাটফর্মে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনের ভেতর লোক আসছে যাচ্ছে···পাশা ট্রেনের ভেতরে উঠবার আগে আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলো ···তারপর কপালে একটি চুমু খেয়ে বললো : শেরী, তুমি আমার জন্য চিন্তা-ভাবনা কোরো না। বেয়োগ্রাদ শহরে আমি বেশী দিন থাকবো না। তুমি আমার জন্যে বেরুট শহরে অপেক্ষা কোরো। হর্স শু রেস্তোরাঁয় তুমি আমার দেখা পাবে।

তারপর পাশা তার কম্পার্টমেণ্টের ভেতরে ঢুকে গেলো।

কিছুক্ষণের জন্যে আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার ভাবটা ছিলো যে আমি যেন পাশার জন্যে দেরী করছি। তারপর আমি প্লাটফর্মের ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলুম।

খালেদ এবং হাদাদ আমার জন্যে ট্রেনের শেষ প্রান্তের এক কম্পার্টমেণ্টের সামনে দাঁড়িয়েছিলো। আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিলুম। খালেদ আমাকে জিজ্ঞেস করলো : পাশা তার কম্পার্টমেণ্টের ভেতর ঢুকেছে ?

আমি ছোট জবাব দিলুম : হ্যাঁ। আমরা সবাই এবার ট্রেনের একটি 'ননস্মোকার কম্পার্টমেণ্টের' ভেতর ঢুকলুম।

আমরা তিনজন হলুম ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের যাত্রী। আমরা যাবো যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেয়োগ্রাদে। কিন্তু পথের মাঝে আমাদের একটি শিকার ধরতে হবে। আর সেই শিকার হলো : মধ্যপ্রাচ্যের শয়তানের শিরোমণি আনোয়ার পাশা। ইস্রাইলীর স্পাইর খাতায় যার নাম লেখা আছে 'লাকি ষ্ট্রাইক'—আওয়ার ম্যান ইন আমান।

ট্রেন ছেড়ে দিলো। সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। ইস্তামবুলের পরের ষ্টেশন করলু— তারপর এদরিন···

ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টের ভেতরে বাতি জ্বলছিলো। আমরা তিনজনেই ছোট রঙ্গীন চশমা পড়েছিলুম। তিনজনের হাতে ছিলো একটি করে বই, থ্রীলার। কম্পার্টমেণ্টের ভেতর ঢুকে আমরা মন দিয়ে বই পড়ার ভান করলুম···কিন্তু আমাদের আসল মন ছিলো ট্রেনের প্রথমদিকে অর্থাৎ পাশার কম্পার্টমেণ্টের ওদিকে। কিন্তু হঠাৎ আমার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। আমার সীটের পাশে এক আমেরিকান বসেছিলেন বেশী বয়স হবে না—দেখলেই মনে হয় দেশ ভ্রমণে বেড়িয়েছে।

হঠাৎ কেন জানিনে সেই লোকটি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিলো। জিজ্ঞেস করলো : আমি কোথায় যাচ্ছি এবং কেন যাচ্ছি ? তারপর বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো আমি কী বিবাহিতা ? প্রশ্নটা শুনে আমি প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম বটে কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারলুম এই প্রশ্ন

করবার গৌণ উদ্দেশ্য কী? উনি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চান। কিন্তু আজ আমি প্রেমালাপ করে বৃথা সময় নষ্ট করতে চাই না। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে মূল্যবান। 'করলু' ষ্টেশনে পৌঁছুবার আগে পাশার কম্পার্টমেণ্টে যেতে হবে এবং তাকে ক্লোরোফর্ম করতে হবে।

আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম যে খালেদ এবং হাদাদ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর এই দৃষ্টির অর্থ বুঝে নিতে আমার সময় নিলো না। এর মানে হলো: কমরেড লুলু সময় মূল্যবান, সময় নষ্ট করো না। আজ ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসে বসে প্রেম করলে চলবে না—পাশাকে খুন করতে হবে।

কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে আমি অনেক কথা ভাবছিলুম। হঠাৎ আমার মনে হলো ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এমন যেন আমার জবাবের উপর তার জীবন নির্ভর করছে।

আমি জানতুম যে পুরুষেরা এই ধরণের প্রশ্ন কেন করে এবং কী ধরণের জবাব তারা মেয়েদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। ওরা জানতে চায় যে, আমাদের জীবন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা। ভালোবাসা, প্রেমের ব্যাপারে আমরা একেবারে আনাড়ি।

আমি আমেরিকান ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলুম। বললুম: বিয়ে করেছিলুম বটে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি। আরো সংক্ষেপে বলতে পারেন আমি হলুম ডিভোর্সী।

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে একটু উৎসাহিত বোধ করলেন। নড়েচড়ে বসলেন। বুঝতে পারলুম যে আমার সঙ্গে প্রেম করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর তীব্র হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে আর উৎসাহ দিলুম না। কারণ আমি দেখতে পেলুম যে কমরেড খালেদ এবং হাদাদ বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। অর্থাৎ এবার আমাদের পাশার কম্পার্টমেণ্টের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

একটু বাদে প্রথমে কমরেড হাদাদ তার সীট থেকে উঠে গেলো। তারপরেই কমরেড খালেদ উঠে গেলো। এবার আমার উঠবার পালা।

কিন্তু আমি উঠতে গিয়ে বাধা পেলুম। টিকিটচেকার আমাদের কম্পার্টমেণ্টে এলো এবং সবার টিকিট চেক করতে লাগলো।

আমি টিকিট বের করে দেখালুম, কিন্তু চেকার যেন আমার টিকিট দেখে সন্তুষ্ট হলো না। বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর দেখতে পেলুম সে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে আমার স্কার্টের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্ষুধার্ত পুরুষ না ক্ষুধার্ত পশু। জীবন ওদের একটি কামনা—সে হলো নারীদেহ উপভোগ।

আমি বেশ তীক্ষ্ণ নজরে চেকারের দিকে তাকালুম। আমার এই দৃষ্টির অর্থ বুঝে নিতে চেকারের অসুবিধে হলো না। আমি তার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছি।

মিস, আপনার কি কোন চোখের ব্যারাম হয়েছে? এখন তো বেশ রাত হয়েছে। চোখের রঙ্গিন চশমা খুলে ফেলুন না। চেকার হঠাৎ আমাকে উপদেশ দেবার চেষ্টা করলেন।

আমি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলুম। বললুম: ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।

না না, আমি আপনাকে সতর্ক করবার চেষ্টা করছিলুম। কারণ এই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে রাত্রিবেলায় আপনার মতো একজন সুন্দরী মহিলা একা রঙ্গিন চশমা পরে যাচ্ছেন এ দেখলে লোকের মনে সন্দেহ হবে। জানেন তো আমাদের এই এক্সপ্রেস ট্রেন হলো স্পাই স্মাগলারদের স্বর্গ। আজ আপনার এই পোষাক দেখলে আপনি সবার দৃষ্টিতে পড়বেন সবাই বলবে যে আপনি নিশ্চয় কোন স্মাগলার কিংবা স্পাইর দলের লোক। ভাগ্যিস এটা এক্সপ্রেস ট্রেন। প্লেন হলে বলতুম যে আপনি প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর কর্মী। প্লেন হাইজ্যাকে যাচ্ছেন।

এই কথা বলে টিকিট চেকার মৃদু হাসতে লাগলো। তার হাসির অর্থ যেন আমি বুঝতে পারলুম। লোকটা আমাকে সন্দেহ করেছে। আমি হয়তো কোন গুপ্তদলের লোক – একটা চক্রান্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছি।

: আপনি তুর্কীর মেয়ে? টিকিট চেকার আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আবার প্রশ্ন করলো। তার এই প্রশ্নে আমি বিরক্ত বোধ করলুম। লোকটা এরকম অহেতুক প্রশ্ন করছে কেন? সে কী জানতে চায়?

ছোট জবাব দিলুম: আমি লেবানীজ। এই বলে আমি ব্যাগ খুলে পাশপোর্ট দেখাতে যেতেই টিকিট চেকার বলল, দেখাবার প্রয়োজন নেই। তবে আপনি সুন্দরী মেয়ে, একা যাচ্ছেন। তাই দু-চারটে কথা বলে আপনাকে সতর্ক করলুম।

টিকিটচেকার কম্পার্টমেন্টের আর একদিকে চলে গেল। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম যে আমার আমেরিকান সহযাত্রীটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলুম যে, চেকারের প্রশ্নে ওর মনে সন্দেহের মেঘ জড়ো হয়েছে।

আপনি লেবানীজ? এবার আমেরিকান সহযাত্রীটি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। সর্বনাশ! চেকারের প্রশ্নবাণ থেকে রেহাই পেয়ে এবার আমেরিকান সহযাত্রীর জেরায় সামনে আমাকে দাঁড়াতে হলো।

আমি কোন জবাব দিলুম না। গল্প করে সময় নষ্ট করবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। আমাকে এক্ষুনি উঠে কমরেড খালেদ এবং কমরেড হাদাদের সঙ্গে যোগ

দিতে হবে। ওরা নিশ্চয় আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। তাই খুব ছোট জবাব দিয়ে বললুম হ্যাঁ।

আমি আর কোন কথা বললুম না। উঠে দাঁড়ালুম।

আমেরিকান সহযাত্রীর চোখে মুখে যেন নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটে উঠলো। সে বেদনার সুরে জিজ্ঞেস করলো, আপনি যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, এই বলে আমি কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলুম।

তখন কী ছাই জানতুম যে এই আমেরিকান ভদ্রলোকটি হলেন সি আই এ-র একজন এজেন্ট এবং পাশার বন্ধু। সেদিন ওর কাছেই আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিলো।

* * *

ট্রেনের কড়িডরে কমরেড খালেদ এবং কমরেড হাদাদের সঙ্গে দেখা হলো। ট্রেন খুব জোর চলছিল। তাই গাড়ী দুলছিলো। কড়িডরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়।

খুব অস্ফুট স্বরে আমি কমরেড হাদাদকে জিজ্ঞেস করলুম: দেখা পেয়েছ?

ওর কম্পার্টমেন্টে নেই তবে দেখতে পেয়েছে যে ডাইনিং কারে বসে আছে। বসে বসে ড্রিঙ্ক করছে আর হাভানা সিগার খাচ্ছে।

না, ডাইনিং কারে আমরা কিছু করতে পারবো না। আমাদের দেরী করতে হবে। ও যখন ওর কম্পার্টমেন্টে ফিরে যাবে তখন আমরা ওকে ক্লোরোফর্ম করবো। পরে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেবো—কমরেড খালেদ জবাব দিলো।

এই সময়টা আমরা তিনজনে গিয়ে ডাইনিং করে বসি। পাশের লোকটার উপর নজর রাখতে হবে। কখন যে লোকটা ডাইনিংকার থেকে উধাও হবে এই ট্রেন থেকে উধাও হয়ে যাবে বলা যায় না। না, পাশাকে আমি একেবারেই বিশ্বাস করিনে। লোকটা শুধু শয়তান নয়, একেবারে দুমুখো সাপ—কমরেড হাদাদ মন্তব্য করলো।

: তোমার কথায় যুক্তি আছে কমরেড···কমরেড খালেদ জবাব দিলো।

এবার আমরা তিনজনে ডাইনিং কারে গিয়ে বসলুম।

আমাদের দুটো টেবিলের পরেই পাশা তার মদের গ্লাস নিয়ে বসেছিলো—আর মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলো।

* * *

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। কতক্ষণ ডাইনিংকারে বসে থাকতে হবে জানতুম না।

দেখতে পেলুম পাশা খাবার টেবিল থেকে উঠে যাবার কোন উপক্রম করছে না। আমরা তিনজনেই ঘড়ির দিকে তাকাতে শুরু করলুম।

সময় বয়ে যাচ্ছে প্রতি সেকেণ্ড···প্রতি মিনিট···প্রতি প্রহর আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। কমরেড খালেদ এবং কমরেড হাদাদ না জানলেও আমি জানতুম যে পাশা যে কোন মুহূর্তে আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে কেটে পড়তে পারে। আমাদের চালে ভুল হলে আমাদের শুধু পরাজয় নয়—আমাদেরও মৃত্যু হবে।

কিন্তু আজ আমাদের কিছুই করবার ছিলো না। কারণ ডাইনিংকারে প্রতি মুহূর্তে অগুনতি লোক আসছে যাচ্ছে এই ভীড়ের মধ্যে কিছুই করবার যো নেই। শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে পাশার পানে তাকিয়ে থাকা ছাড়া।

আস্তে আস্তে ডাইনিংকারের ভীড় কমে গেলো। কিছুক্ষণ বাদে কম্পার্টমেণ্টে শুধু রইলুম আমরা চারজন—পাশা আর আমরা তিনজন প্যালেস্টাইনী গেরিলা কম্যাণ্ডোর কর্মী।

গাড়ীর স্পীড বেড়েছে—ঝাঁকুনিও বেশ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে পাশার দিকে তাকিয়ে আমাদের মনে হলো লোকটার মদের নেশা তীব্র হয়েছে।

আমি চোখের ইঙ্গিতে কমরেড হাদাদের দিকে তাকিয়ে ইসারা দিলুম: আর দেরী নয়। শিগগির আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।

কমরেড হাদাদ এবার টেবিল থেকে সন্তর্পণে উঠে গেলো। তার হাতে ছিলো একটি রুমাল। রুমালে ছিলো ক্লোরোফর্ম···

কমরেড হাদদ পাশাকে পেছনে তাকাবার সুযোগ দিল না। পেছন থেকে ক্লোরোফর্মের রুমালটি তার নাকের ডগায় চেপে ধরলো। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার।

পাশা অচৈতন্য হয়েছে। আমরা তিনজনে এবার ধরাধরি করে পাশাকে তার ছোট স্পেশাল কম্পার্টমেণ্টে নিয়ে গেলাম।

পাশা। কমরেড খালেদ পাশার গালে এক বিরাশী সিক্কার থাপ্পড় মেরে বললো।

কিন্তু পাশা তার চোখ খুলে তাকালো না। আমি বললুম, লোকটার চেতনা ফিরে আসেনি। কমরেড হাদাদ ওর গালে আর একটি থাপ্পড় মেরে বললো,

পাশা! লাকি ষ্ট্রাইক।

কিন্তু পাশা তবু তার চোখ খুললো না। কমরেড হাদাদ বললো: লোকটা ইচ্ছে করে চোখ বুজে আছে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। এই বলে কমরেড হাদাদ তার চোখের পাতা দুটো জোর করে খুলে ধরবার চেষ্টা করলো।

চীৎকার করে উঠলো পাশা। তারপরে আমার পানে তাকিয়ে বললো : তুমি! তুমি লুলু!

হ্যাঁ আমি লুলু—লায়লা ফরীদ। আমি হলুম প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো, ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের একজন কর্মী। আজ তোমার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া শেষ করতে এসেছি।

পাশা এবার উঠে বসলো। ক্লোরোফর্মের ঘোর তার কেটে গেছে। সে তার সম্বিত ফিরে পেয়েছে।

কমরেড খালেদ আর একটি থাপ্পর মেরে বললো : লাকি ষ্ট্রাইক।

প্রতিবাদ করলো পাশা। আমার নাম আনোয়ার পাশা। বিজনেসম্যান।

কিসের ব্যবসা করো তুমি? কমরেড হাদাদ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করে।

নিউজ। খবর সংগ্রহ এবং বিক্রী করা।

স্পাই, কমরেড খালেদ চীৎকার করে বললো।

না, বলতে পারেন, আমি হলুম রিপোর্টার। আচ্ছা আপনিই বলুন। যদি খবর বিক্রী করার জন্যে আমাকে স্পাই বলে অভিযোগ করেন, তাহলে সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে সাংবাদিক বলেন কেন?

কমরেড হাদাদ এবার পাশার পেটে লাথি মারলো। পাশা চীৎকার করে উঠলো। প্রথমে কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখে যন্ত্রণার কুঞ্চন দেখা গেলো, কিন্তু তারপরেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

—এরকম লাথি গুঁতো অনেক খেয়েছি। আমাকে আপনারা সহজে কাবু করতে পারবেন না—পাশা কথা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে তাকালো।

পাশা, আমরা জানতে চাই কমরেড গাসান কানাফানি, কমরেড কামাল নাসেরকে খুন করেছিলো কে? এবার আমি প্রশ্ন করলুম।

আমি জানিনে—পাশার এই ছোট জবাব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কমরেড খালেদ তার পেটে আর একবার লাথি মারলো। যন্ত্রণায় পাশা ককিয়ে উঠলো : লায়ার, মিথ্যেবাদী।

লাকি ষ্ট্রাইক, তুমি যদি এবার সত্যি কথা না বলো তাহলে আমরা তোমাকে খুন করবো। আমরা খবর চাই। গোপন, কনফিডেনশিয়াল খবর। তুমি কার স্পাই? ইস্রাইলী, না সেন্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর।

আমি স্পাই নয়। আমি হলুম জার্ণালিস্ট। খবর সংগ্রহ করা আমার পেশা। প্রফেশনাল এটিকেট—আপনাদের কাছে বলতে পারিনে এ-খবর আমি কার কাছে বিক্রী করছি। মাপ করবেন?

শয়তানের আবার ভনিতা।। এই বলে কমরেড হাদাদ পাশাকে এমন জোরে থাপ্পড় মারলো যে, পাশা মাটিতে পড়ে গেলো। তার মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। পাশা মাটি থেকে উঠবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কমরেড খালেদ তাকে মাটি থেকে উঠতে দিলো না। তার বুকের উপর চেপে বসলো। তারপর গলার সামনে একটি ছোট সুতো দিয়ে বললো: লাকি ষ্ট্রাইক। আমরা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের কর্মী। আমরা মরতে ভয় পাইনে। কিন্তু মরবার আগে তোমাকে কয়েকটি কথা বলতে হবে। বলো: বেয়োগ্রাদে যাচ্ছিলে কেন ?

পাশা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো: আমি লুলুকে এই খবর আগেই দিয়েছি। বেয়োগ্রাদে আফ্রো-এশিয়ান নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলুম। ওদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে।

মিথ্যে কথা। আমরা জানি যে, তুমি আফ্রো-এশিয়ান নেতাদের পরামর্শ দিতে যাচ্ছিলে যেন ওরা প্যালেস্টাইনের রিজল্যুশনকে সমর্থন না করে। আফ্রিকান নেতাদের তুমি টাকা দিয়ে বশ করেছিলে। এবার বলো ইস্রাইলীরা আগামী কয়েক মাসে এই অঞ্চলে কী করবে ?

পাশা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো।

অস্ফুট ধ্বনিতে বললো: জানিনে।

কমরেড হাদাদ পাশার পেটে আবার লাথি মারে। সত্যি কথা বলো পাশা। নইলে আমরা তোমাকে খুন করবো।

এই বলে কমরেড হাদাদ পকেট থেকে একটি বড়ো ছুরি বের করলো। বললো: না, আমরা তোমাকে গুলী করে খুন করবো না। আমরা তোমাকে এই ছুরি দিয়ে খুন করবো।

আমি ইস্রাইলীদের কোন খবর রাখিনে ?

কমরেড খালেদ তখনও পাশার বুকের উপর বসেছিলো। এবার সে হাদাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো: সহজে এর পেট থেকে কথা বেরুবে না। ফারুকের মোসাহেব পিম্প বড়ো কঠিন মানুষ। হাদাদ তুমি ওর গলায় সুতোটা পরিয়ে দাও। তারপর আস্তে আস্তে টেনে ধর। ওর দম বন্ধ হয়ে আসবে। আর যেই ওর দম বন্ধ হবাব উপক্রম হবে অমনি ওর বুকে এই ছুরিটা বসিয়ে দিতে হবে। ছুরিটা আমাকে দাও।

কমরেড হাদাদ খালেদকে ছুরিটা দিলো। এবার পাশা বুঝতে পারলো যে আমরা ওর সঙ্গে রসিকতা করছিনে। আমরা সত্যি সত্যি ওকে খুন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর

হয়েছি। এবার সে করুণকণ্ঠে আমার দিকে তাকিয়ে বললো: লুলু, ওদের বলো আমাকে ছেড়ে দিতে।

সত্যি কথা বলো—আমার জবাব ছিলো দৃঢ়।

আমাকে কথা বলবার সুযোগ দাও। আমি সব কথা বলবো—পাশা অস্ফুট কণ্ঠে বললো।

কমরেড খালেদ এবার পাশাকে ছেড়ে দিলে। পাশা তার সিটে গিয়ে বসলো। তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি এবং কমরেড হাদাদ। কমরেড খালেদ ওর পাশে বসে রইলো।

কী খবর চাও? গলায় হাত বুলাতে বুলাতে পাশা জিজ্ঞেস করলো।

আমরা ইস্রাইলীদের খবর চাই। আমরা জানতে চাই—ইস্রাইলী আর সি-আই-এ কোন কোন আরব নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আমরা আরো জানতে চাই আমেরিকা ইস্রাইলের সঙ্গে কী চুক্তি করেছে।

আমি কথা বলবো কমরেড। হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে আমি আপনাদের গেরিলা কমাণ্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারি। কারণ খবর বেচাকেনা আমার ব্যবসা। বলুন এর পরিবর্তে আপনারা আমাকে কতো দেবেন?

কমরেড হাদাদ শুকনো হাসি হেসে জবাব দিলো: পয়সা! না পাশা আমরা তোমাকে কোন পয়সা দেবো না। এমনকি তোমার জীবন রক্ষার কোন প্রতিশ্রুতি দেবো না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যতোক্ষণ অবধি তুমি আমাদের কাছে সব খবর না দাও, ততোক্ষণ আমরা তোমাকে প্রাণে মারবো না। পাশা আবার করুণ অসহায়ের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু সেদিন আমার মুখের স্নিগ্ধতা কোমলতা দূর হয়ে গিয়েছিলো। আমি নির্দয় কঠোর স্বরে বললুম: পাশা, আমরা তোমাকে বাঁচবার জন্যে আরো কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি। যদি তুমি মুখ না খোল তাহলে তোমাকে এক্ষুনি মরতে হবে!

পাশা বুঝতে পারলো যে আমরা ওকে সহজে রেহাই দেবো না। তাই সে এবার কথা বলতে শুরু করলো।

আমেরিকা ইস্রাইলীদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা ইস্রাইলকে অনেক মারাত্মক অস্ত্র দেবে। আর এই অস্ত্র প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

মালেক হোসেনকে আমেরিকা কী দিয়েছে?

ট্যাঙ্ক, মেশিনগান না হলে তোমরা ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করে পারবে না। ওরা তোমাদের চাইতে অনেক শক্তিশালী।

মধ্যপ্রাচ্যে সি-আই-এ-র এজেন্ট কে ?

কেরমিট রুজভেল্ট এবং ব্রায়ান স্মিথ।

তোমার পেশা কি ?

কিছু না। খবর সংগ্রহ করা। আর আরব নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

পাশা, তুমি গাসান কানাফানি কামাল নাসারকে হত্যা করেছ ?

আমি আদেশ পালন করেছি। আমি হলুম হুকুমের চাকর। ইসার হেরেল আমাকে শুধু বললেন: লাকি ষ্ট্রাইক গাসান কনাটাফানির গাড়ীর ভেতর বোমা রাখতে হবে। আমি তাই করেছিলুম। আর কামাল নাসারকে হত্যা করবার জন্যে…

পাশা তার কথা শেষ করতে পারল না। কমরেড খালেদ আবার তার গালে থাপ্পর মারলো। আবার সীট থেকে পাশা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। তার মুখের কোণ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

কমরেড হাদাদ এবার একটি দড়ি দিয়ে পাশাকে বাঁধলো: কমরেড, গায়ে কিছুটা পেট্রোল ঢেলে দিতে হবে। তারপরে এর গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

আমাদের প্রস্তাব শুনে পাশা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। এই প্রথম আমি পাশাকে ভয় পেতে দেখলুম। আগুনে জ্বলে পুড়বার ইচ্ছে তার নেই। তার মুখ ভয়ে বিকৃত হলো।

কমরেড খালেদ দড়ি দিয়ে পাশাকে বাঁধতে লাগলো।

হঠাৎ আমাদের মনে হলো যেন গাড়ীর গতিটা খানিকটা কমে গেছে।

: কমরেড! আমি বেশ একটু ভীত কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলুম দেখুন, ট্রেনের তো কোন ষ্টেশন নেই। তাহলে হঠাৎ ট্রেন থামবে কেন ?

কমরেড খালেদ এবং কমরেড হাদাদ আমরা কথা শুনে সচকিত হলো। তাদের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো।

খালেদ বললো: কমরেড আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। আর দেরী করা ঠিক হবে না। শয়তানকে এক্ষুনি খুন করতে হবে। কমরেড পেট্রোলের শিশিটি দিন। এবার ওর গায়ে কিছু পেট্রোল ঢেলে দিই।

কমরেড হাদাদ পেট্রোলের শিশি খালেদের হাতে তুলে দিলো। কিন্তু ঠিক এই সময়ে এক বিরাট ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা থেমে গেল।

আমি এবং কমরেড হাদাদ কম্পার্টমেণ্টের বাইরে চলে এলুম। কী ব্যাপার ? হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল কেন ?

কড়িডরে বেশ কয়েকজনার গুঞ্জনধ্বনি অস্ফুট চাপা কথা কানে ভেসে এলো।

ট্রেন থামলো কেন ? এক ভদ্রমহিলা তার কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি দেখতে পেলুম যে ট্রেনের কণ্ডাকটর গার্ড এবং টিকিটচেকার ছুটোছুটি করছে। একটা অস্ফুট মন্তব্য আমার কানে ভেসে এলো: প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস আক্রমণ করছে।

সর্বনাশ। যাত্রীরা কী করে জানতে পারলে যে আমরা এই ট্রেনে পাশাকে আটক করেছি ? আমি কমরেড হাদাদের দিকে তাকালুম। অর্থপূর্ণ চাহনি। বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। কাজ শিগগিরই শেষ করতে হবে।

আমি এবং হাদাদ দৌড়ে কম্পার্টমেন্টের দিকে যাবার চেষ্টা করলুম।

হঠাৎ কণ্ডাকটর গার্ড আমাদের পথ রুখে দাঁড়ালো।

মিস, অতো তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করবেন না। প্যালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো আমাদের ট্রেন আক্রমণ করেছে। ওরা বোমা দিয়ে ট্রেন উড়িয়ে দেবে। তাই আমরা সব যাত্রীদের তাদের কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরুতে অনুরোধ করছি। আপনারা এই করিডরে দাঁড়িয়ে থাকুন, কোথাও যাবেন না।

আমি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম। বললুম: কম্পার্টমেন্টে আমার অনেক দামী জিনিসপত্র আছে। আমি ঐ জিনিসগুলো নিয়ে আসতে চাই।

মাপ করবেন। আমরা আপনাদের এখন কম্পার্টমেন্টের ভেতর যেতে দিতে পারিনা। সমস্ত কম্পার্টমেন্টে ভালো করে খানাতল্লাশী করতে হবে। তারপর আপনারা যেতে পারবেন।

ট্রেন থেমে গেছে। বাইরে কিছু আলো কিছু অন্ধকার। ভয়ে ভয়ে দু-একজন যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। আমি এবং কমরেড হাদাদ ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাদের মন ছিল কম্পার্টমেন্টের ভেতর। ওরা কী খালেদ এবং পাশাকে ধরতে পারবে ?

হঠাৎ আমি যেন করিডরের ভীড়ের মধ্যে আমার আমেরিকান সহযাত্রীকে দেখতে পেলুম। সে কেন সেদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল জানিনে···হয়তো ভাগ্যের পরিহাস।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আবার করিডরে গুঞ্জনধ্বনি উঠলো: গেরিলা কম্যাণ্ডোরা ট্রেনের শেষ কম্পার্টমেন্টে বসে আছে।

ট্রেনের কর্মচারীরা এবার দৌড়ে শেষ কম্পার্টমেন্টের দিকে ছুটল। আমি এবং কমরেড হাদাদ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে ট্রেনের ভেতরে এই বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। আমরা

কেউ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। আমি দেখতে পেলুম যে কমরেড হাদাদের মুখে বেশ চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

আমি কমরেড হাদাদকে জিজ্ঞেস করলুম: আমরা যে এই ট্রেনে যাচ্ছি এ খবর ট্রেনের কর্মচারীরা জানতে পারলে কী করে?

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কমরেড হাদাদ জবাব দিলো: আমি সেই কথা ভাবছি। আর শুধু তাই নয়। দু মিনিটের পর কেনই বা সবাই আবার ট্রেনের শেষ কম্পার্টমেণ্টের দিকে ছুটে গেলো। ব্যাপারটা বেশ একটু ঘোলাটে বলে মনে হচ্ছে। চলো, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। খালেদকে সতর্ক করতে হবে।

আমরা দুজনে আবার আমাদের কম্পার্টমেণ্টের ভেতর ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

পাখী উড়ে গেছে।

পাশা নেই।

তার পরিবর্তে খালেদের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। খালেদের হাতে যে ছুরিটা ছিল সেইটে পাশা খালেদের বুকের ভেতর বসিয়েছে।

আমি পাগলের মতো ছুটে গিয়ে খালেদের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। আমার ভাই খালেদ আজ মৃত।

তার বুকের ভেতর ছুরিটি দিয়ে গাঁথা হয়েছে একটি চিঠি। পাশা লিখেছে।

কমরেড তোমরা পাশাকে চিনতে পারো নি, তাই আজ পাখী শেকল ছিঁড়ে উড়ে গেলো।

আজ ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসে আমি একা ছিলুম না। আমার দু-একজন আমেরিকান বন্ধুও ছিল, তারা আজ ট্রেনের শেকল টেনে গাড়ী থামিয়েছিল—এবং কণ্ডাকটর গার্ডকে বলেছিলো যে পালেস্টাইন গেরিলা কম্যাণ্ডো ট্রেন আক্রমণ করেছে। সবাই যখন তোমাদের খুঁজে বের করতে ব্যস্ত ছিল তখন আমার বন্ধুরা আমাকে কম্পার্টমেণ্ট থেকে উদ্ধার করেছে।

মিনিস্কার্ট স্পাই কমরেড লুলু, তোমার সুন্দর দেহ দেখে আমি ভুলেছিলুম বটে কিন্তু তোমার চরিত্রকে চিনতে ভুল হয় নি। আমি জানতুম যে তুমি আমার সর্বনাশ করবে। আমি তোমার রূপের আগুনে জ্বলে পুড়বো। তাই আজ সময় থাকতে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিলুম। গুড বাই, গুড লাক। আবার দেখা হবে—আনোয়ার পাশা।

আমি আবার খালেদের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

ট্রেন চলছে...ঝক্‌ঝক্‌.....

STATE CE
WB

আমি বাইরে আকাশের দিকে তাকালুম।

আকাশ রাঙ্গা হয়েছে- লাল টকটক করছে।

ঝড় উঠেছে মরুভূমিতে।

বাতাসে যেন আগুনের হল্কা বইছে।

এ তো ঝড় নয়—বিপ্লবের পাগলা হাওয়া।

আজ সবই অস্পষ্ট, মলিন···

দূরে শহর, গ্রামগুলো জোনাকির মতো দেখা যাচ্ছে।

আমরা যাত্রী—প্যালেস্টাইনের সংগ্রামের সৈনিক।

পাগলা ঘূর্ণি হাওয়াকে তুচ্ছ অবহেলা করে আমরা হেঁটে চলেছি।

আমরা মহাকালের যাত্রী···আমাদের পথের শেষ নেই।

প্যালেস্টাইন···না, আজ প্যালেস্টাইন আমাদের কাছে সুদূরের স্বপ্ন···আর কা কখনও আমার ছেড়ে আসা শহর জাফা জেরুজালেমকে দেখতে পাবো। এ শহরের ছোট রাস্তাগুলি সবই যেন আমার জীবনের সঙ্গে মিশে ছিলো। কিন্তু আর কিছুদিন পরে সবই যেন আমার জীবনের স্মৃতি থেকে ম্লান হয়ে মিলিয়ে যাবে।

ও কী?

বাতাসের গর্জন······

না···না, যুদ্ধের সঙ্গীত···ওরা এগিয়ে আসছে···তাই আমরা পালাচ্ছি।

হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে···লুলু···লায়লা·· তুমি যেও না। ফিরে এসো।

আমার জন্মভূমি প্যালেস্টাইন আমাকে ডাকছে।

আমার বান্ধবী স্কুলের মেয়েরা বলছে : লুলু, তুমি যেও না। ফিরে এসো। আমি আর একবার ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম।

না, সবই স্বপ্ন—মরীচিকা···সবই বালি···সবই মায়া···

আজ খালেদ চলে গেলো—গাসান গিয়েছে—কামালও নেই। কাল আমি যাবো।

এমনি করে আমরা সবাই যাবো—আবার নতুন দল আসবে। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম শেষ হবে না···

আমরা এগিয়ে যাবো···হয়তো সংগ্রামের পথ ফুরাবে না—ক্লান্ত হবো···তবু আমাদের হাঁটতে হবে। এই আমাদের পণ···আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা···